

বৈদ্যপুরাণ ।



ব্রাহ্মণ্য-সংগ্রহ ।

বৈদ্যপুরাবৃত্ত ।

ব্রাহ্মগাংশ-পূর্বখণ্ড ।

বিবিধ আর্য্যশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা
বৈদ্য শ্রীগোপীচন্দ্র মেন্ডপ্ত
কবিরাজ কর্তৃক
প্রণীত ।

কলিকাতা ।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে,
কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১২ ।

All Rights reserved.]

মূল্য ১৯০ টাকা ।

অবতরণিকা ।

গোপিতং যং পুরাতনং বৈদ্যজ্ঞাতেশ্চিরন্তনম্ ।

সত্যং বৃথাজ্ঞাপ্তিপ্রিয়ত্রাঙ্কণেন কলৌ যুগে ॥

শাস্ত্রালাপৈরসত্ত্বিচ্চ টীকাভাষাদিভিত্তয়া ।

তৎ সৰ্ব্বঞ্চ বিশেষণ গ্রাহ্যেহস্মিন্ সম্প্রদর্শিতম্ ॥

বর্তমান যুগের অনেক কৃতবিদ্যা ব্যক্তি যে বৈদ্যজ্ঞাতিসম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাসসমুদয়ের মূলোৎপাটনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং আজগর্য্যান্তও অনেকেই যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছেন তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই বিদিত হইবে। বৈদ্যজ্ঞাতিসম্পর্কীয় প্রাচীন ইতিহাসের লোপ হয় বলিয়াই বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় দ্বারা এই পুস্তক রচিত হইল, ইহার মূলে আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

৩১শে আষাঢ়, ১৩১২ সালান্দ ।

নিবাস ব্রহ্মকোলা, মো—গয়েলা ।

সিরাজগঞ্জ,—জিলা পাবনা ।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত

কবিরাশ

বৈদ্যপুরাণ

ব্রাহ্মণাংশ-পূর্বখণ্ড ।

প্রথমোধ্যায় ।

বৈদ্যার্ঘ্য—অতি প্রাচীনকাল হইতে আৰ্য্যগণ একমাত্র অশ্বর্ষকেই যে কখন বৈদ্য কখন অশ্বর্ষ বলিতেন, আৰ্য্যশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা নিম্নে সেই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে।

নমু বলিতেছেন,

“স্থানামশ্বদারথামশ্বর্ষানাং চিকিৎসিতং ।

বৈদেহকানাং ক্রীকার্ণাং মাগধানাং বাণিক্পথাঃ ॥৪৭॥”

১০ অধ্যায়, মনুসংহিতা ।

স্থতদিগের অশ্বসারথ্য, অশ্বর্ষদিগের চিকিৎসা, বৈদেহকদিগের অস্ত্রপুং
গন্ধা, মাগধদিগের জল ও স্থলপথে বাণিজ্যবৃত্তি ।

“বৈশ্বায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহশ্বর্ষ উচ্যতে ।

কৃষ্যাজীবো ভবেত্তশ্ব তথৈবাশ্বেষবৃত্তিকঃ ।

স্বাজনৌ জীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ ॥” (১) •

ধর্ম্মপ্রচার, জাতিভেদবিবেক, জাতিমিত্র ও

অশ্বর্ষদাপিকাশ্রুত, উপনঃসংহিতাবচন ।

ব্রাহ্মণের বৈশ্বকর্ত্তাপজীতে জাত সম্ভানের নাম অশ্বর্ষ, কৃষি, আশ্বেষ, সৈন্য-
পত্য ও চিকিৎসা তাহার বৃত্তি ।

(১) বঙ্গবাসী প্রেসে যে উপন্যাসবিশিষ্ট হুংপা হুংফাডে, তাহাতে এই বচন নাই । • যত
খণ্ড নব্যভারত মাসিক পত্রিকার ১১।১২ সংখ্যাতে “বর্ণভেদ—বৈদ্য” ও “বর্ণভেদ—কায়স্থ”

“বৈজ্ঞান্যং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহশ্বষ্ঠো মুনিসত্তম ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টো মুনিপুত্রবৈঃ ॥”

পরশর সংহিতাধৃত ও জাতিমালা পুস্তকধৃত

পরশুরামসংহিতাবচন ।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈজ্ঞান্যজ্ঞাতে জাত সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ, হে মুনিসত্তম, মুনি-
শ্রেষ্ঠদিগের কর্তৃক অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

অশ্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস মনু, উশনাঃ ও পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন
শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, উক্ত বচনগুলিতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । অতএব
চিকিৎসা করা অর্থে অশ্বষ্ঠই চিকিৎসক (২) । চিকিৎসকের অর্থ যখন বৈদ্য (৩)
তখন অশ্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ যে একমাত্র অশ্বষ্ঠবাচক, সে ইতিহাসটি মনুসংহিতা
প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত হইতেছে । মনুসংহিতা সত্যযুগের এবং পরাশরসংহিতা
এই কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র (৪) হওয়াতে মনু আর পরাশরসংহিতা দ্বারা একথা
সপ্রমাণ হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (৫) অশ্বষ্ঠ আর

অন্তাবে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ* উশনসংহিতা হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও
বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকে নাই, অতএব বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত উক্ত পুস্তকে উক্ত বচন
পরিত্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে ।

(২) “চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত সচিকিৎসক উচ্যতে ।

সত্য ধর্ম্মপরো যন্ত বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্ততে ॥”

মৎস্যপুরাণ বচন, বাচস্পত্যভিধানপুত ।

(৩) বৈদ্যশব্দের অর্থ দেগ—

“রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্ বৈজ্ঞো চিকিৎসকে ।”

মনুসংবর্গ, অমরকোষ ।

(৪) “কৃতে তু নানবাধর্ষ্যাস্ত্রোতায়াম্ গোতমাঃ স্মৃতাঃ ।

দ্বাপরে শত্মলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥” ১অ পরাশর সং ।

(৫) “অপাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদাক্ষবনালয়ে ।

ব্যাসমেকাগ্রামাসীনমপৃচ্ছন্ যয়ঃ পুরা ॥

মাতুল্যবাণং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে ।” ইত্যাদি ২৩৪ শ্লোক ।

১অ, পরাশর সং ।

পরশর সংহিতার এই প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে পরাশর ও ব্যাস, ইহারা এই

বৈদ্য শব্দ একমাত্র অশ্বষ্ঠবাচকরূপে আৰ্য্যশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে ; ইহা আধুনিক রীতি অথবা ইতিহাস নহে। চিকিৎসারূতি (ব্যবসায়) নিমিত্ত অশ্বষ্ঠকে যে চিকিৎসক বৈদ্য কহে ইহাও আমাদের কথা নহে, ২য় ৩য় টীকাধৃত মৎশপুরাণ ও অমরকোষ বচন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, উহা অতি প্রাচীন কালের রীতি ও ইতিহাস (৬)।

“ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি ।

অমৌ পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথাপূর্বঞ্চ গোরবং ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেক, শব্দকল্পদ্রুম ও অশ্বষ্ঠদীপিকাঙ্কত

হারীতসংহিতাবচন ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ এবং যথা-পূর্ব ইহাদিগের গোরব ; অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য, বৈদ্য হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে ব্রাহ্মণের সম্মান অধিক জানিবে । (৭)

কলিযুগের মনুষ্য এবং নিম্নলিখিত রাজতরঙ্গিণীবচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়, উহার কলির প্রথমের মনুষ্য, কারণ ব্যাস পাণ্ডবগণের সমকালের লোক।

“শতমু যট্ হু সার্দ্ধেষ্ ত্র্যধিকেষ্ চ ভূতলে ।

কলৈর্গতিবু বর্ধাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” প্রথমতরঙ্গ, কল্লণ, রাজতরঙ্গিণী ।

(৬) মৎশপুরাণ বেদবাসের রচিত হইলে ঐশীকার প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইবে, কলির ৬৫৩ বৎসরের সমকালে মৎশপুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমান সময়ে কল্যাকের ৫০-৪ বৎসর চলিতেছে। উহার মধ্যে পূর্বোক্ত রাজতরঙ্গিণীর কথিত ৬৫৩ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৩৫১ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। অতএব মৎশপুরাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, চারি হাজার বৎসরের পূর্বেও অশ্বষ্ঠকে চিকিৎসা করা অর্থে চিকিৎসক ও বৈদ্য বলিবার রীতি আখ্যায়িকাজে প্রচলিত ছিল। অমরকোষ নামক অভিধানের রচয়িতা অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্য সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ববর্তী একথা সঙ্গবাদিসম্মত। সুতরাং অমরকোষের দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, সহস্রাধিক বৎসরের পূর্বেই অশ্বষ্ঠ, বৈদ্য ও চিকিৎসক এই তিনটি শব্দ একার্থবাচক ছিল।

(৭) হারীতসংহিতা বলিয়া আমরা যে বচনটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম, বঙ্গবাসী প্রেসের ছাপার পুস্তকে উক্ত বচন নাই, এজন্য ঐ বচনসম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত স্থিতি ও পুরাণগুলিতে যখনননের “অষ্টাবিংশতিতদ্বানি” সংগ্রহে উদ্ধৃত (স্থিতি পুরাণের) অনেক বচন পরিত্যক্ত

“স্বজাতিজ্ঞানন্তরজাঃ ষট্ সূতা দ্বিজধর্মিণঃ ।

শূদ্রাণাম্ স্বধর্মিণঃ সর্কেহপধবংসজাঃ সূতাঃ ॥ ৪১ ॥”

১০ অ, মহুসংহিতা ।

ভাষ্য—“স্বজাতিজ্ঞানন্তরজাভেদেভ্যঃ সমানজাতীয়াসু জাতান্তে দ্বিজধর্মিণ ইত্যে-
তৎ সিদ্ধমেবম্ । অনন্তরজা অমূলোমা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ
ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়াং জাতান্তেহপি দ্বিজধর্মিণ উপনয় ইত্যর্থঃ । স্পষ্টার্থং
ষট্ সূতা দ্বিজধর্মিণঃ,” ইত্যাদি । ৪১ । মেধাতিথি ।

টীকা—স্বজাতিজ্ঞেতি । দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলো-
মোনেৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যয়ামেব ষট্ পুত্রা
দ্বিজধর্মিণঃ উপনয়ঃ । যে পুনরন্তে দ্বিজাত্যুৎপন্ন্য অপি সূতাদয়ঃ প্রতি-
লোমজান্তে শূদ্রধর্ম্যাণো নৈবায়ুপনয়নমাস্তি । ৪১ । কুল্লকভট্ট ।”

স্বজাতিজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কতা, বৈশ্যের বৈশ্য-
কন্যা ভাব্যাতে জাত তিন পুত্র, আর অনন্তরজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ও
বৈশ্যকন্যা ; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত তিন পুত্র, সমুদয়ে এই ছয়পুত্র
দ্বিজধর্মী, শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা
অপধবংসজ অর্থাৎ উপনয়নাদিসংস্কারবিহীন ।

উপরি উদ্ধৃত হারীতবচনে প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাভিযুক্ত, বৈদ্য,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সমুদয়ে এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ, কিন্তু উদ্ধৃত মহুসংহিতা বচনে দেখিতে
পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মুর্দ্ধাভিযুক্ত, অঘষ্ঠ (৮) ও মাহিষ্য এই ছয়
পুত্র দ্বিজ । ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে, হারীত মহুর কথিত একটি দ্বিজপুত্রের

হইয়াছে । নিম্নে হারীতসংহিতার একটিমাত্র বচন আমাদের এই কথার প্রমাণস্বরূপে দৃষ্ট
হইল যথা,—

অথ সাক্ষীসাহ হারীতঃ ।

আর্জার্তে সুদিতা কৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা ।

‘মুতে ত্রিয়েত বা পতোঁ সাক্ষী জেয়া পতিব্রতা ॥’ সহানুগমন, শুদ্ধিতত্ত্ব ।

(৮) “ব্রাহ্মণাঃ বৈশ্যকন্তারামঘঠো নান জায়তে ।

নিবাদঃ শূদ্রকন্তায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ১০ অ, মহুসংহিতা ।

“রিপ্রান্মুর্দ্ধাভিযুক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্ ।

অঘঠো নিবাদঃ শূদ্রায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥

কথা বলেন নাই। যদি বল কান্নার কথা বলেন নাট, অশ্বঠের, না, মাহিবোর ?
উত্তর, হারীত যখন বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় হইতেও বৈদ্যের গৌরব অধিক, তখন
দ্বিজগণমায় হারীত মনুত্বে মাহিবাকেই গণনা করেন নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু
সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষা নিকৃষ্ট। মনুসংহিতার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে,
মাহিষা সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে নিকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যাভাৰ্য্যোৎপন্ন
পুত্রোপেক্ষার নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, কিন্তু অশ্বঠের সম্মান ক্ষত্রিয় হইতে অধিক (৯)।
হারীতবচনে অশ্বষ্ঠার্থে যে বৈদ্যশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয়
নাই। অতএব হারীতসংহিতার প্রমাণ দ্বারাও সাব্যস্ত হইতেছে যে, অতি
প্রাচীন কালেই অশ্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ একমাত্র অশ্বষ্ঠবাচক ছিল। ১০ যাজ্ঞবল্ক্য
ও পরাশরসংহিতার মহর্ষি হারীতের নাম পাওয়া বাইতেছে,—

মহর্ষিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহস্মিরাঃ ।

যমাপস্তম্বশস্বর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪ ॥

পরাশরব্যাসশঙ্কালিখিতা দক্ষগৌতমৌ ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ ৫ ॥

১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সং ।

“শ্রুতমে মানবান্মা বশিষ্ঠাঃ কাত্যপান্তথা । ইত্যাদি । ১৩ ।

শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাস্চ যে ॥ ” । ১৪ ।” (১০)

১অ, পরাশর সং ।

বৈশ্বশ্রুদ্যোস্ত যাজ্ঞবল্ক্যো মাহিব্যোত্রৌ তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্বাত্ত্ব করণঃ শূদ্রায়াঃ বিন্নাশ্বেষ বিদিঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

(৯) “বিশ্রুত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োর্বয়োঃ ।

বৈশ্রুত বর্ণে চৈকস্মিন্ বড়োত্তমসদাঃ স্মৃতঃ ॥ ১০ ॥

টীকা—“বিশ্রুতেতি । ব্রাহ্মণশ্চ ক্ষত্রিয়াদিত্রয়োক্ষীযু ক্ষত্রিয়শ্চ বৈশ্রুতাদিত্রয়োঃ ত্রিরোঃ বৈশ্রুত
শূদ্রায়াং বর্ণত্রয়োণং এতে যচ্ পুত্রাঃ সর্বপুত্রকার্য্যোপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ
স্মৃতাঃ । ১০ । কুলক ভট্ট ।”

ভাষা—“এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরজ্ঞীজাতা অপসদাঃ..... । সমানজাতীয়পুত্রা-
পেক্ষায়া ভিন্নান্তে । ১০ ।” মেধাতিথি ।

(১০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার পরাশরের ও তৎপুত্র কৃকদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নাম এবং পদ্মা-

পূর্বে এই অধ্যায়ের ৫ । ৬ টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাস চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্বে এই ভারতে জীবিত ছিলেন। তদ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য আর পরাশর সংহিতার ধর্যক্রমও চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া নির্ণীত হয়। অতএব উপরি উক্ত হারীতসংহিতার প্রমাণ হইতেও এই প্রাচীন ইতিহাস পরিষ্কৃত হইতেছে যে, অশ্বঠকে বৈদ্য বলিবার রীতি হিন্দুসমাজমধ্যে আজ কাল প্রচলিত হয় নাই, উহাকে চারি সহস্র বৎসরের অনেক পূর্বের রীতি মনে করিতে হইবে; অর্থাৎ অদ্য হইতে চারি সহস্র বৎসরের পূর্বে আর্যোরা যে সকল গ্রন্থ লিখিতেন তৎসমুদায়ই অশ্বঠার্থে বৈদ্য এবং বৈদ্যার্থে তাঁহার। অশ্বঠশব্দের প্রয়োগ করিতেন।

“বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ শ্রাদ্ধশ্রোতা ব্রহ্মপুত্রকঃ।” (১১)

শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্ববিবেক,

ধর্ম্মপ্রচারধৃত শব্দসংহিতাবচন।

ব্রাহ্মণের অশ্বঠ নামা পুত্রই বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরা অর্থে (১২) বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শরসংহিতার যাজ্ঞবল্ক্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও বাসকে সম সম কালের লোক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই প্রমাণ হইতে ইহাও পরিব্যক্ত হয় যে, হারীত প্রভৃতি অন্যান্য সংহিতাকার ঋষিরা সকলেই যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও ব্যাস প্রভৃতির পূর্ববর্তী।

(১১) বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত শব্দসংহিতায় এ বচনও নাই, কিন্তু প্রায় শত বৎসর হইল রাজা রাধাকান্ত দেব যখন তাঁহার কৃত শব্দকল্পদ্রুমনামক অভিধানে এই বচনাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন বঙ্গবাসী প্রেসের শব্দসংহিতায় বচনটী পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আর বিদ্যাসাগর কৃর্ত্ত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে ও মহামহোপাধ্যায় কুল্লুক ভট্ট কৃত মধ্বমুক্তাবলীটীকাতে “বেদার্থোপনিষদ্ব্যং প্রাধান্তং হি মনোঃস্মৃতম্।” ইত্যাদি বচনটি বৃহস্পতিসংহিতার বলিয়া উক্ত আছে, কিন্তু তাহা বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত বৃহস্পতিসংহিতায় নাই, এ অবস্থায় বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি সকলের সন্দেহচিহ্ন হওয়াই যে স্থায়-সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য।

(১২) প্রাচীনকালের আর্য্যদিগের যে মাতৃগর্ভে প্রথম (শরীরের) জন্ম, উপনয়ন হইতে দ্বিতীয় জন্ম, বেদাধ্যয়ন সাঙ্গ হইতে তৃতীয় জন্ম হইত, এবং শেষোক্ত দুইটী জন্ম দ্বারা তাঁহার।

“কৃত্ত্ব মানবা ধর্ম্মাশ্বেতারং গোতমাঃ স্মৃতাঃ ।

দ্বাপরে শঙ্খালিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥”

পরাশর সংহিতার প্রথমাদ্যায়ে এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, শঙ্খ-
লিখিতা দ্বাপরযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র । কৃত্ত্ব এবং অশ্বঠ আর বৈদ্য এই দুইটি শব্দ যে
একমাত্র অশ্বঠবাচক তাহা দ্বাপরযুগেরও ইতিহাস । এই কলিযুগের শাস্ত্রেই
কেবল অশ্বঠ আর বৈদ্য শব্দ একজাতিবাচকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, কিংবা এই
কলিযুগে অশ্বঠেরা বৈদ্য বা বৈদ্যেরা অশ্বঠাখ্যা প্রাপ্ত হন নাই ।

“আয়ুর্কেদোপনয়নাদৈদ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতাঃ ।

তেষাং মৃথোহমৃতাচার্য্যাস্তদ্বাবস্বাকুলে হি তৎ ।

অশ্বঠ ইতাসাব্যুক্তস্ততো জাতি প্রবর্তনাৎ ।

জননীতো জহুল্লক্সা যজ্ঞাতা বেদসংস্কৃতৈঃ ।

অশ্বঠাস্তেন তে সর্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

অথ কৃৎ প্রতিকারিষ্মান্তিযজ্ঞস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত, অগ্নিবেশসংহিতা ।

আয়ুর্কেদে উপনীত হওয়া হেতু বৈদ্য দ্বিজ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । বৈদ্য-
দিগের মধ্যে প্রধান অমৃতাচার্য্য মাতামহকূলে অবস্থিতি করিতেন, একান্ত তিনি
অশ্বঠ বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহা হইতে অশ্বঠজাতির সৃষ্টি হইয়াছে । অশ্বঠ-
দিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম (শরীরের উৎপত্তি) হওয়ার পরে, বেদবিহিত
উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনর্বার জন্ম হয় বলিয়া অশ্বঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্য শব্দে
অভিহিত হইয়াছেন, এবং রোগপ্রতিকারকরাহেতু অশ্বঠগণ ত্রিষক্ বলিয়া
খ্যাত ।

“বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতাঃ ।

তিষ্ঠতাষাকুলে জাতস্তদ্বাদশ্বঠ উচ্যতে ॥”

ব্রহ্মপুরাণ-বচন ।

বেদ চতুষ্ঠয় অধ্যয়ন-করিয়া জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরাহেতু (বেদং বা
বেদান্ বেত্তি, এই অর্থে) বৈদ্য, আর অশ্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অশ্বঠ কহে ।

যে দ্বিজ ও ত্রিজ বলিয়া অভিহিত হইতেন ও এই শেষের দুইটি জন্মকে যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক
জন্ম মনে করিতেন, এই ত্রিজ আর বৈদ্য যে একই কথা, তাহা এই পুস্তকের “ব্রাহ্মণে বৈদ্যে
প্রভেদ কি ?” অধ্যায়ে বিবৃত হইবে ।

বৈদ্যপুরাণত ।

—ক্রোড়ে বিলোক্যৈষ

শিশুং মুনীজ্ঞাঃ প্রাপ্তুমুদং বেদত্রয়েষু জাতঃ ।

বৈদ্যন্ততোহরং জননীকূলে চ স্থাতা ততোহৃষষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেক ৯২ পৃঃ ধৃত,

স্বন্দপুরাণ বচন ।

সেই শিশুকে মাতৃক্রোড়ে অবলোকন করিয়া মুনীজ্ঞগণ একান্ত আশ্লাদিত হইলেন । উক্ত শিশু বেদত্রয়োৎপন্ন অর্থাৎ বেদত্রয় অধ্যয়নকরতঃ জ্ঞানলাভ-রূপ জন্মগ্রহণ করাতে (১৩) বৈদ্য সংজ্ঞা লাভ করে এবং জননীকূলে (অম্বাকূলে) অবস্থিতি করাতে অৃষষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত হইরাছে ।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তাপি ততঃ পরং ।

ব্রহ্মোৎপন্নাস্চতুর্ভূষণা অৃষষ্ঠা ভিষজঃ কথং ॥ ৩ ॥”

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণ খণ্ড,

স্বন্দপুরাণ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইরাছে, অৃষষ্ঠ বৈদ্যের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ?

“ইতি তে কথিতো ভূপ অৃষষ্ঠবংশনির্গমঃ ।

বৈদ্যানাং পদ্ধতিযেবাং কথয়ামি বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥”

ঐ বিবরণ খণ্ড, স্বন্দপুরাণ ।

হে রাজন, আপনাকে অৃষষ্ঠবংশের উৎপত্তি আদি সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম, অতঃপর বৈদ্যাগণের মধ্যে যাহার যে পদ্ধতি তাহাই বলিতেছি ।

“সুযুবে তনয়ং ভদ্রা বীরভদ্রেতি নামতঃ ।

পপাঠ্যৃষষ্ঠকুলেইপি মুনিভিঃ স্মরণস্থতঃ ॥

স্থিতোহৃষষ্ঠকূলে যস্যাদৃষষ্ঠ ইতি সংজ্ঞিতঃ ।

(১৩) জন্মায় ব্যতীত আর কিছু হইতেই মনুষ্য শরীরের জন্ম হইতে পারে না, এই জন্ম বেদোৎপত্তির এই প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থকরা সম্ভব বলিয়া, আমরা সর্বত্রই উহা ব উক্ত প্রকার অর্থ করিলাম । মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথিও প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের এই প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত ভাষ্য করিয়াছেন ।

ঋত্বিকমন্ত্রত্যাগানমগ্নিবিশাদঃস্থখা ।

পাঠ্যামাস্তুর্ভূবৈদ্যং বীরভদ্রং সমাহিতাঃ ॥”

প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকাযুক্ত,

পুরাণবচন ।

ভদ্রা বীরভদ্রনাথ তদ্রূপ প্রসব করিলেন । সেই বীরভদ্র অষ্টকুলে স্থিতি করত মুনিগণের দ্বারা উপনয়নাদিসংস্কারে সুসংস্কৃত হইয়া আয়ুর্বেদপাঠ করেন । অষ্টকুলে অবস্থিত করাতাই তিনি অষ্ট আখ্যা প্রাপ্ত হন । এই অঙ্কৃত আখ্যান অর্থাৎ বীরভদ্রের অপূর্বজন্মবৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া অগ্নিবিশ প্রভৃতি আয়ুর্বেদজ্ঞ মুনিগণ সেই ভূবৈদ্য (যেমন স্বর্গবৈদ্য আশ্বিনীকুমার) বীরভদ্রের নিকট উপনীত হইয়া মহর্ষি আত্রেয়ের উপদেশমতে তাঁহাকে আয়ুর্বেদাদ্যয়ন করাইলেন ।

উক্ত অগ্নিবিশসংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ, কুলপঞ্জীকৃত পুরাণ ও স্বন্দপুরাণাদির বচনও ব্যক্ত হইতেছে যে, আখ্যাগণ অষ্টকেই বৈদ্য বলিতেন । একমাত্র ব্রাহ্মণ যেমন কখন বিশ্র কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হন, তেমনি একমাত্র অষ্টকেই প্রাচীন কালে কখন অষ্ট কখন বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইতেন । উক্ত স্বন্দপুরাণীয় বচনে দেখা যায় যে, স্বন্দপুরাণকার বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ নাম দিয়া প্রকরণমধ্যে অষ্টকের উৎপত্তি বাল্যাছেন ; একপ স্থলে আখ্যাদের জন্মে অষ্ট আর বৈদ্যশব্দ যে একমাত্র অষ্ট বা বৈদ্যশব্দক ছিল, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না । স্বন্দপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদি ব্যাসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । অতএব উপরে যে ইতিহাস প্রদর্শিত হইল, এই অধ্যায়ের ৫৩ টীকার প্রমাণানুসারে তাহার বয়ঃক্রম পাঁচ সহস্র বৎসরেরও অধিক বলিয়া লাবান্ত হয় । (১৪)

(১৪) অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের কৃত, ইহাতে সকল পুরাণই যে মহাভারতরচয়িতার প্রণীত, তাহা স্থনিশ্চিত নহে । কারণ বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশের তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বেদবাস উক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শেষ বাস মহাভারতরচয়িতা, পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদৈপায়ন । এমতাবস্থায় সমুদ্র পুরাণের বয়ঃক্রমই কৃষ্ণদৈপায়নের তুল্য, একথা বলা যাইতে পারে না । কোন কোন পুরাণ তাহার অনেক পূর্বেও রচিত হইয়া থাকিবে ।

১। “অথ সকলদিগ্দেশীয় কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলায়ঃ শ্রীলঃ
আদিশূরনামা সঠৈদ্যকুলোদ্ভবঃ পরমধার্মিক আসীৎ ।

২। ততো বহুতিথে কালে গোড়ে বৈদ্যকুলোদ্ভবঃ ।

বল্লালসেননৃপতিরজায়ত শুণোত্তমঃ ॥

৩। শ্রীমধ্বল্লালসেনঃ প্রকৃতি সূচত্বরঃ পুণ্যবানেকধাতা ।

সদ্বিদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ”

শ্রীযুত মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত, ‘গোড়ে ব্রাহ্মণ’ পুস্তকের

২৬১ পৃষ্ঠস্থত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ।

৪। “অষ্টকুলসমুত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ।

রাঢ়গোড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ ॥

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব”

ঐ, কৃত, ‘গোড়ে ব্রাহ্মণ’ পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠস্থত,

শব্দকল্পদ্রুমস্থত দেবীবর বচন ।

৫। “অষ্টানাং কুলেশ্বরো প্রথমনরপতিঃ শৌর্য্যবীৰ্য্যাদিযুক্তস্তম্ভান্নাদি-
শূরো বিমলমতিরীতি খ্যাতিযুক্তোবভূব ।”

২৬২ পৃঃ ঐ পুস্তকস্থত, অষ্টসম্পাদিকা-বচন ।

৬। “পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালসেনমহীভূজা ।

বাবস্থাপিতং কৌলোত্তং হুহিসেনাদিবংশজৈ ॥”

(২৬২পৃঃ) ঐ পুস্তকস্থত, কবিকর্ত্তার প্রণীত বৈদ্যকুলপঞ্জী

অর্থাৎ সঠৈদ্যকুলপঞ্জীস্থত বচন ।

“অষ্টাদশপুরাণানি বিবিধাগমনানি চ ।

নির্দ্বায় চতুরো বেদান্ ব্যাসেন ভারতং কৃতং ॥”

ভগবদ্গীতার টীকাযুত এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
ব্যাসের অনেক পূর্বে হইতে পুরাণের সৃষ্টি আরম্ভ হয় । তবে পুরাণসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা
করিলে ইহাও স্থিরিতে পারা যায় যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পরেও কোন কোন পুরাণের
পরিমার্গ ও কোন কোন পুরাণ রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে ।

৭। “অথ বল্লালভূপঞ্চ অষ্টকুলনন্দনঃ ।

কুরুতেহতিপ্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং ॥”

ঐ ‘গৌড়ে ব্রাহ্মণ’ পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠাধৃত রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক

কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কুলদীপিকা ।

“আসীদগৌড়ে মহারাজঃ আদিশূরঃ প্রতাপবান্ ।

সদৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রযশোবলঃ ।

পুরা বৈদ্যকুলে জাতবল্লালসেনমহীভূজা ।

স্থাপিতং যেন কোলিভং ছহিসেনাদিবংশজৈ ॥”

চজুভূজকৃত, চতুভূজনামক বৈদ্যকুলপঞ্জী ।

১। “যদ্যপ্যাদিশূরো জাত্যাস্তঃ,”—ইত্যাদি ইত্যাদি ।

২। “আদিশূরোহষ্টকুলেহপি,”—ইত্যাদি . ।

৩। “সোহষ্টবংশপ্রভবাদিশূরো,”—ইত্যাদি . ।

৪। “আসীন্নরেন্দ্রো ভিষগাদিশূরঃ,”—ইত্যাদি . ।

শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীশঙ্কর রায় কৃত আদিশূর ও বল্লাল পুস্তক ও ৬ষ্ঠ খণ্ড

নবভারতধৃত ব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণের গ্রন্থাবলীধৃত বচন ।

“শ্রীমদ্বল্লালনামা ক্ষিতিপতিরতুলো বৈদ্যবংশাবতঃসঃ ।” ইত্যাদি ২ ।

অষ্টষ্ঠাচারচন্দ্রিকা ।

“শ্রীমদ্বল্লালসেন ——— ।

সদৈদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ ।” বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ।

“শ্রীল আদিশূরনামা রাজা সদৈদ্যকুলোদ্ভবঃ ।”

বারেন্দ্র ঘটককারিকা ।

“ধনুঃ শ্রীমদীশ্বরপরায়ণ আদিশূরঃ সূবৈদ্যরাজঃ ।”

দীনাজপুরজিলায় (অধুনা মালদহের) অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী

গৌড়মণ্ডল রাজধানীতে প্রস্তুতকৃত শ্লোক ।

উদ্ধৃত কুলশাস্ত্রের বচনাবলীতে এক আদিশূর ও একমাত্র বল্লাল সেন
নৃপতিকে কোন বচনে অষ্টষ্ঠ, কোন বচনে বৈদ্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে অষ্টষ্ঠ
আর বৈদ্য শব্দ যে এক জাতি (শ্রেণী) বাচক, সে ইতিহাসটি ব্রাহ্মণদিগের

প্রণীত কুলশাক্ত ষায়াই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে। অশ্বর্ষ আর বৈদ্য শব্দ, একমাত্র অশ্বর্ষবাচক না হইলে কুলশাক্ত প্রণেতা ব্রাহ্মণেরা কখনই উক্ত শব্দ-দ্বয়কে একজাতিবাচকরূপে কুলশাক্তে লিপিবদ্ধ করিতেন না। গোড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকপ্রণেতা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের কুলশাক্ত প্রণেতা দেবীবর চৈতন্ত দেবের সমকালের লোক—(১৫)। ইহার পূর্বের আর রাঢ়ীয় বারেন্দ্র কোন কুলপঞ্জী পাওয়া যায় না (১৬)। ইহাতে বোধ হইতেছে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের মত কুলপঞ্জী আছে—দেবীবরকৃত পঞ্জী কিংবা ঋবানন্দমিশ্রকৃত মিশ্র গ্রন্থই প্রাচীন (১৭)। সম্ভ্রতি চৈতন্ত্যাকার ৪১৯ বৎসর অতীত হইয়াছে (১৮)।

(১৫) “যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসংগ্রহ গৌরাজ্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার * * * * * করেন, সেই সমকালে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্বানন্দ ঘটকের ঔরসে দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম হইয়া থাকিবে।” ২০৬ পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

“চৈতন্তের জ্যেষ্ঠ বিশ্বস্তর সংসারার্শম ত্যাগ ও দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৪০৭ শকের ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। ২২৫ পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

(১৬) “বল্লালসেন কর্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্বে রাঢ়দেশগামী ঐনিবাস গোড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়াচার্য্য ভাদ্রিচি বারেন্দ্র কুলবর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।” ৪ পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

“বর্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কোনখানি শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।”

৫পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

(১৭) “ঋবানন্দ মিশ্র বন্দ্যকুলসম্ভূত। ঘটকদের উক্তি এই যে, দেবীবর ঘটকবিশারদ মেলবন্ধন করেন, দেবীবরের উপদেশমত ঋবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন। দেবীবরও বন্দ্যবংশীয়।”

৫১৬ পৃষ্ঠা গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তক।

(১৮) শ্রীচৈতন্ত্যাকা ৪১৯—৪২০। এ, কে, দেব ও হিন্দুপ্রেস পঞ্জিকা দেখ।

১। “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত পৃথিবীতে অবতরি।

অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকটবিহরি ॥

চৌদশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।

চৌদশত ছাপায়ে হইলা অন্তর্ধান ॥”

গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ২২৭ পৃষ্ঠা ৩, আদি ৬ ও ১৩ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যকুলপঞ্জীকার চতুর্ভূজ, ৫৫৯ ও কবিকঠহার ২৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী হওয়াতে (১৯) এই সকল কুলগ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে অন্য হইতে দুই তিন চারি ও পাঁচ শত বৎসরের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যকুলপঞ্জী লেখকগণ, বৈদ্য আর অষ্ট শব্দ একমাত্র অষ্টকে উপলক্ষ করিয়া স্ব-স্ব প্রণীত গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন ।

“অষ্ট—(অষ পিতা—হা ধাকা + অ—সংজ্ঞার্থে—আয়ুর্বেদে অধিকারী বলিয়া যিনি রোগসময়ে পিতার স্থায় থাকেন) সং পুং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাত, বৈদ্য, দেশবিশেষ, হস্তিপক ।”

পণ্ডিত রামকমল ষিদ্দ্যালঙ্কার কৃত “প্রকৃতিবাদ” অভিধান ।

“বৈদ্য আয়ুর্বেদবেত্তা সচাষ্টজাতিচিকিৎসাবৃত্তিঃ ।

তৎপর্যায়,—রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্যঃ, চিকিৎসকঃ ।

ইতামরভরতো ।” ৪৯০৮ পৃষ্ঠা প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রুম ।

জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতির্মত্র প্রভৃতি বহুপুস্তকস্বত ।

বৈদ্যশব্দের অর্থ আয়ুর্বেদবেত্তা, অষ্ট জাতি, চিকিৎসাবৃত্তি । রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্ বৈদ্য ও চিকিৎসক, অমরসিংহ এবং ভরতমল্লিক প্রণীত অমরকোষ ও তাহার টীকায় বৈদ্যশব্দের এই কয়টি অর্থ উক্ত হইয়াছে ।

“অষ্টো বিপ্রাঐশ্চ কত্তাম্যুৎপন্ন ইতি মেদিনী ।

অয়ং চিকিৎসাবৃত্তির্বেদা ইতি খ্যাতঃ ।”

৮৭ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ।

(১৯) “গ্রহস বারসো যন্ত শাকস্ত সংখ্যা ।

রচয়তি ভুজবেদো নাম সংখ্যা চ যন্ত ।”

চতুর্ভূজ কৃত, চতুর্ভূজনামক বৈদ্যকুলপঞ্জী বচন ।

“কবিনা কঠহারেণ মাতুলোদ্ভিষ্টবস্বনা ।

পঞ্চসপ্ততিথৌ শাকে ক্ষিয়তে কুলপঞ্জিকা ॥”

কবিকঠহার কৃত, সর্বেশ্বকুলপঞ্জিকা ।

উক্ত দুই শ্লোকে দেখা যায়, “চতুর্ভূজ” নামক বৈদ্য কুলগ্রন্থ, ১২৬৯ শকাব্দায় আর কবিকঠহার কৃত, “সর্বেশ্ব কুলপঞ্জিকা” ১৫৭৫ শকাব্দায় লিখিত হয় । বর্তমান ১৮২৫ শকাব্দ মধ্যে এই অষ্টের বিরোধ করিলে ৫৫৬ ও ২৫০ বৎসর অবশিষ্ট থাকে ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকল্মাশে উৎপন্ন অশ্বঠ, এই কথা মেদিনী অভিধানে আছে । চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা অশ্বঠ, বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন ।

“অশ্বঠ (পুং) অশ্ব [শব্দ অর্থাৎ চিকিৎসক শব্দ প্রসিদ্ধি নিমিত্ত] [অভি-প্রায় করা] ড] ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বার গর্ভজাত, বৈদ্য । দেশবিশেষ । হস্তিপক ।” শ্রীযুত শ্রীমাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত শব্দদৌধিতি অভিধান ।

রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে তাঁহার নিজের লিখিত প্রথমবারের বিজ্ঞাপনের শেষে উক্ত গ্রন্থের সৃষ্টিকাল ১৯২৩ সংবৎ লিখিত আছে । তাহা দ্বারা ৭৭ বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় বলিয়া প্রমাণ হইতেছে । উহাতে অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞাপনে শব্দকল্পদ্রুমেরও নাম আছে যথা,—“পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার উইলসন সাহেবের অভিধান, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্প-দ্রুম, ভরতমল্লিক (২০) ও রায় মুকুট প্রভৃতি মহাত্মাদিগের (২১) অমরকোষের টীকা এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া,” ইত্যাদি । এই প্রমাণ দ্বারা শব্দকল্পদ্রুমকে রামকমল কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে পূর্ববর্তী বলিতে হইল । শব্দদৌধিতি অভিধান ১২৮১ শকাব্দার মুদ্রিত হয় বলিয়া উক্ত অভিধানের (শিরোভাগে) জানা যায় । যাহা হউক, উপরি উক্ত অভিধানগুলির দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে ঐসকল আভিধানিক পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের পূর্ববর্তী

(২০) “ভরতমল্লিকশ্ব শ্বহস্তলিখিতপুস্তকসমাণ্ডিঃ । শকাব্দাঃ ১৫৯৭ ।”

৪৫০ পৃষ্ঠা, পুস্তকসমাণ্ডি বাক্যঃ “চন্দ্রপ্রভা” (বৈদ্যকুলগ্রন্থ) ভরত মল্লিক কৃত ।

(২১) সম্প্রতি বিক্রমসংবতের ১৯৬১ বৎসর চলিতেছে, অতএব বিক্রমাদিত্য রাজা যে সহস্রবৎসরাধিককালপূর্ববর্তী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত । অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রম-াদিত্যের সভার নবরত্নের একটী রত্ন যথা,—

“ধনুস্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্খ-বেতালভট্ট-যটকর্ণর কালিদাসাঃ ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বরুচিন্দিব বিক্রমস্ত ॥”

অমরকোষের মনুস্যাবর্ণে চিকিৎসকের অর্থ ভিষক, বৈদ্য ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে । চিকিৎসা-বৃত্তিহেতু অশ্বঠই যে চিকিৎসক, বৈদ্য, তাহাও মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা এই অধ্যায়েই সপ্রমাণ করিয়াছি । চিকিৎসক শব্দের পর্যায়ে কোষকার যে অশ্বঠশব্দের উল্লেখ করেন নাই তাহা তাঁহার অনবধান । বিশেষ চিকিৎসকের অর্থ যখন অশ্বঠ, তখন চিকিৎসকের পর্যায়কেই অশ্বঠশব্দের পর্যায় মনে করিতে হইবে । এমনতাবস্থায় বলিতে হইল যে, বৈদ্য আর অশ্বঠ যে একই কথা, তাহা অমরকোষ অভিধানেরও অভিপ্রেত ।

অতি প্রাচীন কালের শাস্ত্রকারদিগের অনুসরণ করিয়াই স্ব স্ব অভিধানে অশ্বঠ আর বৈদ্য শব্দকে একজাতিবাচকরূপে লিখিয়া গিয়াছেন ।

এতক্ষণ যে ইতিহাসের আলোচনা করা হইল, তাহাতে স্থূলতঃ এই কথা পরিব্যক্ত হইতেছে যে, সভ্যযুগ হইতে এই কলিযুগের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল স্মৃতি, পুরাণ ও অভিধানাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদয়েই অশ্বঠ আর বৈদ্যশব্দ একজাতি (শ্রেণী) বাচকরূপে উক্ত হইয়াছে । অতএব যাহারা বলিয়াছেন, এই কলিযুগে বৈদ্যবংশীয় রাজা রাজবল্লভের সমকালে বা পরে বঙ্গীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থলেখক বৈদ্যগণই কেবল বৈদ্যশব্দের স্থলে অশ্বঠশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সকল যুগের শাস্ত্রীয় ইতিহাসবিরুদ্ধ (২২) । বাস্তবিকপক্ষে বৈদ্য আর অশ্বঠে কোন প্রভেদ নাই । এই পুস্তকে আমরা বৈদ্য-অথবা-অশ্বঠবিষয়ে যে সকল কথা বলিব, যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ (ইতিহাস) উদ্ধৃত করিব, তৎসমুদয়কে একমাত্র বৈদ্যজাতি-বিষয়ক ইতিহাস মনে করিতে হইবে । বৈদ্য আর অশ্বঠ শব্দ যে নিম্নতই

(২২) “মুক্তি অমুক্তি অনেক বৈদ্য কুলপঞ্জী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভরত মল্লিক “বৈদ্যকুল-তত্ত্ব” আর কবিকঠহারকৃত “বৈদ্যকুলপঞ্জিকা” অতি প্রাচীন । রাজনগরের রাজবল্লভের সময়ে যে সকল কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে তাহাতেই অশ্বঠ নামের ইচ্ছাছড়ি আছে ।”

“কবিকঠহার ভরত মল্লিক কৃত কুলগ্রন্থের নাম “বৈদ্যকুলতত্ত্ব” কিম্বা “বৈদ্যকুলপঞ্জিকা” আর রাজবল্লভের পর রামজীবন গোপাল কৃষ্ণ প্রণীত বৈদ্যকুলগ্রন্থের নাম “অশ্বঠ চরুচল্লিকা” “অশ্বঠ সম্পাদিকা” । পাঠক ! ইহাতেই বুঝিবেন, বঙ্গীয় বৈদ্যের অশ্বঠ আধ্যাত্মিক কত আধুনিক ।”

“আমরা পূর্বে বলিয়াছি, মূলে তিন প্রকার কারস্থ যথা, চল্লসেনী, অশ্বঠ ও করণ । * * * কিন্তু কে অশ্বঠ, কে চিত্রসেনী, কে করণ তাহা ঠিক করা যায় না । এমতাবস্থায় বঙ্গদেশীয় কারস্থশ্রেণীর চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য আখ্যাধারী কতকগুলিন লোক অশ্বঠ বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্তই হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত ১১/১২ সংখ্যা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত “বীর্ণভেদ” প্রস্তাব ।

বঙ্গীয় অশ্বঠেরা (বৈদ্যেরা) যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে অতি প্রাচীনকালে এদেশে আসিয়াছেন এই পুস্তকের উত্তরখণ্ডের ৯ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে । কারস্থের মধ্যে চিকিৎসাব্যবসায়ী অশ্বঠ বলিয়া কতকগুলিন লোক থাকে ইত্যাদি ইত্যাদি লেখকের উক্তি গুলিন যে নিতান্তই স্বপ্নসমূহ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ।

একজাতিবাচক এ অধ্যায়ে সে ইতিহাস সুবিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি শব্দই যে ব্রাহ্মণজাতিবাচক, পরবর্তী অধ্যায় সকলে ক্রমে তাহা স্বাক্ষর হইবে।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যাষ্টো নাম

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায় ।

বৈদ্যাশব্দের অর্থ ।

ফি প্রকারে, কি অর্থে আগোঁরা বৈদ্যাশব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ে ভবিষ্যক ইতিহাস বিবৃত হইবে। “ব্রাহ্মণো জাতঃ” অথবা “ব্রহ্ম জানাতি” কিংবা “বিদ্যায়া যাতি” এই অর্থে যেমন ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দের উৎপত্তি (১) ; তেমনি “বেদং বেত্তি অধীতে বা” কিংবা “বিদ্যাং জানাতি” এই অর্থে বেদ আর বিদ্যা শব্দ হইতে বৈদ্যাশব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে (২)। বেদ আর ব্রহ্ম, একই কথা (৩)। সুতরাং ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ দিয়া আর্যোরা বৈদ্যা

(১) “ব্রাহ্মণো জাতঃ” অথবা “ব্রহ্ম জানাতি” এই অর্থে “ব্রহ্মন্” শব্দ “ক” প্রত্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ শব্দ হইয়াছে। পরবর্তী ৪টিকায় ব্রাহ্মণ শব্দের সাধনপ্রণালী ও অর্থ দেথ।

(২) “ভরতমতে বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যাঃ চ-বে-কাদিতি “ক”।”

রঘুনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা, অমরকোষ।

“বৈদ্যা (বেদ আয়ুর্বেদ বা বিদ্যা + অ (ক) কুশলার্থে সংপুং আয়ুর্বেদবেত্তা, ভিষক, চিকিৎসক, বিদ্বান্, পণ্ডিত। সিং নাবিদ্যানাত্ত বৈদোন দেয়ং বিদ্যাধনাং কচিৎ।”

১৪৬৩ পৃঃ, বৈদ্যাশব্দের অর্থ, রামকলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

(৩) “অগ্নিবায়ুরবিভ্যাস্ত্র ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।

দুদোহ যজুঃসিদ্ধার্থমুগ্ধজুঃ সামলক্ষণম্ ॥ ২৩” ১ অঃ মনুসংহিতা।

শব্দের সৃষ্টি করেন নাই, সংজ্ঞামাত্র ভিন্ন বলিয়া সপ্রমাণ হইল। ব্রাহ্মণ এবং বিপ্র শব্দের অর্থ যেমন ব্রহ্মাদিজ্ঞাপক, উচ্চভাবব্যাঞ্জক, বৈদ্যশব্দের অর্থও তেমনি ব্রহ্মাদিজ্ঞাপক, উচ্চ ভাবব্যাঞ্জক।

“রোগহার্যোগদক্ষারো ভিষগ্বেদ্যো চিকিৎসকে।”

মনুষ্যবর্ণ, অমরকোষ।

টীকা—“পঞ্চ বৈদ্যস্ত নামানি।” রায়মুহূট।

টীকা—“রোগেতি পঞ্চ বৈদ্যো” রঘুনাথ চক্রবর্তী। “বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যাঃ চ যে কাদিতি ষ্যাঃ।” ভরত।

রোগহারী, অগদক্ষার, ভিষক, বৈদ্য ও চিকিৎসক, এই পাঁচটী শব্দই বৈদ্য-শব্দের পর্যায় অর্থাৎ বৈদ্যের এই পাঁচটী নাম।

দ্বিতীয় টীকার অর্থ, যিনি বেদাদি শাস্ত্র জানেন অর্থাৎ, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নকরত লম্বাক্ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকেই বৈদ্য বলায়।

“প্রণবাস্তিতং নিত্যং ভূত্বৈবঃষরিভীষাতে।

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্বাণং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২”

টীকা—“এতদেদচতুষ্টয়াস্বকঞ্চ যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইতি ২২। অধিরথানী।

“এতদব্রহ্ম ত্রিধাভেদমভেদমপি স প্রভুঃ।

লব্ধভূতেষভেদেহমৌ ভিত্ততে ভিন্নবুদ্ধিভিঃ ॥ ২৮”

স ঋজয়ঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ময়ঃ।

ঋগ্ যজুঃ সামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥ ২৯”

৩ অ, ৩ অং, বিষ্ণুপুরাণ।

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্ বিপ্র কিংবা প্রজাপতি + অ (ঋ) অপত্যার্থে কিংবা ব্রহ্মন্ বেদ + অ (ঋ) অধ্যয়নার্থে। ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম বলিয়া কিংবা যে বেদ অধ্যয়ন করে)। সং পুং শ্রেষ্ঠ বর্ণ, দ্বিজোত্তম। শিঃ, ১

“যোগন্তপোদমোদানং ব্রতশৌচং দয়া যুগা।

বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।”

১১৮ পৃঃ, রামকমল বিদ্যালঙ্কার কৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

“জন্মানা চ ভবেচ্ছ্রুতঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।

বেদাভ্যাসৈর্ভবেবিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

কাশ্যপপুরাণ দ্বিতীয় ভাগ, ১০৯ পৃষ্ঠা ও বোধেশ্বর ছাপা ৩য় পৃঃ

কাশ্যকুজ বংশাবলীপুত্র পদ্মপুরাণবচন।

“দোষজ্ঞে বৈদ্যবিদ্যাংসৌ জ্ঞোবিদ্বান্ সোমজ্ঞেহপি চ ।”

নানার্থবর্ণ, অমরকোষ ।

দোষজ্ঞশব্দের অর্থ বৈদ্য ও বিদ্বান্, আর সোমজ্ঞ অর্থাৎ বৃধ শব্দের অর্থও জ্ঞ এবং বিদ্বান্ ।

“বিদ্বান্ বিপশ্চিদোষজ্ঞঃ সন্ সূধীঃ কবিদোবুধঃ ।

ধীরো মনৌষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ ॥ ইত্যাদি ।

ব্রহ্মবর্ণ, অমর কোষ ।

টীকা—“বাবিংশতিঃ পণ্ডিতস্ত ।” রায়মুকুট ।

বিদ্বান্, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সূধী, কোবিদ, বৃধ, ধীর, মনৌষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবান্, পণ্ডিত ও কবি, এই সমুদয় শব্দই একার্থবোধক ।

উদ্ধৃত অমরকোষের বচনগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদ্যশব্দের অর্থ অতিশয় উচ্চ ভাবব্যঞ্জক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বিপ্রশব্দের অর্থ হইতে বৈদ্যশব্দের অর্থ ভিন্ন নহে ।

“বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজ্জতীয়া জাতিকৃত্যতে ।

অনুভূতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্ব্বজন্মনা ।

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মণ বা সম্ভার্ষমথাপি চ ।

ঐবমাবিশতি জ্ঞানান্ত্র্যাবৈদ্যজিহ্বঃ স্মৃতঃ ॥”

১ অধ্যায়, চিকিৎসা স্থান, চরকসংহিতা ।

জাতি (শ্রেণী) মাত্র ভিষকের অর্থাৎ বৈদ্যের যৎকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যা (৪) সমাপ্ত (ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্ঠয় সহ আয়ুর্বেদাদি ও অত্যাশ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন)

(৪) “অঙ্গানি বেদান্তদ্বারো মীমাংসা শ্রায়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহেতাস্তচতুর্দশ ॥

আয়ুর্বেদো ধমুর্বেদো গান্ধর্ব্বমর্থসাধনম্ ॥”

বিদ্যা শব্দের অর্থ, রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা শ্রায়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহেতাস্তচতুর্দশঃ ॥ ২৮

আয়ুর্বেদো ধমুর্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।

অর্থশাস্ত্রঃ চতুর্থস্ত বিদ্যাহেতাদিশব তাঃ ॥ ২৯ ॥”

সমাপন হয়, তৎকালেই তিনি তৃতীয় জাতি বলিয়া কথিত হন, অর্থাৎ প্রকৃত বৈদ্য হন। পূর্বজন্ম (মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম) ও সাবিত্রী (উপনয়নরূপ) দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য হন না, উহার দ্বারা বৈদ্যকুলে (অষষ্ঠশ্রেণীতে) জাতমাত্র বৈদ্য (৪) ও দ্বিজ হন এই মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে, বিদ্যাসমাপ্ত হইলেই তাঁহাতে ব্রাহ্ম ও ঋষিসত্ত্ব প্রবেশ করে, সেই হেতুই বৈদ্য (শ্রেণীমাত্র ভিষক্) দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন।

এ বচনের প্রকৃত ভাব এই যে, বৈদ্য মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম দ্বারা শ্রেণীমাত্র বৈদ্য, দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনয়নরূপ জন্ম দ্বারা দ্বিজ ও বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নসমাপ্তরূপ জন্ম দ্বারা দ্বিজ (বেদজ্ঞ) বৈদ্য হন। ত্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শর্মা কবিরত্ন কবিরাজ যে এই বচনের অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সম্বোধন বলিয়া বোধ হইল না, যেহেতু মন্বাদি বহু প্রাচীন শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে চিকিৎসক, ভিষজ, বৈদ্য ইত্যাদি শব্দ অষষ্ঠশ্রেণীবাচক বলিয়া প্রকাশিত আছে। এমতাবস্থায় উক্ত বচনে যে ব্রাহ্মণাদিজাতিসাধারণ পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। অষষ্ঠার্থেই উহাতে ভিষক্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি চরকের কথার স্মৃতি হইতেছে যে, প্রাচীন কালে যাহারা বেদাদি সমুদয়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সর্ববিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন,

টীকা—“অঙ্গানীতি। অঙ্গানি শিক্ষাকল্পজ্যোতিঃশ্চন্দ্রোনিরুক্তবাক্যরূপানি ষট্।”

৬ অ, ৩ অং, বিষ্ণুপুরাণ। শ্রীধরস্বামী।

(৫) বৈদ্যকুলে জাত, অর্থাৎ জাতিমাত্র বৈদ্যের স্থায় জাতিমাত্র ব্রাহ্মণও পূর্বকালে থাক সপ্রমাণ হয় ষষ্ঠা,—

“জাতিব্রাহ্মণ—(জাতিব্রাহ্মণ, ওয়া—ষ) সং পুং তপঃশ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ, যে তপস্তা ও বেদ পাঠ করে না, যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। শিঃ ১ “তপঃশ্রুতিভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ ॥” ৭০৫ পৃঃ, রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

জাতিব্রাহ্মণ—(পু) (৩ তৎ) যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, যে তপস্তা বা বেদপাঠ করে না।

৩১০পৃঃ, শব্দদীপ্তি অভিধান।

এই প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ, বৈদ্যগণ না থাকিলে তাহাকে শ্রেণীমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলা হইত।

তীহাদিগকেই প্রকৃত বৈদ্য বলা হইত । প্রাচীন কালে প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যের অর্থ ইহাই ছিল । পূর্বকালে কেবল আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ ও চিকিৎসাব্যবসায়মাত্র করিলেই কাহারও বৈদ্য আখ্যা হইত না । বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে জাতিমাত্র বৈদ্য বলা হইত ।

“মাতুরগ্রেহিজননং দ্বিতীয়ং মোজীবন্ধনং ।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্ত্র শ্রুতিচোদনাং ॥ ১৬৯ ॥”

২ অধ্যায়, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—“.....মাতুঃ সকাশাদগ্রে আদাবিজননং জন্ম পুরুষস্ত্র দ্বিতীয়ং মোজীবন্ধনে উপনয়নে তৃতীয়ং জ্যোতিষ্ঠোমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং । ত্রীণি জন্মানি দ্বিজস্ত্র শ্রুতিচোদিতানি । নবোবং সতি ত্রিজঃ প্রাপ্নোতি । অত্র দ্বিজব্যবদেশে তাবদুপনয়নং নিমিত্তং..... । ১৬৯ ।” মেধাতিথি ।

টীকা—“.....মাতুঃ সকাশাদাদৌ পুরুষস্ত্র জন্ম দ্বিতীয়ং মোজীবন্ধনে উপনয়নে ।.....তৃতীয়ং জ্যোতিষ্ঠোমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং বেদশ্রবণাৎ । প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়জন্মকথনং ।” কুল্লুকভট্ট ।

“শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণকায় প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন, উপনয়ন হইলেই তীহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয়, জ্যোতিষ্ঠোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তীহাদিগের তৃতীয় জন্ম হয় । (১৬৯)”

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ ।

মনুসংহিতার এই বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, উপনয়ন দ্বারা দ্বিজ ও বেদাধ্যয়ন হইতে ত্রিজ হইতেন, উদ্ধৃত মনুসংহিতার বচন দ্বারা এ কথাও ব্যক্ত হইতেছে । চরক যে বৈদ্যগণের ত্রিজ আখ্যায় কথা বলিতেছেন, তাহা কেবল তাঁহার কথা নহে, ঐ কথাটা প্রধান ধর্মশাস্ত্রকর্তা মনুরও । যাহা হউক, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত বৈদ্য হয় না, তাহাতে কেহ বলিতে পারেন, তবে কি বর্তমান যুগের কেবল আয়ুর্বেদব্যবসায়ী বৈদ্যগণ বৈদ্য নহেন ? উত্তর বৈদ্য নহেন, একরূপ বলা হয় নাই, উল্লিখিত বেদজ্ঞ অর্থে বৈদ্য নহেন বলা হইয়াছে । ব্রাহ্মণশব্দের প্রাচীন কালের অর্থ, বেদজ্ঞ,

যিনি ব্রহ্মকে জানেন, কিন্তু বর্তমানযুগের ব্রাহ্মণগণের সে সকল লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ প্রাচীন কালের সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সন্তানরূপ ব্রাহ্মণ, তেমনি এযুগের বৈদ্যাগণও প্রাচীন কালের বেদজ্ঞ বৈদ্যাগণের সন্তানরূপ বৈদ্য ।

অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীর বচনে স্পষ্ট উপলক্ষি হয় যে, ব্রাহ্মণকূলে জন্মরূপ ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ জাতিমাত্র (৬) ব্রাহ্মণেরা উপনয়নের দ্বারা দ্বিজ এবং বিদ্যা অর্থাৎ পূর্বোক্ত চরক ও মনুসংহিতার মতে ষড়ঙ্গ চতুর্বেদ, মৌমাংসা, ছাত্র, পুরাণ স্মৃতি আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়নকরত বিপ্র (ত্রিজ) উপাধি প্রাপ্ত হইতেন (৭)। যে বিপ্র আর ব্রাহ্মণশব্দ একার্থবাচক তাহার

(৬) এম টিপ্পনী দেখ ।

(৭) “জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্ঞেরঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।

বিদ্যায়া য়াতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিবেব চ ॥ ১৪০ ॥” অত্রি সংহিতা ।

“জন্মনা চ ভবেচ্ছূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।

বেদান্ত্যাসৈভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

কায়স্থপুরাণ ২ভাগ ১০৯ পৃঃ ও কান্যকুব্জবংশাবলীযুত পদ্মপুরাণ বচন ।

“নাভি ব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে ।

শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্যাবচ্ছেদে ন জায়তে ॥” ১৭২ । ২অ, মনুসংহিতা ।

পদ্মপুরাণে এবং মনুসংহিতাদিতে অমুপনীত ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলাতে মহর্ষি অত্রি যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহার অর্থ জাতি (শ্রেণীমাত্র) ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে । এমতাবস্থায় মহর্ষি চরক যে বলিয়াছেন, ভিষকেরা বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বৈদ্য হয়, ঐ ভিষকের অর্থও ভিষককূলে (অম্বষ্ঠ অর্থাৎ বৈদ্যকূলে) জাতমাত্র বৈদ্য । ব্রাহ্মণকূলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার আর উপনয়নের প্রয়োজন হইত না, এবং উপনয়নের পর দ্বিজ নামও হইত না । ইহাতেই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যকূলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নামমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য । অমুপনীত ব্রাহ্মণ যে জাতিমাত্র—শূদ্র, তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ যথা,—

“যোহনধীতা দ্বিজোবেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমঃ ।

স জীবন্নপি শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধরঃ ॥” ১৬৮ । ২অ, মনুসংহিতা ।

“অশ্রোত্রিয়ানমুবাচা অসন্নয়াঃ শূদ্রধর্ম্মাণো—ইত্যাদি ।

অব্রতানামশাস্ত্রাণাং জাতিমাত্রেণোপজীবিনাম্ ॥” ৩অ, বশিষ্ট সং ।

অর্থ বিধান অর্থাৎ অধিলবেদজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণ । বাহা হটুক চরকোক্ত বৈদ্য আর অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীর বিপ্র একই কথা হইতেছে । অতএব এতক্ষণ বাহা বলা হইল তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, বৈদ্য, বিপ্র এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটি শব্দই একার্থবোধক । একালে বৈদ্যশব্দের অর্থ অব্রাহ্মণ কিন্তু প্রাচীন কালে বৈদ্যশব্দের অর্থ অতি উচ্চ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিল । একালে যে কেবল চরকোক্ত জিজ্ঞাস্য বৈদ্যই নাই তাহা নহে, মনু আর অত্রি এবং পদ্মপুরাণকারের কথিত জিজ্ঞাস্য, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণও একালে নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না ।

যদি বল চরক বলিতেছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য, বিদ্যা সমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য আর অত্রি প্রভৃতি বলিয়াছেন, জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ (বিপ্র) হন । এই উক্তিতে যখন স্পষ্টই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তখন বিপ্র আর বৈদ্যশব্দের অর্থ এক হইলেও পূর্বকালে বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ একজাতি ছিলেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অশ্বঠেরা যে চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা বৈদ্য হন তাহা প্রথমাধ্যয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তাঁহারা যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, তাহাও অশ্বঠ ব্রাহ্মণজাতি অধ্যয়ে প্রদর্শিত হইবে । বেদাদিশাস্ত্রে অশ্বঠের (বৈদ্যের) ব্রাহ্মণের স্থায় অধিকার দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, জাতিমাত্র যে বৈদ্য তাহাও জাতিমাত্র ব্রাহ্মণেরই সংজ্ঞান্তর বিশেষ । ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর বেদজ্ঞ বৈদ্য যে এক কথা তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে । চরক যে বলিয়াছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য বিদ্যা-সমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য হন, এ বৈদ্যও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা বেদজ্ঞ বিপ্রেরই নামান্তর মাত্র । পুনরায় যদি বল, চরকোক্ত বৈদ্যের অর্থ যে চিকিৎসক ? হটুক চিকিৎসক, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তে দোষ ঘটিতেছে না । যখন চরক বিদ্যাসমাপ্তি ব্যতীত প্রকৃত বৈদ্য প্রদান-করেন নাই, তখন তদ্রূপ বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসক হইলেও তাহাতে যে বিপ্রত্ব (ব্রাহ্মণত্ব) ছিল

“বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবধিজ্ঞেয়াস্ত বিচক্ষণৈঃ ।

বাবৰ্হেদে ন জায়ন্তে দ্বিজা জ্ঞেয়াস্ত তৎপরম্ ॥” ১অ. শত্ৰুসংহিতা ।

এই বিধানানুসারেই অনুপনীত ব্রাহ্মণবালকেরা আজ পর্যন্তও পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধাদিতে প্রণবোচ্চারণ করিতে পারে না ।

তাহা বলা বাহুল্য। বর্তমান যুগে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বহু শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন নামেরও অভাব নাই। এমতাবস্থায় প্রাচীন কালে একমাত্র বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া বিপ্র আর বৈদ্য হইবে শ্রেণী হওয়া সত্য হইলেও তাহারা সকলেই যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে আপত্তি করা (৮) বৃথা। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারাও আমাদের এই কথা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

“অমরৈরজরৈস্তাবদ্বিবৃদ্ধৈঃ সান্বিতৈঃ ॥

পূজাতে প্রয়তৈরেবমগ্নিনো ভিষজাবতি ॥

মৃত্যুব্যাধিজরাবশ্চৈর্হুঃখপ্রায়ৈঃ সুখার্থিভিঃ ॥

কিং পুনর্ভিষজো মর্ত্যৈঃ পূজ্যাঃ স্নানান্তিশক্তিতঃ ॥

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ ॥

প্রাণিভিগুৰ্ববৎ পূজ্যাঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ ॥”

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং ।

“আরও অজর অমর দেবতাগণ আপনাদের অধিপতি ইন্দ্রের সহিত মিলিত ও শুদ্ধ হইয়া ঐ অগ্নিকুমারদ্বয় চিকিৎসককে পূজা করিয়া থাকেন। মর্ত্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি এবং জরাবশীভূত, আরও তাহারা দুঃখবহুল এবং সুখার্থী, অতএব তাহাদের শক্ত্যানুসারে চিকিৎসককে পূজাকরা নিতান্তই উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে বৈদ্য সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, যুক্তিশাস্ত্রনিপুণ এবং শাস্ত্রপারগ, তিনিই প্রাণাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। অতএব প্রাণিগণ তাঁহাকে গুরুর স্থায় পূজা করিবে।”

চিকিৎসাস্থান, ১অ, চরক সংহিতা।

ত্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র শর্মা কবিরত্ন কবিরাজকৃত অনুবাদ ।

উক্ত চরকসংহিতার বচনে বৈদ্য দেবগণের, মনুষ্যগণের ও প্রাণীমাত্রেয় পূজনীয় বলিয়া উক্ত হওয়াতে বুঝিতে হইবে যে, বৈদ্য ব্রাহ্মণেরও পূজনীয়, মহর্ষি চরক এই কথা বলিয়াছেন। বৈদ্য দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণীমাত্রেয় পূজনীয়, এই কথা বলাতেই যে, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় বলা হইয়াছে তাহাতে

(৮) অথচ যখন জাতিতে ব্রাহ্মণ, তখন অত্রিসংহিতোক্ত “শ্রোত্রিয়স্তিভিরেব চ” বাক্য দ্বারা প্রাচীনকালের বেদজ্ঞ বেদগুণ (অথর্গ) যে শ্রোত্রিয় উপাধি প্রাপ্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য।

আর সন্দেহ নাই, যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রাণিমাাত্রের অন্তর্গত বটেন ও দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। মহর্ষি চরকের সমকালে বৈদ্যের ঐ প্রকার অর্থ ও সম্মান না থাকিলে ও বৈদ্যাগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই চরকসংহিতার ঐরূপ উক্ত হইত না। চরকসংহিতা একখানি চিরপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন প্রামাণ্য আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ (৯)। উহা কোন কালে ব্রাহ্মণ মহর্ষি বা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। যদি মহর্ষি চরকের ঐ প্রকার উক্তি (অর্থাৎ বৈদ্যাশঙ্কের অর্থ ও সম্মান) শাস্ত্র, ইতিহাস এবং তৎকালের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ উক্তির প্রতিবাদ অবশ্যই আমরা কোন না কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাইতাম, এবং ঐ কারণে পণ্ডিতসমাজে অবশ্যই চরকের নিন্দা ও চরকসংহিতাও স্বর্ণিত হইত। অতএব বৈদ্যের অর্থ যে ব্রাহ্মণ (বৈদ্য যে

(৯) “ধস্তো ধনন্তরিনীত্র চরকশ্চরতীহ ন।

নাসত্যাবপি নাসত্যাবত্র চিত্তাঙ্করে কিল ॥” কাশীখণ্ড, স্বন্দপুরাণ।

ঐযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজ প্রকাশিত. প্রথম ভাগ

চরকসংহিতার ভূমিকাধৃত বচন।

স্বন্দপুরাণ যদি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত হয়, তাহা হইলে “সতেশু বট্শু সাক্ষেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে। কলৈর্গতেষু বর্ষাণামভবনু কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” রাজতরঙ্গিণী ইতিহাসের এই প্রমাণানুসারে কুরুপাণ্ডবগণের সমমকালবর্তী বেদব্যাসকৃত স্বন্দপুরাণের সৃষ্টি হইতে এপর্যন্ত ৪৩৪২ বৎসর অতীত হওয়া স্যাব্যক্ত হয়। উক্ত প্রমাণানুসারে চরকমুনি ইহারও পূর্ববর্তী হইতেছেন। সম্রাতি কল্যাণের ৫০০২ বৎসর, তন্মধ্যে রাজতরঙ্গিণীর উক্ত পাণ্ডবদিগের বর্তমান কাল কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর কলির গতাদি বিয়োগ করিলে উক্ত ৪৩৪২ বৎসর হয়। কিন্তু স্বন্দপুরাণসৃষ্টির এই কাল যে ঠিক নহে অধ্বস্তোৎপত্তি অধ্যায়ের শেষে তাহা বিবৃত হইবে।

চরকসংহিতার প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিস্থলে “ইতি অগ্নিবিশেকুতে চরকপ্রতিসংস্কৃতে তন্ত্রে” ইত্যাদি আছে। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, চরকসংহিতার মূলকর্তা অগ্নিবিশ। আর চরক সংহিতার অনেক স্থলেই আছে, অগ্নিবিশ পুনর্ব্বনুনাং ঋষির শিষ্য, পুনর্ব্বনু অত্রির পুত্র বলিয়া আত্রেয় নামে অভিহিত। এ সকল কথাই এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে পুনর্ব্বনু ও অগ্নিবিশ চরকমুনি হইতেও প্রাচীন। স্বন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড বেদব্যাসের রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও উক্তখণ্ড যে তত্তৎকালের কোন শৈব ঋষির লেখনীপ্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রাধান্য-তার খর্ব্বতাহেতু তাহা হওয়াও একান্ত সম্ভব।

ব্রাহ্মণজাতি) এবং চরকের সমকালে বৈদ্যেরা যে ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন, চরকসংহিতার দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। উক্ত বচনে বৈদ্যকে দ্বিজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদিও শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে দ্বিজাতিশব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায় (১০) তথাপি শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে দ্বিজাতিপদে একমাত্র ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করাতে (১১) এবং মহর্ষি চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজ্য বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে, তিনি ব্রাহ্মণার্থেই দ্বিজাতিপদপ্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শাস্ত্রে দ্বিজাতিপদ ব্রাহ্মণার্থে প্রযুক্ত না থাকিত, আর চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় না বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের এ সিদ্ধান্তের যে দোষ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মণ অথবা দেবতা না হইলে যে কাহাকেও ব্রাহ্মণের পূজনীয় বলা যাইতে পারে না—তাহা বোধ করি সকলেই সহজে বুঝিতে পারিলেন।

প্রথমাধ্যায়ে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, অশ্বঠেরাই চিকিৎসাকরা অর্থে সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্বে বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করেন, এবং অশ্বঠশ্রেণীরই বৃত্তিগত নাম বৈদ্য। অতএব চরকোক্ত জাতিমাত্র বৈদ্য অশ্বঠ হইতেছে, এবং চরকসংহিতার উল্লিখিত প্রমাণ অশ্বঠের ব্রাহ্মণত্বের ইতিহাস বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে। ইহার দ্বারা আলোচিত বিষয়ে আরও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অশ্বঠ ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য আর অল্প শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসমাপ্ত করা অর্থে বিপ্র উপাধি গ্রহণ করিতেন। এ শ্রেণীর অর্থ জাতি (ভিন্নসম্প্রদায়) মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সময়ে

(১০) “সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাম্ প্রশস্তা দারকশ্বপি।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥” ১২। ৩অ, মনুসং।

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাতি তু পঞ্চমঃ ॥” ৪। ১০অ, মনুসং।

(১১) “ভুক্তরগ্নির্দ্বিজাতীনাম্ বর্ণানাম্ ব্রাহ্মণোক্তকঃ।

পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম্ সর্বভাভাগতো গুরুঃ ॥” ২৫অ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপু।

“ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরস্পরাং ॥” ভট্টিকাব্য।

“ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে।

আশ্রমোহস্ত্রী দ্বিজাত্যগ্রজন্ম-ভূদেব-বাড়বাঃ।

বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণোহসৌ ঘট কক্ষা যাগাদিভিমুতঃ ॥” ব্রহ্মবর্গ, অমরকোষ

এই উভয়ের মধ্যেই যে বিপ্রত্ব, বৈদ্য ও ব্রাহ্মণত্ব ছিল তাহা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করা যাইতেছে (১২)।

“বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যাঃ শ্রাদ্ধাশ্চো ব্রহ্মপুত্রকঃ ।”

শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্বাববেক ও ধর্মপ্রচারার্থ

শঙ্খসংহিতা বচন ।

বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নকরত জ্ঞানলাভরূপ-জন্মগ্রহণকরা অর্থে ব্রাহ্মণের অষ্টনামা পুত্রকে বৈদ্য কহে ।

“বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদা ইতি শ্রুতঃ ।”

ব্রহ্মপুরাণ বচন ।

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ববেদ হইতে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ ঐ সকল অধ্যয়ন করত যাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভরূপ জন্ম হয় তাহাকে বৈদ্য কহে (১৩)।

(১২) প্রমাণার্থে মন্বাদি শাস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থেই চিকিৎসক, বৈদ্য, ইহা যে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ কেহ মনে করিবেন না যে মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা বেদাদিশাস্ত্রানভিজ্ঞ অশ্বত্থকেই চিকিৎসক, বৈদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন, এবং চিকিৎসাব্যবসায় অপর করিয়াছেন। ঐ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যাধিসম্পন্ন অশ্বত্থকেই তাহারা চিকিৎসক বৈদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন, চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহা না করিলে ও মহর্ষি চরকের পূর্বে সমাজে উক্ত রীতি না থাকিলে বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য হয়, পূর্বজন্ম অর্থাৎ মাতৃগর্ভরূপ ও দ্বিজজন্মদ্বারাও বৈদ্য হয় না, এই ইতিহাস চরক পাইলেন কোথায় ?

• (১৩) “মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মোক্ষীবন্ধনে ।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্ত শত্ৰিচোদনাৎ ॥” ১৬৯ । ২অ, মনুসং ।

“মাতুর্যদগ্রে জননং দ্বিতীয়ং মোক্ষীবন্ধনে ।

ব্রাহ্মণঃ কৃত্রিয়ো বৈশ্বতন্ত্রাদেতে দ্বিজাতয়ঃ ॥”

অশ্বত্থদীপিকাধৃত যোগিসাজবন্ধবচন ।

এই দুইটী শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে আর্ষদিগের মাতৃগর্ভে জন্ম হওয়ার পরেও উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা গুণলাভরূপ আরও আধ্যাত্মিক জন্ম হইত। এমনভাবেই বেদ হইতে যে বৈদ্যের জন্ম তাহাকে শরীরের উৎপত্তি মনে না করিয়া সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জন্ম মনে করিতে হইবে। বৈদ্যের মাতৃগর্ভরূপ অর্থাৎ শরীরের জন্ম স্বতন্ত্ররূপে মনুসংহিতা প্রভৃতিতে অশ্বত্থোৎপত্তিরূপে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণবশতঃ আমরা শঙ্খসংহিতা

উক্ত শঙ্খসংহিতা-ও-ব্রহ্মপুরাণ-বচনে বৈদ্যের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা বিপ্রশব্দের দ্বারা একান্তই উচ্চভাবব্যঞ্জক । উপরে চরকসংহিতা আর অত্রিসংহিতা দ্বারা বাক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বিপ্র আর বৈদ্য শব্দের উৎপত্তি । অতএব শঙ্খসংহিতা-ও-ব্রহ্মপুরাণ-বচনে যে বেদ হইতে বৈদ্যের উৎপত্তিহওয়া উক্ত আছে, তাহাকেও বৈদ্যাসংজ্ঞা (উপাধি) মাত্রের উৎপত্তি মনে করা উচিত । যদি বল, একথা সত্য হইলে বেদ হইতে জাত বৈদ্য আর বৈদ্যশ্রেণীতে জাত বৈদ্য, সমুদায় বৈদ্য যে দুই প্রকার হয় ? উত্তর, এ অর্থে ব্রাহ্মণও দুই প্রকার যথা,—“ব্রহ্ম জানাতি” ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জাত জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ (১৪) । এস্থলে বুদ্ধিতে হইবে যে, বিপ্র, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা প্রকৃতার্থ তাহা লইয়াই প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তাঁহারা ঐ সকল উপাধিতে বাচ্য হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বহুকাল বংশানুক্রমে সেই অর্থও চলিয়া আসিয়াছিল (১৫) । আরও বুদ্ধিতে হইবে যে জাতিমাত্র জাত কণাটির অর্থও ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে জাত শিশুদিগকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে । আর প্রাচীন আর্ঘ্যদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে আর ব্রহ্মপুরাণ বচনের উক্ত প্রকার অর্থ করিলাম । বেদ হইতে মনুখ্যশরীরের যে উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা বলা বাজলা ।

(১৪) দ্বিতীয় অধ্যায় ৫ টীকা দেখ ।

(১৫) “নাভিবাহারয়েৎ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদুতে ।

শুদ্রেন হি সনস্তাবৎ যাবদেদে ন জায়তে ॥ ১৭২ ॥

যোহনদ্যতা দ্বিজোবেদমন্ত্র কুরুতে শ্রমঃ ।

স জীবনপি শূলভ্রমলুগচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥” ১৬৮ । ২অ, মনুসং ।

“বিপ্রাঃ শূদ্রসনাস্তাবদ্বিজ্যেয়াস্ত বিচক্ষণৈঃ ।

যাবদেদে ন জায়ন্তে দ্বিজ্যেয়াস্ত তৎপরম্ ॥” ৮ । ১অ, শঙ্খসং ।

যে অর্থে প্রাচীন ভারতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, সে অর্থ তাঁহাদের মধ্যে সন্তানপরম্পরায় যে চলিয়া আসিত, তদর্থমস্পন্ন না হইলে কিছুকাল প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে কেহ যে থাকিতে পারিতেন না, তাহা উক্ত অনুশাসন শ্লোক-গুলির ও অন্যান্য স্মৃতি পুর্বাণীয় অনুশাসন শ্লোক দ্বারা পরিবাক্ত হয় । বিদ্যাসমাপ্ত না হইলে কেবল ব্রাহ্মণশ্রেণীতে বা অশ্রুতশ্রেণীতে জন্ম দ্বারা যে বিপ্র বা বৈদ্য হইবার রীতি প্রাচীনকালে ছিল না, তাহা পূর্বেও চরকসংহিতা, অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে ।

যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তেমনি আবার পৃথক পৃথক বৃত্তি ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়, কিন্তু বর্তমান যুগের কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, কনোজিয়া, সরোজিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের স্থায় মূলে তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন ।

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯ ।

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ ।

কৃতবুদ্ধিষু কৰ্ত্তারঃ কৰ্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ ১৭ ॥” ১অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“বিদ্বাং শ্রেষ্ঠা মহাফলেষু যাগাধিকারাং ।” ইঃ । মেঃ ।

টীকা—“ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো মহাফলজ্যোতিষ্ঠোমাদিকস্মাধিকারাং ।”

ইত্যাদি । ১৭ । কুল্লুকভট্ট ।

স্বাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিসকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিসকলই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যোরা শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বানেরা (বৈদ্যোরা) শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতে কৰ্ত্তা শ্রেষ্ঠ, কৰ্ত্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ ।

এই বচনের বিদ্বাংসশব্দের অর্থ যে বৈদ্য, তাহা পূর্বে অমরকোষাদি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে । মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকার কুল্লুকভট্ট, বিদ্বাংসের অর্থে জ্যোতিষ্ঠোমাদিকস্মাধিকারকে ধরিয়া লইয়াছেন । উক্ত শব্দের স্পষ্টঃ বৈদ্য অর্থ করেন নাই । উক্ত শব্দের অর্থ যে বৈদ্য তাহা মনুসংহিতার পরবর্তী মহাভারত ও পদ্মপুরাণের বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ।

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষপি দ্বিজাতয়ঃ ।

দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ ।

কৃতবুদ্ধিষু কৰ্ত্তারঃ কৰ্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥”

৫অ, উদ্যোগ পর্ব মহাভারত ও

৮৭অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণ ।

ভূতসকলের মধ্যে প্রাণিগণ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহা-
দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা, মনুষ্যের মধ্যে দ্বিজগণ, দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যাগণ, বৈদ্যা-
দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ, তঁহাদের মধ্যে কৰ্ত্তা, কৰ্ত্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ।

মহাভারতকার ও পদ্মপুরাণকার যখন মনুস্বচনের বিদ্বান্ শব্দের বৈদ্য অর্থ
গ্রহণ করিয়াছেন, তখন টীকাকার ও ভাষ্যকার মনুস্বচনের বিদ্বান্ শব্দের
জ্যোতিষ্টোমাদিকৰ্ম্মাধিকারী অর্থ করিলেও উহার বৈদ্য অর্থই গ্রহণ করিতে
হইবে । বৈদ্যদিগের (অর্থাৎ অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের) বৈদ্যাদিকারিত্বের ও বেদজ্ঞ-
ত্বের প্রমাণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (পরেও দর্শিত হইবে) । এখানে মনুসংহি-
তার স্বচনের বিদ্বাংস ও মহাভারতীয় স্বচনের বৈদ্যশব্দের জ্যোতিষ্টোমাদি-
কৰ্ম্মাধিকারী এবং বেদজ্ঞ অর্থ করিয়া, বৈদ্য অর্থাৎ অশ্বষ্ঠশ্রেণী হইতে বেদজ্ঞ
বৈদ্যকে ভিন্ন করিবার কোন উপায় নাই ।

“ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যোম্মাতুল্লাতিথিসংশ্রিতৈঃ ।

বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যৈর্জ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯ ।

মাতাপিতৃভ্যাং যামৌভিভ্রাতা পুত্রং ভাৰ্য্যয়া ।

ভ্রাতৃদাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥” ১৮০ । ৪অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“বৈদ্য বিদ্বাংসো ভিষজোবা ।” ১৭৯ । মেধাতিথি ।

“ঋত্বিক্ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে হোতা, শাস্ত্রাদিকৰ্ত্তা পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল,
গৃহাগত আগন্তুক, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, রৈদ্য, কুটুম্ব । ১৭৯ ।

মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গ,
ইহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না । ১৮০ ।”

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ ।

উক্ত মনুস্বচনস্থ বৈদ্যশব্দের ভট্ট মেধাতিথিও বিদ্বাংস ও ভিষজার্থ করি-
য়াছেন । মনুস্বচনের এই বৈদ্যশব্দ যে অশ্বষ্ঠবাচক তাহা “বৈদ্যবৃত্তি” অধ্যায়ের
তৎসম্পর্কীয় টীকা দেখিলেই বিদিত হইবে । মহাভারতকারানুসারী ভট্ট মেধা-
তিথি কুল্লুক হইতে অতিশয় প্রাচীন, তিনি মনুস্বচনের বিদ্বাংস শব্দের বৈদ্য
অর্থ করাতে বুঝা গেল, কেবল জ্যোতিষ্টোমাদিকৰ্ম্মাধিকারীই বিদ্বাংসশব্দের অর্থ
নহে, বৈদ্য অর্থাৎ বেদজ্ঞ অশ্বষ্ঠও ।

“আরাধাঃ সৰ্বজাতীনাং নমস্তচ্চ বিশেষতঃ ।

ব্রহ্মমন্ত্ৰাদ্বেং যশ্চ যত্নৈঃ পাচিতমৌষধং ॥” ইত্যাদি ।

• বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বন্দপুরাণ ।

যিনি সকল জাতিরই বিশেষ প্রকারে আরাধা ও নমস্ত, যিনি বেদমন্ত্ৰোদ্ভব, যিনি ঔষধ পাক করেন । ইত্যাদি ।

দেখা যায় যে, উল্লিখিত মহাভারত-ও-পদ্মপুরাণীয় বচনে মনুসূচনের “ব্রাহ্মণেষু চ” বাক্যের স্থলে “বিজেষু” পদ (১৬) এবং স্বন্দপুরাণবচনের “সৰ্ব-জাতীনাং” বাক্যে ব্রাহ্মণকেও গৃহীত হইয়াছে । অতএব চরকসংহিতা, মনু-সংহিতা, মহাভারত ও স্বন্দপুরাণ প্রভৃতি দ্বারা এই ইতিহাস পরিবাক্ত হইতেছে যে, অতিপ্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যের (অশ্বষ্ঠশ্রেণীর) সম্মান অধিক ছিল । যখন উপরি উক্ত শাস্ত্রীয়প্রমাণসকলে বৈদ্যাগণ সকল বর্ণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিরও) নমস্ত বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণ হইতেছে । কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ ব্রাহ্মণের নমস্ত হইতে পারে না । আর প্রাচীনকালে বৈদ্যের (চিকিৎসকের) সম্মান এত অধিক ছিল বলাতে কোন দোষ হইতেছে না, যেহেতু ইহা মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস (১৭) ।

আয়ুর্বেদীয় চরকসংহিতা প্রভৃতিতে পৃথিবীতে আয়ুর্বেদপ্রচারের যে ইতিহাস আছে (১৮) তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আর্ঘ্য, মহর্ষিগণ

(১৬) “ক্ষাত্ৰং বিজত্বঞ্চ পরস্পরার্থং ।” ভট্টিকাব্য ।

(১৭) অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ সাধারণ্যের নমস্ত ছিলেন একথায় কেহ মনে করিবেন না যে কেবল তাঁহারাই নমস্ত ছিলেন, বেদজ্ঞ অথবা ব্রাহ্মণেরা অশ্বষ্ঠগণের আচার্য্য পুরোহিত ও সম্পর্কে গুরুতর হইলে তাঁহারাও যে অশ্বষ্ঠের নিকট প্রণামাদি প্রাপ্ত হইতেন তাহার প্রমাণমূলকানকরা বাহ্যমাত্র ।

(১৮) “(ভরদ্বাজপ্রাচুর্য্যাব)

দীর্ঘজীবিতমন্নিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমং ।

ইন্দ্রমুগ্রতপা বৃদ্ধা শরণ্যামনরেশ্বরং ॥

ব্রহ্মণাহি যথা প্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ ।

জগ্রাহ নিখিলেমানদাষ্মিনৌ তু পুনশ্চতঃ ।

অত্যাগ্বেদাধায়নকরত জ্ঞানলাভ করিয়াও অথর্ববেদের অঙ্গবিশেষ আয়ুঃ

অধিত্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হু কেবলম্ ।
 ঋষিপ্রোক্তেণ ভরদ্বাজ্ঞান্ প্রাচ্যৈঃ ক্রমুপাগমং ॥
 বিয়ভূতা যথা রোগাঃ প্রাচ্যভূতাঃ শরীরিণাঃ ।
 তপোবেদাধ্যায়নব্রহ্মচর্যাব্রতায়ুযাঃ ॥
 তদা ভূতেষু ক্রোশং পুংস্কৃত্য মহর্ষিভিঃ ।
 সমেতঃ পুণ্যকশ্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে ॥
 অঙ্গিরা যমদগ্নিচ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপস্তথা ।
 আত্রেয়ো গৌতমঃ শাঙ্খ্যঃ পুলস্ত্যো নারদোহসিতঃ ।
 স্থথোপবিষ্টান্তে তত্র পুণ্যাং চকুঃ কথামিমাম্ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যাঃ শূলমুত্তমম্ ।
 রোগান্ত্রাপহস্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥
 প্রাচ্যভূতৌ বহুগ্যাণামন্তরায়ৌ মহানয়ং ।
 কঃ শ্রান্তেষাং শমোপায় ইত্যুক্তাঃ ধ্যানমাহিতাঃ ॥
 অথ তে শরণং শক্রং দদৃশুর্ধ্যান চক্ষুযা ।
 স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ ॥”
 কঃ সহস্র’ক্ষভগনং গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিং ।
 অহমর্থো নিযুক্তোহয়মক্রেতি প্রথমং বচঃ ॥
 ভরদ্বাজ্ঞোহব্রবীত্ত্বাদৃষিভিঃ স নিয়োজিতঃ ।
 স শক্রভবনং গতা সুদ্রবিগণমধাগঃ ॥ ইত্যাদি ।
 বাদয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ।
 তদক্রুহি মে শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভো ।
 তথৈ প্রোবাচ ভগবান্‌যুর্বেদং শতক্রতুঃ ॥ ইত্যাদি ।
 তেনাযুরমিতং লেভে ভরদ্বাজঃ স্থখান্বিতঃ ।
 ঋষিভ্যোহনধিকং তস্ত শংসমানোহবশেষয়ন্ ।
 ঋষয়স্ত ভরদ্বাজাজ্জগৃহুস্তং প্রজাহিতং ॥ ইত্যাদি ।
 অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্বেদং পুনর্ব্বসুঃ ।
 শিষ্যোভ্যো দত্তবান্‌ যড়্ভ্যঃ সর্বভূতানুকম্পয়া ॥
 অগ্নিবেশচ্চ ভেলচ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ ।
 হারীতঃ ক্ষারপাণিচ্চ জগৃহুস্তমুনৈর্ব্বচঃ ॥ ইত্যাদি ।

কর্ষদ (১৯) তাঁহাদের নিকটে না থাকিতে শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনিবার-

“ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরুষিজগে তস্মাদ্বিশ্ণুনা বশিতামিহ ইন্দ্রাদহং ময়া দ্বিহ প্রদেয়
মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ ॥” ১অ, সূত্রস্থান, মুশ্রুতসংহিতা।

“(আত্রেয়প্রাচুর্ভাব)

একদা জগদালোক্য গদাকুলমতন্ততঃ ।
চিন্তয়ানাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ ।
কিং কুরোমি ক গচ্ছামি কথং লোকানিরাময়াঃ ॥ ইত্যাদি ।
এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েহধিকম্ ।
আয়ুর্কর্ষদং পঠিষ্যামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্ ॥
ইতি নিশ্চিত্য ভগবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্ ।
তত্র মন্দিরমিল্লশু গচ্ছা শক্রং দদর্শ সং ॥ ইত্যাদি ।
আয়ুর্কর্ষদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাং । ইত্যাদি ।
মুনীন্দ্রইন্দ্রতঃ সাক্ষমায়ুর্কর্ষদমধীত্য সং । ইত্যাদি ।
ততোহগ্নিবেশং ভেড়ক জতুর্কণং পরাশরং ।
ক্ষারপাণিকং হারীতমায়ুর্কর্ষদমপাঠয়ং ॥” ইত্যাদি ।
হৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(১৯) (চরকপ্রাচুর্ভাব)

“যদা মৎস্তাবতারোণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাক্ষমবাস্তবান্ ॥ ইত্যাদি ।
একদা স মহীযুক্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ ।
তত্র লোকান গদৈগ্রস্তান্ ব্যাখ্যা পরিপীড়িতান্ ।
স্থলেষু বহুযু ব্যগ্রান্ ত্রিষমাণাংশ্চ দৃষ্টবান্ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা তিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ ।
অথাস্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্ ॥
সংচিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনো পুত্রো বভূবহ । ইত্যাদি ।
তস্মাচ্চরকনামাহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে । ইত্যাদি ।
আত্রেয়শ্চ মুনো শিষ্য্য। অগ্নিবেশাদয়োহভবন্ ।
মুনয়ো বহুবৈশ্বশ্চ কৃতং তস্ত্রয়ং স্বকং স্বকং ॥
তেষাং তস্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা ।
চরকেণাঙ্গনো নাম্মা গ্রন্থোহয়ং চরকঃ কৃতঃ ॥

হৃষ্টিপ্রকরণ প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

পরবর্তী ২৩ টীকা দেখ ।

গানি বিষয়ে তাঁহারা সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ এবং অন্ধম ছিলেন (২০) । স্বৰ্গের ইজ্জা-

(২০) “ধ্বস্তরি প্রাচুৰ্ভাব !

একদা দেবরাজন্ত দৃষ্টিনিপতিতা ভূবি ।
তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥
তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তন্ত দয়য়া পরিপীড়িতম্ ।
দয়্যার্কহৃদয়ঃ শক্ৰো ধ্বস্তরিমুবাচ হ ॥
ধ্বস্তরে । সুরশ্ৰেষ্ঠ ! ভগবন্ কিঞ্চিচ্চুচ্যতে ।
যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব ॥
উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিবিস্কুরভূম্যংস্তাদিক্রপবান্ ॥
ভস্মাঙ্ঘ পৃথিবীং যাহি কাশীমধো নৃপোভব ।
ঐতিকারায় রোগাণামায়ুর্কেদং প্রকাশয় ।
ইত্যাভ্য। সুরশাৰ্দ্ধলঃ সৰ্ব্বভূতহিতেশয়া ।
সমস্তমায়ুষো বেদং ধ্বস্তরিমুপাদিশৎ ॥
অধীত্য আয়ুষো বেদমিত্ৰাং ধ্বস্তরিঃ পুরা ।
আগত্য পৃথিবীং কাষ্ঠাং জাতো বাহজবেশ্মনি ॥
নাম্না তু সৌহভবং খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ । ইত্যাদি ।

সুশ্রুত প্রাচুৰ্ভাব ।

অথ জ্ঞানদৃশা বিধামিত্ৰপ্রভৃতয়োহবিদন্ ।*
অয়ং ধ্বস্তরিঃ কাষ্ঠাং কাশীরাজোহয়মুচ্যতে ॥
বিধামিত্রো মুনিশ্ৰেষ্ঠঃ পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্ ।
বৎস । বারাপনীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবলভাম্ ॥
তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোহন্তি বাহজঃ ।
স হি ধ্বস্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্বেদবিদাং বরঃ ॥
আয়ুর্কেদং ততোহধীতা লোকোপকৃতিহেতবে ।
সৰ্ব্বপ্রাণিদয়্যাতীৰ্থমুপকারো মহামথঃ ॥
পিতুর্কচনমাকৰ্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ ।
তেন সার্কঃ সমধ্যেতুং মুনিস্ততশতং বযৌ ॥
অথ ধ্বস্তরিঃ সৰ্ব্বং বানপ্রস্থাত্মমে হিতম্ । ইত্যাদি ।

দিয় নিকটে তাঁহার। আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগনিবারণ করিতে সমর্থ হন । ইহাতেই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, মনুষ্যের জ্ঞাতব্য সমুদয়-বেদ-না-জানা-হেতুতে আর্ষ্যদের মধ্যে কেহই তৎকালে সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে বৈদ্য উপাধি লাভ-করিতে অর্থাৎ বৈদ্য হইতে পারেন নাই । সুতরাং বুঝিতে হইবে, আর্ষ্যেরা আয়ুর্বেদাধ্যয়ন দ্বারাই বৈদ্য উপাধি লাভ-করিয়া-ছিলেন (২১) । পৃথিবীর সর্বত্র আয়ুর্বেদপ্রচারের উক্ত ইতিহাস হইতে ইহাও

ভগবান্নানবান্ দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্ ।

ব্রহ্মতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতান্মাকং হৃদি ব্যথা ॥

আমরানাম্ শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ ।

আয়ুর্বেদং ভবান্নানধ্যাপয়তু যত্নতঃ ।

অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তামুপাদিশৎ ॥ ইত্যাদি ।

ভরদ্বাজ প্রাভূর্ভাব ।

একদা হিমবৎপার্শ্বে দেবাদাগতা সজ্ঞতাঃ ।

মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহং ॥

ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ । ইত্যাদি ।

স্বধোপবিষ্টান্তে তত্র সর্বৈ চক্ৰুঃ কথামিমং ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরং ।

তচ্চ সর্বার্থসংসিক্তো ভবেদ্ যদি নিরাময়ং ॥

তপঃস্বাধায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যব্রতায়ুধাম্ ।

হর্ষারঃ প্রসূতা রোগা যত্র তত্র চ সর্বতঃ ॥

রোগাঃ কাশ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্ত চেষ্টাহরাঃ । ইত্যাদি ।

ভরদ্বাজোমুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ং । ইত্যাদি ।

তনুবাচ মুনিঃ সাক্ষমায়ুর্বেদং শতক্রতুঃ ॥” ইত্যাদি ।

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ ।

(২১) ১৮১৯ টীকাধৃত প্রমাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, রোগ আর্ষ্যাদিগের তপস্তা, উপবাস, অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনাদির বিঘ্ন, এমন কি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনেরও প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল । ইহাতেই পরিষ্কৃত হয়, আর্ষ্যদের মধ্যে আয়ুর্বেদপ্রচারের পূর্বেই অন্ত্যান্ত বেদ প্রচারিত হয় । তপস্তা, অধ্যয়ন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যাদিব্রতপালন ইত্যাদি সদমুষ্ঠান বেদেরই বিধি । ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনকরত আর্ষ্যেরা বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন-করিতেন ।

পরিষ্কৃট হয় যে, স্বর্গনামক স্থান হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র সকল বেদই প্রচারিত হইয়াছে (২২), আর মুশ্রুত বচনে দেখা যায় যে, প্রজা (মহুবা) সৃষ্টির পূর্বে বিধাতা আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন (২৩), কিন্তু আয়ুর্বেদপ্রচারের উদ্ধৃত ইতিহাসে বাক্ত হয় যে, অশ্বাশ্ব বেদপ্রচারের পরে পৃথিবীর সর্বত্র আয়ুর্বেদ প্রচারিত হয়। ইহার দ্বারা এবং আয়ুর্বেদ না-জানা-হেতুতে সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে আর্থোরা যে বৈদ্য হইতে পারেন নাই ও স্বর্গনামক-স্থান-ব্যতীত পৃথিবীর আর কোথাও যে আর্থোরা আয়ুর্বেদ পান নাই, তদ্বারা অশ্বাশ্ব বেদ হইতে আয়ুর্বেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইতেছে। তৎপরে ইহাও দেখা যায় যে, দক্ষ, ঈশ্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অনেকেই আয়ুর্বেদাধায়ন করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রের কোন স্থলেই তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া উক্ত হন নাই, সর্বত্রই অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রয়, হার্যাত, অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, ক্ষারপাণি ও পরাশর প্রভৃতি

আয়ুর্বেদপ্রচারের পূর্বে তাঁহাদের মধ্যে কোন বেদ প্রচলিত না থাকিলে, ব্যাধি তাঁহাদের অধায়নের বিষয় করিতেছে, একথা তাঁহারা বলিতেন না। অতএব উদ্ধৃত প্রমাণ দৃষ্টে আমরা যে বলিয়াছি, আর্থোরা অশ্বাশ্ব বেদে জ্ঞানলাভকরাসত্ত্বেও আয়ুর্বেদবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে পরে আয়ুর্বেদ প্রচারিত হয়, তাহা একান্ত সত্য ইতিহাস।

(২২) ১৮।১৯।২০ টীকাধৃত প্রমাণে প্রকাশ যে, ভরদ্বাজ, আত্রয় প্রভৃতি মুনিগণ স্বর্গে গমনকরত ইন্ডের নিকট আয়ুর্বেদাধায়ন করিয়া পৃথিবীতে আয়ুর্বেদপ্রচার করেন। মহা-ভারতীয় আদিপর্বে আছে, স্বর্গনিবাসী ধর্ম, ইশ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতা হস্তি-নার চন্দ্রবংশীয় রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির ভীমার্জুন প্রভৃতি পঞ্চপুত্র উৎপন্ন করেন। সূর্য্যও ঐ ক্ষেত্রে কর্ণকে উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে, স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনী-কুমার ব্রাহ্মণীতে পৃথিবীর কোন তীর্থস্থানে গণকদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, এই কশ্যপের সন্তান ইশ্রপ্রভৃতি স্বর্গের দেবতা এবং পৃথিবীর কশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তৎপুত্র চন্দ্রপ্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, এবং উক্ত অত্রি বংশই পৃথিবীর অত্রিগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। ব্রহ্মার পুত্র ভৃগু, অত্রিবা প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, আবার ইহাদের সন্তানই পৃথিবীর জমদগ্নি, বাৎস্ত, সার্বর্ণ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ। এমতাবস্থায় উপলব্ধি হয় যে পৃথিবীরই কোন উত্তম স্থানকে প্রাচীনকালের ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন।

(২৩) “ইহ খল্বায়ুর্বেদো নাম যদুপাঙ্গমখর্ব বেদস্তাংসুংপাঐত্ব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্র-মধ্যায়সহস্রক কৃতবান ঋষভুঃ।” ইত্যাদি। ১অ, মুশ্রুত সং।

বৈদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২৪) । এতদ্বারাও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই বেদাধ্যয়নের রীতি থাকায় (২৫) যাহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অতীত

(২৪) “অথ দক্ষঃ ক্রিমা দক্ষঃ স্বর্বেষ্টো বেদমাবুৎ ।

বেদমামাস বিদ্যাংসৌ স্বর্ধ্যাংশৌ সুরসন্তমৌ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথমখণ্ড তাবপ্রকাশ ।

“অত্রিঃ কৃভযুগে বৈত্থো ষাপরে সৃশ্রতো মতঃ ।

কলৌ বাগ্ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদৃশ্ততে ॥”

পরিশিষ্টাধ্যায়, হারীতসং ।

নিম্নলিখিত দুইটা বচনেও হারীতকে বৈদ্য বলা হইয়াছে ।

“দ্বিবিধং বিষমুদ্বিষ্টং স্থাবরং জঙ্গমং ভিষক্ ॥”

৫৫ অধ্যায়, হারীতসং ।

“বিষং জঙ্গমমিত্যুক্তমষ্টথা ভিষন্ততম । ॥”

৫৬ অধ্যায়, হারীতসং ।

“কাক্ষায়ণশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিবজ্রাংবরঃ ।”

২৬অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“ইত্যগ্নিবেশেন ভিষগ্ বরিষ্ঠঃ ।

পুনর্কর্মসুত্রবিদাহ তস্মৈ

সর্কপ্রজানাং হিতকাম্যয়েদং ।” ১অ, সিদ্ধিহান, চরকসং ।

“বশস্বিনঃ ব্রহ্মতপোদ্বাতিভ্যাং জলন্তমগ্ন্যর্কমমপ্রভাবম্ ।

পুনর্কর্মং ভূতহিতে নিবিষ্টং প্রপচ্ছ শিষ্যোজ্জিমগ্নিবেশঃ ॥ ইত্যাদি ।

রোগাধিকারে ভিষজাং বরিষ্ঠ ! ইত্যাদি ।

প্রীতো ভিষক্শ্রেষ্ঠ ইদং জগাদ ।” ২৩অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং ।

(২৫) “ষট্ ত্রিংশদাক্ষিকং চর্যং গুরো হৈবেদিকং ব্রতম্ ।

তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ ১ ॥

বেদানধীত্য বেদো বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।

অবিচ্যুতব্রহ্মচর্যো পৃহস্থাপ্রমবাসেৎ ॥ ২ ॥

গুরুণামুতং নান্দ্রা সমাবৃত্তো যথাবিধি । ইত্যাদি ॥ ৩ ॥”

৩অ, মনুসংহিতা ।

যাজ্ঞবল্ক্য, উপনাঃ, অত্রি, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রভৃতি সংহিতা দেখ ।

সৃশ্রতসংহিতা ২ অধ্যায় সূত্রস্থান ও চরকসংহিতার বিমান স্থান, ৮ অধ্যায়ে আয়ুর্কর্ম-

বেদাধ্যয়নকরত আয়ুর্বেদাধ্যয়নপূর্বক সমুদয় বেদবেদাদির অধ্যয়নসমাপন করিতেন, তাঁহারা ই বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থৈ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন । দক্ষাদি ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অস্তান্ত বেদাধ্যয়নকর্তৃত আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করেন নাই বলিয়াই তাঁহারা বৈদ্য হইতে পারেন নাই (২৬) । তাঁহারা যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করেন নাই তাহা উপরি উক্ত আয়ুর্বেদপ্রচারের ইতিহাসেই প্রকাশ রহিয়াছে (২৭) । অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রেয়, ধন্বন্তরি, অগ্নিবেশ, চরকপ্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্বেদাদির অধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যাসমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বৈদ্য হইয়াছিলেন (২৮) । অতএব বৈদ্যশব্দে

পাঠকালে উপনয়নবিধি দেখ । এই সকল দ্বারা ই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে স্থিতি ভিন্ন কোন বেদাধ্যয়নেরই নিয়ম ছিল না ।

(২৬) ২৫ টীকার প্রমাণে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে সমুদায় বেদ অধ্যয়ন না করিলেও চলিত, এবং বিপ্র অর্থাৎ যট্ কর্ণপূরণকারী (পুরোহিত) হইতে পারিতেন । কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশাসন দৃষ্টে জানা যায়, বেদ ও বেদান্ত সহ আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন না করিলে বৈজ্ঞ হইবার রীতি ছিল না । বি পূর্বক “প্রা” ধাতুর পূরণার্থে “উ” করিয়া বিপ্র পদ হয় । প্রাচীন কালে যাহারা যট্ কর্ণমাত্র পূরণ করিতেন তাঁহারা ই বিপ্র, কিন্তু তাঁহারা যে অত্রিসংহিতার “বিজ্ঞায়া যাতি বিপ্রত্বং” বিপ্র নন, তাহা বলা বাহুল্য ।

(২৭) পৃথিবীতে আয়ুর্বেদপ্রচারের এই অধ্যায়ধৃত ১৯২০ টীকার সার গ্রহণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ভরদ্বাজ প্রভৃতির অস্তান্ত বেদাধ্যয়ন করিয়া পৃহ্বাশ্রমে প্রবিষ্ট হওয়ার পরে তপস্তুর বিষয় হওয়াতে তাঁহাদের আয়ুর্বেদের প্রয়োজন হয় । প্রাচীন কালে পৃহ্বাশ্রমের পরে বানপ্রস্থ্যশ্রমেই আর্ধ্যেরা তপস্তা-বোগাদি করিতেন । সুতরাং বুঝিতে হইবে, দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি যে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা পৃহ্বাশ্রমে কিংবা বানপ্রস্থ্যশ্রমে অবস্থিতি কালে । আয়ুর্বেদপ্রচারের ইতিহাসে ধর্ম অর্থ ও কামাদি সাধনসম্বন্ধে রোগ বিঘ্নবরূপ হইয়াছে, স্পষ্ট উক্ত থাকায় আমাদের এ সিদ্ধান্তেও সন্দেহের কোন কারণ নাই ।

(২৮) অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রেয়, ধন্বন্তরি প্রভৃতিকে আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রে বৈজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা ২৪টীকার প্রমাণেই পরিস্ফুট হয় । ইঁহারা যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্বেদ-পাঠ করেন, তাহা আয়ুর্বেদপ্রচারের ও অধ্যয়নের (আয়ুর্বেদে শিষ্য করিবার) ইতিহাসে ও প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদপাঠের রীতি দ্বারা ই প্রকাশ পায় । চরকসংহিতার হৃদয়ানের ত্রিশঃ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতসংহিতার হৃদয়ান ১ অধ্যায়ে ও ভাবপ্রকাশ প্রথমভাগের সৃষ্টি-প্রকরণে আয়ুর্বেদকে অর্থর্কবেদের অঙ্গবিশেষ বলিয়া উক্ত হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, পৃথিবীতে আয়ুর্বেদপ্রচারের পূর্বে কাহারও বেদ বা বিজ্ঞাভ্যাস সমাপ্ত হইত না এবং তাহা যে আয়ু-

কাহাদিগকে বুঝায় ? তাঁহাদিগকে বুঝায় বাহারা প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অস্ত্রাশ্রম বেদ সহ আয়ুর্বেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মনুপ্রভৃতি লংহিতার মতে অশ্বত্থেরাই অস্ত্রাশ্রম বেদসহ আয়ুর্বেদে অধিকারী এবং চিকিৎসা-করা অর্থে তাঁহারাই বৈদ্য (২২)। সূতরাং উপলব্ধি হইতেছে যে, প্রাচীনকালে অশ্বত্থেরাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ষড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয় সহ আয়ুর্বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নকরত বৈদ্য উপাধি লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই কারণে ভগবান্ মনুও “অশ্ব-

র্বেদাধ্যয়ন হইতেই হয় তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্ত বলা হইয়াছে যে অস্ত্রাশ্রম বেদপাঠের পরে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন হইতেই পূর্ণ-বেদ-জ্ঞান অর্থে পূর্বে অধিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্য হন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে উক্ত অধ্যয়ন সাক্ষ করিবার নিয়ম না থাকিলে দক্ষাদিও বৈদ্য হইতেন।

(২২) “ব্রাহ্মণ্যৈশ্চকস্তায়া মষষ্ঠো নাম জায়তে।” ইত্যাদি। ৮ শ্লোক।

“সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সূতা বিজগম্বিণঃ।

শূদ্রাণাম্ সধর্ম্মাণঃ সর্কেহপ ধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—সজাতিজানন্তরজাভ্যঃ সমানজাতীয়ান্ জাতান্তে বিজগম্বিণ ইত্যোতং সিদ্ধমেবা-
নুদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানং তদ্ব্যঞ্জ্যপ্রাপ্তার্থম্। অনন্তরজা অনুলোমা
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যায়াম্ তেহপি বিজগম্বিণ উপনৈয়া ইত্যর্থঃ।
উপনীতাশ্চ বিজাতিধর্ম্মৈঃ সর্কৈরধিক্রিয়ন্তে। ইত্যাদি। ৪১। মেধাতিথি।

টীকা—সজাতিজ্ঞেতি। বিজাতীনাং সমানজাতীয়ান্ জাতাঃ তথানুলোমোন্মোৎপন্নঃ ব্রাহ্ম-
ণেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেব ষট্ পুত্রা বিজগম্বিণঃ উপনৈয়াঃ। ৪১।
কুল্লকভট্ট।”

“অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতাস্তা বিজঃ শনৈঃ।

স্তরৌ বসন্ সন্ধিমুদ্রাদব্রক্ষাদিগমিকং তপঃ ॥ ১৬৪ ॥

তপোবিশেষৈর্বিধিবিধৈস্ত্রৈতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।

বেদঃ কুনোহধিগম্যব্যঃ সরহস্তো বিজগম্বনা ॥ ১৬৫ ॥” ২অ, মনুসং।

“সুতানামবসারখ্যমশ্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্। ৪৭। ইত্যাদি।

১০অ, মনুসংহিতা।

উক্ত বচনাবলীর দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, অশ্বত্থেরাও বিজ, বিজ হইলেই তাহারা যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী এবং প্রাচীনকালে যে তাঁহারা তাহা করিতেন তাহা উক্ত বহু বচনাবলির অর্থে প্রকাশ পায়। অশ্বত্থকে উপনয়নাদিসংস্কারাবিত বিজ এবং অশ্বত্থের চিকিৎসাবৃত্তি বলাতেই অশ্বত্থ যে সমস্ত বেদাধিকারী ও বৈদ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ষ্টানঃ চিকিৎসিতঃ” বলিয়াছেন । পূর্ণ বেদজ্ঞ (বৈদ্য) না হইতে পারিলে প্রাচীন সময়ে কেহই চিকিৎসক হইতে পারিতেন না । চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে পূর্ব পূর্ব যুগে যে সমুদয় বেদবেদাঙ্গ আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়নের নিতান্ত প্রয়োজন হইত তাহা “বৈদ্যবৃত্তি” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে ।

যদি বল, দক্ষাদি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অন্ত্যন্তবেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ-পূর্বক আয়ুর্বেদপাঠ করিলেও সম্পূর্ণ-বেদ-জ্ঞান অর্থে (বিদ্যাসমাপনার্থে) তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেত বৈদ্য? উত্তর, তাঁহারা প্রকৃত বৈদ্যগুণসম্পন্ন বটেন, কিন্তু শাস্ত্রবিধি ও তৎকালের রীতি অনুসারে তাঁহারা বিদ্যাসমাপন না করাতে যে বৈদ্য আখ্যা পান নাই, তাহা বলা বাহুল্য । বৈদ্যশব্দের অর্থ যে, অম্বষ্ঠজাতি তাহা প্রথমাধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে । সুতরাং এই অধ্যায়ে বৈদ্য-শব্দের স্বতন্ত্র যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয়কেও অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ মনে করিতে হইবে । আর উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহে বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেরও নমস্ত হওয়াতে এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে বৈদ্য উপাধিদারী ব্যক্তিগণ (অম্বষ্ঠেরা) ব্রাহ্মণজাতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন (৩০) ।

(৩০) এখানে কেহ বলিতে পারেন, অম্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেও—

“বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণমোক্ষয়োঃ ।

বৈশ্বস্ত বর্ণে চৈকস্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥১০।” ১০অ, মনুসং ।

ভাষা—“একত ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরস্ত্রীজাতা অপসদা এতে বেদিতব্যাঃ । অপশীর্ণাঃ

সমানজাতিয়াঃ পুত্রাপেক্ষয়া ভিদ্যন্তে । ১০ । সোধান্তিষি ।

টীকা—বিপ্রস্তেতি ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্বাদিষ্ময়ো-স্ত্রিয়োঃ বৈশ্বস্ত চ শূদ্রায়াং বর্ণ-ত্রয়াগাং এতে ষট্পুত্রাঃ সর্বপুত্রাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ । ১০ । কুল্লকভট্ট ।”

উক্ত মনুসংহিতার শ্লোক এবং তাহার ভাষা টীকা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণে উৎপন্ন পত্নীর পুত্রগণের হইতে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ । এমনতাবস্থায় অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণমাত্রের নমস্ত ছিলেন, একথা কিপ্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট, কিন্তু শ্রোত্রিয় যদি কুলীন হইতে বিদ্যাভিগুণসম্পন্ন ও গুরুতর হন, তাহা হইলে কুলীনকেও উক্ত শ্রোত্রিয়কে প্রণামাদি করিতে হয় । মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১০-২৪১ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব গুরু ও গুরুপত্নীরও সূত্রযা করিবার এবং ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তাহাদিগকে প্রণামাদিকরিবার বিধি উক্ত হইয়াছে । মনুসংহিতার ভাষা ও টীকাকার উক্ত শ্লোকবয়ের অর্থ কিছু বিকৃত করিয়া

বৈদ্য ও অষষ্ঠ শব্দের প্রকৃতার্থ ব্রাহ্মণ । জাতিমিত্রকার বৈদ্যশব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন, (৩১) কিন্তু তাহাতে অষষ্ঠ বা বৈদ্যশব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই । “অষষ্ঠশব্দের অর্থ” অধ্যায়েও দর্শিত হইবে যে, অষষ্ঠেরাই চিকিৎসা-ব্যবসায়করা অর্থে বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ।

“সব্যাহুতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ ।

উপনীতঃ পঠেদৈদ্যো নরসিংহার্চনকরেন ॥

প্রণবাদ্যোঃ স্বাহাদৈদ্যচ্ মন্ত্রমাহরণকরেন ॥ ইত্যাদি ।

পদ্মপুরাণ বচন ।

উপনীত বৈদ্য প্রণবপুটিত সব্যাহুতি গায়ত্রী পাঠ করিবে ও শালগ্রামপূজা এবং স্বাহাদি প্রণবাদি দ্বারা মন্ত্র উচ্চার করিতে পারে ।

আয়ুর্কেন্দকৃতাত্ম্যাসো ধর্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ।

অধ্যারোহধ্যাপনৈঞ্চৈব চিকিৎসা বৈদ্যালক্ষণং ॥

ব্রহ্মপুরাণস্থত ও জাতিতত্ত্ববিবেকস্থত,

চরকসংহিতা বচন ।

ছেন । কিন্তু হুত্রতসংহিতার নিদান স্থানের “ধ্বস্তরিং ধর্মভূতাং বরিত্তমমৃতোক্তবাং চরণা-
বুপসংগৃহ্য হুত্রতঃ পরিপুচ্ছতি ।” এই বচনে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে ব্রাহ্মণের
কত্রিয়গুণের পাদদর্শন করিবার রীতি প্রাচীনকালে থাকা সাব্যস্ত হয় । কানীরাঙ্গ ধরতরির
অবতার হইলেও ধ্বস্তরি স্বর্গবৈদ্য, আর তিনি কাশীতে কত্রিয়কুলে অবতীর্ণ কত্রিয় বটেন,
কিন্তু হুত্রত বিষামিত্রহুনির পুত্র ব্রাহ্মণ । এত গেল ব্রাহ্মণের কত্রিয়-বৈশ্য-গুণসম্পর্কীয় কথা ।
যদি অষষ্ঠ অর্থাৎ প্রাচীনকালের বৈজ্ঞানিক ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন একথা সত্য হয়,
তাহা হইলে তাঁহারা যে তৎকালের ব্রাহ্মণসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন
তাহাতে সন্দেহ কি ? আমরা প্রাচীনকালের এই ইতিহাস বলিলাম, একালের বৈদ্যগণের
মধ্যে তেমন কোন গুণ নাই বাহ্যতে তাঁহারা তেমন সম্মান পাইতে পারেন । মহর্ষি কৃষ্ণ-
বৈষ্ণায়ন বেদব্যাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি তন্মাত্রা কত্রিয়পত্নীর (ধীবরপত্নীরও) চরণ-
বন্দনা করিয়াছেন, মহাত্মারতের আদিপর্বের অনেক স্থানে ইহা উক্ত আছে । সেকালে গুণের
এমন আদর ছিল । অষষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি সেকালে ব্রাহ্মণের নম্র পুত্র না হইতেন, তবে
ধীবরকর্তার পুত্র কানীন ব্রাহ্মণ উক্ত বৈষ্ণায়ন কিপ্রকারে সেকালের ও একালের ব্রাহ্মণ-
সাধারণের নম্র ও পুত্র হইয়াছেন ।

(৩১) ১২১।২২২।১২৩ পৃষ্ঠা, প্রথম ভাগ, জাতিমিত্র নামক পুস্তক দেখ ।

আয়ুর্বেদ ও ধর্মশাস্ত্র (বেদাদি) পাঠ করা, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, (শাস্ত্র পড়া ও পড়ান) চিকিৎসাব্যবসায়করা, এই কয়টা বৈদ্যের লক্ষণ অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকেই বৈদ্য কহে।

“আয়ুর্বেদকৃতাত্যাসঃ শাস্ত্রজঃ (৩২) প্রিয়দর্শনঃ।

আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥ ৩৩ ॥”

চাণক্য পণ্ডিত।

যিনি আয়ুর্বেদ ও ধর্মশাস্ত্রজ (বেদ ও স্মৃতিপুরাণজ) প্রিয়দর্শন, আর্য্য-স্বভাব, আর্য্যচার এবং আর্য্যগুণসম্পন্ন তাহাকেই বৈদ্য কহে।

উক্ত পদ্মপুরাণীয় বচনে দেখা যায়, প্রণবের সহিত সপ্তবাহুতি গায়ত্রী-পাঠ, শালগ্রাম-পূজা, স্বাহা ও প্রণবদির দ্বারা মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতিতে বৈদ্যের অধিকার আছে। ব্রহ্মপুরাণ ও চাণক্যবচনেও বৈদ্যের আয়ুর্বেদে ও সমুদয় ধর্মশাস্ত্রে অধিকার এবং সমস্ত আর্য্যচার, আর্য্যস্বভাব ও আর্য্যগুণের উল্লেখ রহিয়াছে। এ সকল কথা যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণার্থপ্রতিপাদক, ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাসসদ্যাতক, তাহা যথার্থ শাস্ত্রজ ব্যক্তি অবশ্যই স্বীকার-করিবেন। কারণ এই সকল বচনে বৈদ্যের যে সকল লক্ষণ ও যে সমস্ত বিষয়ে অধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় বৈদ্যের অর্থবিষয়ক প্রমাণ ও ইতিহাসসমূহের একতা দেখা যাইতেছে।

(৩২) আজকাল যে চাণক্যশ্লোক ছাপা হইয়াছে, “এসকল ছাপার পুস্তকে শাস্ত্রজ শব্দের পরিবর্তে “সর্বেবাং” যোগ করা হইয়াছে। আমরা বহুকালের হস্তলিখিত প্রায় ১০।১৫ খানি পুস্তক দেখিয়াছি। তাহার একখানিতেও “শাস্ত্রজ” ব্যতীত “সর্বেবাং” পাঠ নাই। যদি প্রাচীনকালের মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে বৈদ্যদিগের বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে অধিকার উক্ত না হইত এবং তাহাদের সর্বশাস্ত্রজ্ঞত্বের ইতিহাস না থাকিত, তথা হইলেও “শাস্ত্রজ” পাঠের স্থলে “সর্বেবাং” পাঠই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম। অতীত অনেক ছাপার পুস্তকেরই এই দশা ঘটতেছে। বঙ্গবাসী প্রেসে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অগ্নিপুত্র ছাপাইয়াছেন, তাহাতে “জাতিমালা” পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ পদ্মপুরাণ ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও জাতিমালা নাই। যাহা হউক, চরকসংহিতার বিমানস্থানের ৮ অধ্যায়ে ও চিকিৎসাস্থানের ১ অধ্যায়ে বৈদ্যদিগের আয়ুর্বেদব্যতীত ধর্মশাস্ত্র ও বেদাদি পাঠের ইতিহাস থাকায় “শাস্ত্রজঃ” পাঠই যে যথার্থ তাহাতে আর সংশয় নাই।

“বৈদ্যা আয়ুর্বেদবেত্তা স চাষষ্ঠজাতিচিকিৎসারুত্তিশ্চ ।” ইত্যাদি ।

৪২০৮ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ।

বৈদ্যের অর্থ আয়ুর্বেদবেত্তা, অষষ্ঠজাতি, চিকিৎসারুত্তি । ইত্যাদি ।

“বৈদ্যা (পু) (বেদ + ফা বা বিদ্যা + ফা) আয়ুর্বেদবেত্তা, চিকিৎসক । বিদ্বান্, পণ্ডিত । (ত্রি) বেদ সম্বন্ধী ।”

শ্রামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কৃত, শব্দদোষিত্তি অভিধান ।

শেষোক্ত দুই প্রমাণের মধ্যে প্রথমটিতে বৈদ্যের কেবল আয়ুর্বেদবেত্তা অর্থ উক্ত হইয়াছে । বৈদ্যশব্দের এই প্রকার সংক্ষিপ্ত অর্থ আরও অনেক স্থলে উক্ত আছে । বৈদ্যদিগের জাতীয় মর্যাদার হ্রাসকরিবার অভিপ্রায়ে যে ঐক্যপ সংক্ষিপ্ত অর্থকরা হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই । পূর্বোক্ত চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদ্যের অর্থ কেবল আয়ুর্বেদবেত্তা চিকিৎসক নহে । চাণক্যপণ্ডিত বৈদ্যের অর্থ কেবল আয়ুর্বেদজ্ঞ বলেন নাই, বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ও আর্ধ্য-স্বভাব, আর্ধ্যাচার, আর্ধ্যগুণযুক্ত বলিয়াছেন । চাণক্যের উক্ত উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তাঁহার সমকালেও বৈদ্যেরা কেবল আয়ুর্বেদজ্ঞ ছিলেন না ও কেবল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না ; আর্ধ্যব্রাহ্মণদিগের যে সকল গুণ, আচার ও স্বভাব, তাঁহাদিগের যে সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার, শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ছিল, তৎসমুদায়ই বৈদ্যেরও ছিল । চাণক্যপণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন (৩৩) । নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যুধিষ্ঠিরের ১১১৫ বৎসর পরে ভূতলে

(৩৩) “নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যোব্রাহ্মণঃ সমুদ্রিষ্যতি ॥ ৬ ॥”

টীকা—নন্দতৎপুত্রাংশ্চ কোটিল্যঃ কোটিল্যপ্রধানঃ বাৎস্ত্রানবিকৃৎগুপ্তাদিপর্ষ্যায়শ্চাণক্যঃ সমুদ্রিষ্যতি উদ্বল্লিষ্যতি । ৬ । তেষামভাবে মৌর্য্যশ্চ পৃথিবীং ভোক্ত্যস্তি ।

কোটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যোহভিবেক্ষ্যতি । ৭ । ২৪অ, ৪অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।”

নব নন্দান্ বিজ্ঞঃ কশ্চিৎ প্রপন্নাসুদ্রিষ্যতি ।

তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্য ভক্ষ্যস্তি বৈ কলৌ ॥ ৬ ॥

সএব চন্দ্রগুপ্তং বৈ বিজ্ঞো রাজ্যোহভিবেক্ষ্যতি ।” ইত্যাদি ।

জন্মগ্রহণ করেন (৩৪)। বাহা হউক, চাণক্যলোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, এই কলিযুগের (কল্যাকের) ১৮৬৮ বৎসর পরেও বৈদ্যেরা আধীচায়ে (৩৫)

(৩৪) “যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্নাভিষেচনম্ ।

এতদ্বর্ষ সহস্রস্ত জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥” ২৪অ, ৪অংশ বিষ্ণুপুরাণ।

“আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্নাভিষেচনম্ ।

এতদ্বর্ষসহস্রস্ত শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২১ ॥”

২অ, ১২ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবতঃ ॥

(৩৫) “শতেষু যটস্থ সার্কেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ । ৫১ ॥”

প্রথম তরঙ্গ, কল্লণ, রাজতরঙ্গিনী।

উক্ত রাজতরঙ্গিনীবচনে কলিযুগের অনেক ৬৫৩ বর্ষ গত হইলে কুরু ও পাণ্ডবদিগের আবির্ভাব কাল উক্ত হইয়াছে, ৩৪ টীকাধৃত বিষ্ণুপুরাণ-ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচনের পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নলের রাজ্যাভিষেক-কাল যে ১০১৫ বৎসর উক্ত আছে, তাহাতে রাজতরঙ্গিনীর কথিত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ১৬৬৮ বৎসর হয়, তাহাতে দ্বাদশ স্কন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকোক্ত নবনলের রাজত্বকাল একশত বৎসর যোগ করিয়াই ১৭৬৮ বৎসর হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকটি এই,—

“তস্ত চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি স্থালাপ্রমুখাঃ স্থতাঃ ।

যইমাং ভক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥ ৫ ॥”

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৪টীকাধৃত শ্লোকে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নলের রাজ্যারম্ভ কাল ১১১৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে তাহাতেই ১৮৬৮ বৎসর হয়। সম্প্রতি কলিযুগের বর্ষগণনার (অর্থাৎ কল্যাকার) ৫০০৫ বৎসর যাইতেছে, তন্মধ্যে ১৮৬৮ বিয়োগ করিলে নির্ণীত হয় ৩১৩৭ বৎসর হয় চাণক্যপণ্ডিত ও নরপতি চন্দ্রগুপ্ত ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

“আসন্ মঘাশ্চ মুনয়ো রাজ্যাং শাসতি যুধিষ্ঠিরে নৃপতো ।

যড়দ্বিকপঞ্চদ্বিকমুতশককালন্তস্ত রাজ্যস্ত ॥ ৫৭ ॥

প্রথম তরঙ্গ, কল্লণ, রাজতরঙ্গিনী।

এই বচনে আছে, যুধিষ্ঠির ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন; শক গণনারম্ভ হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালান্ত ২৫২৬ বৎসর পূর্ববর্তী, তাহাতে বর্তমান শকাব্দা ১৮২৬ যোগ দিলে ৪৩৫২ বৎসর হয়, তাহাতে রাজতরঙ্গিনীর ৫১ শ্লোকোক্ত ৬৫৩ বৎসর যোগ দিলে ৫০০৫ বৎসর হয়, এবং বর্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত এতদেশীয় পঞ্জিকার যে কলির গতাব্দা ৫০০৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিলিয়া যায়, অতএব রাজতরঙ্গিনীতে যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল উক্ত আছে,

(দ্বিজাচার ব্রাহ্মণাচারে) ছিলেন ; এবং তখনও বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি ছিল (৩৬) ।

ইতি বৈদ্যাত্মীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত বৈদ্যপুরাণে
ব্রাহ্মণাংশে পূর্বধাণ্ডে বৈদ্যশাস্ত্রার্থনাম
দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

তৃতীয়াধ্যায় ।

অশ্বশব্দের অর্থ ।

কি প্রকারে, কোন অর্থে আর্যেরা অশ্বশব্দে সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ে তাহাই বর্ণিত হইতেছে ।

“অশ্বা মাতাথ” ইত্যাদি । স্বর্গবর্ণ, অমরকোষ ।

অশ্বা শব্দে অর্থ মাতা, ইত্যাদি ।

“গণিকা যুথিকাস্থা সা পীতা হেমপুষ্পিকা ।”

টীকা—চত্বারি গণিকায়াঃ । ৩০ রায় মুকুট ।

টীকা—দৈবজ্ঞে পুংসি যুথ্যাক্ষ বেষ্টায়াং গণিকা স্ত্রিয়ামিতি রভসঃ ।.....অশ্বৈব
মাতৈব প্রীতৌ তিষ্ঠতি অশ্বা—ডঃ । জনীবাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ ষত্বঞ্চ । (১)

তাহা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, এবং এদেশীয় পঞ্জিকাকারদিগের বয়গণনাকেও মিথ্যা বলিবার কোন উপায় নাই ।

(৩৬) বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের উপসংহারে লিগিয়াছেন, রাজা রাজবল্লভ হইতে বৈদ্যজাতির মধ্যে উপনয়ন সংস্কার (দ্বিজাচার) প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহার পূর্বে বৈদ্যেরা শূদ্রাচারসম্পন্ন ছিল । বিদ্যাসাগরনাম ধারণ-করিয়া এই প্রকার অদূরদর্শিতার পরিচয়দেওয়া সামান্য আশ্চর্যের বিষয় নহে ।

(১) ৩টীকা দেখ ।

অশ্ব শব্দে তিষ্ঠতীতি অশ্বঠ্যাত্তে ইতি ভরতঃ । (২) রঘুনাথ চক্রবর্তী ।
বনৌষধিবর্গ, অমরকোষ ।

গণিকা, অশ্বঠা, পীতা ও হেমপুষ্পিকা এই চারিটা শব্দই যুথিকাপুষ্পের
পর্যায় (নাম বা অর্থ) ।

টীকার অনুবাদ—দৈবজ্ঞ অর্থে পুংলিঙ্গ যুথী ও বেষ্ঠা অর্থে গণিকা স্ত্রীলিঙ্গ ।

অশ্বা অর্থাৎ মাতার হ্রায় প্রীতিপূর্বক অবস্থিতি করা অর্থে, অশ্বাশব্দ
উপপদে “স্থ” ধাতু “ড” করিয়া জনৌষাদিত্ত্ব হেতু হ্রস্ব ও বস্তু হইয়া
অশ্বঠা পদ হইয়াছে । কেহ কেহ অশ্বশব্দে (অর্থাৎ পিতৃশব্দে) অবস্থিতি
করা অর্থেও অশ্বঠশব্দ সাধন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বঠা পদ সাধন করেন,
এই কথা অমরকোষের টীকাকার ভরতমঞ্জিক বলিয়াছেন (৩) ।

“গণিকা যুথিকাস্থা” ইত্যাদি বচনের অশ্বঠা শব্দ যখন যুই পুষ্পের পর্যায়
তখন এস্থলে অশ্বঠা শব্দের টীকাকারেয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাকে অপ্রা-
সঙ্গিক বলিতে হইবে, যেহেতু যুই ফুলের মাতার হ্রায় প্রীতিপূর্বক অবস্থিতি
অসম্ভব (৪) । আমরা অমরকোষে “অশ্ব” শব্দ পাই নাই, কিন্তু উক্ত অশ্বা ও

(২) “বারগ্ৰী গণিকা বেষ্ঠা রূপাজীবা চ সা জনৈঃ ।” অমরকোষের মনুস্যবর্ণে এই বচনে
গণিকা শব্দের বেষ্ঠা অর্থ উক্ত হওয়াতে উক্ত “গণিকা যুথিকা” ইত্যাদি বচনকে যুই ফুলেরই
পর্যায় মনে করিতে হইবে । রায়মুকুট টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং
টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী, “গণিকা যুথিকা” ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে যে “রভস”
কোষের প্রবচন তুলিয়াছেন, তাহাতে ‘গণিকা’ শব্দের নানার্থ’ দেখানই লক্ষ্য বেষ্ঠাশব্দের
অভিনিবেশ উদ্দেশ্য নহে, ইহা সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে । যাহা হউক, অশ্বঠ আর
অশ্বঠা শব্দ যে কিপ্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহাই প্রদর্শনার্থ উক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল ।

(৩) অশ্বা শব্দ সপ্তমীর একবচনে অশ্বে হয় না, অশ্বায়াঃ হয় সুতরাং “অশ্ব শব্দে” অশ্ব-
শব্দ বুঝিতে হইবে ।

(৪) “অশ্বঠ দেশবিশেষ ;.....হস্তিপক, মাহত, জ্রীং ঠা, যুইগাছ । ২ । নিমুই গাছ । ৩ ।
আমরুল শাক । ৪ । আমড়া ।” ১১৬ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

বৈদ্যমাতা, সং জ্রী, বাসক । ইত্যাদি । ১৪৬৩ পৃঃ ঐ ।—স্থ জ্রীং কারস্থ জ্রীজাতি ।
২ । হরীতকী । ৩ । ধাত্রীবৃক্ষ । ৪ । কাকোলী । ৫ । এলাঘয় । ৬ । তুলসী । ৭ । আম-
লকী । ৪৬৩ পৃঃ ঐ । “বৈদ্য পুঃ বাসকবৃক্ষ । বৈদ্যাজ্রী, কাকোলী । ১৮৮ পৃঃ আয়ু-
র্বেদীয় প্রব্যাবিধান । ব্রক্ষণা, পুং ব্রক্ষদার বৃক্ষ । মুজ্জাতৃণ । তুলবৃক্ষ । ব্রাক্ষণী, জ্রী,

অষষ্ঠা শব্দ দ্বারাই নির্ণীত হইতেছে যে, অষ বলিয়া একটি শব্দ আছে, অর্ধর অক্ষ শব্দ জৌলিঙ্গে “আ” প্রত্যয় করিয়াই অষা হইয়াছে (৫)। অষা শব্দের অর্থ মাতা হইলেই ইহাও পরিষ্কৃত হয় যে; অষ শব্দের অর্থ পিতা।

ব্যাকরণ মতে “অন্ব” ধাতু পুংলিঙ্গে “অন্” প্রত্যয় করিয়া “অন্বতি” “পাতি” এই অর্থে অষ হয়। এবং “অন্বতি” “জনয়তি” বা “উৎপাদয়তি” এই অর্থেও পুংলিঙ্গে অষ ও জৌলিঙ্গে অষা পদ নিশ্পন্ন হইয়া থাকে। “অথবা “অন্ব” ধাতু কর্মবাচ্যে “ষঞ” প্রত্যয় করিয়া “অষাতে—স্বরতে বা উৎপাদ্যতে” এই অর্থে পুংলিঙ্গে অষ ও জৌলিঙ্গে অষা পদ সাধিত হয় (৬)। অষ শব্দ উপপদে “হা” ধাতু “ড” করিয়া অষষ্ঠ ও তাহাতে জৌলিঙ্গে “আ” প্রত্যয় করিয়া অষষ্ঠা পদ হয়। অতএব ব্যাকরণ আর অমরকোষ অভিধানের দ্বারা এই সত্য পাওয়া যাইতেছে যে, অষ ও অষা শব্দের অর্থ পিতা ও মাতা এবং অষষ্ঠ ও অষষ্ঠা শব্দের অর্থ পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়া।

কল্পিকা। পৃক্কা। ১৩১ পৃঃ ৩। ক্ষত্র, ব্রী, তগর। ২৩০ পৃঃ ৩। বিপ্র, পুং বামনহাটী। অষথবৃক্ষ। ১৮১ পৃঃ ৩ অভিধান। কারহা, জ্রী, হরীতকী। ধাত্রীবৃক্ষ। এলাঘর। তুলসী। কাকোলী। ৩৭ পৃঃ ৩ অভিধান।

“ব্রহ্মণ্য.....ব্রহ্মদাকবৃক্ষ, তুতেগাছ। ৫। মুগ্ধতৃণ। ৬। তুলবৃক্ষ। ৭। বিষ্ণু। ৮। ১১৮২ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান। হরি.....সং পুং বিষ্ণু।.....অষ। শুকপক্ষী। বানর। ...। ভেক।” ইত্যাদি। ১৬৫৯ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান।

উদ্ধৃত আভিধানিক প্রমাণে দেখা যায় যে, স্থলবিশেষে একটি শব্দ মহুয্য, জ্রী, পুরুষ, বৃক্ষ, দেশ, ঔষধ, ঈশ্বর, ভেক, বানর প্রভৃতি নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ভেক বা বানরার্থে যেখানে হরিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানেও তাহার ঈশ্বরার্থকরা যেমন সম্ভব নহে, তেমনি অষষ্ঠ বা অষষ্ঠা শব্দ যেখানেই আমরা উক্ত দেখিব তাহারই অষষ্ঠ শ্রেণীর অর্থ আমাদেরই গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কিছুতেই হুমস্কত হইতে পারে না।

(৫) কেহ বলেন, মাতৃশব্দের “মা” ধাতু যেমন নিত্য জৌলিঙ্গ, “অন্ব” ধাতুও তদ্রূপ নিত্য জৌলিঙ্গ। ইহা যে নিতান্তই ভ্রমাত্মক তাহা অন্ব ধাতুর যে সমস্ত পুংলিঙ্গ সাধনের প্রমাণ এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। “মা” ধাতু আকারান্ত হুতরায় স্বতই জৌলিঙ্গ। “অন্ব” ধাতু সম্বন্ধে যে তাহা হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

(৬) রঘুনাথচক্রবর্তীকৃত অমরকোষের টীকা দেখ।

মুদ্রবোধ ব্যাকরণের পরিশিষ্টকার অষষ্ঠাদিপদ নিপাতনে সাধিত হয়, বলিয়াছেন যথা,—

“অথক (ক্ৰী) অথ—ণ ক [অথতি নক্ষত্রস্থানপর্যন্তং গচ্ছতি] চক্ষু । (গু) অথ

যঞ; ততঃ স্বার্থে ক [অথ্যতে মেহেন উপগম্যতে] পিতা ।

অর্থ—(অথ [শব্দ অর্থাৎ চিকিৎসকৃৎশব্দ প্রাণিক নিমিত্ত] হা [অভিপ্রায় করা] ড) ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্রার গর্ভজাত, বৈদ্য, দেশবিশেষ ।”
ইত্যাদি (৭) । ৫৮ পৃষ্ঠা । শ্রীযুক্ত গ্রামাচরণ শর্মাকৃত

শব্দদীপ্তি অভিধান ।

“অর্থ (অথ পিতা—ষ্ঠা [হা থাকা + অ (ড)—ক, সংজ্ঞার্থে] যে থাকে ।

আয়ুর্বেদ অধিকারী বলিয়া যিনি রোগসময়ে পিতার স্থায় থাকেন অথবা অথবা মাতা । যিনি মাতার স্থায় থাকেন অর্থাৎ পালন করেন কিংবা অনুব শব্দ করা হা থাকা + অ (ড)—ক) সং পুং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্রার গর্ভ-জাত বৈদ্য । ২ । দেশবিশেষ ; ইহা পঞ্জাবের অন্তঃপাতী । ৩ ।
..... । (অথ মাতা । স্ত্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার স্থায় থাকেন)

“অর্থাদি নিপাত্যতে । অর্থঃ আপঠঃ” ইত্যাদি । কিন্তু তিনি ভূমিঃ মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি পদ ব্যাকরণ সূত্রানুসারে সাধন করিয়াছেন যথা,—“গোভূমি ষিতি কৃষ্ণ্ মঞ্জি পুঞ্জ পিব্যগ্নি বহিঃ হস্ত । গোষ্ঠঃ ভূমিষ্ঠঃ ষিষ্ঠঃ ত্রিষ্ঠঃ কৃষ্ঠঃ শব্দুষ্ঠঃ মঞ্জিষ্ঠা পুঞ্জিষ্ঠঃ পিবিষ্ঠঃ অগ্নিষ্ঠঃ ।” যখন অথ বলিয়া একটা শব্দ আছে তখন এই সূত্রদ্বারা অর্থ পদ অনায়াসে সাধিত না হইলেও ঐ পূর্বক “স্তা” বাডু “ড” নিম্নলিখিত শব্দের স্থায় যে অনায়াসে অর্থ পদ হয় তাহা বলা বাহুল্য ।

(৭) এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভিধানকর্তা অথর, অথক অর্থ ও অথ শব্দের স্থায় স্বতন্ত্ররূপে অর্থশব্দের অর্থ বলেন নাই । যখন অর্থশব্দের স্থলে তিনি অর্থশব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন উক্ত শব্দের স্বতন্ত্ররূপে পিতা অর্থ না করিলেও তাহার দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, অর্থ বলিয়া শব্দ আছে ও তাহার অর্থ পিতা । অভিধানকর্তা অর্থ শব্দের উত্তর স্বার্থে “ক” করিয়া অর্থক পদ সিদ্ধ করত তাহারই পিতা অর্থ করিয়াছেন । তাহাতে প্রকাশ পায় যে অর্থ শব্দের অর্থ পিতা । স্বার্থে ক করিলে যে শব্দের অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না তাহা সকলেই অবগত আছেন । রাম আর রামক একই কথা, একই অর্থযুক্ত । “শব্দদীপ্তি” অভিধানকর্তা অর্থশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন, তাহা অন্তায় কারণ, অথ—হা + “ড” করিয়া যে অর্থ পদ হয় সকল শাস্ত্রে, সকল অভিধানে তাহারই চিকিৎসক অর্থ উক্ত হইয়াছে । “সুতানামশব্দসারখ্যমর্থনানাং চিকিৎসিতং ।” এই মহাবচনের দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায় ।

ষ্ঠা—স্রীং যুইগাছ । ২।” ইত্যাদি । ১১৫।১৬ পৃঃ শ্রীযুক্ত রামকমল শর্মা বিদ্যারত্ন কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান । শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১২৮৭ সালে প্রকাশিত । (তৃতীয় সংস্করণ) ।

“অষষ্ঠ—পুং—অস্বায় চিকিৎসকব্রন্দ্য তৎপ্রখ্যাপনার্থং তিষ্ঠতেহতিপ্রীতি—
স্বা—কঃ বস্তুম্ । চিকিৎসকে বিপ্রাং বৈশ্বকন্যায়ঃ জাতে সঙ্কীর্ণবর্ণে—ব্রাহ্মণা-
বৈশ্বকন্যায়ামষষ্ঠৌ নামজারতে ।” মনু, ইত্যাদি (৮) ।

শ্রীযুক্ত তারানাথ শর্মা ভট্টাচার্য্য বাচস্পতিকৃত

বাচস্পত্যভিধান ।

অস্বঃ অর্থাৎ চিকিৎসকদিগকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচারকরিবার নিমিত্ত
অবস্থিতি অর্থাৎ অভিপ্রায়ে অস্ব—স্বা—“কঃ বস্তুম্” করিয়া অষষ্ঠ শব্দ হইয়াছে ।
অষষ্ঠের অর্থ চিকিৎসক, ব্রাহ্মণকর্তৃক বৈশ্বকন্যাতে জাত । সঙ্কীর্ণ বর্ণ । মনুও
বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অষষ্ঠ ।

“অষষ্ঠৌ বিপ্রাবৈশ্বকন্যায়ামুৎপন্ন ইতি মেদিনী ।

অন্নং চিকিৎসাবৃতিবৈদ্য ইতি খ্যাতঃ । ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ ।

৮৭পৃঃ, ২য় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম ।

ব্রাহ্মণকর্তৃক বৈশ্বকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অষষ্ঠ, এই কথা “মেদিনী”
অভিধানে আছে ; এবং চিকিৎসাকার্য্য বৃতি দ্বারা অষষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত
হইয়াছেন, এই কথা অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলেন ।

(৮) বাচস্পতি মহাশয়ও অস্বশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন । আবার অস্ব—স্বা
হইতে যে অষষ্ঠ হয় তাহারও অর্থ চিকিৎসক করিয়াছেন । “স্বতানামমহার্য্যামষষ্ঠানাঃ
চিকিৎসিতঃ ।” এই মনুবচন দ্বারাও অস্ব শব্দেরই চিকিৎসকার্থ হয় । সুতরাং উক্ত
পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানোক্ত অষষ্ঠশব্দের সাধন ও তাহার অর্থ, বাচস্পতি
মহাশয়ের কৃত অভিধানোক্ত অষষ্ঠপদ সাধন ও তাহার অর্থ হইতে অনেকাংশে পরিস্কৃত ও
প্রকৃত । বাচস্পতি তাঁহার অভিধানে অষষ্ঠের অনেক নিদ্রাও করিয়াছেন, তাহার আলোচনা
অপবাদখণ্ডনাংশ করা যাইবে । পণ্ডিত রামকমল বিদ্যারত্ন মহাশয় অষষ্ঠের যে অর্থ করিয়া-
ছেন তাহাতে অষষ্ঠের অর্থ পিতৃস্থানীয় ও মাতৃস্থানীয় হইতেছে । ইহা অষষ্ঠের ভাবার্থ
হইলেও ইহার দ্বারা অষষ্ঠের সম্মান প্রকাশ পাইতেছে । বাচস্পত্যভিধান আর শব্দীধিতি
অভিধানকর্ত্তা অস্ব শব্দের পিতা অর্থ গোপন ও তাহারই চিকিৎসকার্থ করত অষষ্ঠশব্দের
প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া গিয়াছেন ।

“জননীতো জনন্যাকা স্বজাতা বৈদসংস্কৃতাঃ।

অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্বো দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

অথ রক প্রাতিকারক্যং ভিষজস্তে প্রকীর্তিতাঃ॥”

জাতিতত্ত্ব বিবেকধৃত, অগ্নিবেশসং।

অম্বষ্ঠের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও বৈদমন্ত্র দ্বারা উপনীত হওয়া হইতে দ্বিতীয় (দ্বিজ) এবং বৈদাধায়ন হইতে জ্ঞানলাভরূপ তৃতীয় (ত্রিজ অর্থাৎ বৈদ্য) জন্ম হয়, এই জন্য অম্বষ্ঠেরা দ্বিজ ও বৈদ্য বলিয়া সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছেন, এবং রোগপ্রতিকারকরহেতুতে অম্বষ্ঠের আর একটি নাম ভিষক।

কেহ, অম্বা হ্রা “ড” কবিতা “অম্বৈব প্রীতো তিষ্ঠতি” অর্থাৎ রোগপ্রতিকার-কালে রোগীর নিকটে প্রীতিপূর্বক মাতার স্থায় অবস্থিতি অর্থে অম্বষ্ঠশব্দেব সৃষ্টি হওয়া বলেন (৯)। কিন্তু “অম্বৈব প্রীতো” বলিলে কেবল অম্বা ইব বুঝায় না, অম্ব, অম্বা, হই বুঝায় কারণ অম্বা—ইব, অম্ব—ইব উভয়ের যোগেই “অম্বৈব” হয়। শেষোক্ত স্থলে ইব-সংকারে সমাসে বিভক্তিলোপ হইয়াছে। বিশেষ ভারতীয় চিকিৎসকেবা যখন প্রকৃষ ছিগেন, আর অম্ব বলিয়া যখন একটি শব্দ আছে তখন উপরি উক্ত অম্ব—হ্রা “ড” কবিতা অম্বষ্ট পদ যাহারা গাধন করেন, তাঁহাদের অম্বষ্ঠশব্দেব সাধনই যথার্থ সাধন।

উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অম্বষ্ঠশব্দের যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয় অম্বষ্ঠশব্দেব ভাবার্থ, অর্থাৎ অম্বষ্ঠাদিগের চিকিৎসাকার্যের ভাবানুসারে অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পক্ষে তৎসমুদয়েব সৃষ্টি হইয়াছে। অম্বষ্ঠশব্দের এই সমস্ত ভাবার্থ সৃষ্টিহওয়ার পূর্বে প্রথমে যে অর্থে অম্বষ্ঠশব্দের সৃষ্টি হয়, অতঃপব তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে, এবং উল্লিখিত ভাবার্থ অর্থাৎ বৈদ্য অর্থ দ্বারা (১০) অম্বষ্ঠশব্দের উৎপত্তিগত প্রকৃতার্থ যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

(৯) “(অম্বা মাতা। প্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার স্থায় থাকেন)” ১১৬পৃ, অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ, গণ্ডিত রামকমলকূত প্রকৃতিবাদ অভিধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভরসামগ্নিক ও রঘুনাথ চক্রবর্তী কৃত অম্বা শব্দের ব্যাখ্যা দেখ।

(১০) “কহিছে বিরমাদিতা করি নিবেদন।”

যাহা হইতে বিপ্রবন্ধা পাইল জাণন।

উপরে অষ্টশঙ্কর যে সকল শাস্ত্রীয়ার্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয় শাস্ত্রই মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, গোতম, উশনাঃ পরাশর, বাস প্রভৃতি সংহিতার পরবর্তী (১১), এবং কোন কোন গ্রন্থ নিতান্তই আধু-

সেই জন পিতৃতুল্য জানিবে নিশ্চয়।

তাহে কষ্টাদান করা উপযুক্ত নয় ॥” দ্বিতীয় প্রশ্ন, বেতাল পঞ্চবিংশতি।

বেতাল পঞ্চবিংশতির এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদ্য হইতে আরোগ্যরূপ জন্ম লাভ হয় বলিয়া পিতৃস্থানীয় অর্থে প্রাচীনকালে বৈদ্যকে (চিকিৎসককে) অষ্টক বলিত। কিন্তু অষ্টকের একরূপ অর্থ অষ্টকের চিকিৎসাবাসায় দ্বারা বৈদ্যসংজ্ঞাহওয়ার পরে হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইহা অষ্টকের উৎপত্তিগত নহে।

(১১) “মহাব্রিহস্পতিহারাযাজ্ঞবল্ক্যশনোহঙ্গিরাঃ।

যমাপত্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ ॥

পরাশরবাসাশঙ্খালিগিতা দক্ষগোতমৌ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সং।

“ঋতামে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাসুত্বা।

গার্গেয়া গোতমীয়াশ্চ তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥

অত্রৈবিশেষাশ্চ সংবর্তাদক্ষাদঙ্গিরসসুত্বা।

শাতাতপাচ্চ হারীতাং যাজ্ঞবল্ক্যান্তথৈব চ ॥

আপত্তম্বকৃতধর্ম্মাঃ শঙ্খাস্ত্র লিখিতস্ত চ।

কাত্যায়নকৃতাস্টৈব তথা প্রাচেতসাম্মনৈঃ ॥

ঋতাহেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ ঋতাত্মা মে ন বিস্মৃতাঃ।

অস্মিন্ মহন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতক্রেতাদিকে যুগে ॥”

১অ, পরাশরসং। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বাকা।

“কুতে তু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গোতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শঙ্খালিখিতঃ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥” ১অ, পরাশর সং।

“বর্তমানে কলৌ যুগে” ইত্যাদি। ৩

“শতেষু বট্শ সার্দ্ধেযু ত্র্যধিকেযু চ ভূতলে।

কলৌর্গতেষু বর্ধাগামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”

প্রথমতরঙ্গ, কঙ্কণ, রাজতরঙ্গিণী।

রাজতরঙ্গিণীর এই প্রমাণে পরাশর ও বাসের কালনির্দিষ্ট হইতেছে, কারণ ইঁহারা পাণ্ডব-দিগের সমকালে বর্তমান ছিলেন। যাহা ইউক, একমাত্র পরাশরসংহিতার উক্ত বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মনুসংহিতার সৃষ্টি সত্য যুগে, গোতমসংহিতার সৃষ্টি ক্রেতাতে, শঙ্খ-

নিক (১২) । এমতাবস্থায় দেখা কর্তব্য মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে
অদ্বৈত শব্দের কি অর্থ উক্ত হইয়াছে (১৩) ।

লিখিতকৃত সংহিতা দ্বাপরে ওম্পরাশরসংহিতা এই কলিযুগে হয় । যাজ্ঞবল্ক্য আর পরাশর-
সংহিতার উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরও ব্যক্ত হয় যে উক্ত দুই সংহিতা ব্যতীত তদুক্ত সমুদয়
সংহিতাই সত্য প্রভৃতি অশাস্ত্র যুগের কৃত গ্রন্থ । এমতাবস্থায় অদ্বৈতশব্দের অর্থবিষয়ে এত ক্ষণ
যে সকল শাস্ত্রালোচনাকর হইল তৎসমুদায়কে পরাশর প্রভৃতি সংহিতার যে পরবর্তী বলা
হইয়াছে তাহা একান্তই সত্য কথা ।

(১২) “ধনুস্তরিক্ষপঞ্চানরসিংহশঙ্কু বেতালভট্টবটকপ্পরকালিদাসাঃ ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররচিনব বিক্রমস্ত ॥” হিন্দুশাস্ত্র ।

“ততস্তিস্থি সন্থেধু সহস্রাভ্যধিকেষু চ ।

ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্ঞা সোহত্র প্রলপ্ততে ॥”

মুগব্যবস্থাধায়, কুমারিকাখণ্ড স্বল্পপুরাণ (বিদ্যাসাগরপুত্র) ।

এই দুই বচনের প্রথম বচনে প্রকাশ যে, অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভা-
পণ্ডিত ছিলেন । শেষটীতে প্রকাশ যে, এই কলিযুগের বর্ষগণনার (কল্যেদের) চারি সহস্র
বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন । এখন কল্যেদের ৫০০২ বৎসর চলিতেছে ।
অতএব অমরকোষের সৃষ্টিকাল ১০০২ বৎসরের পূর্বে হইতেছে । বিক্রমসংবতের এক্ষণে
১৯৬০ চলিতেছে, এ অবস্থায় বিদ্যাসাগরপুত্র উক্ত কালের সঙ্গে অনৈক্য দেখা যায়, কিন্তু
ইহার আলোচনা এখানে নিষ্পয়োজন । পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে তাঁহার
নিজের লিখিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় উক্ত অভিধানের সৃষ্টি ১৯৩৩ সংবতে হয় । শব্দীধিতি
অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১২৮১ সালের কিছু পূর্বে উক্ত অভিধান প্রস্তুত হইয়াছে ।
রাজা রাধাকান্ত-দেব কৃত শব্দকরদ্রুমের যে গত শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় তাহা বলা বাহুল্য । অমর-
কোষের টীকার ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভানামক গ্রন্থের সমাপ্তিস্থলে ১৫৯৭ শকাব্দা লেখা
থাকায় ভরতও ২২৫২৬ বৎসর পূর্বে অমরকোষের টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় ।
বাচস্পতিভিধানের সৃষ্টিও গত ২৫ বৎসরের মধ্যেই হইয়াছে । ১১টীকাতে সংহিতাগুলির নাম
উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অগ্নিবেশসংহিতার নাম নাই । সুতরাং উহাকে পরাশর ও
বাসসংহিতার পরবর্তী বলিতে হইবে । পরাশরপুত্র ব্যাসকৃত সংহিতায় অদ্বৈত পিতৃজাতি
বলিয়া উক্ত আছে : কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ, স্বল্পপুরাণে মাতৃজাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে । ইহাতে
উক্ত দুই পুরাণ বা উহার ঐ ঐ অংশ ব্যাসকৃত নয় বলিয়া সাবাস্ত হয় । কারণ একব্যক্তির
লেখা এত বিভিন্ন হইতে পারে না । অতএব উক্ত দুই পুরাণ বা ঐ ঐ অংশ পরাশর ব্যাস ও
মুখিতিরাদির পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হয় ।

(১৩) “সর্বে ধন্যঃ কৃতঃ জা তাঃ সর্বে নষ্টাঃ বনৌ যুগে ॥” ইত্যাদি । ১অ, পরাশর সং ।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণা বৈশ্বকৃত্যারামস্বষ্ঠো নামজায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকৃত্যারামঃ যঃ পার্থিব উচ্যতে ॥ ৮ ॥”

১০অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকৃত্যার গর্ভে অস্বষ্ঠনামা পুত্রের এবং ব্রাহ্মণকর্তৃক শূদ্র-
কৃত্যতে নিষাদের জন্ম হইয়া থাকে ।

এই উক্তি কেবল ভগবান্ মনুর নহে তৎপরবর্ত্তী প্রাচীন সকল শাস্ত্রেই
এই একই কথা উক্ত হইয়াছে (১৪) । মনুসংহিতা যেমন সত্যযুগের, তেমনি
উহা বেদেরই পরবর্ত্তী শাস্ত্র (১৫) । অতএব যে কালে, যে অর্থে অস্বষ্ঠ শব্দের
উৎপত্তি হয়, ভগবান্ মনুকেই তাহার একান্ত নিকটবর্ত্তী মনে করিতে হইবে ।
আমরা বলি, একথা কেন উক্ত হইয়াছে ? ব্রাহ্মণের গর্ভে বৈশ্বকৃত্যার গর্ভে

শতেষু ঘটস্থ সাক্ষিষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলংগতেষু বর্ষণামভবন্ কুরপাণ্ডবাঃ ॥ ১০ তরঙ্গ, কল্লণ রাজতরঙ্গিণী ।

উদ্ধৃত পরাশর সংহিতা ও রাজতরঙ্গিণী বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান
হয় যে, একমাত্র ব্যাসসংহিতা ভিন্ন অন্যান্য সকল স্মৃতিই সত্যযুগ হইতে আরম্ভ হইয়া ব্যাস-
কৃত সংহিতার পূর্বেই রচিত হইয়াছে, এবং পরাশর ও ব্যাস পাণ্ডবদিগের সমকালে অর্থাৎ
এক কলিযুগের বর্ষণগণায় ৬৫০ বৎসরের পরেও বর্তমান ছিলেন । আরও ইহার দ্বারা
স্মরণীয় হইতেছে যে কল্যাণের ৬৫০ বৎসরের পূর্বেই পরাশর ও ব্যাসসংহিতা রচিত হয় ।

(১৬) “বৈশ্বায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো অস্বষ্ঠ উচ্যতে ।” ইত্যাদি ।

উশনঃসংহিতা ।

বিপ্রান্ধ্র্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়াম্ ।

অস্বষ্ঠো— ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

“তেভা এব বৈশ্বাস্বত্তমাহিয্যাঃ,” ইত্যাদি ।

জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত গোতমসংহিতা ।

“বৈশ্বায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অস্বষ্ঠা মুনিসন্তম ।” ইত্যাদি ।

পরাশর সংহিতা ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত পরশুরাম সং ।

(১৭) “কৃতে তু মানবো ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াম্ গোতমঃ স্মৃতঃ ।

দ্বাপরে শলিলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥”

১অ, পরাশর সংহিতা । (বিশ্বাসাগরখণ্ড) ।

যে সন্তান হইল, মনুপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহাকে অশ্বষ্ঠ কেন বলিলেন ? যদি বল, চিকিৎসকার্থেই তাহার অশ্বষ্ঠ বলিয়াছেন ; তাহার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি যে, অশ্বষ্ঠের ঐসমস্ত অর্থের সৃষ্টি ভাবানুসারে পরে হইয়াছে । বিশেষ মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে চিকিৎসকার্থে অশ্বষ্ঠ নাম হইল, একথা উক্ত হয় নাই । ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বকৃত্যতে তাত সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ এই কথাই আছে, এবং সেই অশ্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা তাহাও তৎপরেই উক্ত হইয়াছে । ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে উৎপত্তিগত অর্থে অশ্বষ্ঠ নাম হয়, বৃত্তিগত অর্থে নহে । বৃত্তিগত অর্থে যে অশ্বষ্ঠের বৈদ্য চিকিৎসক প্রভৃতি নাম পরে হয়, তাহা প্রথমাধ্যায়ে দেখাইতে আমরা ক্রটি করি নাই ; এবং “বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে” ব্যাসসংহিতার এই বাক্যের যথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত অশ্বষ্ঠ যে পরে বৈদ্য জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রসিদ্ধ হন তাহা বলা বাহুল্য । স্পষ্টই দেখা যায় যে, যৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাম হইয়াছে তখন অশ্বষ্ঠ নাম হয় নাই । যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী (১৬) বিভাগ হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইত, তাহাদেরই নাম অশ্বষ্ঠ হয় । এমতাবস্থায় বৃত্তিহেতু অর্থাৎ চিকিৎসকার্থে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বকৃত্যের গর্ভজাত সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসকরা যাইতে পারে ?

“বেদার্থোপনিষদৃভ্যাং প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং ।

মত্বর্থবিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥”

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিষয়ক পুস্তকের

দ্বিতীয় খণ্ডধৃত, বৃহস্পতিবচন ।

এই উভয় শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, উপরে আমরা মনুসংহিতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয় ।

(১৬) মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র, তাই আমরা জাতি শব্দের পরিবর্তে শ্রেণী শব্দ ব্যবহার করিলাম । গোজাতি, অশ্বজাতি, পশু ও পক্ষিজাতি এবং মনুষ্যজাতিতে যে প্রভেদ থাকায় ইহার পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গৃহীত হয়, মনুষ্যের মধ্যে যে সেক্রম জাতিভেদ হইতে পারে না, তাহা এই পুস্তকের “অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে ।

পূর্বে (প্রথমাধ্যায় প্রভৃতিতে) যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পরিকাররূপে উক্ত আছে, চিকিৎসাবৃত্তি হইতেই অশ্বষ্ঠের বৈদ্য নাম হয় । এমতাবস্থায় প্রকাশ পায় যে, অশ্বষ্ঠ-নামের উৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন, প্রথমে ভিন্ন অর্থে অশ্বষ্ঠ নাম হয়, তৎপরে অশ্বষ্ঠে আয়ুর্বেদ (অর্থাৎ চিকিৎসা) আর্পিত হওয়াতে তাহারই চিকিৎসক বৈদ্য প্রভৃতি নাম পরে হইয়াছে । অশ্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি এ কথা সকল শাস্ত্রেই উক্ত আছে (১৭) । অশ্বষ্ঠকে যে চিকিৎসা-কার্যে নিযুক্ত করা হয়, ঐ সকল প্রমাণে তাহা স্পষ্টতঃ পরিবাক্ত হইতেছে, অতএব ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকল্মাশে বিবাক্তসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল সন্তান হইয়াছিল, তাহাদের অশ্বষ্ঠ নাম কিজ্ঞ কোন্ অর্থে হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, পিতৃজাতি অর্থে “অশ্ব” শব্দ আর “স্থা” ধাতুর যোগে ঐ সকল পুত্রকে অশ্বষ্ঠ বলা হইত । অশ্বষ্ঠের প্রকৃতার্থ পিতৃজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ । আমাদের এই কথা যে একান্ত সত্য, পুরাণশাস্ত্র দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায় । পৌরাণিকেরা অশ্বষ্ঠ শব্দের “অশ্বাকুলে তিষ্ঠতি” বাক্য দ্বারা উহার বৈশ্বজাতি অর্থ করিয়াছেন (১৮) । ইহাতে এই পরিষ্ফুট হয় যে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক

(১৭) “স্বতানামশ্বসারথ্যমশ্বষ্ঠানং চিকিৎসিতং ।” ইত্যাদি । ১০অ, মহাসং ।

“বৈশ্বায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহশ্বষ্ঠ উচ্যতে ।

কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্ত তথৈবায়ন্যবৃত্তিকঃ ।

ধ্বজিনীজীবিকা চৈব চিকিৎসাসাশাস্ত্রজীবকঃ ॥” উশনঃ সং ।

“বৈশ্বায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অশ্বষ্ঠা মুনিসন্তম ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥”

পরশর ও পরশুরাম সংহিতা বচন ।

“উপনীতঃ পঠেদৈদ্যো নরসিংহার্চনকরেনং ।” ইত্যাদি ।

“চিকিৎসৈব তু তদ্বর্জ আয়ুর্বেদবিধানতঃ ।” ইত্যাদি । পদ্মপুরাণ বচন ।

১৮১নং মাণিকতলা স্ট্রীট কলিকাতার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত প্রকাশিত পদ্মপুরাণে এসকল বচন নাই । পদ্মপুরাণ ও তাহার পরিশিষ্ট সমাপ্ত করিয়া সৃষ্টিখণ্ড ও ব্রহ্মখণ্ড হইতে কায়স্থের অর্থাৎ চিত্রকলপের উৎপত্তিবিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অজ্ঞাত জাতিবিষয়ক সমুদয় বৃত্তান্ত অর্থাৎ পদ্মপুরাণীয় জাতিমালা পরিচায়ক করিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহারা মুদ্রিত করিয়াছেন ।

(১৮) একথা সত্য যে পৌরাণিকগণ, চিকিৎসাবৃত্তি অশ্বই বৈদ্যের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া

শৈশুকাল্যে জাত সন্তানকে তাঁহারও প্রথমে উৎপত্তিগত অর্থেই অষষ্ঠ বলিয়া পরে চিকিৎসাব্যবসায় ও আয়ুর্বেদাদিধ্যয়ন হইতে সেই অষষ্ঠকেই বৈদ্য বলিয়াছেন। অতএব পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারাও সাব্যস্ত হইতেছে যে, অষষ্ঠের উৎপত্তিগত নাম ও অর্থ এক এবং চিকিৎসাব্যবসায় ও আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়নগত নাম ও তাহার অর্থ অন্য। পৌরাণিকেরা “অষাকুলে তিষ্ঠতি” অর্থে অষা—হা “ড” করিয়া অষষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা হইতেই পারে না, যেহেতু তাহাতে “অষাষ্ঠ” পদ হয় এবং জোর করিয়া অষার আকারের লোপ করিতে হয়। স্বীকার করিলাম, তাহাই হউক, কিন্তু চিকিৎসাজ্ঞ যে অষষ্ঠ পিতৃজ্ঞানী, মনু প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতামতে অষষ্ঠ যে পিতৃজ্ঞাতি, সে কখনই মাতৃজ্ঞাতি হইতে পারে না এবং তাহাকে কিছুতেই মাতৃজ্ঞাতি বলা যাইতে পারে না। বিশেষ “অষ” বলিয়া যখন একটা শব্দ আছে (যাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে) তাহার অর্থ যখন পিতা এবং অষ স্থা—“ড” করিয়া “পিতৃকুলে তিষ্ঠতি” অর্থে যখন অষষ্ঠ পদ অবিরোধে সম্পন্ন হয়, তখন পৌরাণিকদিগের উপরি উক্ত অষষ্ঠ শব্দের সাধন যে দুর্বল (অপ্রকৃত) তাহা বৃদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অষষ্ঠ শব্দের উল্লাখত ভাবার্থকারিগণ যেমন উহার উল্লিখিত ভাবার্থ করিয়া উক্ত শব্দের উৎপত্তিগত প্রকৃতার্থকে তদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি

তাহাকেই অষষ্ঠও বলিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে ঐপ্রকার ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় নাই। আয়ুর্বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন ও চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে অষষ্ঠের বৈদ্যনাম (উপাধি) হয়, এই কথা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আছে। ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে চিকিৎসাব্যবসায়করিবার জন্মই বৈদ্যের (অষষ্ঠের) উৎপত্তি উক্ত না হওয়াতে বুঝিতে হইবে, পৌরাণিকগণের উক্ত বর্ণনা আধ্যাত্মিক ও কল্পনামাত্র, অর্থাৎ উহা ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মার মুখ, বাহ, উরু ও পদ হইতে জন্ম হওয়ার জ্ঞান বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ অষষ্ঠের অলৌকিক উৎপত্তি। পৌরাণিক আর্ষ্যদিগের এই এক ভাব ছিল যে, যে ব্যক্তিতেই তাঁহার সমধিক সদ্গুণের সমাবেশ দেখিতেন তাঁহারই উৎপত্তিকে তাঁহারা অদ্বুত করিতেন। অল্প ভাব এই যে, গুণগত আর্ষ্যজাতিভেদকে জন্মগত করা। তাঁহাদের মধ্য হইতে গুণগত জাতীয় ভাব বিদূরিত হইয়া যখন তাহা জন্মগত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল অর্থাৎ গুণগত আর্ষ্যজাতিভেদকে তাঁহারা যৎকালে জন্মগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তৎকালেই বৈদ্যদিগকে (চিকিৎসাব্যবসায়ী অষষ্ঠগণকে) স্বতন্ত্রজাতিকরিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদেরও উৎপত্তিতে তাঁহারা নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টম শতকের পিতৃজাতি অর্থ গোপনকর্মিয়ার অতিপ্রায়েই পৌরাণিকগণও যে উহার নানাপ্রকার অসরলার্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ও জোর করিয়া (নিপাতনে) অঘা—হা—“ড” করিয়া অষ্টপদসাধন করিয়াছেন তাহাতে আর বিলুপ্তিও সন্দেহ নাই ।

প্রাচীনকালে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণশ্রেণীস্থ ছিলেন, পূর্বাধ্যায়ে তাহা বিশেষ-রূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে এবং চিকিৎসাব্যবসায়করা অর্থে অষ্টদিগকে যে পূর্বকালে বৈদ্য বলা হইত, বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণের গুরুসে বৈশ্যকন্টার গর্ভজাত পুত্রদিগকে যে পিতৃজাতি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি অর্থে) প্রাচীন কালে অষ্ট বলা যাইত, তাহা এ অধ্যায়ে প্রমাণীকৃত হইল । এই সমুদয় হইতে প্রাচীন কালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে মনুরও পূর্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে (বর্তমানকালীয়) কনোজিয়া, সরোরিয়া, রাঢ়ীয়, বাবুজ, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীর ন্যায় অষ্ট বলিয়া যে এক শ্রেণী ছিল (১২) উত্তরকালে সেই অষ্টগণই অন্যান্য বেদ সহ আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যয়ন-করত বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য উপাধি ও চিকিৎসারূপে প্রাপ্ত হন, এবং ভগবান্ মনুও সেই জন্তই “অষ্টানাং চিকিৎসিতং” এই বিধি দ্বারা ও

(১২) মনুরও পূর্ববর্তী বলা হইল এই জন্ত যে মনু যে সকল বচনে অষ্ট নাম ও তাহার বৃত্তি প্রভৃতি কীর্তন করিয়াছেন তাহার অর্থ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, ই সকল তাঁহার নিজের কৃত বিধি নহে, তাহার পূর্ববর্তী ইতিহাসমাত্র । প্রাচীনকালে বর্তমান কালের স্থায় জাতিভেদ ছিল না । সুতরাং একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সমস্ত আচারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালের অষ্ট-ব্রাহ্মণদিগের সহিত অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আচারের সেরূপ কোন বিভিন্নতা ছিল না । একালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের এইমাত্র পার্থক্য ।

“ব্রাহ্মণাঃ বৈশ্যকন্টারামষ্টো নাম জায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকন্টারায়ঃ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ইত্যাদি । ১০অ, মনুসং ।

“ভগবান্ সর্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ ।

অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুমহঁসি ॥ ২ ॥” ১অ, মনুসং ।

এই দুইটি বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ মনুরও পূর্বে ব্রাহ্মণদিগের বর্ণবিভাগ ও অষ্টের উৎপত্তি ও তাহার অষ্ট নাম হইয়াছে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অষ্ট প্রভৃতি শব্দ মনুর সৃজিত নহে ।

তৎপরবর্তী স্মৃতিপুরাণকারগণও একমাত্র অশ্বঠ্যকেই আশ্বকৌর্যাদিশাস্ত্রাধিকার এবং চিকিৎসাবৃত্তি প্রদানপূর্বক বৈদ্যার্থ এবং পিতৃহ (ব্রাহ্মণজাতি) এই উভয়ার্থ-মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যো অশ্বঠ্যে কোন প্রভেদ নাই, প্রথমাধ্যায়ে তাহা সুব্যক্ত হইয়াছে, সেই অভিন্নতার স্মৃতি ভগবান্ মনুরও পূর্বে হয় বলিয়া মনু-সংহিতার দ্বারা সপ্রমাণ হয় (২০)।

“নভ্যত্রেতা দ্বাপরে যুগে যুগে ব্রাহ্মণাঃ কিল।

ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিটশূদ্রকন্তকা উপধেমিরে।

তত্র বৈশ্বস্মৃতারাঃ যে জন্মিরে তনয়া অসী।

সর্কে তে মুনয়ঃ খ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেক ও শব্দকরক্ৰম ইত্য

অগ্নিবেশসংহিতা।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রকন্তাদিগকে বিবাহ করিতেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের বৈশ্বকন্তা পত্নীতে জাত সন্তানেরা (অর্থাৎ অশ্বঠ্যের) সকলেই বেদবেদাঙ্গাদিশারণ মুনী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে এবং এই অংশের পরবর্তী অধ্যায়বিশেষেও দেখান যাইবে যে, ব্রাহ্মণের বৈশ্বকন্তাপত্নীতে জাত সন্তানের নাম অশ্বঠ ও তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ। আর পূর্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অশ্বঠ্যেরাই কালে বেদবেদাঙ্গসহকারে আশ্বকৌর্যাদিধার্যন করিয়া বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হন, উক্ত অগ্নিবেশসংহিতার বচন দ্বারা তাহাও সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

(২০) কুতে তু মানবোধর্মজ্ঞেতার্য গৌতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শব্দলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ।” ১অ, পরাশরসং।

বিজ্ঞানাগরকৃত বিশ্বব্যববাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকস্থত।

উপরি উক্ত বচনানুসারে মনুসংহিতা সত্যযুগের ধর্মশাস্ত্র হইতেছে। মনুসংহিতার আছে, “অশ্বঠানাং চিকিৎসিতং” অর্থাৎ অশ্বঠের চিকিৎসাবৃত্তি। চিকিৎসাবৃত্তি হইলেই বৈদ্য হইল (এই অংশের প্রথমাধ্যায়ের ২২ীকাণ্ড মনুপুরাণবচন দেখ)। এই জন্ত মূল আমরা বলিয়াছি যে, অশ্বঠ্যের বৈদ্যো অভিন্নতার স্মৃতি সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্বে হইয়াছে।

উক্ত বচনে আছে, অশ্বঠেরা সকলেই মূনি বলিয়া সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে খ্যাত ছিলেন । অগ্নিবেশ যে বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্বকৃত্যকে বিবাহ করিতেন, তাহার অল্প প্রমাণ এখানে উক্ত করা বাহ্য (বিদ্যাগাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক দেখ) । আমরা উপরে যে সকল হেতুতে অশ্বঠশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ করিলাম, তাহা যে একান্তই সত্য, মুর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পায় (২১) ।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণভে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অশ্বঠশব্দার্থো নাম

তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

(২১) “বিপ্রামুর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ান্যং বিশস্তি যাহ্ ।

... .. বিদ্বাশ্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ । যাজ্ঞবল্ক্য সং ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়কৃত্যে জাত সন্তানের নাম মুর্দ্ধাভিষিক্ত.....ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীতে এই বিধি ।

“মুর্দ্ধাভিষিক্ত (মুর্দ্ধন্ মন্তক অভিষিক্ত, ৭মী—ষ ।রাজা । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াজাত জাতিবিশেষ ।” পণ্ডিত রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“মুর্দ্ধাভিষিক্ত (পু) মুর্দ্ধন্ + অভিষিক্ত) রাজা ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত জাতিবিশেষ ।” শ্রামাচরণ শর্পকৃত শব্দদোষিতি অভিধান ।

মহুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কৃত্য ভাষ্যা ও নবমাধ্যায়ে তদগর্ভজাত ব্রাহ্মণপুত্রের ধনবিভাগ এবং অশৌচাদির বিধি উক্ত হইয়াছে ; এবং অশ্বাশ্ব সংহিতাতেও এই সকল উক্ত আছে । যদিও অশ্বাশ্ব সংহিতাতে এই পুত্রকে মুর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হয় নাই, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার উক্ত বচন দ্বারাই নির্ণীত হয় যে, মনুপ্রভৃতির কথিত ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কৃত্যপত্নীর পুত্রই মুর্দ্ধাভিষিক্ত । উক্ত অভিধানে যে মুর্দ্ধাভিষিক্তের অর্থ রাজা (রাজ্যভিষিক্ত ক্ষত্রিয়) উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহার যে মুর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দ সাধন-করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে উদীয় ক্ষত্রিয়কৃত্যপত্নীর সন্তান মুর্দ্ধাভিষিক্তের সেই

চতুর্থাধ্যায় ।

বৈদ্যাবৃত্তি ।

আর্যোয়া বৈদ্যাক্ষিককে (অশ্বঠশ্রেণীকে) কোন্ কোন্ বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয়ই যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, এই পরিচ্ছেদে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে । প্রাচীনকালে বৈদ্যাজাতি যে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, এই অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টমাধ্যায়ে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে । যখন সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ আয়ুর্বেদাধ্যয়ন না করিলে প্রাচীন কালে কেহই বৈদ্য হইতে পারিতেন না, অশ্বঠেরাই যখন তাহাতে সমর্থ ও চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈদ্য হন (১) তখন জ্ঞানবিষয়ে বৈদ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে । প্রাচীনকালে যাহারা জ্ঞানবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহারা অব্রাহ্মণ একথা একান্ত অযুক্ত । যাহারা পূর্ণ বেদ জানিতেন তাহারা যে ব্রাহ্মজ (ব্রাহ্মণ) তাহা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । ঐ স্থলেই সপ্রমাণ হইয়াছে যে বৈদ্য (অশ্বঠ) ব্রাহ্মণ । পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অশ্বঠেরাই সমুদায় বেদ সহ আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করত চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ দক্ষতাপ্রদর্শনপূর্বক বৈদ্য হইয়াছেন (২) । অশ্বঠেরাই

অর্থই হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যেমন সকলের মন্তকস্থিত* (উপরে), উক্ত সন্তানও তক্রপ, ইহা বলিয়া উক্ত সন্তান যে ব্রাহ্মণ, তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে । যমদগ্নি পরশুরাম প্রভৃতি মুদ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ । (মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত দেখ) ।

অভিধানকর্ত্তারা যেমন অশ্বঠশব্দের নানাবিধ অসরলার্থ করিয়া তাহার উৎপত্তিগত অর্থকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি মুদ্ধাভিষিক্ত শব্দের অগ্ন্যনা অর্থ করিয়া উক্ত শব্দের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া গিয়াছেন ।

(১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে চরকসংহিতা মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ ও আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নসমাপন করিয়া অশ্বঠেরাই বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করেন এবং চিকিৎসাব্যবসায় অশ্বঠদিগেরই শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি ।

(২) অশ্বঠেরা যখন বৈজ্ঞ, সত্যাগুণ অর্থাৎ মনুসংহিতাস্থষ্টিরও পূর্ব হইতে অশ্বঠদিগেরই যখন চিকিৎসাবৃত্তি, তখন তাহারা ইহা যে বিদ্যাসমাপ্ত করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে বিশেষ পারগত্ব

উক্ত বিষয়ে পারগ হইরাছিলেন, এই কথাতে পরিব্যক্ত হয় যে, অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা ও ক্ষত্রিয়কতা পত্নীতে জাত পুত্রের) তাহাতে অপারগ হইরা কেবল ধর্মব্রাহ্মণকতাবৃত্তি করিতেন (৩)। এখানে কেহ বলিতে পারেন, তবে কি ধর্মব্রাহ্মণকতা (ব্রাহ্মণাদি) হইতে চিকিৎসা উচ্চ বৃত্তি ? চিকিৎসা কি গুরুতর কার্য ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রাকৃত ধর্মব্রাহ্মণকতার পারত্রিক সুখস্বচ্ছ থাকাতে তাহা কেবলমাত্র চিকিৎসা হইতে উচ্চ কার্য্য বটে। ইহারা কেবল চিকিৎসক, তাহাদের আসনও ঐক্লপ ধর্মব্রাহ্মণকের একটু নীচেই। ধর্মব্রাহ্মণকতা হইতে চিকিৎসা একটু নীচে এই স্তম্ভ যে, ধর্মব্রাহ্মণকতা হইতে ধর্ম, অর্থ ও কামাদি লাভ হয়, আর চিকিৎসা হইতে উক্ত চতুর্ভুগুণসাধনের মূল ভিত্তি যে আরোগ্য তাহাই লাভ-হইরা থাকে। অতএব দেখা যায় যে, কেবল চিকিৎসা ধর্মাদিসাধনের মূল যে আরোগ্য তাহারই জননী (৪)। আমরা কেবল চিকিৎসককে ধর্মব্রাহ্মণকের একটু নীচের আসন প্রদান করিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন কালের বৈদ্যগণ কেবল চিকিৎসক ছিলেন না। তাহারা যখন অখিল বেদজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ) বলিয়া বৈদ্যা উপাধি প্রাপ্ত-হইরাছিলেন, তখন তাহারা যে ধর্মব্রাহ্মণকতা (ব্রাহ্মণাদিও) করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। মহুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান দ্বারা অযষ্ঠেরা দ্বিজ অর্থাৎ উপনীত হইরা ঋক্ যজুঃ সাম

দেখাইলেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না ; শাস্ত্রকারেরা অযষ্ঠকে যে বৈদ্যা বলিয়াছেন ও চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

(৩) “নাব্রাহ্মণে গুরো শিষ্যো বাসমাত্যন্তিকং ব্রজেৎ ।

ব্রাহ্মণে চাননুচানে কাজ্জন্ গতিমমুত্তমাং ॥ ২৪২ ॥” ২অ, মমুসং ।

ভাষ্য ও টীকা দেখ ।

এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, প্রাচীন কালে এমন অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহারা সাক্ষ সমুদয় বেদ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইতেন না।

(৬) “ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং ।” ইত্যাদি ।

২অ, সুত্রস্থান চরকসং । ১অ, পূর্বখণ্ড, ভাবপ্রকাশ ।

“আয়ুর্কামময়ানেন ধর্মার্থমুখসাধনম্ ।

আয়ুর্বেদোপদেশেন বিধেয়ং পরমাদরাৎ ॥ ২:৫ ॥” ১অ, সুত্রস্থান,

বাগ্ভট (অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা) ।

ও অথর্ব বেদাদি যে অধ্যয়ন করিতেন তাহা সম্ভব হয় (৫)। অর্থাৎ চিকিৎসাবৃত্তি ঐ সকল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে কিন্তু ধর্মবাজকতা নির্বিধ হয় নাই। প্রাচীনকালের অর্ঘ্যগণ যে তাহাও করিতেন পূর্ব পূর্ব অধারে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, এ অধারেও পরে প্রদর্শিত হইবে। এমতাবস্থায় বলিতে হইল, প্রাচীন কালে বাহারা কেবল ধর্মবাজক তাঁহাদের হইতে সে কালের বৈদ্যাগণ জ্ঞান-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা একান্ত সত্য কথা যে, মনুস্মৃতির মধ্যে সকলেই তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না, তাহা হইলে এই ভারতের ক্ষমতাভেদে ব্রাহ্মণ-কত্রিয়াদি প্রভেদের সৃষ্টি হইত না (৬)। অতএব প্রাচীনকালের অর্ঘ্য ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিতে উক্ত কালের কেবল ধর্মবাজক ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করা হয় নাই।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ত্রিবিধ ব্যাধি ও তাহার ত্রিবিধ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে (৭)।

(৫) “স্বজাতিজ্ঞানন্তরজাঃ যট্, স্মৃতা দ্বিজধর্মিণঃ।

শূদ্রাণাম্ সধর্ম্মাণঃ সর্কেহপঞ্চঃসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—“স্বজাতিজ্ঞানন্তরজাভ্যোঃ সমানজাতীয়াহ জাতান্তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইত্যেতৎ সিদ্ধমেবা-
মুদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানাৎ তদ্বর্ণপ্রাপ্তার্থম্। অনন্তরজা অহুলোমা—
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ কত্রিয়াবৈশ্যয়াং জাতান্তেহপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনয়ো ইত্যর্থঃ।
উপনীতাস্ত দ্বিজাতিধর্ম্মৈঃ সর্কেহরধিক্রিয়ন্তে। মে ॥ ৪১ ॥”

টীকা—স্বজ্ঞতিজ্ঞেতি। দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াহ জাতাঃ তথাহুলোমোনোৎপন্নঃ ব্রাহ্ম-
ণেন কত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ কত্রিয়েণ বৈশ্যয়াং যট্ পুত্র উপনয়োঃ। কুঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়াবৈশ্যয়োঃ কত্রিয়েণ বৈশ্যয়াং যট্ পুত্র উপনয়োঃ। কুঃ ॥ ৪১ ॥

নিবাদঃ শূদ্রকস্ত্রিয়াঃ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥”

উক্ত শ্লোক ও তাহার টীকা ভাষাদি দ্বারা বুঝা যায় যে অর্ঘ্য দ্বিজ এবং উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রাধিকারী।

(৬) “চাতুর্ভুজং ময়া সৃষ্টং ভূতকর্ম্মবিভাগশঃ।” ৪অ, ভগবদ্গীতা।

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৫।২৬।২৭ অধ্যায় ও মহাভারতীয় বনপর্বোক্ত আশ্বিন পর্ব-
খ্যায় এবং মহাভারতীয় অশ্বাসনপর্ব দেখ।

(৭) “ইহ খলু হেতুর্নিমিত্তসাময়নং প্রত্যয়সমুখানঃ নিদানমিত্যানধীকৃতং। তত্রিবিধং
অসাম্বোদ্ধিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপ্রদাঃ পরিণামশেতি। অতত্রিবিধব্যাধয়ঃ প্রাদুর্ভবজ্যাগ্নেয়-
সৌম্যবারব্যাঃ। অপরে রাজসাস্ত্রাসাং।” ১অ, নিদানস্থান, চরকসং।

গ্রন্থটি দ্বারাও ব্যাধির উৎপত্তি হওয়া বিবিধ আয়ুর্কেন্দ্রীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে (৮) । অহিত আহার ও আচার দ্বারা, পাণ দ্বারা, গ্রন্থটি দ্বারা যে সকল ব্যাধি হইত, তাহাতে আশুরী মানুষী ও দৈবী এই ত্রিবিধ চিকিৎসারই প্রাচীন কালে প্রয়োজন হইত । একালের মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাস করিতে পারেন না কিন্তু উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে পরিস্ফুট হয় যে সেকালের আর্থোরা কথিত সমুদয় বিশ্বাস করিতেন । যাঁহা হউক, আশুরী চিকিৎসা কি ?

অয়োরোগা ইতি নিজাগন্তিমানসাঃ । তত্র নিজঃশরীরদোষসমুখঃ । আগন্তুর্ভূতবিষবায়ুগ্নি-
সম্প্রহরাদিসমুখঃ । মানসঃ পুনরিষ্টস্তালাভারত্যাচ্চানিষ্টস্তোপজায়তে ।

১১অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“তত্রায়মুদ্যাদকরাণাং ভূতানামুদ্যাদয়িত্যাত্মারম্ভবিবেচনঃ । তদযথা—অবলোকন্তোদেবা জনয়ন্ত্যম্মাদঃ গুরুবৃদ্ধসিদ্ধরোহভিশপন্তঃ পিতরো ধর্ময়ন্তঃ স্পৃশন্তো গন্ধর্বাঃ সমাবিশন্তো বক্ষরাক্ষসাস্তমোগক্ষানাজ্ঞাপয়ন্তঃ পিশাচাঃ পুনরধিরহ বাহয়ন্তঃ ।

উদ্যাদয়িত্যাত্মপি থলু দেবযিপিতৃগন্ধর্ব্বক্ষরাক্ষসপিশাচানামেত্যন্তরেষু গমনীয়ঃ পুরুষঃ । তদযথা—পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ সমারম্ভে পূর্ব্বকৃতস্ত বা কৰ্ম্মণঃ পরিণামকালে ।” ইত্যাদি ।

৭অ. নিদানস্থান, চরকসং ।

“আশুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধামতাঃ ।

শাস্ত্রৈঃ কথ্যৈর্হোমাত্মৈঃ ক্রমেণান্ত্যা হুপূজিতা ॥”

শ্রীযুক্ত হরলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেনকৃত

ভৈষজ্যরত্নাবলীভূত বচন ।

শাস্ত্রবর্ণীয় নাম একাদশাধ্যায়, সূত্রস্থান চরক ও সূত্রসংহিতার প্রথমাধ্যায় দেখ ।

(৮) “মানসেন চ হুঃখেন স চ পঞ্চবিধোমতঃ । ইত্যাদি ।

বিরুদ্ধহুষ্টিভিত্তিভোজনানি—

প্রৎর্ষণং দেবগুরুষ্মিজানাং । ইত্যাদি ।

ভূতোদ্যাদমুদাহরেন্ । ইত্যাদি ।

ব্রহ্মণ্যোভবতি নরঃ সদেবজুষ্টঃ । ইত্যাদি ।

হুষ্টাস্মা ভবতি স দেবশক্রজুষ্টঃ ।” ইত্যাদি ।

উদ্যাদনিদান মাধবকর কৃত ।

বিপ্রান্ গুরুন ধর্ময়তাং পাণ কৰ্ম্ম চ কুরুতাং । ইত্যাদি ।

কুষ্ঠচিকিৎসা, চিকিৎসাস্তান, চরকসংহিতা ।

মাধবকর কৃত কুষ্ঠনিদানভূত ।

না, অস্ত্রপ্রয়োগকরত পীড়ার ধ্বংসকরা ; মাল্লবী চিকিৎসা কি ? না, কষাক্ষ, মোদক, বটকাদি দ্বারা ব্যাধির বিনাশসাধনকরা ; দৈবী চিকিৎসা কি ? না, হোমাদি দ্বারা গ্রহ ও দেবতাগণকে প্রসন্ন করত রোগীর পাপের শাস্তি করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থকরা । এখন যে আমরা দেখিতেছি, চিকিৎসকেরা চিকিৎসায় কেবল অস্ত্রপ্রয়োগ করা, পাচনাদি সেবন করান, এই দুইটি মাত্র উপায়াবলম্বন করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালের চিকিৎসায় কেবল তাহাই ছিল না । উক্ত চিকিৎসায় একান্ত দৈবী চিকিৎসা, সে অঙ্গ এখন নাই । অল্প-মাত্র থাকিলেও এখন তাহা বৈদ্যের হস্তে নাই । কিন্তু প্রাচীনকালে এ নিয়ম ছিল না, তখনকার বৈদ্যেরা স্বয়ংই দৈবী চিকিৎসা অর্থাৎ গ্রহ ও দেবত্যাগণের প্রসন্নার্থে শাস্তি, স্বস্তায়ন, বলি, মঙ্গল (কবচ) পূজা ও তহপলক্ষে হোমাদি করিতেন (৯) । প্রাচীনকালের চিকিৎসকদিগকে দৈবচিকিৎসা (পূজা ও

ভূতাভিষেকাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্তলক্ষণাঃ ॥ ১৫ ॥

ভূতাভিষেকাদুদ্বৈগো হান্তরোদনকম্পনং ॥ ১৬ ॥”

অরাধিকার, মাধবনিদান ।

“পাপক্রিয়া পুরাকৃতকর্মযোগাচ্চ বৃন্দোবা ভবন্তি ।”

৯অ, চিকিৎসাহান, সূত্রতসং ।

মাধ্বনিদানবধাশ্রমহরণাটৌশ্চ সৈবিতৈঃ ।

পাপম্ভিঃ কর্মভিঃ সন্তঃ প্রাক্তনৈঃ প্রেরিতো মনঃ ॥ ইত্যাদি ।

৯অ, নিদানস্থান, অষ্টাঙ্গহৃদয় সং (বাগ্ভট্) ।

“দেবাতীর্থবিজ্ঞনরেণুশুক্লপমানাং ।” ইত্যাদি ।

২০অ, চিকিৎসাহান, হারীতসং ।

তে পুনঃ সন্তুবিধা ব্যাধয়ঃ । তদযথাবিবলপ্রবৃত্তাঃ, জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ, দোষবলপ্রবৃত্তাঃ, সংঘাতবলপ্রবৃত্তাঃ, কালবলপ্রবৃত্তাঃ, দেববলপ্রবৃত্তাঃ, স্বভাববলপ্রবৃত্তাঃ ইতি ।” ইত্যাদি ।

২৪অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা ।

“পাপক্রিয়া পূর্বকৃতকর্ম কর্ম হেতুঃকিলাসস্ত বিরোধি চান্নং ॥” চিকিৎসাহান চ সং ।

২৪অ, চিকিৎসাহান চরক ও ৫০অ, ভূতবিজ্ঞা হারীতসংহিতা দেখ ।

(৯) “পূজাবল্লুপহারৈশ্চ হোমমন্ত্রাঙ্গনাদিভিঃ ।

জয়েদাগন্তুমুদ্যাদং যথাবিধি শুচির্ভিষক্ ॥” প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ,

উদ্ভাদরোগ চিকিৎসা অধিকার ।

কৌমাণি) করিয়া চিকিৎসা করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের সকল শাস্ত্র ও সকল

কর্মজা ব্যাধয়ঃ সর্কে প্রভবন্তি শরীরিণাঃ ।

সর্কে নরকরুণাঃ স্যুঃ সাধ্যাসাধ্যা ভবন্তি হি ।

অজ্ঞায়া যৎকৃতং পাপং পশ্চাৎ কৃচ্ছ্ৰং সমাচরেৎ ।

প্রারম্ভিত্বলেনাপি সাধ্যাঙ্কগো ভবেদগদঃ ।

ক্রিয়তে জাতক্লেশং পশ্চাৎ কৃচ্ছ্ৰং সমাচরেৎ ॥ ইত্যাদি ।

প্রারম্ভিত্বঃ যথোক্তক কারয়েৎ ভিক্ষাজংবরঃ । ২২হান, ২অ, হারীতসং ।

অথ নক্ষত্রহোমং ব্যাখ্যান্তামঃ ।

অর্কঃ ধিরপালাশো বদরী পারিতজ্রকঃ । ইত্যাদি ইতি সমিধঃ ।

ধূপদীপাদিত্তিরলঙ্কারৈরলঙ্কৃতঃ বাস্তবগুণঃ কৃৎস্না ইশানাদিক্রমেণ নক্ষত্রমণ্ডলে যথোক্তগন্ধ-
পুষ্পৈরর্চয়েৎ । তদ্বগুণমধ্যবর্ত্যাদিত্যাদিনবগ্রহান্ সমভ্যর্চ্য ক্রমেণ সমিদ্ধিহোমং কুর্ধ্যাৎ ।
দধিমধুস্বতাত্তিরিণাদিক্রমেণ জুহুয়াৎ আকুণ্ঠেতি অর্কসমিধা ইদমবিস্তে । ইত্যাদি ।

৫অ, ২২হান, হারীতসংহিতা ।

পাণ্ডুঃ কুষ্ঠোহতিসারশ্চ । ইত্যাদি ।

কৃচ্ছ্ৰং যেন সিদ্ধান্তি পাপরুপা মহাগদাঃ । ২অ, ২২হান, হারীতসং ।

বানরাকৃতিমালিখা ঞ্ড়িকাভিঃ পুনঃ শৃণু ।

পক্ষপুষ্পাক্ষরৈশ্চ পৈরর্চয়েত্তিষজাংবরঃ ।

মন্ত্র ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ঐং সুগ্রীবায় মহাবলপরাক্রমায় সূর্য্যপুত্রায় অমিততেজসে ঐকাহিক-দ্ব্যাহিক-
ত্র্যাহিক-চাতুর্ধিক-মহাঙ্কর-ভূতঙ্কর-ভরঙ্কর-শোকঙ্কর-কোথঙ্কর-বেলাঙ্কর-প্রভৃতি-অরাণাং দহ
দহ হন হন পচ পচ অবতর গবতর কিলি কিলি বানররাজ অরাণাং বন্ধ বন্ধ হ্রাং হ্রীং হ্রাং
ফট্, ষাঃ । ২অ, চিকিৎসা২হান, হারীতসংহিতা ।

শাপাভিঘাতাৎ ভূতানামভিবজ্ঞাচ্চ যো অরঃ ।

দৈবব্যপাশ্রয়ং তত্র সর্কমৌবধমিষাতে ॥

দৈবব্যপাশ্রয় বলিমঙ্গলাদি বুদ্ধিব্যপাশ্রয় কথ্যাদি । ৩অ, চিকিৎসা২হান চরকসং ।

সোমং সান্ধুরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরং ।

পূজয়ন্ প্রয়তো শীঘ্রং মুচ্যতে বিবমজ্বরাৎ ॥

বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভূং ।

স্তবদ্রামসহশ্রেণ জরান্ সর্কান্ ব্যাপোহতি ।

ব্রাহ্মণমবিনাবিষ্ণুং পূতং তক্ষ্যং হিমাচলং ॥

গজামরুদগণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জরতি জরান্ ॥ ৩অ, চিকিৎসা২হান চ সং ।

বেদ সহ আয়ুর্বেদ পাঠ করিতে হইত । মনে কর, কোন্ গ্রহ ও কোন্ দেবতার প্রসন্নার্থে ও কোন্ পাপের শাস্তিনিমিত্ত কোন্ প্রকারের পূজা,

দেববিপিতৃগন্ধর্বৈরাদিত্য তু বুদ্ধিমান্ ।
বর্জয়েদজ্ঞনাদীনি তীক্ষ্ণাণি ক্রুরকশ্চ ॥
মর্গিপুণানাদি তন্ত্বেহ যুহুভৈবজ্যমাচরেৎ ।
পূজাবল্যুপহারান্চ মন্ত্রাজ্ঞনবিধীংস্তথা ॥
শান্তিকশ্মেষ্টিহোমাংশ্চ জপষস্ত্যনাদি চ ।
বেদোক্তান্নিরমাংশ্চাপি প্রায়শ্চিত্তানি চাচরেৎ ॥ ১৪অ, চিকিৎসাস্থান চন্দ ।
বলিভির্দ্বন্দ্বলৈর্হোমৈরোষধ্যগদধারণৈঃ ।
মত্যাচারতপোজ্ঞানপ্রদাননিয়মব্রতৈঃ ॥
দেবঙ্গহুকবিপ্রাণাং গুরুণাং পূজনেন চ ।
আগন্তুঃ প্রশমং যাতি সিক্কেম'ত্রৌষধৈস্তথা ॥ " " " "
ভূতানামধিপং দেবমৌস্বরঞ্চ জগৎপ্রভূম্ ।
পূজয়ন্ প্রযতো নিত্যং জয়তুয়াদজং ভয়ং ॥ " " " "

উক্ত বচনাবলির “অর্চয়েৎ,” “পূজয়েৎ” “জুহুয়াৎ” “জয়তি” ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা যে বৈষ্ণু তাহা বলা বাহুল্য ।

“ভূতবিদ্যা নাম, দেবাসুর-গন্ধর্ব-রক্ষঃ-পিতৃ-পিশাচ-নাগ-গ্রহাদ্র্যাপস্বষ্টচেতসাং শান্তিকর্ণ বলিহরণাদি গ্রহোপশমনার্থম্ ।” ১অ, সূত্রস্থান, মুশ্রুতসংহিতা ।

অপস্মারক্রিয়াকাপি গ্রহোদ্দিষ্টাঞ্চ কারয়েৎ । ইত্যাদি ।
শৌকশল্যমপনয়েদ্রুদ্রাদে পঞ্চমে ভিষক্ ॥ ৬৩অ, উত্তরতন্ত্র, মুশ্রুতসং ।
রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্ ।
অহল্যাহনি কর্ত্তব্য্য। যা ভিষগ্ভিরতল্লিতৈঃ ॥ ২৮অ, " " "
শকুন্তুভিপরীতস্ত কার্যো বৈদ্যেন জানতা । ইত্যাদি ।
বলিরেষ করঞ্জেষু নিবেদ্য নিয়তাস্থনা ॥ ইত্যাদি ।

৩০।৩১।৩২।৩৩ প্রভৃতি অধ্যায়, উত্তরতন্ত্র, মুশ্রুতসং ।

যদ্ব্যনাদে ততঃ কুর্য্যাৎ ভূতনির্দিষ্টমৌষধং ।
বলিঞ্চ দদ্যাত্ পললং যাবকসন্তপ্তিকম্ ॥ ৬ অ, উত্তরস্থান, বাগ্ভট ।
হিতাহিতবিবেকেন্দ্র অরং ক্রোধাদিজঃ জয়েৎ ।
শাপাথকণ্ঠমন্ত্রোথৈবিসিদ্ধৈর্বব্যপাশ্রয়ঃ । ইত্যাদি ।

১অ, চিকিৎসাস্থান, বাগ্ভট ।

বলি, হোম, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিতে হয়, তৎসমুদয়-বৈদিক ক্রিয়া-
পদ্ধতিসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইত। জ্যোতিষ-

বলিশাস্তীষ্টকর্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।

মন্ত্রাঙ্জনং প্রয়োজ্যন্ত্যাদানৌ সৰ্ব্বকামিনঃ।

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদ্যন্তবন্ততঃ স্বাহা। ওঁ-কং পং ঠং শং বৈনতেন্নায়
নমঃ। ওঁ হ্রীং হুং কং। ৪০।

বালদেহপ্রমাণেন পুষ্পমালান্ত সৰ্ব্বতঃ।

প্রগৃহ্য মুদ্ধিকান্তবলিদেয়ন্ত শান্তিকঃ।

ওঁ কারী স্বর্ণপক্ষী বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

গরুড়বলিঃ। বালরোগাধিকার, চক্রদন্ত।

ওঁ নারায়ণায় নমঃ। প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি নন্দা নাম মাতৃকা। তয়া
গৃহীতমাত্রেণ প্রথমং ভবতি অরঃ। অন্তঃ শব্দং মুকুতি। ইত্যাদি। বলিঃ তন্ত প্রবক্ষ্যামি
বেন সম্পদ্যতে তন্তং। ইত্যাদি। অথথপত্রঃ কুণ্ডে প্রক্ষিপ্য শাস্ত্যদকং নাপয়েৎ। ততো,
ইত্যাদি। ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকন্ত ব্যাধিঃ হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রীং ফট্, স্বাহা। ইত্যাদি। ৪২।

বালরোগাধিকার, চক্রপাণিদন্তকৃত, চক্রদন্ত।

টীকা—অথথপত্রঃ জলকুণ্ডে প্রক্ষিপ্য পায়ত্রীং পঠিত্বা দ্বিজেন শাস্ত্যদকং কর্তব্যম্। কিংবা
বলিদানমাত্রেণ ভিষজ্ঞা কার্য্যমিত্যাহঃ বৃদ্ধাঃ। শিবদাস-সেনকৃত চক্রদন্তের টীকা,

বালরোগাধিকার।

সেনমহাশয়ের এই টীকার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহার কিছু পূর্ব হইতেই একমাত্র
ধর্মবাজক (অর্থাৎ পুরোহিত) ব্রাহ্মণের। এই সকল কার্য্য আপনাদের হস্তে লইতে আরম্ভ
করিয়াছিলেন।

জলং চ্যবনমস্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।

পীত্বা প্রস্থয়েত নারী দৃষ্টা চোত্তরত্রিংশকম্ ॥” জ্বরীরাগাধিকার, চক্রদন্ত।

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্তভানুশ্চ। ইত্যাদি।

টীকা—ইহেতাণি স্নাহান্তোহয়ং মন্ত্রশ্চ মুশ্রুতন্ত চ। অয়মেব চ্যবনমন্ত্রঃ জলং। ইত্যাদি।

শিবদাসসেনকৃত চক্রদন্তের টীকা, জ্বরীরাগাধিকার।

সোমমুত পাকপ্রকরণ। ধীমান্ পত্না, যুতং প্রস্থং সম্যক্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রশ্চায়ম্।

ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং ফলসিকিঃ দেহি দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা। ইতি সপ্তধা মন্ত্রয়েৎ।

জ্বরীরাগাধিকার, ভৈষজ্যরত্নাবলী।

শাস্ত্রমতে গ্রহগণ কুপিত হইয়া নানা রোগের উৎপত্তি করে (১০)। এই জন্ত তাহা নির্ণয় করিতে প্রাচীনকালের বৈদ্যদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রও জানিতে হইত ।

আর্য্যদিগের মধ্যেও বর্তমান যুগের জ্ঞান কোন পরিবার ঋত্বদী, কোন পন্ডি-

হৃতপুথলে নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ ।

অনন্তচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ রসস্ত তজ্জ্ঞাঃ ॥

ও অঘোরৈভ্যন্ত ঘোরৈভ্যো ঘোরঘোরতরৈভ্যঃ ।

সর্বতঃ সর্বসর্বৈভ্যো নমন্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা ॥”

কবিচন্দ্র-মাধবকর-বিরচিত রসচন্দ্রিকা ।

ভূতং জয়েদহিংসেসচ্ছং জগহোমবলিত্রৈঃ ।

তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ ॥ ১ ॥” অ, উত্তরহান, বাণ্ডট ।

(১০) “গ্রহেষু প্রতিকূলেষু নামুকুলং হি ভেষজং ।

তে ভেষজানাং বীৰ্য্যাণি হরন্তি বলবন্ত্যপি ।

প্রতিকৃতা গ্রহানাদৌ পশ্চাৎ কুৰ্ঘ্যাৎ চিকিৎসিতম্ ॥”

সামুবাদ ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন ।

“সূর্য্যশ্চন্দ্রোমঙ্গলশ্চ বৃধশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ।

শুক্লঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতু শ্চেতি নবগ্রহাঃ ॥

রবের্গোচরফলং । পীড়ামষ্টমগঃ করোতি নিতরাং কান্তিকরঃ ধর্ম্মগঃ ।

চন্দ্রস্তগোচরফলং । নেত্ররোগকর্তৃর্ধে ।

কুজস্তগোচরফলং । দিশতি নবমসংস্থঃ কাৰ্য্যপীড়ামতীব ।

বুধস্তগোচরফলং । করোতি মদনহিতো বহুবিধাঃ শরীরাপদং ।

ধর্ম্মগেহতীবমহতী শরীরপীড়া ।

শুক্লগোচরফলং । ষাৎশপ্তমমানসপীড়াম্ ।

শুক্লস্তগোচরফলং । ন শুভকরো মনমস্থিতশ্চ শুক্রঃ ।

শনের্গোচরফলং । শরীরপীড়াং নিধনেৎধ । ইত্যাদি ।

রাহোগোচরফলং । জন্মান্ত পঞ্চ-বহু-রক্ষ-নব-দ্বিসপ্ত ।

কেতোর্গোচরফলং । রোগপ্রবাসমরণাগ্নিভয়ং করোতি ।

শুপ্তশ্রেস পঞ্জিকাধৃত জ্যোতির্বিবচন ।

জ্যোতিষতত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্র ও রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ ।

বার সামবেদী, কোন পরিবার যজুর্বেদী, কোন পরিবার অথর্ববেদী ছিলেন (১১)। এই কারণে বৈদ্যাঙ্গিকে দৈব চিকিৎসা করিতে হইলে সেই সেই বেদোক্ত বিধানানুসারে তাহা করিতে হইত। পুণ্য শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, আৰ্য্যদিগের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিত। একরূপ অবস্থায় সর্বদাই যে তাঁহাদের শরীরে অজ্ঞাদি প্রবেশ করিত, এবং অজ্ঞ কর্তৃক শরীর ক্ষতবিক্ষত হইত ও আৰ্য্য-চিকিৎসকদিগকে সেই অজ্ঞ যে শল্যাদি উদ্ধাররূপ এবং শরীরে ব্রণাদি হইলেও তজ্জন্ম অজ্ঞচিকিৎসা করিতে হইত তাহা বলা বাহুল্য (১২)। এইপ্রকার চিকিৎসা করিতে হইলেই, কোন্ কোন্ অস্ত্রের আকৃতি কিপ্রকার? কোন্ অস্ত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহা কি প্রকারে বাহির হইবে, কোন্ অস্ত্রের ক্ষতই

(১১) স্বল্পপুণ্য বিবরণ খণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে ঋগ্বেদী, যজুর্বেদী, সামবেদী ও অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ আৰ্য্যদিগের মধ্যে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১২) “শ শল আশুগমনে ধাতুস্ত শল্যমিতরূপম্। তদ্বিধং শরীরমাগন্তকক। সর্বগরীরবাধকং শল্যং তত্র শরীররোমনখাদিধাতবোহন্নমলা দোষাশ্চ দুঃ। আগন্তুপি শরীরশল্যব্যতীরেকণ যাবন্তোভাবা হুঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহ-রেণু-বৃক্ষ-তৃণ-শৃঙ্গাশ্চিময়েষু, ইত্যাদি। ২৬অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা।

যত্রশস্ত্রপ্রবন্ধেষু যেন চোদ্ধিত্যেত ভিষক্।

স চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচ্যতে বৈজ্ঞান্যগমে ॥

নারাচবাণশূলান্ধৈভিন্নৈঃ কুন্তৈশ্চ তোমরৈঃ।

শিলাদিভিভিন্নগাত্রং তত্র স্তাদ্ যদি শল্যকম্।

তৎপ্রতীকারকরণং তচ্চ শল্যচিকিৎসিতম্ ॥” ১অ, সূত্রস্থান, হারীতসং।

শল্যং বিবিধমববদ্ধমনববদ্ধক। তত্র সমাসেনাববদ্ধশল্যোদ্ধারণার্থং পঞ্চদশহেতু-বন্ধ্যমঃ।

অণুভুক্তিতশল্যানি ছেদনীয়মুখানি চ।

অনির্ধ্যাত্যানি আনীয়াভূয়শ্ছেদ্যমুবদ্ধতঃ ॥

হন্তেনাপহর্তুমশক্যং বিমৃশ্য শস্ত্রেণ যস্ত্রেণ বাপহরেৎ।

ভবন্তি চাত্র।

শীতলেন জলেনৈব মূর্ছন্তমবসেচয়েৎ।

সংরুদ্ধেদশ মর্দ্যাণি মুহুরাশাসয়েচ্চ তম্ ॥ ইত্যাদি।

২৭অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা।

বা কিপ্রকার তৎসমুদয় জানিবার নিমিত্ত তৎকালের বৈদ্যাগিকে ধর্মুর্বেদও
যে পাঠ করিতে হইত তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তৎপরে নানাপ্রকার
মানস (উন্মাদ প্রভৃতি) ব্যাধির ঐশ্বিন্য়নিমিত্ত প্রাচীনকালের বৈদ্যাগকে
গান্ধর্ববেদ (সঙ্গীতবিদ্যাও) শিক্ষা করিতে হইত (১৩) ; এবং যে সকল
কর্ম্মজব্যাধির কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই নিবৃত্তি হইত না, তাহাদের
নিবৃত্তিজন্তু কর্ম্মবিপাক (পূর্বজন্মের দ্রুষ্টি) খণ্ডনের ও পুরুষকার অর্থাৎ

বক্রজুতির্ধ্যগুর্দ্ধাধঃ শল্যানাং পঞ্চাশতিঃ ।

... ..

শস্ত্রের বা বিশস্ত্রাদৌ ততো নিলোহিতং ত্রণম্ ।

কৃদ্ধা যুতেন সংশ্বেদ্য বক্রাং চাবিকমাদিশেৎ ॥” ইত্যাদি ।

২৮অ, সূত্রস্থান, বাগ্ভট ।

এই সমস্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থোক্ত শস্ত্রকৃত চিকিৎসা দেখ ।

(১৩) “মদয়ন্ত্যকাতা দোষা বস্মাহুস্মার্গমাস্রিতাঃ ।

মানসোহয়মতোব্যাদিকন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ ॥

... ..

মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে ॥ ইত্যাদি ।

... ..

উন্মাদেবু চ সর্কেবু কুর্ঘ্যচ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৬২অ, উত্তরতন্ত্র, সূত্রতসং ।

“ইষ্টদ্রব্যবিনাশায় মনো যস্তোপহন্ততে ।

তস্ত তৎসদৃশপ্রাপ্তিং শাস্ত্যাবাসৈঃ শমং নয়েৎ ॥

কামশোকভয়ক্ৰোধ হর্ষের্ধ্বালোভসম্ভবম্ ।

পরস্পরপ্রতিঘ্নৈরেতিরেব শমং নয়েৎ ॥” ১৪অ চিকিৎসাস্থান, চ সং ।

এখানে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ স্থলে সঙ্গীতও যে হিতপ্রদ তাহা
বলা বাহুল্য । অতএব ভাবার্থে উক্ত পীড়িতে সঙ্গীতের প্রয়োজন দেখা বাইতেছে ।

“ধুরিণাং গীতৈনৃ’ত্যাঐত্তস্ত্রাং নিজাং দিবা জরেৎ ।

যদা রাত্ৰৌ ন নিজা স্তাৎ তদা কুর্ঘ্যাদিমাং ক্রিয়াং ॥

১৬অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসংহিতা ।

বাদিত্রগীতানুলয়েরপূর্বক ঋষট্টনৈঋ’গুফলাবঘর্ষণৈঃ ।

আভিঃ ক্রিয়াভিশ্চ লকসংজ্ঞাঃ সানাহলালাবসন্শ বর্জাঃ ॥”

৪৬অ, উত্তরতন্ত্র, সূত্রতসংহিতা মূর্ছারোগ প্রতিবেধাধ্যায়ঃ ।

বর্তমান জন্মের ধর্ম্মাণ-জ্ঞানবল-বুদ্ধিকল্পের অন্ত্র প্রাচীনকালে বৈদ্যাদিগকে ঐ প্রকার রোগীকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশও প্রদান করিতে হইত (১৪)। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের চিকিৎসকদিগকে যে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থেই বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন দেখ, প্রাচীনকালের বৈদ্যাগণকে কত শাস্ত্র, কত বেদ জানিতে হইত? কত শাস্ত্রে কত বেদে কি প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে হইত? প্রাচীনকালের চিকিৎসাকাৰ্য্য কি প্রকার গুরুতর কার্য্য ছিল? এবং আধোরা উঠাকে কি প্রকার গুরুতর কার্য্য মনে করিতেন? আর আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে চরকসংহিতা প্রভৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে দেখাইয়াছি, বিদ্যাসমাপ্ত অর্থাৎ ষড়ঙ্গ চতুর্বেদ সহ আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, জ্যোতির্বেদ, গান্ধার্যবেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন না করিলে প্রাচীনকালের কেহই বৈদ্য (চিকিৎসক) হইতে পারেন নাই, তাহা সত্য কি না (১৫)?

(১৪) “ভূতং জরেন্দহিংসেচ্ছং জপহোমবলিরতৈঃ ।

তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ ॥ ১ ॥

অথ, ভূতচিকিৎসা, উত্তরস্থান, বাগ্ভট।

ত্রিবিধমৌষধমিতি । দৈবব্যাপাশ্রয়ঃ বুদ্ধিব্যাপাশ্রয়ঃ সত্ত্বাবজয়শ্চ । তত্র দৈবব্যাপাশ্রয়ঃ মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রায়শ্চিত্তোপবাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদি । বুদ্ধিব্যাপাশ্রয়ঃ পুনরাহারৌষধ্যত্রব্যাণাং বোজনা । সত্ত্বাবজয়ঃ পুনরহিতেভ্যোহর্থোভ্যো মনোবিনিগ্রহঃ ।”

১১অ, সুত্রস্থান, চরকসংহিতা ।

(১৫) পূর্বের বলা হইয়াছে যে, সকলেই সকল কার্য্যে পারগ হন না, এমতাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, অশ্বঠেরা সকলেই কি উক্ত প্রকারে বিদ্যাসমাপ্ত করিয়া বৈদ্য উপাধি লইতে সমর্থ হইতেন? উত্তর, কচিং হই একজন সমর্থ না হইলেও শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সংশিক্ষা এবং বংশের গুণে আর সকলেই এক্ষণে বৈদ্য হইতেন, একথা নিশ্চয়। ইহা সত্য না হইলে আমরা অশ্বঠদিগকে বৈদ্য বলিয়া আজও চিহ্নিত দেখিতাম না। আৰ্য্যদিগের মধ্যে প্রাচীন কালে গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদি-জাতিবিভাগ ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-পুত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইবার নিয়ম থাকিলেও আৰ্য্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির পুত্রগণের যে প্রকার ব্রাহ্মণাদির বিদ্যা ধর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার ও প্রতিপালনাদির বাধাধাধি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষাদি ও বংশের গুণে তাঁহারা বংশানুক্রমেও ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণ প্রভৃতিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং বুঝিতে হইবে যে, তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এত ভেদভাবেরও সৃষ্টি

যে কার্যে প্রাচীনকালে এত বিদ্যার প্রয়োজন হইত, যে কার্যে শান্তি স্বস্ত্যয়ন পূজা হোম বলি মন্ডল (কবচ) প্রভৃতি লম্বত ব্রাহ্মণের কার্য করিতে হইত, যে কার্য এমন গুরুতর, তাহা কিনা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের কার্য (বৃত্তি) ছিল না ; তাহা কিনা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে স্থগিত বৃত্তি । আজ কালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণেরা করিলে তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্রে সমস্ত মান করিতে হয় (১৬) । আমরা দেখি, প্রাচীন কালের যত চিকিৎসক সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন (১৭) । ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে যে বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি এবং বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ একজাতি ।

হইয়াছে । এ কথাও নিশ্চয় যে, বৃত্তিকে ঐ প্রকারে বংশানুগত করাতেই হিন্দুগণের মধ্যে এত অধিক জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে । ইহাকে স্বভাববিরুদ্ধ বলিলেও ভারতের স্বাধীন নরপতি-গণের সঙ্কেতে সময়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণাদির শিক্ষা-ও-শাস্ত্রবিধিপ্রতিপালনের অমুশান চলিয়া যায়, তখন হইতেই ইঁহারা গৈতুকন্ত-ও-ধর্মাদিলাভে অক্ষম হইয়া ক্রমে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই ভারতে প্রাচীনকালের গুণবৃত্ত বৈদ্য ব্রাহ্মণাদি যে এখন নাই তাহা বলা বাহুল্য ।

(১৬) “ব্রাহ্মণঃ ভিষজঃ দৃষ্ট্য সচেলং নানমাচরেৎ ॥ হিন্দুশাস্ত্র ।

(১৭) “অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে মুশ্রতো মতঃ ।

কলৌ বাগ্ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদিশ্ততে ॥

দেবানাঞ্চ বধা শত্ৰুস্তথাভ্রয়োহস্তি বৈদ্যকে ॥” পরিশিষ্ট অ, হারীতসং ।

—“উপীধেনব-বৈতরণীরত্র পৌকলাবত-করবীর্ষ্য-গোপুর-রক্ষিত-মুশ্রত-প্রভৃতয় উচুঃ ।”

১ অ, সূত্রহাস, মুশ্রত সংহিতা ।

চরকঃ মুশ্রতশ্চৈব বাগ্ভটশ্চ তথাপরে ।

মুখ্যাশ্চ সংহিতা বাচ্যাস্তিষ এব যুগে যুগে ॥

অগ্নিবৈশাচ ভেলশ্চ জাতুকর্ণঃ পরাশরঃ ।

হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ ষড়ৈতে স্বয়রজ্জ তে ॥ পরিশিষ্ট অ, হারীতসং ।

“আত্রেয়ো ভক্তকাল্যশ্চ শাকুন্তেয়স্তথৈব চ ।

পূর্ণাথ্যশ্চৈব যৌদগল্যো হিরণ্যাক্ষশ্চ কৌশিকঃ ॥

যঃ কুমারশিরানাম ভারদ্বাজঃ স চানঘঃ ।

ঐমদ্বার্ষ্যোবিদশ্চৈব রাজা মতিমতাং বরঃ ॥

নিমিচ্ছ রাজা বৈদেহো বড়িশশ্চ মহামতিঃ ।

কাঙ্কায়শ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিষজাবরঃ ॥” ২৬ অ, সূত্রহাস, চ লং ।

ভগবান্ মনু যে অষ্টকে চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করেন, তাহার অর্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। অতএব বুঝিতে হইবে, “ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নান-মাচরেৎ,” এই বচনের সৃষ্টি বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণপ্রচারের জন্য অতি অল্পকাল হইল হইরাছে।

একথা সত্য যে, আয়ুর্বেদীয় সূক্ষ্মতসংহিতার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন হিজবর্ণকে আয়ুর্বেদে উপনীত করিয়া, এবং উপন্যাত না করিয়া প্রণবমন্ত্রাদ-পরিভ্যাগপূর্বক শূদ্রকেও শিষ্য করিবার বিধি উক্ত হইরাছে (১৮) এবং মহর্ষি চরকও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন হিজবর্ণকেই আয়ুর্বেদে শিষ্যকরিবার বিধিপ্রদান করিয়াছেন (১৯)। ১৭টীকাধৃত গৌতমসংহিতার প্রমাণেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বৈদ্যবৃত্তির উল্লেখ দেখা যায়। এই সমস্ত প্রমাণ অবলম্বন করত আমাদের পূর্বের কথাগুলির অসারত্ব কেহ দেখাইতে পারেন।

“সংসৃষ্টিবিভাগপ্রোক্তানাং জ্যেষ্ঠস্ত সংসৃষ্টিনি প্রেতে অসংসৃষ্টিঞ্চ কথং বিভক্তং জপি ত্র্যমেব। স্ব-জিতং বৈদ্যোহবৈদ্যোভ্যাঃ কামং ভজেরন্। ইত্যাদি। ২৯অ, গৌতমসংহিতা।

গৌতমসংহিতার এই শ্লোক দ্বারা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্য থাক। (অর্থাৎ জ্ঞাতাদিগের মধ্যে একজন বৈদ্য, একজন অন্ত ব্যবসায়ী থাক।) সপ্রমাণ হইতেছে।

(১৮) “ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানামন্ততমমবর-বয়ঃ-শীল-শৌৰ্য্য-শৌচাচার-বিনয়-শক্তি বল-দেখাশক্তি-বৃত্তি-স্বত্তি-মতি-প্রতিপত্তিযুক্তং তন্মুক্তিহোষ্ঠদন্তাগ্রমুজুবক্রাঙ্কিনাসঃ প্রসন্নচিত্ত-বাক্-চেষ্টং ক্লেশহক্ ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। ইত্যাদি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জমুপনীত মধ্যাপয়েদিত্যেকো।” ২অ, সূত্রহান, সূক্ষ্মতসংহিতা।

(১৯) তন্ত্রায়ুর্বেদস্তাক্ষাণ্ট্যে। তদ্বথা—কার্যচিকিৎসা শালাক্যঃ শল্যহর্জুং বিবগর-বৈরাধিকপ্রশমনং ভূতবিদ্ধা কোষারভূত্যকং রসায়নানি বাজীকরণানি। স চাধ্যাতবে। ব্রাহ্মণ-রাজন্তবৈশ্যঃ।” ইত্যাদি। ৩০অ, সূত্রহান চরকসংহিতা।

“অধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষিত। তদ্বথা—প্রশান্ত-মার্গপ্রকৃতিকমক্ষুৎকর্ণাণমুজুচক্ষুঃস্বনাসাবাণঃ”। ইত্যাদি। উদয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেহহনি” ইত্যাদি। অশ্বিনময়িনিকাশে, ব্রাহ্মণসকাশে, ভিষকসকাশে চানুশিষ্যাঃ। ব্রহ্মচারিণা সূক্ষ্মধারিণা সত্যবাদিনা” ইত্যাদি।

“তমুপস্থিতমাজার সমে” শুচৌ দেশে প্রাক্ প্রবণে, ইত্যাদি। আশীঃসংপ্রযুক্তৈশ্বর্য-ব্রাহ্মণমগ্নিঃ ধবন্তরিং প্রজাপতিমধিনৌ ইন্দ্রমবীশং সূত্রকারানভিমন্ত্রয়মাণঃ, পূর্বং স্বাহেতি শিষ্যশ্চৈনমবারভেত হুহা চ এদক্ষিণমগ্নিমমুপরিফ্রামেত ততোহমুপরিফ্রাম্য ব্রাহ্মণান্ নশ্তি বাচয়েৎ, ভিষজশ্চাতিপূজয়েৎ।” ৮অ, বিমানহান, চরকসংহিতা।

আয়ুর্বেদীয় উক্ত উভয় সংহিতাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন শ্রেণীরই আয়ুর্বেদে উপনীত হওয়া, আয়ুর্বেদাধায়ন ও চিকিৎসাব্যবসায় করা যে উক্ত চইরাছে (২০) এবং গোতম স্মৃতিতে^১ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যে বৈদ্যা থাকা দেখা

(২০) “তত্রাহুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরান্নরক্ষার্থং রাজ্ঞৈর্বৃত্তার্থং বৈশ্যৈঃ সামান্ততো বা ধর্মার্থকামপ্রতিগ্রহার্থং সর্বৈঃ । ইত্যাদি ।

বা পুনরীশ্বরাণাং বহুমতাং বা সকাশাৎ সুখোপহারনিমিত্তা ভবত্যাখলবাব্যপ্তিরবেক্ষণঞ্চ যা চ অপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুবাদারক্ষ্যামোহস্তার্থঃ; যৎ পুনরন্তু বিদ্যগ্রহণং বশঃ-শরণ্যত্বং যা চ সন্মানশুশ্রূষা যচ্চেষ্টানাং বিষয়াণামারোগ্যমাধত্তে সোহন্তু কাম ইতি ।” •

৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা ।

“চিকিৎসিতস্ত সংশ্রুত্যা যো বা সংশ্রুত্যা মানবঃ ।

নোপাকরোতি বৈজ্ঞান্য নাস্তি তন্ত্বেহ নিষ্কৃতিঃ ॥

ভিষগপ্যাতুরান্ সর্কান্ স্বস্থতামিব যজ্ঞবান্ ।

আবাধেভ্যোহি সংরক্ষেদিচ্ছন্ ধর্মমুত্তমম্ ॥

ধর্মার্থকামার্থানাং আয়ুর্বেদো মহর্ষিভিঃ ।

প্রকাশিতোধর্মপরৈরিচ্ছন্তিঃ স্থানমক্ষরম্ ॥

নান্নাখং নাপি কামাখং অথ ভূতদয়াঃ প্রতি !

বর্ততে যঃ চিকিৎসায়াং ন সর্বমতিবর্ততে ॥

কুর্স্বতে যে তু বৃত্ত্যখং চিকিৎসা পূণ্যবিক্রমম্ ।

তে হিহা কাকনরাশিং পাণ্ডুরাশিমুণাসতে ॥” ১অ, চিকিৎসাস্থান চসং ॥

“অথ দ্বিতীয়াং ধনৈষণামাপদ্যন্তে । ইত্যাদি ।

তদ্ব্যথা—কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যারাজোপসেবাদীনি । যানি চাক্ষাত্তপি সতামগর্হিতানি কর্ম্মাণি রুত্তিপুষ্টিকরাণি—বিদ্যাং তাত্কারভেত কর্ত্ত্বং । তথা কুর্স্বন্ দীর্ঘজীবিতমমুৎসতঃ পুরুষো ভবতীতি । দ্বিতীয়া ধনৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি ।

১১অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা ।

“কাশীরাজং দিবোদাসং ধমন্তরির্মোপধেনব-বৈতরণৌরজ-পৌকলাবত-করবীর্ষ-গোপূর-রক্ষিত-হৃশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ । ভগবন্ । ইত্যাদি । তেষাং সুরৈষিণাং রোগোপশমার্থমঃশ্বনঃ প্রাণঘাতার্থঞ্চ প্রজাহিতহেতোরায়ুর্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিশ্যমানম্ ।”

•

১অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা ।

কচিক্কর্ষঃ কচিমেজী কচিদর্থঃ কচিদশঃ ।

কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিফলা ॥

যায়, তদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীনকালে চিকিৎসাব্যবসায় ব্রাহ্মণেরাও করিতেন এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যও করিতেন ও তদর্থেই ঋষিরাও আয়ুর্বেদপ্রচার করেন। অতএব একালের ষাঁহারা “ব্রাহ্মণঃ ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং ন্নানমাচরেৎ।” এই বচন পাঠকরত ব্রাহ্মণচিকিৎসকদিগকে দেখিবামাত্র ন্নানব্যবস্থা করেন ও চিকিৎসাব্যবসায় শূদ্রের, অশ্বঠেরা শূদ্র ইত্যাদি কথা বলেন, উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে তাঁহাদের কথা প্রাচীনকালের রীতি এবং ইতিহাসবিরুদ্ধই হইতেছে। এই অধ্যায়ের ১৮।১৯ টীকাধৃত চরক ও মুশ্রুতসংহিতার বচনে দেখা যায় যে, উহাতে আচাৰ্য্যপদে ভিষক্ ও ব্রাহ্মণ উভয় শব্দ প্রযুক্ত আছে। মুশ্রুত প্রথমে “ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ” বলিয়া পরে বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্ত্বমুহতি।” (২১) এই ব্রাহ্মণশব্দেরও ভিষগর্থ, যেহেতু আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসাব্যবসায়ী অর্থাৎ চিকিৎসকই ভিষক্‌দের বাচ্য। ভিষগ্‌ব্রাহ্মণব্যতীত অল্প ব্রাহ্মণের আয়ুর্বেদে শিষ্যকরিবার ও আয়ুর্বেদাধ্যয়নকরাইবার যে আধিকার নাই তাহা বলা বাহুল্য। চরকবচনেও ব্রাহ্মণ হইতে ভিষগ্‌দিগের সম্মান অধিক পরিবাক্ত হওয়াতে (২২) বুঝিতে হইবে, তানও ভিষগ্‌থেই আচাৰ্য্যপদে

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্ক্ৰীণাতি দুর্দ্রুতিঃ।

স যৎ কৰোতি মুকুতঃ তৎ সৰ্বং ভিষগমুতে ॥

ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই পরিস্ফুট হয়, স্থায়মতে চিকিৎসাব্যবসায় করা কোন মতেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই।

(২১) “ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্ত্বমুহতি। রাজস্মো দ্বয়স্ত বৈশ্মো বৈশ্বস্মৈ-বেতি। ২অ, মুদ্রস্থান, মুশ্রুতসংহিতা।

মুশ্রুতসংহিতায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও আয়ুর্বেদের অধ্যাপনাকরিবার এই উদার বিধি মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিবিরুদ্ধ, যেহেতু কোন ধর্মশাস্ত্রেই আপৎ ব্যতীত ঐরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইহা বলা যাইতে পারে, মুশ্রুতের এই বিধি আপদব্যতীত প্রাচীনকালের আর্ষসমাজে প্রবর্ত্তিত হইত না। আপদব্যতীত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণেরাই করিতেন। ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে অশ্বঠেরা ব্রাহ্মণজাতি, এবং অশ্বগ্‌ব্রাহ্মণদিগকে উপলক্ষ করিয়াই মুশ্রুত ও চরক ভিষক্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২২) “ততোহমুপরিগ্রামা ব্রাহ্মণান্‌ স্তুতি বাচয়েৎ। ভিষগ্‌চ্চাভিপূজয়েৎ।”

৮অ, বিমানস্থান, চরকসং।

ব্রাহ্মণশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। চরক ও সূশ্রুতসংহিতার পূর্ববর্তী (অর্থাৎ সভ্যযুগের ধর্মশাস্ত্র) মনুসংহিতার প্রমাণ দ্বারা যখন চিকিৎসাকর্ম্য অর্থে অশ্বষ্ঠেরা ভিষক্, বৈদ্যা ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইবে (২৩) তখন চরক আর সূশ্রুতসংহিতার কথিত উক্ত ভিষক্ শব্দের অর্থে অশ্বষ্ঠকেই বুঝিতে হইবে। যদি চরক আর সূশ্রুতসংহিতার বিধি-ও-ইতিহাসানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণই প্রাচীনকালে ভিষক্ ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে মনুসংহিতা প্রভৃতির বিধি ও ইতিহাসানুসারে অশ্বষ্ঠগণও অতি প্রাচীনকালেই ভিষক্ ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সূশ্রুতসংহিতার, “শিষোপনয়নীয়” অধ্যায়ের,—

“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাশ্রমতমমম্বয়-বয়ঃ শীল-শৌচাচার-বিনয়,” ইত্যাদি বচনের টীকায় উল্লিখিতার্থ্য বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণাদিষু মধ্যে অশ্রুতমং একতমম্ অম্বয়াদিযুক্তং । অত্র অম্বয়ম্ আবুর্বেদাদ্যায়ি কুলং ।”

চরকসংহিতার রোগভিষগ্বিজীতীয় অধ্যায়ের অধ্যাপনা বিধির “তদ্বিদ্যা-

মৃত্যুব্যাধিজরানশ্রোঃ দুঃখপ্রায়ৈঃ সুখানিভিঃ ।

কিং পুনর্ভিষজো সর্কৈঃ পূজ্যঃ স্থানতিশক্তিঃ ॥

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো দ্বিজাতিঃ শাস্ত্রপ্রারগঃ ।

প্রাণিভিত্তক্ৰবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচায্যঃ স হি স্মৃতঃ ॥”

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং ।

(২৩) “সূতানামম্বসারথ্যমম্বস্তানাং চিকিৎসিতম্ ।

বৈদেহকানাং স্ত্রীকাযাং মাগধানাং বর্ণিকপথঃ ॥ ৪৭ ॥” ১০অ, মনুসং ।

“ঋত্বিক্ পুরোহিতাচাৰ্য্যাস্থাতুলাতিথিসংশ্রিতৈঃ ।

বালবৃদ্ধাতুরৈর্কৈদৈজ্ঞাতিসম্বন্ধবাকৈঃ ॥ ১৭৯ ॥” ৪অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“বৈদ্যা বিদ্যাংসো ভিষজো বা ।” মেধাতিথি ।

উক্ত ১০ অধ্যায়ের মনুসংহিতা দেখা যায় যে, মনু অশ্বষ্ঠদিগকেই চিকিৎসক বলিয়াছেন । চিকিৎসারূপে বলিলেই যে চিকিৎসক বলা হয় একথা আমরা পূর্বেও অনেক বার বলিয়াছি । চিকিৎসক আর বৈদ্য এক কথাই, হুতরাং উক্ত চতুর্থাধ্যায়ের ১৭৯ গ্লোকে বৈদ্য শব্দ যে অশ্বষ্ঠবাচক, উক্ত ১০ অধ্যায়ের ৪৭ গ্লোকে অশ্বষ্ঠের চিকিৎসারূপে বর্ণিতে তাহাই উক্ত হইতেছে ।

কুলজং” ও “তদ্বিদ্যবৃত্তং” টীকাকারেরা এই দুই বাক্যেরও আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুলজ, আয়ুর্বেদব্যবসায়িকুলে জাত,—অর্থ করাতে বুঝিতে হইবে তাঁহারাও তদর্থে ব্রাহ্মণের মধ্যে অষ্টমকেই ধরিয়া (২৪) লইয়াছেন, যেহেতু মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসানুসারে জানিতে পারা যায়, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের মধ্যে একমাত্র অষ্টমবংশই আয়ুর্বেদাধ্যায়ী ও আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ী কুল। যদি বল, মহর্ষি চরক ও সুশ্রুত স্পষ্টতঃ অষ্টম না বলিয়া ওরূপ করিয়া বলিয়াছেন কেন? উত্তর—তৎকালে অষ্টম জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে উক্ত না হইলেও তাঁহারা যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির মধ্যেও আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল বলিলেন, তখন অষ্টমকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া অষ্টম বলিতে পারেন না, কারণ অষ্টম তখন স্বতন্ত্র কোন জাতি নহে। যাহা হউক, সুশ্রুত ও চরকসংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে আয়ুর্বেদে শিষ্য

(২৪) “অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্যঃ—শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত ॥” ১৪ ॥ ইত্যাদি। ১৫.১৬ শ্লোক দেখ। উদারসত্ত্বঃ তদ্বিদ্যকুলজমপবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তদ্বাভিনিবেশিনঃ ॥ ১৭ ॥”

গঙ্গাধরকবিরাজ প্রকাশিত। ৮অ, বিমানস্থান, চরকসং।

টীকা—“উদারসত্ত্বঃ মনস উদাৰ্য্যঃ মহত্ত্বঃ যন্ত তং তদ্বিদ্যকুলজঃ তদায়ুর্বেদীয়তত্ত্বব্যবসায়িনাং কুলে জাতমপবা তদ্বিদ্যবৃত্তং তদ্বিন্ তস্মৈ অধীতে জায়তে যা বিদ্যা সা বিদ্যা যন্ত স তদ্বিদ্যন্তেন বৃত্তং উপাঙ্কিতার্থেনাবর্ত্তয়ন্তং তদ্বাভিনিবেশিনঃ যথার্থেহভিনিবেশো ন্যূন্যর্থো বহুথার্থঃ।” ইত্যাদি। গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন কবিরাজকৃত জরকল্পতরু টীকা।

টীকা—“তদ্বিদ্যবৃত্তমিত্যায়ুর্বেদজ্ঞানপরম্।” চক্রপাণিদত্ত কৃত।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ প্রকাশিত)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত চরকসংহিতা দেখ।

উক্ত চরকবচনের অর্থবাশদগ্রহণকরত কেহ বলিতে পারেন যে, অর্থবাশদ দ্বারা মহর্ষি চরক তদ্বিদ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত এই উভয় বাক্যকে পৃথক্ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তদ্বিদ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত বলিতে একমাত্র অষ্টমকেই বুঝাইবে, যেহেতু প্রাচীন কালে তাঁহারা আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল ও তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন। বংশপরম্পরা অল্প কোন বংশই যে আয়ুর্বেদাধ্যায়ন ও তদ্ব্যবসায় করিতেন একরূপ বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। প্রথমে আর্থ্য-প্রকৃতি ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে উপলক্ষ করত শেষ তাহা হইতে উদ্ভূতমপক্ষে অর্থবাশদ দ্বারা তদ্বিদ্যকুলজ ও তদ্বিদ্যবৃত্ত এই দুই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

করিবার বিধি (২৫) ও তাঁহাদের মধ্যে আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল থাকা প্রকাশ থাকিলেও তাঁহারা যে ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল নহেন, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র দ্বারাই পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে । আয়ুর্বেদপাঠকরা ও চিকিৎসাব্যবসায়করা স্বর্ণিত কার্য্য নহে, সুতরাং প্রাচীন কালে তাহা দ্বিজাতিমাত্রেই বিশেষ কারণে করিলেও (২৬) ধর্মশাস্ত্রের বিধি ও ইতিহাস দ্বারা ব্যক্ত হয় যে অশ্বঠেরাই উহা বিশেষরূপে করিতেন অর্থাৎ তাঁহারাই উক্ত

(২৫) ১৮১৯ টীকা দেখ ।

এস্থলে স্মৃতিসংহিতা ও চরকসংহিতা দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল বলিয়া একটি বংশ ছিল এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের মন্ডির সহিত ইহার ত্রিক্য করিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুলই অশ্বঠ । এমতাবস্থায় প্রমাণ হইতেছে, অশ্বঠ প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণজাতি । মনুসংহিতা প্রভৃতিতে দৈবাৎ বা অল্প কোন সামান্যিক অহুবিধাহেতু ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গুরুর নিকট বেদাধ্যয়নকরিবার বিধি আছে, এবং মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ও অন্ত্যস্ত্র সংহিতায়ও আপেক্ষিক কালে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিবার বিধিও রহিয়াছে । এমতাবস্থায় বৈদ্যবৃত্তি যে অনাপদেও কচিং কচিং আর্থেরা অবলম্বন সকলেই করিতেন তাহা বলা বাহুল্য । বৈদ্যবৃত্তি অশ্বঠ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রীয় বৃত্তি হওয়াতে উহা কাহারও সম্বন্ধে নীচবৃত্তি নহে ।

“পুরাণঃ মানবো ধর্মঃ সাক্ষো বেদশিকিৎসিতম্ ।

আজ্ঞাসিদ্ধানি চছারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ মনুসংহিতা ১ অধ্যায়

. ১শ্লোকের কুল্লুকভট্ট টীকাধৃত মহাভারত বচন ।

“অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা স্ত্রায়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাং হোতাশ্চতুর্দশঃ ॥ ২৮ ॥

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গাকর্ব্বশ্চৈত তে ত্রয়ঃ ।

অর্শশাস্ত্রং চতুর্থং বিদ্যাং হৃষ্টাদশৈব তু ॥ ২৯ ॥”

৬অ, ৩ অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।

এই সকল প্রমাণে প্রকাশ যে, আয়ুর্বেদ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় । সুতরাং অশ্বঠের প্রতি বিশেষ বিধি থাকিলেও অন্তের উহা পাঠ অসম্ভব নহে । অতএব অন্তে পাঠ করিলেই যে আয়ুর্বেদবৃত্তি অবলম্বন করিতেন ইহা প্রমাণ হয় না ।

(২৬) “তত্রানুগ্রহাখং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাশ্রয়ক্ষাখং রাজ্ঞৈরুত্তর্য্যখং বৈশ্বেঃ সামান্ততো ধর্ম্মার্থকামপ্রতিগ্রহাখং সর্কৈঃ ।” ৩০অ, সূত্রহান, চরকসং ।

বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমনতাবস্থায় পরিস্ফুট হয় যে, প্রাচীনকালের বৈদ্য, অষ্ট শিষ্য পাইলে আর অষ্ট শিষ্য করিতেন না। অষ্টাষ্ট বংশীয়েরা আয়ুর্বেদ পাঠ ও চিকিৎসাব্যবসায় করিলেও ধর্মশাস্ত্রানুসারে উহা তাঁহাদিগের পরধর্ম (বৃদ্ধি) হওয়াতে এবং তাঁহারা চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে না পারাতে বুঝিতে হইবে, আয়ুর্বেদ তাঁহাদিগের মধ্যে বংশানুক্রমে অধিক দিন প্রচলিত ছিল না, তাহা থাকিলে, “বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে,” এই ব্যাস বাক্যের সার্থকতাসম্পাদনের জন্ত আমরা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত অষ্টকে যেমন অধুনা বৈদ্য বলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতিক্রমে দেখিতেছি, সেই প্রকার তাঁহাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যজাতি (শ্রেণী) রূপে দেখিতে পাইতাম (২৭)।

মহাসংহিতায় অষ্টের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস রহিয়াছে কিন্তু উক্ত চরকবচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে দেখিয়া অষ্টের ব্রাহ্মণত্ব বিষয়ে কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিতান্তই মূলশূন্য কারণ, চরক যখন উক্ত বচনের শেষার্ধ্বে ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৃত্তিনিমিত্তক চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন তখন ব্রাহ্মণ প্রাণিদিগের প্রতি বিশেষ দয়াপূর্ণ হৃদয়ে (দয়াপরবশ হইয়া) চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন, ইহাই চরকের অভিপ্রায়। যমু যে অষ্টদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন তাহাতে এই বিধি নাই একথা বলা যায় না। আর একটা কথা এই যে, এই পুস্তকে বহুতর প্রাচীন গ্রন্থের ইতিহাস ও বিধি দ্বারা অষ্টের ব্রাহ্মণজাতিই সপ্রমাণ হইতেছে, তাহাতে বৃত্তিনিমিত্তক ব্রাহ্মণ চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন না, একমাত্র অনুগ্রহার্থই করিবেন, ইহাও যদি চরকের ঐ বচনের অর্থ হইত তাহাতেও স্থায়ীভাবে অষ্টের ব্রাহ্মণজাতিত্বকে কাহারও সন্দেহচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। বরং উহাকে ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ মত মনে করা কর্তব্য।

(২৭) “ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মিদিং জগৎ।

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কৰ্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ ॥”

গোড়ে ব্রাহ্মণস্থত স্বর্গধণ্ড, পদ্মপুরাণ বচন।

“চাতুর্ভূষণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

ভক্ত্য কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্যাকৰ্ত্তারমব্যয়ম্ ॥” ৪৬, ভগবদ্গীতা।

“সর্বাসামেব জাতানাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।

বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পথ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে ॥”

চন্দ্রপ্রভা বৈদ্যকুলপঞ্জিকাযুক্ত ব্যাস বচন।

উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহার দ্বারাও একথা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে অশ্বঠগণই আয়ুর্বেদে বিশেষ ব্যাপস ছিলেন, সুতরাং আয়ুর্বেদাচার্যের মধ্যেও তাঁহারাষ্ট প্রধান ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এমতাবস্থায় বর্ণিতে হইল, প্রাচীনকালে যাহারা আয়ুর্বেদপাঠ করিতেন তাঁহারা অশ্বঠাচার্যাদিগের নিকট উপনীত হইয়াই অধ্যয়নাদি করিতেন। কোন কারণবশতঃ অশ্বঠাচার্য্য না পাওয়া গেলে যে অন্তের নিকট আয়ুর্বেদপাঠ করিতেন তাহা বলা বাহুল্য (২৮)। চরক ও সূত্রসংহিতার অধ্যাপনাবিধির আচার্য্য, ভিষক ও ব্রাহ্মণ শব্দে যে অশ্বঠাচার্য্যকে বুঝায় তাহাও পূর্বে সপ্রমাণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা সাবাস্ত হয় যে, প্রাচীন কালে অশ্বঠগণ ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন ; ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে

এই সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ভারতের জাতিভেদ সৃষ্টি বৃত্তি দ্বারা হইয়াছে এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথক পৃথক গুণ (ক্ৰমতা) দেখিয়া তাহাদিগকে পৃথক পৃথক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ভারতীয়দিগের উন্নতির সহিত ব্যবসায়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইয়াছিল, ভারতের জাতিসংখ্যাও ততই বাড়িয়াছে। এই হেতুতে প্রাচীন ভারতের চারি জাতির স্থলে ৩৬ জাতিরও অধিক আজ কাল আমরা দেখিতেছি। অশ্বঠের মত অশু কাহারও যদি চিকিৎসা চিরবৃত্তি হইত তবে আরও বৈজ্ঞানিক জাতি আমরা দেখিতে পাইতাম।

(২৮) “আয়ুর্বেদকৃতাত্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।

অধ্যয়নমধ্যাপনং চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকং ॥”

ব্রহ্মপুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় বৈদ্যের লক্ষণ।

বৈদ্যের এই শ্লোকটী সূদীর্ঘকাল হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন, উক্ত বচনে বৈদ্যের যে কয়টি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কালে অশ্বঠরাই আয়ুর্বেদাধ্যাপক ছিলেন, নতুবা বৈদ্যের উক্ত লক্ষণকে প্রলাপোক্তি মনে করিতে হয়। “বৈদ্যশব্দের অর্থ” অধ্যায়ে

“আয়ুর্বেদকৃতাত্যাসঃ শাস্ত্রজঃ প্রিয়দর্শনঃ।

আর্য্যশীলঙগোপেত এব বৈজ্ঞান্য বিধীয়তে ॥”

এই যে চাণক্য শ্লোক উক্ত করা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত বৈদ্যের লক্ষণবিষয়ক বচনের এক্ষা দেখা যায়, সুতরাং চাণক্যগণিতের সমকালেও যে বৈদ্যরাই (অশ্বঠাচার্য্যরাই) আয়ুর্বেদাচার্য্য ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে, এবং বর্তমান সময়েরও অশ্বঠরাই আয়ুর্বেদাধ্যাপক।

আয়ুর্বেদে উপনীত ও শিষ্য (অধ্যাপনাদি) করিবার অধিকার আর কোন্ জাতির আছে? অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণজাতি তাহা “অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে। অতএব চরক ও মুশ্রুতসংহিতার আয়ুর্বেদাচার্য্যকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে তাহা অর্থার্থে, এই কথা বলিতে জ্ঞান ও প্রাচীন ইতিহাসানুসারে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না ।

আয়ুর্বেদীয় চরকসংহিতা ও মুশ্রুতসংহিতায় উপরি উক্ত আয়ুর্বেদে উপনয়ন-বিধি দ্বারা এবং মুশ্রুতসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণাদি বিজগণ প্রথম উপনীত হইয়া ঋক্ বজ্জু ও সামাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদের পুনরায় আয়ুর্বেদে উপনীত হইতে হইত (২৯) ; ইহাতে অজ্ঞাত বেদ হইতে আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় (৩০) । পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে চরকোক্ত “বিদ্যাসমাপ্তৌ” ইত্যাদি

(২৯) “অথাতঃ শিষ্যোপনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্তামঃ ।

ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈজ্ঞান্যামন্ততমমবয়বঃশীলশৌর্ধ্যাশৌচাচারবিনয়শক্তিবল” ইত্যাদি । “অথো-বাচ ভগবান্ ধনুত্তরিরিতি” ইত্যাদি । শিষ্যোপনীয়মিতি উপনয়নং দীক্ষা । তদধিকৃত্য কুতোহধ্যায়ঃ শিষ্যোপনীয়ন্তঃ তথা । অস্তে তু উপনয়নায়ান্নব্রূনর্থকরণং । যত্বেপি ব্রাহ্মণা দয়ঃ প্রাপ্তপনীতাঃ তথাপি আয়ুর্বেদপঠনারম্ভে পুনরুপনয়নং । ঋগ্ বজ্জুঃ সামানি অধীত্যা অর্থ-করণম্ভে পুনরুপনয়নং ধনুর্বেদারম্ভে চ । তদ্বদত্রাপি । ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈজ্ঞান্যামন্তিত্যাদি ।”

(নিবন্ধসংগ্রহ) ভট্টনারায়ণকৃত টীকা । ২৯, মুশ্রুতসংহিতা ।

“অথ অধ্যাপনবিধিঃ । অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষিতঃ । তদধ্যা..... । উদগয়নে গুরুপক্ষে প্রশস্তেহহনি..... । অথৈনমগ্নিসকাশে ভিষক্ সকাশে চামুশিষ্যঃ । ইত্যাদি । ৮৯, বিমানস্থান, চরকসংহিতা ।

উক্ত চরকবচন তদুক্ত উপনয়নবিধির সংক্ষিপ্ত মাত্র । ঐ স্থলে ভিষক্ হইবার ইচ্ছুক ব্যক্তিকে শাস্ত্রে পরীক্ষাকরিবার উপদেশ দেওয়াতেই বুঝিতে হইবে আয়ুর্বেদপাঠের পূর্বেই ঐ ব্যক্তির অজ্ঞাত বেদপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পর আবার আচার্য্যকে পরীক্ষাকরিবার উপদেশও আছে । অজ্ঞাত বেদে জ্ঞান না জন্মিলে এসকল ক্ষমতা তাহাতে সম্ভবে না । অতএব প্রাচীনকালে অজ্ঞাত বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই আয়ুর্বেদ পড়িতেন তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা গেল ।

(৩০) আধার্য্যাবঃ যজুর্ভিষক্ ঋগ্ভির্হোমং তথা মুনিঃ ।

ঔলপাত্ৰ সামভিষক্ ব্রহ্মত্বকাপাথর্কভিঃ ॥ ১২ ॥

বচন যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আয়ুর্কর্ষেদেরই যে প্রাচীনকালে অধিক সম্মান ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, এবং পূর্বে আমরা যে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্কর্ষদাধায়ন করিয়া বিদ্যাসমাপ্ত না করিলে বৈদ্যহত্বে রীতি প্রাচীনকালে ছিল না, উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে তাহাও সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। আর এ অধ্যায়েও অষ্টগণই আয়ুর্কর্ষেদের বিশেষ পারগ ছিলেন সাবাস্ত হওয়াতে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা যে বলিয়াছি, অষ্টগণেরাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সমুদায় বেদ সহ আয়ুর্কর্ষদাধায়ন করত বৈদ্য উপাধি লাভ করেন সে কথাও মিথ্যা নহে। যদি বল প্রাচীনকালে অষ্টগণেরাশ্রেষ্ঠ আয়ুর্কর্ষদজ্ঞ (বৈদ্য) ছিলেন, তাহা হইলে সূত্র গ্রন্থের বক্তা ধন্বন্তরি (দিবোদাস) কৃত্রিম কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, অষ্টগণ প্রাচীন কালে আয়ুর্কর্ষেদের বিশেষ পারগ ছিলেন বলাতে তাঁহাদের মধ্যে কেহই তৎকালে অমুগ্নত ছিলেন না, একথা বলা হয় নাই। আয়ুর্কর্ষদশাস্ত্রে (চরকসংহিতা দেখ) বৈদ্যের যথেষ্ট নিন্দা থাকায় বুঝিতে হইবে, অষ্টগণের মধ্যেও পূর্বকালে

ততঃ স ঋচমৃকৃত্য ঋথেদং কৃতবান্ মুনিঃ ।

যজুর্বি চ যজুর্কর্ষদং নামবেদক সামভিঃ ॥ ১৩ ॥

রাজস্বধর্ষবেদেন সর্বকর্ষাণি স প্রভুঃ ।

কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মজ্ঞঃ যথা স্থিতিঃ ॥ ১৪ ॥ ৪অ, ৩অং বিষ্ণুপুরাণ ।

“তত্র ভিষজ্ঞা পৃষ্ঠেনৈবকতুর্গামুক্‌সামযজুরধর্ষবেদানামান্ননোহধর্ষক্‌দে ভক্তিরাদেজ্ঞা বেদো-
হধর্ষক্‌গঃ স্বস্ত্যয়ন-বলি-মঙ্গল-হোম-নিয়ম-প্রারম্ভিতোপবাস-মন্ত্রাদি-পরিগ্রহণাচ্চিকিৎসাঃ প্রা-
চিকিৎসা চায়ুষো হিতায়োপদিশ্যতে..... তদা আয়ুর্কর্ষদ যত আয়ুর্কর্ষদঃ ।”

ইত্যাদি। ৩অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

“ইহ খদ্যায়ুর্কর্ষেদো নাম যজুপাদমধর্ষবেদস্তানুৎপাদৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রক
কৃতবান্ ঋষভুঃ ।” ৩অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা।

উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকভলিতে অস্তান্ত বেদ হইতে অধর্ষবেদেরই শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ
পাইতেছে। চরক ও সূত্রতসংহিতার বচনে প্রকাশ আয়ুর্কর্ষেদ অধর্ষবেদেরই অঙ্গবিশেষ।
প্রাচীনকালে যেমন অস্তান্ত বেদ হইতে অধর্ষবেদের মাত্র অধিক ছিল, তেমনি তদন্তর্গত
বলিয়া তৎকালে আয়ুর্কর্ষেদেরও অস্তান্ত বেদ হইতে মাত্র অধিক ছিল বুঝিতে হইবে। এই
कारणे अस्तान्त वेद पाठ करिण प्रचीनकाले अधर्षवेद-ও आयुर्कर्वेद-पाठकाले पुनरुपनीत
हैवार नियम ছিল।

অনেক নিম্নিত অর্থাৎ মূর্ণ বৈদ্য ছিলেন (৩১)। যখন ক্ষত্রিয়গণেরও আয়ুর্বেদ পাঠের ইতিহাস চরক, সুশ্রুতলংহিতাতে উক্ত আছে, তখন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ধনুস্তরির শ্রেষ্ঠ বৈদ্য হওয়াও আমরা অসম্ভব মনে করি না। বিশেষ উক্ত ধনুস্তরির ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি স্বর্গবৈদ্য ধনুস্তরির অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ (৩২)। তজ্জন্তই সুশ্রুত প্রভৃতি কীহাংর নিকট আয়ুর্বেদ শ্রবণ করেন।

(৩১) "পাণিচারাক্ষধা চক্ষুরজ্ঞানাত্তীতভীতবৎ ।

নৌমাক্তবশে রাজো ভিষক্ চরতি কর্ণহ ॥

যদৃচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য নিমতায়ুধাং ।

ভিষজ্ঞানী নিহন্ত্যাপ্ত শতান্তনিয়তায়ুধাং ॥ ৯অ, সুব্রহ্মন; চরকসং ।

—“ভবন্ত্যগ্নিবেশ । প্রাণানামভিসরা হস্তারো রোগাণমিতি । অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হস্তারঃ প্রাণিনামিতি । ভিষক্ছদ্রপ্রতিচ্ছরাঃ কণ্টকা ভূতলোকস্ত প্রতি-
রূপিকসহধর্ম্মাণো রাজাঃ প্রমাদাক্করন্তি রাষ্ট্রাণি তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানমত্যাং বৈদ্য-
বেশেন প্রাচ্যমানাঃ ।” ইত্যাদি । ২৯অ, সুব্রহ্মন, চরকসংহিতা ।

৩০অ, „ „ অজ্ঞ বৈদ্য দেখ ।

“কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রাসী স্বয়মাগতঃ ।

পঞ্চবৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধনুস্তরিসমা যদি ॥”

আয়ুর্বেদশাস্ত্র, ভৈষজ্যরত্নাবলী ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশভূত

(৩২) একদা দেবরাজস্ত দৃষ্টিনিপতিতা ভূবি ।

তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥

তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্ত ব্যাধ্যা পরিপীড়িতম্ ।

দয়ার্জহৃদয়ঃ শকো ধনুস্তরিমুবাচ হ ॥

ধনুস্তরে সুরশ্রেষ্ঠঃ ভগবন্ কিঞ্চিচ্চ্যতে ।

ষোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারণরোভব ॥

উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতঃ পুরা ।

ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিভূরভূমৎশ্রাদ্ধিরূপবান্ ॥

তস্মাৎ পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপোভব ।

প্রতিকারায় রোগাণামায়ুর্বেদং প্রকাশয় ॥

ইত্যুক্ত্বা হরশাদ্বীলঃ সর্ষভূতে হিতেচ্ছর্য্য ।

সমস্তমায়ুযোবেদং ধনুস্তরিমুপাদিশৎ ॥

স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার ধ্বন্তরিকে আমরা পরবর্তী অধ্যায়বিশেষে অর্ঘ্য যথিব ।
অতএব ঋষিগণ আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ শ্রবণ করিয়াছিলেন,
তাহাতে (শ্রবণকালে) দিবোদাসকে আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার অর্ঘ্যই যেন
করিয়াছিলেন । আমাদেরও বিশ্বাস দিবোদাস একজন ক্ষণজন্মা মনুষ্য ও
সকল ক্ষণেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়নিবন্ধন যুদ্ধাদিতে ক্ষত
ও রাগবিক্ত ব্যক্তির শল্যোদ্ধার চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাহা
হইতেই অঙ্গচিকিৎসা প্রধান অষ্টাঙ্গায়ুর্বেদের (সূত্রতসংহিতার) সৃষ্টি হয় ।
তাঁহার ধ্বন্তরিনামের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা এই কথা বলি-
লাম (৩৩) । যাহা হউক ধ্বন্তরি আয়ুর্বেদরাস্যসী ছিলেন না । তিনি
নৃপতি, অথচ আয়ুর্বেদজ্ঞমাত্র । তিনি স্বর্গবৈদ্য ধ্বন্তরির অবতার জন্ত
তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইত, এবং তিনি বানপ্রস্থাপ্রমে আয়ুর্বেদ বলেন (৩৪) ।

অধোত্য চায়ুষো বৈদমিত্রাঙ্কধ্বন্তরিঃ পুরা ।

আগত্য পৃথিবীঃ কাষ্ঠাঃ জাতো বাহুজবৈশ্বনি ॥

নাম্না তু সৌভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্রিতৌ ।

বালএব বিরক্তোহভূচ্চচার স্তবহস্তপঃ ॥

যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাষ্ঠামকরোদ্গম্ ॥

ততো ধ্বন্তরির্লোকো কাশীরাজোহন্তিধীরতে ॥” ইত্যাদি ।

ধ্বন্তরি প্রাহুর্ভাব, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৩৩) “ধ্বন্তরিমিতি ধনুঃ শল্যশাস্ত্রং তস্ত অন্তঃ পারম্ এতি গচ্ছতীতি ধ্বন্তরিস্তং ।
অপর্য ব্যুৎপত্তিবিস্তরভয়া লিখিতা ।” ১অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতার

উল্লানচাধ্যাকৃত নিবন্ধসংগ্রহ টীকা ।

“ধ্বন্তরি—(ধনু—অন্ত—খ গমন করা + ই—ক । ইনি সমুদ্রমস্থান কালে তাহা হইতে
উদ্ধৃত হইয়াছিলেন । সং পুং দেবচিকিৎসক । শিং—১ “অয়ং হি ধ্বন্তরি-
রাদিদেবো জরারুজামৃতাহরো নরাণাম্ ।.....কাশীরাজ, দিবোদাস ।”

১৭৫৭৬ পৃষ্ঠা প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

৩৪) “বিশ্বামিত্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং সূত্রতমুক্তবান্ ।

বৎস বারাহসীং গচ্ছ স্বং বিধেখরবলভাম্ ॥

তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোহন্তি বাহুজঃ ।

স হি ধ্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্বেদবিদ্যাং বরঃ ॥ ইত্যাদি ।

অশ্বঠের চিকিৎসাবৃত্তি, মহর্ষি উশনাও বলিয়াছেন (৩৫) কিন্তু তাঁহার মতে অষ্টাঙ্গানুর্বেদীয় (অর্থাৎ ধন্বন্তরি কথিত সূত্রতসংহিতার মতাবলম্বী) চিকিৎসক সূর্য ভিষক (৩৬) । সূত্রতসংহিতা ও চরকসংহিতা এই দুই প্রাচীন চিকিৎসা-

গিতুর্ধচনমাকর্গ্য সূত্রতং কাশিকাং গতঃ ।

তেন সার্ব্বং সমধোতুং মুনিহ্মশতং ষর্যো ॥

অথ ধন্বন্তরিঃ সর্কে বানপ্রস্থাপ্রমে স্থিতঃ ।" ইত্যাদি ।

সূত্রতসংহিতা প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৩৫) "বৈজ্ঞান্যং বিধিবদ্বিপ্রাজ্ঞাতোহশ্বঠ উচ্যতে ।

কুয্যাজীবো ভবেত্তস্ত তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ।

ঋজিনী জীবিকাচৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ ॥"

অশ্বঠদীপিকাধৃত, উশনাঃ সংহিতা ।

(৩৬) "বিধিনা ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তো নৃপায়ান্ত সূত্রতকঃ ।

জাতঃ সূর্য ইত্যুতঃ সোহমুলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ ॥

কস্মদ্বর্ণক্রিয়াঃ কুর্বন্ নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াম্ ।

অশ্বরথং হস্তিনং বা বাহয়েষা নৃপাজ্ঞয়া ।

সৈন্যপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্ধ্যাজ্জীবন্তু বৃত্তিষু ॥

নৃপায়ং বিপ্রতশ্চৌর্যাং যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ ।

অভিষিক্তনৃপশ্চেতৈঃ পরিপাল্যেত বৈদ্যকম্ ॥

আনুর্বেদমখাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্মমাচরেৎ ।

নৃপায়ং বিধিনা বিপ্রাজ্ঞাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ ॥" বহু খণ্ড নব্যভারত

ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত উশনাঃ সংহিতা বচন ।

মহর্ষি উশনার কথিত সূর্য ভিষক ও নৃপ, ইহাদের উৎপত্তিগত কোন প্রভেদ দেখা যায় না । ভিষকের উৎপত্তিতে যে একটু প্রাধান্য (পার্থক্য) দেখা যায় তাহা সামান্যমাত্র । তাহাতে ভিষক অবিধিকৃত একথা বলা যাইতে পারে না কারণ বর্তমান কালেও চুরি করিয়া কষ্টা লইয়া অনেকেই বিবাহ করিয়া থাকেন । সূত্রত উক্ত সূর্য ভিষক আর নৃপ একই জ্ঞেয়র মনুষ্য হইতেছেন । মূর্দ্ধাভিষিক্তের উৎপত্তির সহিত ইহাদের উৎপত্তির কোন প্রভেদ নাই । যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় মূর্দ্ধাভিষিক্তের যে সকল বৃত্তি উক্ত আছে, উশনাও সূর্যের তৎসমুদয় বৃত্তিই কীর্তন করিয়াছেন । মূর্দ্ধাভিষিক্ত যে ব্রাহ্মণ তাহা অশ্বত্থব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে । আমাদের বোধ হইতেছে যে কোন কোন প্রদেশের মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল বৃত্তিহেতু সূর্য ভিষক ও নৃপ নামে বিখ্যাত হন । যাজ্ঞবল্ক্যও সেই জন্ত মূর্দ্ধাভিষিক্তের ঐ সকল বৃত্তি বলিয়াছেন ও উশনাও তাঁহাদেরই ইতিহাস বলিয়াছেন ।

শাস্ত্রের বিভিন্ন মতানুসারে সেকালের বৈদাগণও যে ছই ভাগে বিভক্ত ছিলেন সে ইতিহাস আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও আছে (৩৭)। উশনার প্রমাণানুসারে একমাত্র সুবর্ণভিষকদিগকেই অষ্টাদ্বায়ুর্বেদীয় চিকিৎসক বলিয়া স্বীকার করা বাইতে পারে না, যেহেতু ইতঃপূর্বেই প্রাচীন কালে উভয় আয়ুর্বেদবিষয়েই অষ্টাদ্বিগেরই প্রাধান্যতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে (৩৮)। অষ্টৈরা অতি প্রাচীনকাল হইতে যদি উপরি উক্ত উভয় মতে চিকিৎসা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে সুশ্রুতসংহিতার অভাব থাকিত; তাঁহারা যে সকল সংগ্রহগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন (৩৯) তাহাতে সুশ্রুতমত সংগৃহীত হইত না। অতএব একমাত্র অষ্টৈরাই যে ছই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যেই কেহ চরকমতে, কেহ সুশ্রুতমতে চিকিৎসা করিতেন এবং কালে তাঁহারা অষ্টচিকিৎসাতাগ করিয়া চরকমতেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাট (৪০)।

(৩৭) “তত্র ধাতুস্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।”

ষেদ্যানাং কৃতযোগ্যানাং ব্যাধিশোধনরোপণে ॥

দাহে ধাতুস্তরীয়াণামত্রাপি ভিষজাং বলম্।

ক্ষারপ্রয়োগে ভিষজাং ক্ষারতত্ত্ববিদ্যাং বলম্ ॥” “অ, শুষ্করোগাধিকার,
চিকিৎসাহান, চরকসংহিতা।

(৩৮) ১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩ প্রভৃতি টীকাধৃত বচন ও তাহার অবলম্বনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দেখ।

(৩৯) বঙ্গদেশবাসী মাধবকর আর চক্রপাণি দত্ত সংগৃহীত “মাধব নিদান” (রোগবিনিস্তর) আর “চক্রদত্ত” নামক দুইখানি সংগ্রহে বহুতর সুশ্রুতসংহিতার বচন সংগৃহীত হইয়াছে। চক্রপাণিকৃত নিদানেও সুশ্রুতবচনের অভাব নাই। ইহা ভিন্ন পরিভাষা, ত্র্যযুক্তণ, রত্নাবলী, সারকৌমুদী প্রভৃতি অনেক সংগ্রহগ্রন্থে বিস্তর সুশ্রুতবচন সন্নিবেশিত হইয়াছে ॥

(৪০) “দ্বাত্রিংশদ্ব্যবসিকৈশ্চৈবশ্রবণকণ্ঠ তু তৈঃ পলম্।

অষ্টচত্বারিংশতা ত্রাৎ সুশ্রুতস্ত তু মাষকঃ ॥ ইত্যাদি।

তন্মাৎ পলং চতুঃষষ্ঠ্যা মাষকৈর্দশরজিকৈঃ।

চরকানুসৃতং বৈজ্ঞান্দিচিকিৎসাসুপযুক্ত্যতে ॥ ৫১ ॥” অরচিকিৎসাধ্যায়.

চক্রপাণিদত্ত কৃত চক্রদত্ত।

“হরিদ্রাধ্বরযষ্ট্যাস্বসিংহীশক্ষয়বৈঃ কৃতঃ।” ইত্যাদি।

বালরোগ, চক্রদত্ত।

উপনার কথিত সুবর্ণ ভিষক ও নৃপ ভারতের কোথাও আছে কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ জাতি চিকিৎসাব্যবসায় করিয়া থাকিলেও চিকিৎসাবিষয়ে তাঁহারা অশ্রেষ্টের দ্বারা প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা অশ্রেষ্টের দ্বারা চিরচিকিৎসকও নহেন। তাঁহারা চিকিৎসাবিষয়ে যদি অশ্রেষ্টের দ্বারা প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন ও ভারতের চিরচিকিৎসক হইতেন, তাহা হইলে ভারতের স্থানে স্থানে আজও আমরা এই শ্রেণীর চিকিৎসক দেখিতাম এবং অশ্রেষ্টেরা যেমন চিরচিকিৎসাবৃত্তিতে বৈদ্যজাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারাও তেমনি বৈদ্যজাতি বলিয়া বিখ্যাত হইতেন (৪১)। বঙ্গদেশের অশ্রেষ্ট আর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাকল-দীপি ব্রাহ্মণ ব্যতীত চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা বৈদ্য বলিয়া জনসাধারণে পরিচিত আছেন, এমন সম্প্রদায় ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না (৪২)।

টীকা—সুশ্রুতেন কথায়োক্তব্যাক্ষেপে লিখ্যোঃ ।” ইত্যাদি। তদ্বচস্পিকা টীকা।

“মধুমন্তকসংসাবহবিঃপুন্নৈশ্চ যঃ ক্রমঃ ।” ইত্যাদি।

তদ্বচস্পিকাটীকা—“অনন্তবাস্তেত্যাদি। সুশ্রুতস্ত ।” ইত্যাদি। শিরোরোগাধিকার চক্রদন্ত ।

(৪১) ৪৪টীকিতে আমরা দেখাইব যে, অশ্রেষ্টকে চিকিৎসাবৃত্তি ভগবান্ মনুও প্রদান করেন নাই। তাঁহারও পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদিগের বিধি ও রীতি অনুসারে অশ্রেষ্টেরা চিকিৎসক। মনু সেই পূর্ববর্তী বিধি ও ইতিহাসের অনুবাদ করিয়াছেন। অতএব মনুসংহিতার পরবর্তী সুশ্রুত, চরক ও উশনাঃ সংহিতা প্রভৃতিতে অশ্রেষ্ট ভিন্ন অন্ত শ্রেণীর আয়ুর্বেদ পাঠ এবং চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার ইতিহাস, বিধি উক্ত থাকিলেও বুঝিতে হইবে, তাঁহার বহু পূর্বেই অশ্রেষ্টেরা চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব পরে কেহ কেহ চিকিৎসাব্যবসায় করিলেও তাঁহারা যে কেবল বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করিতে পারেন নাই তাহা বলা বাহুল্য।

(৪২) “সর্কাসামেব জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীরসী।

বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পুণ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে ॥”

এই ব্যাসসংহিতার বচনের (ভারতীরগণের রীতি) দ্বারা ই উত্তরকালে ইঁহারা বৈদ্য বলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছেন। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে চিকিৎসাব্যবসায় বাঁহাদের জাতীর ব্যবসায় তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইলেও এখনও তাঁহারা এক্ষণের শ্রেণীবিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া ঐ অঞ্চলে পরিচিত। চিকিৎসা যখন ইঁহাদের জাতীর বৃত্তি তখন উঁহারা অথ শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি করিতে হইবে, এবং একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে,

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ভারতীয় আধিদেবের মধ্যে আর আর সম্প্রদায়ের লোকেরা আয়ুর্বেদপাঠ ও চিকিৎসাবৃত্তি করিলেও এমনভাবে (পুরুষানুক্রমে চিরকাল) করেন নাই যে তদ্বারা উত্তর কালে তাঁহারা চিকিৎসক (বৈদ্য) জাত হইতে পারেন (৪০)।

“যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ।

(৪৪) তে নিন্দিতৈর্কর্ত্তয়েযুঃ দ্বিজানামেব কস্মভিঃ ॥” ৪৬ শ্লোক ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

ইহাও মনুসংহিতার পূর্ববর্তী বিধি ও মনুসংহিতার ইতিহাসানুসারেই চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন । কিন্তু মনুতে যখন অশ্বত্থ ব্যতীত আর কাহারও চিকিৎসাব্যবসায় উক্ত হয় নাই তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় শাকলদীপীয় ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণের অশ্বত্থ ও বঙ্গদেশের অশ্বত্থদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব এবং চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে । এদেশীয় অশ্বত্থগণ কোন কারণে ব্রাহ্মণের অশ্রান্ত বৃত্তি (পৌরোহিত্য) হইতে বঞ্চিত হওয়ার বা পরিত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণ্য হারাইয়াছেন, এই মাত্র বিশেষ । অশ্বত্থ আর শাকলদীপি ব্রাহ্মণ যে এক তাহা “অশ্বত্থ ও শাকলদীপি” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে ।

(৪০) বর্ত্তমান যুগে বঙ্গদেশে ষাঁহার ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদের ও কার্যপ্রভৃতি জাতির মধ্যে অনেকই আজকাল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ বৈদ্য বলে না ও তাঁহারা কেহই বৈদ্য জাতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন না । না পারিবার কারণ এই যে, তাঁহারা কেহই মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত চির আয়ুর্বেদ-ধারি কুল অর্থাৎ চিকিৎসকবংশ নহেন ।

(৪৪) “জীঘ্রস্তরজাতান্ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ স্মৃতান্ ।

সদৃশানপি তানাহুর্ধাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥

অনন্তরান্ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ ।

য্যোক্তরান্ জাতানাং ধর্ম্মাং বিজ্ঞাদিমং বিধি ॥ ৭ ॥” ১০অ, মনুসং ।

এই দুই শ্লোকের পূর্বশ্লোকে মনু যখন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, “সদৃশানপি তানাহুর্ধাতৃ দোষ বিগর্হিতান্ ।” তখন অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃসদৃশ মনু বলেন নাই তাঁহার পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যেহেতু “আহঃ” ক্রিয়ার কর্ত্তা মনু বা তৎপুত্র ভুক্ত নহেন, তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী ঋষিগণ । উক্ত বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্ম্যবিধি বলিতেও অনুলোমগণ মনুরও পূর্ববর্তী বলিয়া সাব্যস্ত হয় ।

“ব্রাহ্মণাঐশ্বকম্ভারামবষ্ঠো নাম জায়তে ॥” ইত্যাদি । ৮ ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

বিজ্ঞানিগণের মধ্যে বাহারা অপসদ, তাহারা বিজগণের বৃত্তি দ্বারা, আর বাহারা অপধ্বংসজ অর্থাৎ শূদ্রের সহিত বিবাহ দ্বারা বাহাদের উৎপত্তি, তাহারা বিজগণের নিম্নিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে ।

“সুতানামম্বসাত্ম্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং ।

বৈদহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিক্ণপথঃ ॥ ৪৭ ॥”

১০ অ, মনুসংহিতা ।

সুতদিগের অম্বসারথা, অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসা, বৈদহকদিগের স্ত্রীকার্য্য এবং মাগধগণের স্থল ও জলপথে বাণিজ্যবৃত্তি (৪৫) ।

উপরি উক্ত মনুবচনের (৪৬ শ্লোকের) আমরা যে অনুবাদ করিলাম মনু সংহিতার ভাষা আর টীকাকারের অর্থ গ্রহণ করিয়া (৪৬) তাহা অগ্রাহ্য করত

এই জায়তে ক্রিয়ার অর্থ জন্মিয়া থাকে । তাহা হইলেই মনুর পূর্ব হইতেই অম্বষ্ঠনামা পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, নতুবা মনু কেন বলিবেন, অম্বষ্ঠ নামা পুত্র জন্মিয়া থাকে ?

“সুতানামম্বসাত্ম্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্ ।” ইত্যাদি । ১০ অ, মনুসং ।

এ বচনে “চিকিৎসিতং” পদ “ত” প্রত্যয়ান্ত থাকাতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি মনুরও পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদিগের প্রদত্ত তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝা যাইতেছে । যখন ১০ অধ্যায়ের ৬:৭৮ শ্লোকের অর্থে অম্বষ্ঠ মনুরও পূর্ববর্তী হয়, তখন ৪৬ শ্লোকের “বর্ত্তয়েমুঃ” মনুসংহিতার পূর্ববর্তী কোন কোন শাস্ত্রের অনুবাদ বিধি মনে করিতে হইবে । ৫ অধ্যায়ের ১ টীকার শেষাংশ পাঠ কর ।

(৪৫) উক্ত ৪৬ শ্লোকে বিজগণের মধ্যে বাহারা অপসদ বলাতে একথা সাব্যস্ত হইতেছে যে, কথিত অম্বষ্ঠ সুত মাগধ প্রভৃতি সকলেই বিজ । অম্বষ্ঠ যে বিজ তাহা পূর্বের ৪১ শ্লোকেও আছে । ইহাতে চিকিৎসাপ্রভৃতি বৃত্তিগুলিকেও মনু বিজবৃত্তি বলিতেছেন, কারণ অম্বষ্ঠ যখন বিজ, তখন তাহাদের যে বৃত্তি তাহাকে অবশ্যই বিজবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে ।

(৪৬) “ভাষ্য—অপসদা তনুলোমাঃ প্রতিলোমা অপধ্বংসজাঃ ।..... বিজানামুপ-যোগিভিঃ প্রৈষ্যকর্ম্মভির্বর্ত্তয়েমুঃ আত্মনো নিম্নিতৈঃ প্রৈষ্যকাধ্যাত্মান্নিতানি ॥ ৪৬ ॥ মে ॥”

টীকা—“যে বিজানামুলুলোমোন উৎপন্নঃ বড়োতেহপসদাঃ স্তুতা ইতি..... যে চাপ ধ্বংসজাঃ প্রতিলোমাশ্চে বিজাত্যুপকারকৈরেব নিম্নিতৈর্বাক্যমাণৈঃ কর্ম্মভির্জীবয়েমুঃ ॥ ৪৬ ॥ কু ।”

১০ অ, মনুসংহিতা ।

কেহ বলিতে পারেন যে, চিকিৎসাবৃত্তি যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে, অশ্বর্থেই যদি ব্রাহ্মণ হইবেন, তাহা হইলে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে অশ্বর্থেই অশ্বর্থে ব্রাহ্মণের নিম্নিত বৃত্তি উক্ত (বিধিকৃত) হইয়াছে কেন? আর অশ্বর্থে ব্রাহ্মণ হইলে মনু তাহাকে অপসদই বা বলিলেন কেন? এই দুই প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, মনুসংহিতার ভাষা ও টীকাকারেরা উক্ত শ্লোকের অসঙ্গতার্থকরাতে তাঁহাদের দেখাদেখি ঐ শ্লোকের বিকৃত অনুবাদও স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। অশ্বর্থে যে ব্রাহ্ম তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং পরেও দর্শিত হইবে। এ বচনেও মনু অশ্বর্থে ব্রাহ্মই বলিতেছেন। দেখি মনু এ বচনে বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা অপসদ; এ অবস্থার অশ্বর্থে নিশ্চই ব্রাহ্ম হইতেছে। যে ব্রাহ্ম সে ব্রাহ্মণের নিম্নিত কর্ম (অর্থাৎ শূদ্রকর্ম) করিবে, ইহা মনু বলেন নাই বুঝিতে হইবে। আরও দেখ, উক্ত বচনের অপধ্বংসের অর্থ যদি শূদ্রধর্মী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মনু ব্রাহ্মণের মধ্যে যে ধরেন নাই ও ধরিতে পারেন না, তাহাও বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণের মধ্যে যাহারা অপসদ ব্রাহ্ম, আর যাহারা শূদ্রধর্মী শূদ্র, তাঁহাদের সকলকেই মনু ব্রাহ্মণের নিম্নিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, ইহাও এক অসম্ভব কথা। ভগবান্ মনু প্রতিলোমজ সূত্র প্রভৃতিকেও ১০ অধ্যায়ের ১৬১৭ শ্লোকে অপধ্বংসজ বলেন নাই, অপসদই বলিয়াছেন (৪৭); এবং ৪১ শ্লোকের

“যাহারা ব্রাহ্মলোম্যে বিজাতি হইতে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপসদ বলা যায় এবং যাহারা প্রতিলোম্যে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপধ্বংসজ শব্দে বলা যায়, এই উভয় প্রকার জাতির ব্রাহ্মণদিগের উপকারক গর্হিত কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে।”

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিষ্যোমশিকৃত অনুবাদ।

ভাষ্যকার নিম্নিতের অর্থ স্পষ্টই প্রেক্ষাকর্ম অর্থাৎ শূদ্রকর্ম করিয়াছেন।

(৪৭) “আয়োগবন্ত ক্তা চ চাণ্ডালশাধমোন্নাং ।

প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাজ্ঞয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বৈশ্বান্নাগধবৈদেহৌ ক্ষত্রিয়াং সূত্র এব তু ।

প্রতীর্ণমেতে জায়ন্তেহপরেহপ্যপসদাজ্ঞয়ঃ ॥ ১৭ ॥” ১০অ, মনুসং ।

দেখা যায় যে, মনু উক্ত বচনদ্বয়ে ‘শূদ্রাং’ ও ‘প্রতীর্ণাং’ এই শব্দ প্রয়োগ-করত শূদ্রজাত প্রতিলোমজ হইতে ব্রাহ্মোৎপন্ন প্রতিলোমজদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইয়াছেন। অতএব ৪৬ শ্লোকের টীকা এইরূপ হইবে।

শেবার্ধে শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা বাহ্যের উৎপত্তি তাঁহাদিগকেই অপধ্বংসজ বলাতে তিনি কেবল ৪৭টীকাযুক্ত ১৬শ্লোকোক্ত অপসদ অযোগ্যবা-
দিকেই যে অপসদ ও অপধ্বংসজ উভয় বলিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রকাশ
পার (৪৮)। এতক্ষণ বাহা বাহা বলা হইল তাহাতে মনুষ্য মতে হৃত মাগধ ও

দ্বিজানাং মধ্যে যে অপসদা অমূল্যমপ্রতিলোমজা আৰ্য্যাদার্য্যায়ামুৎপন্নান্তে দ্বিজানামেব
কৰ্ম্মভির্কৰ্ত্তয়েয়ুঃ। পুনৰ্ধে চ শূদ্রাংপন্নঃ প্রতিলোমজা অপসদা অপধ্বংসজাশ্চ স্মৃতাশ্চ সৰ্বে
দ্বিজানাং নিন্দিতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ প্রেব্যাকৰ্ম্মভির্কৰ্ত্তয়েয়ুঃ ॥

৪৯শ্লোকের অর্থও এইরূপ হওয়া উচিত :—

সমাজভিঃপুত্রাঃ ; যথা ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যেন বৈশ্যায়াং
অনন্তরজা অমূল্যমপ্রতিলোমকমেণ আৰ্য্যাদার্য্যায়াম্ যে জাতান্তে বটপুত্রাঃ বিজঘর্ষণঃ স্যঃ ।
যে পুনঃ শূদ্রেণ বিজঘকৃত্যয়াং গাধকবিবাহাদিসম্বন্ধেন ব্যতিরেকেণ বা প্রাতিলোম্যেন
উৎপন্নঃ অপধ্বংসজাঃ পুত্রান্তে সৰ্বে শূদ্রঘর্ষণঃ স্মৃতাঃ । শূদ্রাচারসমানাচারসম্প্রভাবে-
দ্যুরিতি ।

(৪৮) “সমাজভিঃপুত্রাঃ বটপুত্রাঃ বিজঘর্ষণঃ ।

শূদ্রাণাম্ সঘর্ষণঃ সৰ্বেষাংপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ।” ১অ মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—“যে পুনরপধ্বংসজাঃ সঙ্করজাত্তে শূদ্রাণাং সঘর্ষণঃ সমানাচারান্তর্গতৈর্ধর্ম্মিক্রিয়ন্ত
ইত্যর্থঃ । প্রতিলোমানাস্ত বিশেষা বক্ষ্যন্তে অনন্তরগ্রহণমমূল্যমোপলক্ষণার্থমেব
তেন ব্যবহিতোহপি ব্রাহ্মণ্যৈশ্চকৃত্যয়াং জাতো গৃহতে বটপুত্রাঃ সংখ্যাতিরিক্তান শূদ্রায়াঃ
পারশবঃ ।” মেধাতিথি । ৪৯ ।

টীকা—“যে পুনরন্তে বিজাত্যুৎপন্নাস্চপি স্মৃতাদয়ঃ প্রতিলোমজাত্তে শূদ্রঘর্ষণো নৈবামুপনয়ন-
সন্তি ।” ৪৯ । কুল্লুকভট্ট । ১অ, মনুসং ।

বৈদ্যশব্দের অর্থ ও অঘট্টশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ২৯ ও ৩০টীকা দেখ ।

এখানে দেখা যায় যে, মেধাতিথি স্বামী শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন পারশবকে দ্বিজ
মধ্যে গণনা করেন নাই । ভট্টকুল্লুকও স্মৃতাদিকে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন না বলিয়া থাকিতে
পারেন নাই । তাঁহারা যে অর্থে স্মৃতাদিকে দ্বিজমধ্যে গণনা করেন নাই, ১০ অধ্যায়ের
৬৯ শ্লোকের অর্থ দ্বারা তাহাতে বাধা জন্মিতেছে ; এবং ৪৯ শ্লোকের “বটপুত্রাঃ” যে কেবল
অনন্তরজেরই বিশেষ তাহাও পরবর্ত্তী ৬৯ শ্লোকের অর্থের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ।
মহুভাষ্যকার ১০ অধ্যায়ের ৫১৩১৪ শ্লোকের ভাষ্যে অনন্তরজ শব্দের অমূল্যমজ প্রতি-
লোমজ উভয়ার্থই করিয়াছেন । ইহাতেও ব্যক্ত হয় যে, ভগবান্ মনু সর্ব্বত্রই যে অমূল্যম
অর্থ অনন্তরজ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে । কচিংহলে উভয়ার্থেও প্রয়োগ করি-

বৈদেহক এই ভিন প্রতিলোমজ পুত্র (অপসদ) ও বিজ হইতেছে । দেখা যায় যে, মনু ইহাদিগকেও যে সকল বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদয়ই বিজবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি নহে (৪৯) । অতএব চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিবৃত্ত বৃত্তি হইতেছে না । চিকিৎসা যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, তাহা এই অধ্যায়েই আমরা আৰ্য্য চিকিৎসকদিগের দৈবী চিকিৎসা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি । আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণ না হইলে যাজ্ঞন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে অঙ্ক

রাছেন । ৩৯ শ্লোকের অর্থ দ্বারা ৪১ শ্লোকের অনন্তরাজের অর্থ এইরূপ বলিয়াই নির্ণীত হয় শ্লোকটি যথা—

“স্ববীজকৈব মুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা ।

তথার্থ্যাজ্জাত আৰ্য্যায়ং সর্বং সংস্কারমর্হতি ॥ ৬৯ ॥ ১০অ, মনুসং ।

উক্ত ৬৯ ও তৎপূর্ববর্তী ৬৭ শ্লোকের আৰ্য্য শব্দের অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভাষ্য আর টীকাকার প্রতিলোমক্রমে বিজাত্যুৎপন্ন সূত্র বৈদেহক ও মাগধকে শূদ্র বলিয়াছেন । কিন্তু পূর্ববর্তী ২৮ শ্লোকের (১০অ) ভাষ্যে মেধাতিথি সূত্রাদিগকে বিজ বলিয়াছেন, টীকাকার গৌতম বচন দ্বারা বাধা দিয়াছেন । মনুর বিধিতে বাধা গৌতমস্মৃতি দ্বারা দেওয়া যায় না ।

“বেদার্থোপনিবন্ধুত্বাৎ প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মম্বথ’বিপরীতাহি সা স্মৃতিন’ প্রসক্ততে ॥”

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিবরক ২য় ভাগস্থ বৃহস্পতি বচন ।

১০অ, মনুসংহিতার ১১/১২ শ্লোক দেখ ।

(৪৯) “পশুনাং যক্ষণং দানমিজ্যাদ্যয়নমেবচ ।

বণিকপথং কুসীদকং বৈশ্যস্ত কৃষিয়েব চ ॥ ৯০ ॥ ১অ, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—“বণিকপথং বণিককর্ষণং স্থলপথবারিপথাদিনা ধনাজ’মমুপযুজ্যমানম্” ইত্যাদি । ৯০ । মেধাতিথি ।

টীকা—“বণিকপথং স্থলজলাদিনা বাণিজ্যম্” ইত্যাদি । ৯০ । কুন্সুক ।

“হস্তাশ্রয়শিক্ষা অজ্ঞধারণ মূর্খাবসিদ্ধানাং নৃত্যগীতনট্যজীবনং শস্তরক্ষা চ মাহিষ্যাগান্” ইত্যাদি । কুন্সুকভট্ট । ১০অ, মনুসংহিতার ৬ শ্লোকের টীকা ।

উক্ত মনুবচন ও তাহার ভাষ্য টীকার সহিত এই অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের অর্থ্যৎ যে সকল সূত্রপ্রভৃতির ধর্ম্ম (বৃত্তি) উক্ত হইয়াছে তাহার এবং ৮১/৮২/৮৩ শ্লোকের টীকাত্তাৎ একর কবিয়া দেখ, মনুজ সূত্র অথবা প্রভৃতির বৃত্তিগুলি বিজবৃত্তি কি না ?

শ্রেণীর অধিকার নাই (৫০)। প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়াদির চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ইতিহাস চরক ও অশ্বকৃতসংহিতাদিতে থাকিলেও পুরোক্ত আত্মরো মানুষী ও দৈবী এই ত্রিবিধ চিকিৎসার মধ্যে যাজনকার্যান্তর্গত দৈবী চিকিৎসা অর্থাৎ পূজা শাস্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে তাঁহাদিগের অধিকার না থাকায় তাঁহারা বৈদ্য উপাধি পান নাই ও আর্ষ চিকিৎসার অকৃতকার্য হইয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। “বৈদ্যশব্দের অর্থ” অধ্যায়ে বৈদ্যের যে লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রাহ্মণের লক্ষণের একতা আছে (৫১)। যাজন আর অধ্যাপন এই দুইটি কার্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় বৈজ্ঞানিক অধ্যাপনমাত্রের অধিকার থাকিলেও সে অধিকার আপৎকালে (৫২)। অতএব

(৫০) “অধ্যাপনমধ্যায়নং যজ্ঞনং যাজনমন্তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব যট্ কর্মাণ্যগ্রজন্মনঃ ॥ ৭৫ ॥

যজ্ঞান্ত কর্মণামন্ত জীণি কর্মাণি জীবিকা।

যাজনাধ্যাপনে চৈব বিদ্বাক্ষাচ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥

জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মা নিবর্তন্তে ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়ং প্রতি।” ইত্যাদি।

৭৭ ৭৮ ৭৯ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ১০অ, মনুসং।

অষ্টাশ্ব স্মৃতি ও পুরাণ দেখ।

(৫১) “আয়ুর্কেদকৃত্যভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ।

অধ্যয়নমধ্যাপনঃ চিকিৎসা বৈদ্যলক্ষণম্ ॥” বৈদ্যকুলশাত্র, জ্ঞাতিতত্ত্ব-

বিবেকধৃত চরকসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণ বচন।

(৫২) “অত্রাক্ষণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।

অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং স্তরোঃ ॥ ২৪১ ॥” ২অ, মনুসং।

ভাষ্য—অাপদঃ কালে আপৎ কালে।.....। ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদভাব্যে বৈজ্ঞানিকধ্যয়নঃ।”

ইত্যাদি ২৪১। মেধাতিথি।

টীকা—ব্রাহ্মণাদিত্য। ব্রাহ্মণাদভ্যো যো দ্বিজঃ ক্ষত্রিয়স্তদভাবে বৈজ্ঞানিক বা তদ্বাদধ্যয়নমাপৎ-

কালে ব্রাহ্মণাধ্যাপকসম্ভবে ব্রহ্মচারিণো বিধীয়তে। ২৪১।” কুশুম্বকভট্ট।

নাত্রাহ্মণ্যে গুরো শিষ্যো বাসনাতান্ত্রিকং বসেৎ।

ব্রাহ্মণে চাননুচানে কাজ্জন্ গতিমনুস্তমাম্ ॥ ২৪২ ॥ ২অ, মনুসং।

ভাষ্য—ব্রাহ্মণে চাননুচানে।.....। ব্রাহ্মণোঃপি যদানুচানো রতন্তি তন্নসম্পন্নো

ন ভবতি ন চ ব্যাখ্যানাধ্যয়নশীলঃ।” ইত্যাদি। ২৪২। মেধাতিথি।

চিকিৎসাবৃত্তি যেমন ব্রাহ্মণের, তেমনি অশ্বষ্ঠ অপসদ হইলেও ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া
স্বীকৃত হইতেছে। মনুসংহিতার অপসদবিষয়ক বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে
যে, অশ্বষ্ঠ ছিল সাধারণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দিগের অপসদ নহে। ব্রাহ্মণের মধ্যে,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্তা ও ক্ষত্রিয়কত্তা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে অপসদ অর্থাৎ
সম্মানে কিঞ্চৎ নিকৃষ্ট (৫৩)। পূর্বোক্ত প্রমাণসকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়,
কেবলমাত্র চিকিৎসাও ছিলসাধারণের বৃত্তি নহে, ব্রাহ্মণেরই একমাত্র ধর্মযাজ-

টীকা—ব্রাহ্মণে বা সাক্ষবেদান্যেত্যরি অমুত্তমাপ্তিং মোক্ষলক্ষণমিচ্ছন্ শিষ্যানামুত্তিষ্ঠেৎ ।
কুলুকভট্ট । ৯৪২ ।

অশ্বষ্ঠদিগের নিকট সেই সত্যযুগ হইতে এযাস্ত ব্রাহ্মণেরা যে আয়ুর্ক্রেদাধ্যয়ন করিয়া
আসিতেছেন, তাহা আপেক্ষাকালে নহে, ইহা অশ্বষ্ঠগণের ব্রাহ্মণজাতির লক্ষণ ।

(৫৩) “বিশ্রুত জিহ্ব বর্ণেষু নৃপতের্কর্ণয়োর্বয়োঃ ।

বৈশ্রুত বর্ণে চৈকস্মিন্ ঘড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥” ১০অ, মনুসং ।

ভাষ্য—এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরম্যন্তরজীভাতা অপসদা এতে বেদিভব্যঃ । পুত্রাধিকলদা
অপশীর্ণাঃ সমানজাতীয়া পুত্রাপেক্ষয়া ভিন্ন্যন্তে ॥ ১০ ॥” মেধাতিথি ।

টীকা—“বিশ্রুতেতি । ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়ানিত্রয়ো ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্যাদিষয়োস্ত্রিয়োঃ বৈশ্রুত
শূদ্রায়াঃ বর্ণত্রয়াণাং এতে যট্ পুত্রাঃ সর্বপুত্রাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ
স্মৃতাঃ । ১০ ।” কুলুকভট্ট ।

উক্ত শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকার অর্থের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই পরিষ্কৃত হয়
যে, অশ্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্তা জ্ঞীর পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে একটু নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ।

“ব্রহ্মা মূর্ত্যতিথিকোহি বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশার্ভগি ।

অমী পঞ্চ দ্বিজা এবাং যথা পূর্বক গৌরবম্ ॥”

হারীতসংহিতার এই বচনের অর্থ হইতেও তাহাই উপলব্ধি হয়, কারণ বৈদ্য ক্ষত্রিয় হইতে
শ্রেষ্ঠ হইলেই অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি এইটি স্বতই ব্যক্ত হয় । যেহেতু ক্ষত্রিয়ের উপরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন
আর জাতি নাই । সুত, বৈদেহক ও মাগধ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞানজাত অপসদেরা যে ক্ষত্রিয়
বৈশ্য হইতে নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্য, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে অপসদ তাহা পরবর্তী অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ
জাতি অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে ।

টীকাকার অপসদের অর্থ নিকৃষ্ট বলিয়াছেন, ইহাতে এককালীন নীচ একথা মনে করা
উচিত নহে। কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় যতটুকু হীন তাহাই মনে করা উচিত । নিম্নলিখিত
লোকে কনিষ্ঠাথে জঘন্ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় । “রামস্তেযাঃ জঘন্তোভূদজঘন্তগৈবুতঃ ।”

আদিপর্ব, মহাভারত ।

কভা হইতে উহা একটু অস্বচ্ছবৃত্তি । প্রাচীনকালের চিকিৎসক (অঘষ্ঠ) যদি ব্রাহ্মণজাতি না হইতেন, আর চিকিৎসা যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি না হইত, তাহা হইলে চিকিৎসক সকল জাতির গুরুবৎ পূজ্য ও ন্যস্ত একথা, প্রাচীন শাস্ত্রে উক্ত হইত না (৫৪) । এখানেও আপত্তি হইবে । আপত্তি এই, যাহারা অপসদ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তাঁহাদিগের চটতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের পূজা, একথা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? উত্তর, দেখা যায় যে, জন্মগত ঐ প্রকার উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কোন কাজের নহে । কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অপসদ (নিকৃষ্ট) বটেন, কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরাও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু ও পুরোহিত আছেন, এবং কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে পূজা প্রণামাদি করিতেছেন । সে কালের ব্যভিচারোৎপন্ন একান্ত নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান বাস বশিষ্ঠ পর্য্যন্তও সকল ব্রাহ্মণেরই সেকালে পূজনীয় হইরাছিলেন (৫৫) । গুণ-শ্রেষ্ঠগণ যে সকল কালেই সকলের পূজনীয় ছিলেন, এমনও আছেন, তাহা বলা বাহুল্য । এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণের বিবাহিতাপত্নী নৈশ্রকণ্ডার পুত্র গুণশ্রেষ্ঠ অঘষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যে প্রাচীনকালে সকল ব্রাহ্মণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

ধর্মযাজকতা হইতে কেবল চিকিৎসা যে একটু নিকৃষ্ট তাহা পূর্বে আমরা বলিয়াছি । অতএব চিকিৎসা যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি তাহার অর্থ এই যে, চিকিৎসা

(৫৪) "প্রাণিভির্গুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ ।"

১অ, চিকিৎসাহান, চরকসংহিতা ।

"ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।" হিন্দুশাস্ত্র ।

(৫৫) ব্রহ্মোবাচ । সচ্ছোত্রিয়কূলে জাতো হ্রস্কিয়ো নৈব পুঞ্জিতঃ ।

অসংক্ষেত্রকূলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাঙকো যথা ॥

ক্ষত্রিয়াণাং কূলে জাতো বিধামিত্রোহিতি মৎসমঃ ।

বেণ্ডাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অস্ত্রে সিদ্ধা বিজাতরঃ ॥ ৫৩অ, বৃষ্টিবধও, পদ্মপু ।

"ঋত্বা তু সর্পসত্রায় দাক্ষিতং জনমেজয়ম্ ।

অভ্যাগচ্ছদৃষির্বিদ্বান্ কুরুষৈপায়নশুখা ॥

জনয়ামাস যং কালী শক্তেঃ পুত্রাং পরাশর্য্যং ।

কর্ম্মশ্চৈব ধনাধীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্ ॥" আদিপর্ক মহাভারত ।

ধর্মবাহকতা হইতে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিরুপ্ত বৃত্তি । এ নিরুপ্তেও অর্থ, স্থপিত (কুৎসিত) বা শূদ্রবৃত্তি নহে (৫৬) । ক্ষত্রিয় বৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে নিরুপ্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে স্থপিত (কুৎসিত) অথবা শূদ্রবৃত্তি বলা বাইতে পারে না, যেহেতু তাহারও আর্থাংশ, দ্বিজ এবং তাঁহাদের বৃত্তি-ভূগিও ধর্মবাহকতা, চিকিৎসার জ্ঞান উচ্চ বিষয় লইয়াই গঠিত । যদি বল, ব্রাহ্মণ যদি চিকিৎসক হইতেন ও প্রাচীনকালে চিকিৎসা যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইত, তাহা হইলে মনুসংহিতাপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে দেব ও পিতৃকার্য্যে বরণ, তাঁহাদের সহিত একপংক্তিতে ভোজন এবং তাঁহাদিগের অন্ন-ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিজন্ত ? (৫৭) । উত্তর, সে সমস্তই চিকিৎসকদিগকে সংপথে রাখিবার নিমিত্ত অনুশাসনমাত্র । ধর্মবাহকদিগকে সংপথে রাখিবার জন্তও (অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া প্রতীগ্রহাদি করিতে নিবারণ জন্তও) ঐ প্রকার অনুশাসন শ্লোক শাস্ত্রে বর্ণিত উক্ত আছে (৫৮) । ঐ সমস্ত অনুশাসন

(৫৬) “বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়স্ত চ ব্রহ্মণঃ ।

বার্ত্তাকর্ষৈব বৈশ্যস্ত বিশিষ্টানি শকর্ম্মহ ॥” ৮০ শ্লোক । ১০ অ. মনুসং ।

এখানে ব্রাহ্মণের অন্ত্যস্ত বৃত্তি হইতে অধ্যাপন বৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । কিন্তু তাই বলিয়া রাজনাদিকে কি আমরা স্থপিত বৃত্তি বলিব ?

(৫৭) “চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িতৃণা ।

বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ সূর্য্যব্যবায়োঃ ॥ ১৫২ ॥

এতান্ বিপর্জিতাচারানপাণ্ডন্তেরান্ বিজাষমান্ ।

দ্বিপ্রাতিপ্রবরো বিধাতুস্তয়ং বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥” ৩ অ, মনুসংহিতা ।

“আবিকশিতক্রায়ন্ত বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ ।

চতুর্বিপ্রো ন পূজ্যস্তে বৃহস্পতিসম। যদি ॥”

১৭৪।১৭৫।১৭৬।১৭৭।১৭৮ শ্লোক দেখ । অতিসংহিতা ।

“চিকিৎসকস্ত যুগয়োঃ কুরন্তোচ্ছিষ্টভোজিনঃ ।

উগ্রাশ্বঃ স্তৃতিকাস্ত্রঞ্চ পর্য্য্যচাস্তমনির্দিশং ॥ ২১২ ॥

পুয়ঞ্চিকিংসকস্তান্নং পুশ্চল্যাশ্বম্নমিল্লিন্নম্ ॥ ২২০ ॥ ইত্যাদি । ৪ অ, মনুসং ।

১ অধ্যায় রাজবক্ষ্যসংহিতা ও অন্ত্যস্ত সংহিতা দেখ ।

(৫৮) “চিকিৎসকঃ কাঙপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ ।

সংবৎসরো বৃথাধ্যায়ী সর্কে তে শূদ্রমশ্রিতাঃ ।

কুচিকিংসক ও কুধর্মযাজক অর্থাৎ অশাস্ত্রজ্ঞ ও অধাশ্মিকদিগের সম্বন্ধেই বর্ণিত হইবে। চিকিৎসা পাপকার্য্য নহে যে ব্রাহ্মণ তাহা করিলে সেজন্য আর্ধ্যাদিগের নিকটে (৫২) পাপী হইতেন ? চিকিৎসক মনুষ্যের আরোগ্যপ্রদাতা, মনুষ্য-

শূত্রকর্ম্ম যথৈতেষু বো ভুঙ্ক্তে নিরপত্রপঃ ।

অভোজ্যভোজনং আপ্য ভিন্না প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥" ইত্যাদি ।

১৩৫অ, অমুশাসনপর্ব্ব, মহাত্মারত ।

"ব্রাহ্মণান্নে দরিদ্রৈঃ কত্রিয়ান্নে পশুভুখা ।

বৈশ্যান্নেন তু শূত্রৈঃ শূত্রান্নে নরকং ক্রবম্ ॥" অঙ্গিরঃ সংহিতা ।

ব্যাণ উবাচ—“অখাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমমুত্তমম্ । ইত্যাদি ।

যদি আদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাভিভিঃ স্বয়ম্ ।

তস্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্য চ সন্নিধিম্ ॥

রূপ্যকৈব হিরণ্যঞ্চ গামশং পৃথিবীং তিলান্ ।

অবিদান্ প্রতিপৃহীয়াদভ্যভাবতি কাঠবৎ ॥" ২২অ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপু ।

"হুয়চাচরন্ত বিপ্রন্ত নিবিদ্ধা চরণন্ত চ ।

অন্নং ভুঙ্ত, বিপ্রঃ কুর্ধ্যাদিনমেকমভোজনম্ ॥" ৫৬ ॥ ১২অ, পরাশরসং ।

"অব্রতানামুপাধায়ঃ কাণ্ডপৃষ্ঠভূষৈব চ । ইত্যাদি । ৭৩টীকা দেখ ।

ঈদৃশৈত্রীক্ষণৈভুঙ্তমপাঙক্তেইমুখিষ্ঠির ॥"

১০অ, অমুশাসন পর্ব্ব মহাত্মারত ।

(৫২) ৫৮ টীকার প্রমাণে দেখা যায় যে, পুরোহিত আর উপাধ্যায়ের অন্নও অভক্ষ্য, ও ইহাদিগকেও অপাঙক্তেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এখন কি আমরা উপাধ্যায় আর পুরোহিতের কর্ম্মকে (ধর্ম্মযাজকতাকে) ও পাপকর্ম্ম মনে করিয়া ইহাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বাস করিব ? তাহা করিলে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকেও পাপী বলা যাইতে পারে । মনুসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ের ২১০ শ্লোকে মনু দীক্ষিতের অন্নকে অভক্ষ্য বলিয়াছেন, ভাষ্যটীকাকার তাহার অস্ত্র কারণ দিয়াছেন । কিন্তু

"চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাঃসমিক্রয়িণ্ডন্তথা ।

বিপণেন তু স্ত্রীবস্তো বর্জ্যাঃ স্যার্বব্যকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥ ৩অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“ভিষজ্জিকিৎসকাঃ দেবলকাঃ প্রতিমাপরিচারকাঃ আজীবনসম্বন্ধেনৈতৌ প্রতিবি-
ধ্যোতে ধর্ম্মার্থেষু তু চিকিৎসকদেবলয়োরদোষঃ ।" মেধাতিথি ।

টীকা—“চিকিৎসকো ভিষক্ দেবলঃ প্রতিমাপরিচারকঃ বর্ত্তনার্থদ্বৈতৎকর্ম্মকুর্ন্ততোহয়ং
নিষেধঃ ন তু ধর্ম্মার্থঃ ।" কুল্লকভট্ট ।

দ্বিগের ধর্মাদিসাধনের মূল সহায় (৬০)। আধোরা উদ্ভাদ ছিলেন না যে, তাঁহাদিগের এই প্রকার মহোপকারী ও সদ্বংশোৎপন্ন বিবিধ শাস্ত্রজ সংপথস্থিত চিকিৎসকদিগকে অকারণে, তাঁহারা ঐ প্রকার অপমান করিবেন ; আর যে

এই সমুদয়ভাষ্য ও টীকাতে প্রকাশ পাইতেছে যে ব্রাহ্মণের ধর্মার্থে চিকিৎসাকরা দোষ নহে বৃত্তার্থে করাই দুষা। ইহার পরে আমরা দেখাইব যে ব্রাহ্মণ ধর্মপথে থাকিয়া বৃত্তার্থেও চিকিৎসা করিতে পারেন। এখানে উক্ত ভাষ্য ও টীকা অবলম্বনে এইমাত্র বলিতেছি যে, চিকিৎসা যে পাপকার্য্য নহে তাহা উহাতেও প্রকাশিত আছে। মহাসংহিতাপ্রভৃতিতে ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে পুংচলী প্রভৃতি পানীর সঙ্গেই চিকিৎসকের অন্নও অভক্ষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুংচলী আর চিকিৎসক কি তুল্য শ্রেণীর লোক ? চিকিৎসা কি এতই নিকৃষ্ট কার্য্য ? তাহা হইলে চিকিৎসকও ভজ্রসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইতেন না ? প্রাচীন কালে চিকিৎসক ব্রাহ্মণেরা বৃত্তার্থে চিকিৎসা করিয়া (অর্থাৎ সকলকে আরোগ্য করিয়া একমাত্র অর্থগ্রহণ করিতেই) পুংচলীর স্থায় গুরতর দণ্ডাই হইতেন ইহা সম্ভবপর নহে, হুতরাং উহা নিতান্ত কুচিকিৎসকসম্বন্ধেই যে উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই।

(৬০) “যাতিঃ ক্রিয়াভির্জ্ঞানন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ ।

স। চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তত্ত্বিজ্ঞাং মতম্ ।

কথং শরীরে ধাতুনান্ বৈষম্যাং ন ভবেদিত্তি ।

সমানাঞ্চানুবন্ধঃ স্তাদিত্যর্থং ক্রিয়তে ক্রিয়া ॥

চিকিৎসা প্রাপ্তভূত তস্মাদাতা দেহস্থথায়ুধাম্ ।

ধর্ম্মস্তার্থস্ত কামস্ত নুলোকস্তোভয়স্ত চ । *

দাতা সম্পদ্যতে বৈজ্ঞো দানাদেহস্থথায়ুধাম্ ॥” ১৬অ, স্বত্রস্থান, চরকসং ।

“বহুবৃত্তং যথোদ্ভিষ্টং যঃ সমাগমুতিষ্ঠতি ।

স সমাঃ শতমব্যাধিরায়ুধা ন বিষজ্যতে ॥” ... চরকসংহিতা । *

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্ ।

রোগান্তস্তাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥ ১অ, স্বত্রস্থান, চরকসং ।

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ ।

তস্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্বদঃ ॥

অপ্যেকং নিরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভেষজৈর্নরঃ ।

প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ ॥” .

ভৈষজ্যরত্নাবলীভূত নন্দিপুর্বাণ বচন ।

সকল আর্ঘ্যেরা চিকিৎসক হইতেন তাঁহারা এত দূর অজ্ঞান অপমান সহ্য করি-
য়াও আর্ঘ্যগণকে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যপ্রদান করিবেন? যে আর্ঘ্যেরা
শূদ্রের পক্ষাঘাত পর্যন্ত ভক্ষণ করিতেন, বাঁহাদের সহিত সত্যযুগ হইতে এই
কলিযুগের প্রথম পর্যন্ত শূদ্রেরও ভোজ্যাম্রতা ছিল, এই যুগত্রয় ব্যাপিরা বাঁহা-
দের পাচকের কার্য্য ভূত্যা শূদ্রেরা করিতেন, এই কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ কুরু
ও পাণ্ডবগণের অভ্যাদয়ের অনেক পরে বাঁহারা শূদ্রের পাককরা অন্নবাজন-
ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছেন (৬১), তাঁহারাই সংপৃথস্থিত শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ চিকিৎ-
সকে শ্রাদ্ধাদিতে নিঃশ্রবণ করেন নাই, হব্য কব্যা দেন নাই, তাঁহাদের সহিত
একপংক্তিতে বসিয়া আহার করেন নাই, তাঁহাদের পাককরা অন্নাদি ভক্ষণ
করেন নাই, উদ্ধৃত অনুশাসনশ্লোকাবলম্বনে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত
হওয়া যে একান্তই বাতুলের কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি (৬২)?

(৬১) “নাগ্নাচ্ছূদ্রস্ত পক্ষাঘাতবিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ ।

আদর্শীতামমেবান্নাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্ ॥” ১৫৩ । ৪অ, মনুসংহিতা ।

‘আর্জিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাসনাপিতৌ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যচ্চান্নানি নিবেদয়েৎ ॥” ২৫৩ ॥ ৪অ, মনুসং ।

“দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্জিসৌরিণঃ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যচ্চান্নানি নিবেদয়েৎ ॥” পুরাণরসংহিতা ।

“ত্রিষু বর্গেষু কর্তব্যং পুণ্ড্রভোজনমেব চ ।

শুক্রধামভিপন্নানাং শূদ্রাণাম্ভিবেশতঃ ॥”

তিথিতত্ত্বধৃত, বরাহপুরাণ, সংশয়নিরসন পুস্তকধৃত ।

“কনুপকানি তৈলেন পায়সং দধিসম্ভবঃ । দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রেণেহকৃতান্তপি ।
ইতি কুর্খপুরাণদর্শনাৎ শূদ্রকৃতকনুপকাদীনি দেয়ানি শূদ্রেতরকৃতান্তপি ।.....এবঞ্চ গঙ্গা-
বাক্যাবল্যাৎ ত্রৈবর্গিকেন সিদ্ধান্তেন নৈবেদ্যং দেয়ং শূদ্রেণ দ্বিজশুক্রধারতেন চ । শুক্রধামভি-
পন্নানাং শূদ্রাণাম্ভিবেশতঃ বরাননে । এতচ্চাতুর্বর্ণ্যপাককরণং কলীতরপরাং ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্ত
পকতাদিক্রিয়াপি চ । ইত্যভিধায় । এতানি লোকশুশ্রূতং কথেরাদৌ মহাশ্রুতিঃ । নিব-
র্তিতানি কার্য্যাণি ব্যবস্থাपूर्वকং বুধৈঃ ।”

রঘুনন্দনস্মার্তধৃত, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি । ঐ উদ্ধাহততত্ত্বধৃত, আদিত্যপুরাণ বচন দেখ ।
১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১৬২ হইতে ১৬৮ শ্লোক দেখ । বিশ্বসংহিতা, ৫৭অ, ১৬ শ্লোক দেখ ।

(৬২) পদ্মপুরাণের স্বর্ণখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে চিকিৎসক বাস্করীর অন্ত অভক্ষ্য বলিয়া

উদ্ধৃত অনুশাসন শ্লোকগুলি হইতে এই কথা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে চিকিৎসা একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই জীবিকা ছিল, এবং চিকিৎসাব্যবসারী অশ্বর্ষণগণও ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে যাহারা ধর্মপথপরিত্যাগ করিয়া ও শাস্ত্রাদিতে বিশেষ শিক্ষিত না হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, আৰ্য্য সমাজে তাঁহাদের বিশেষ নিন্দা সর্বত্র প্রচারিত হইত (৬৩) এবং তাঁহাদিগকে

পরে শূত্রের অর্থাৎ আর্জিক, কুলমিত্র, গোপাল, দাস ও নাপিত প্রভৃতির পাক করা অন্ন ও পায়স প্রভৃতি ব্রাহ্মণাদির ভক্ষণের বিধিও রহিয়াছে, তাহাদের সহিত ভোজ্যাদ্রতার বিধিও আছে । ইহাতেই ব্যক্ত হয়, পূর্ব নিবেদন পাপী চিকিৎসকগণের পক্ষেই । ক্ষত্রিয়বৃদ্ধি ও বৈশ্বশূত্রবৃদ্ধি হইতে চিকিৎসাবৃদ্ধি নিকট মতে । পুংসুসী এবং সূচিকিৎসক কখন একশ্রেণীর লোক নয় ।

(৬৩) "পাণিচারাক্ষণাচক্ষুরজ্ঞানাতীতভীতবৎ ।

সৌম্যরতবশেবাজ্ঞো ভিষক্ চরতি কর্ম্মসু ॥

যদুচ্ছয়া সমাপন্নমুত্তার্য্য নিয়তায়ুযম্ ।

ভিষগুমানী নিহন্ত্যাশু শতাত্তনিয়তায়ুযাম্ ॥" ৯অ, সূত্রহীন, চরকসং ।

"ত্রিবিধা ভিষজ্ঞা ইতি ।

ভিষক্ছয়চরাঃ সন্তি সন্ত্যোকে সিদ্ধসাধিতাঃ ।

সন্তি বৈদ্যভূগৈযুক্তান্নিবিধা ভিষজ্ঞো ভূবি ॥

বৈদ্যাভ্যাজ্যৈষধৈঃ পুণ্ড্রৈঃ পল্লবৈরবলোকনৈঃ ।

লভন্তে যে ভিষক্শব্দসংজ্ঞাস্তে প্রতিক্রপকাঃ ॥

ঐষশোজ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যাপদেশাত্তদ্বিধাঃ ।

বৈদ্যশব্দং লভন্তে যে জ্ঞেয়াস্তে সিদ্ধসাধিতাঃ ॥

প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিসিদ্ধাঃ সূত্রপ্রদাঃ ।

জীবিতাভিসরা যে স্যাবৈদ্যস্তং তেদ্ববস্থিতম্ ॥" ১১অ, সূত্রহীন-চরকসং ।

"সবৃন্দেন'বিপ্লুর্যাস্তিষগল্লক্ষ্যতৈরপি ।

হন্ত্যাংপ্রমীষ্টকেনাদাবিতরাংস্ত্বাত্তমানিনঃ ।

দন্তিনো মুখরা হজ্ঞাঃ প্রভূতাবজ্ঞতাযিগঃ ॥" ৩০অ, সূত্রহীন, চরকসং ।

"অসংপকাক্ণিদ্ধাতিদন্তপারম্যসাধনাঃ ।

ভবন্ত্যনাপ্তাঃ শ্বেতজ্ঞে প্রায়ঃপরিকল্পনাঃ ।

তৎকালপাশসদৃশান্ বর্জয়েচ্ছাত্তদূষকান্ ॥" ৩০অ, " " "

"ত্রিবিধা খলু ভিষজ্ঞা ভবন্তি অগ্নিবেশ । প্রাণানামেকেশতিসরাহস্তারো রোগাণাং রোগাণা-

আৰ্য্য ব্রাহ্মণেরা সংপথে থাকিরা (জায়মতে প্রতিগ্রহ করিরা) ও আয়ুর্কেনে বিশেষ শিক্ষিত হইরা চিকিৎসাব্যবসায়করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকারে অপ-
মানিত করিতেন । একথা এই অল্প উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীন কালে (পূর্ব পূর্ব
যুগে) ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পাককরা অন্নাদি আহার করিতেন (৬৪), যদি
চিকিৎসাবৃত্তি ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে নিয়তরূপে থাকিত, আর অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইতেন,
তাহা হইলে উক্ত অনুশাসন শ্লোকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠ চিকিৎসকদিগের অন্ন
অভক্ষ্য ইত্যাদি কথা স্পষ্ট উক্ত থাকিত । ইহাতেই বুঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-
প্রভৃতি কেহই নিয়তরূপে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না, ব্রাহ্মণের মধ্যে অশ্বষ্ঠে-
রাই উহা নিয়তরূপে করিতেন । সুতরাং অনুশাসন শ্লোকগুলির মধ্যে কোন
মেকেহভিসরা হস্তারঃ প্রাণানামিতি । ইত্যাদি । অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হস্তারঃ
প্রাণিনামিতি ভিষক্ছন্নপ্রতিচ্ছন্নাঃ ।" ইত্যাদি । ২৯অ, সূত্রহান, চরকসং ।

"কুচেলঃ কৰ্কশস্তকো গ্রামীণঃ স্বয়মাগতঃ ।

পঞ্চ বৈজ্ঞান ন পূজ্যস্তে ধনুস্তরিসমা অপি ॥" প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৬৪) "ত্রৈবর্ষিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং শূদ্রেণ বিজন্তুঃশ্রদ্ধারতেন চ । যদ্বজ্জং বরাহ-
পুরাণে ।

ত্রিষু বর্ণেষু কর্তব্যং পাকভোজনমেব চ ।

শুক্রাণামভিগম্মানং শূদ্রাণাম্ বরাননে ॥"

তিথিতত্ত্ব, রঘুনন্দন স্মার্তসূত্র, অষ্টাবিংশতি তত্বানি ।

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্তান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পরঃ স্নাতং ।

বৈশ্যস্ত চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং কথিরং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥"

অত্রি, অঙ্গিরা ও আগস্ত্য সংহিতা ।

"বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাত্যর্চনৈর্জ্ঞপৈঃ ।

অমৃতং তেন বিশ্রাম্মগযজুঃসামসংস্কৃতম্ ॥ ১৬

ব্যবহারান্নপূর্বেণ ধর্মেণ ছলবর্জিতম্ ।

ক্ষত্রিয়ান্নং পরন্তেন ভূতানাং বচপালনং ॥ ১৭

অকর্ষণা চ বৃষতৈরনুস্থত্যাঙ্গ্যশক্তিঃ ।

ধলু যজ্ঞাতিপিণ্ডেন বৈশ্রান্নন্তেন সংস্কৃতম্ ॥ ১৮

অজ্ঞানতিমিরাক্ত মদ্যপানরতস্ত চ ।

কথিরন্তেন শূদ্রান্নং নিধিমন্ত্রবিবর্জিতম্ ॥ ১৯ ॥" আপস্তম্ব সংহিতা ।

কোন শ্লোকেও সেই জন্তই চিকিৎসক ব্রাহ্মণ বলিরা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (৬৫) ।
ভগবান্ মনুর মতে অশ্বঠেরাই চিকিৎসক । এই চিকিৎসকের অর্থ যে বেদাদি
শাস্ত্রবিষয়জ্ঞত নচে, পূর্ণ বেদজ্ঞ তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত ৬৫

৬১টিকার মনুবচনের দ্বারা দেখান হইয়াছে, মনুর সমকালে সৎ শূদ্রের ও দাস নাপিত,
কুলমিত্র, অর্চসীরিপ্রভৃতির পাককরা অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন । এ অবস্থায় ক্ষত্রিয়
বৈশ্যের পাক করা অন্ন যে তৎকালে ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন তাহা মনুসংহিতার স্পষ্টতঃ না
ধাকিলেও তদ্বিবরে সংশয়ের কোন কারণ নাই ।

(৬৫) “আবিকশিত্রকারশ্চ বৈজ্ঞো নক্ষত্রপাঠকঃ ।

চতুর্কিপ্রা ন পূজ্যস্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥” অত্রিসংহিতা ।

“ন ব্রাহ্মণঃ পরীক্ষেত দৈবে কর্মণি ধর্মবিৎ ।

পিত্রে কর্মণি তু প্রাপ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ ॥ ১৪৯ ॥

যে শ্তেনপতিতরীবা যে চ নাভিকবুত্তয়ঃ ।

তান্ হব্যকব্যয়োবিপ্রাননর্হান্নমুরব্রবীৎ ॥ ১৫০ ॥ ইত্যাদি ।

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাণ্ডক্তেমান্ বিজাধমান্ ।

দ্বিজাতিপ্রবরো বিধামুভয়ত্র বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥”

১৫১ হইতে ১৬৬ শ্লোক দেখ ।

টীকা—“এতানিতি । এতান্ শ্তেনাদীনিহ.....ব্রাহ্মণাপসদান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ শাস্ত্রজ্ঞো

দৈবে পিত্রেচ ত্যজ্যেৎ ॥ ১৬৭ ॥” কুল্লুকভট্ট ৫৮৫২ টীকা দেখ ।

“ভিষঙ্ মিথ্যাচরন্তু মেঘু ॥ ১৭১ ॥ মধ্যমেঘু মধ্যমম্ ॥ ১৭২ ॥

দৈবে কর্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত । ১ । প্রযত্নাৎ পিত্রে পরীক্ষেত । ২ । হীনাঙ্গাধিকান্
বিবর্জয়েৎ । ৩ । বিকর্ষস্থান্শ । ৪ । বৈড়ালব্রতিকান্ । ৫ । বুধালিঙ্গিনম্ । ৬ । মক্ষত্র-
জীবিনঃ । ৭ । দেবলকান্শ । ৮ । চিকিৎসকান্ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । শূদ্রযাজিনঃ ।
১৪ । ইত্যাদি ।

ব্রাহ্মণাপসদাহেত কথিতাঃ পণ্ডিত্বদ্বন্দ্বাঃ ।

এতান্ বিবর্জয়েৎ যজ্ঞাচ্ছ্রাজ্জকর্মণি যত্নতঃ ॥ ৩০ ॥” ৮২অ, বিষ্ণুসং ।

“অথ পণ্ডিত্বপাবনাঃ । ১ । ত্রিণাটিকতঃ । ২ । ৩ । ৪ । বেদপারগঃ । ৫ । বেদান্ত-
প্যেকস্ত পারগঃ । ৬ । পুরাণেতিহাসব্যাকরণপারগঃ । ৭ । ধর্মশাস্ত্রান্ত্যপ্যেকস্ত পারগঃ । ৮ ॥
ইত্যাদি । ৮৩অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

“ঋগ্ যজুঃপারগো যশ্চ সাম্নাং যশ্চাপি পারগঃ ।

অথর্কাদিরসৌহৃদ্যোতা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিত্বপাবনাঃ ॥” ১২অ, অথর্কসং ।

টীকার অনুশাসন শ্লোকগুলির অর্থের প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি করিলেই, ঐ সকল যে শাস্ত্রানিভিজ কুচরিত্রশীল চিকিৎসকসম্পর্কেই উক্ত তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বিষ্ণু কোন বৈদ বা বেদের কোন একটি অঙ্গবিশেষ কিংবা ইতিহাস, ব্যাকরণমাঝে ব্যাংগ্ন ব্রাহ্মণদিগকেও পংক্তিপাবন বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধে হব্য কব্য দিতে বলিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্খ অথর্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে স্পষ্টই পংক্তিপাবন বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ (অথর্ববেদের অঙ্গবিশেষ) আয়ুর্বেদজ্ঞ অষষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ যে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ ছিলেন, শ্রাদ্ধে হব্য কব্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য (৬৬)।

“অশ্রোত্রিয়া অনম্রবাক্য অনগ্নঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি । নানুগ্ ব্রাহ্মণো ভবতি । মানবকাজ শ্লোকমদাহরতি ।

যোহনবীত্য ষিজোবেদমজ্ঞত কুরুতে শ্রমঃ ।

স জীবয়েব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধরঃ ॥

ন বণিক্ ন কুসীদজীবী । যে চ শূদ্রেপ্রবণং কুর্কন্তি । ন স্তেনো ন চিকিৎসকঃ ।” ইত্যাদি ।

৩অ, বশিষ্ঠসংহিতা ।

“অথাভো ভক্ষ্যাতোজ্যঞ্চ বর্ণিরিয়ামঃ । চিকিৎসকমুগমুপুংসলীদণ্ডিকশ্চেনাভিশগুণ্ড-পতিতানামভোজ্যং ।” ইত্যাদি । ১৪অ, বশিষ্ঠসং ।

উক্ত বিন্যাসংহিতার ১১১/১২ শ্লোকের অর্থ ব্যক্ত হয়, প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ না জানিয়া অনেকেই চিকিৎসাব্যবসার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত অনুশাসনগুলি যে মূর্খ চিকিৎসকদিগের জন্ত তাহাতে সন্নেহ করা বুঝা ।

(৬৬) “অথ বৈদ্যালক্ষণম্ ।

চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত স চিকিৎসক উচ্যতে ।

স চ যাদৃক্ সমীচীনভাদৃশোহপি নিগদ্যতে ॥

তদ্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্ম্ম স্বয়ংকৃতী ।

লঘুহন্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্জাপক্ষরভেদকঃ ॥

প্রভৃৎপন্নমতির্ধীমান্ ব্যবসারী প্রিয়বৈদঃ ।

সত্যধর্ম্মপরো যশ চ বৈদ্য ঈদৃক্ প্রশস্ততে ॥”

পূর্ব্বখণ্ড, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশধৃত বচন ।

উক্ত বচনে বৈদ্যের যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত অনুশাসন যে মূর্খ-বৈদ্যবিষয়েই তাহা স্বীকার না করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি থাকিতে পারেন ? অত্রিসংহিতায়

মহুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে অশ্বত্থের চিকিৎসা ব্যবসায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অশ্বত্থ ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা ও ক্ষত্রিয়কতা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত ব্যবসায় করিতে কেহ নিষেধ করেন নাই, এবং অশ্বত্থের

অধর্ষবেদের কিছু নিন্দা দেখা যায়, কিন্তু অশ্বত্থ সমুদয় স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ঋক সাম ও যজুর্বেদের স্তায় অধর্ষবেদেরও প্রশংসা থাকায় অধর্ষবেদকেও অশ্বত্থ বেদের স্তায় গরিজ্য মনে করিতে এবং অতু্যক্ত নিন্দার অস্ত অর্থ আছে, মনে করিতে হইবে। অধর্ষবেদী ব্রাহ্মণ-গণ যে চিরকালই পণ্ডিত্যপাবন ব্রাহ্মণ তাহা কাহারও অবিস্মিত নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা অশ্বত্থ ব্রাহ্মণদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায় প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ অশ্বত্থের উহা শাস্ত্রবিহিত কর্ম, তজ্জন্ত এতলে অশ্বত্থগণের অন্ন অভক্ষ্য বলা হয় নাই। ব্রহ্ম-বিশুখলনিবারণজন্ত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধেই এ সকল অনু-শাসন বুঝিতে হইবে; কারণ ঠাহাদিগের ব্রহ্ম বাজ্ঞন অধ্যাপনাদি। এ মত পূর্বে আমা-দেরও ছিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্তে এখন আমরা এই জন্ত সন্দেহ থাকিতে পারি না যে, অশ্বত্থ ব্রাহ্মণেরাও যে পূর্বে বাজ্ঞনাদি করিতেন তাহা এই অধ্যায়ে পূর্বে দেখান হইয়াছে। ঠাহারা সমুদয় বেদ পারগ বলিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেই জন্ত মনু ও ঠাহার পূর্বাণবর্তী শাস্ত্রকারগণ অশ্বত্থকে যে চিকিৎসাব্রহ্ম প্রদান করেন, তাহাও এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সমুদয় বেদ পারগের অর্থই ঠাহারা সকল বেদের অধিকারী। মহুসংহিতা প্রভৃতিতে অশ্বত্থের চিকিৎসাব্রহ্ম উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অশ্বত্থ বেদপাঠাদি ও ব্রাহ্মণের অশ্বত্থ ব্রহ্ম হইতে অশ্বত্থকে চ্যুত করা হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যখন আপৎকালে ক্ষত্রিয়ব্রহ্ম বৈজ্ঞব্রহ্ম প্রভৃতি করিতে শাস্ত্রে (মনুপ্রভৃতির সংহিতাতে) বিধি আছে, তখন উহার দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণদিগকেও আপৎকালে চিকিৎসাব্রহ্ম অবলম্বন করিবারও বিধি দেওয়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে, যেহেতু ক্ষত্রিয়ব্রহ্ম বৈজ্ঞব্রহ্ম হইতে চিকিৎসা নিকটব্রহ্ম নহে। এ অবস্থায় অশ্বত্থ ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা করিলেই পতিত হইবেন, এক্ষণ অনুশাসন বিধি শাস্ত্রে থাকিতে পারে না। মনুর মতে চিকিৎসা যখন অশ্বত্থ ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম, তখন অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ-দিগের সম্বন্ধে উহা আপদব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম হইতে পারে না, উহাকে ব্রাহ্মণের স্বব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অধ্যাপনাদি ঘটকর্ম ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম, লক্ষণ। অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ হইলে কোন হেতু দ্বারা তাহাকে যে উক্ত ঘটকর্মচ্যুত করা যায় না তাহা বলা বাহুল্য।

“ব্রহ্মার্থঃ যাজয়েচ্চাত্তান্ অস্থানধ্যাপয়েৎ তথা ।

কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুরুর্বাং স্তায়তে বিজঃ ॥ ২৩ ॥

৮অ, ৩অ, বিষ্ণুপুরাণ ।

এই স্নোকেও স্তায়তঃ ব্রাহ্মণদিগকে যখন বাজ্ঞন অধ্যাপনাদি দ্বারা অর্থোপার্জনের বিধি

যখন ব্রাহ্মণজাতি, তখন যজন যাজনাদি ষট্‌কর্মে (৬৭) তাঁহাদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয় নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালের আৰ্য্যগণ ব্যবসায়বিভাগের পক্ষপাতী হইলেও আপদবশতঃ তাঁহারা সকলেই যে সকলের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, আৰ্য্যশাস্ত্রে তদ্বিষয়ে বখেষ্ঠ প্রমাণ রহিয়াছে (৬৮)। এমতাবস্থায় অষ্টব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তি যে চিকিৎসা, তাহা যে সকল ব্রাহ্মণেরাই আপদব্যাতিরেকেও করিতেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের শাকলদীপি ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাব্যবসায় ও যাজনাদি ব্রাহ্মণের অস্ত্রান্ত বৃত্তি, এ উভয়ই করিয়া থাকেন। এই প্রমাণ হইতে এবং অষ্টদিগের উপরি উক্ত দৈবী চিকিৎসার অর্থাৎ পূজা, হোম, শাস্তি, স্বস্থায়নাদিতে অধিকার থাকায় এবং তদ্বারা ব্যাধির শাস্তিকরিবার প্রমাণ দ্বারা এই প্রাচীন ইতিহাস পরিবর্তিত হয় যে, পূর্ব পূর্ব যুগের অষ্টদিগেরও চিকিৎসা ও যাজনাদি সমুদয় ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিকার ছিল, তাঁহারাও উক্ত উভয়বিধ কর্মই করিতেন। অষ্টদিগের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনতে যে অধিকার আছে এবং চিকিৎসাব্যবসায়তে পূর্ব পূর্ব যুগের অষ্টেরা

দেওয়া হইয়াছে, তখন চিকিৎসা করিয়া ব্রাহ্মণেরা স্মারতঃ অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন না ইহা যে একান্তই শাস্ত্র ও যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত তাহা কে না বুঝিবেন ?

(৬৭) “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়েৎ ॥ ১০২ ॥” ১অ মনুসংহিতা ।

অস্ত্রান্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ ।

(৬৮) “অজীবংস্ত যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ শ্বেন কর্মণা ।

জীবৎ ক্ষত্রিয়ধর্মেণ সহস্ত্র প্রত্যানন্তরঃ ॥ ৮১ ॥

উভাভ্যামপ্যজীবংস্ত কথং স্তাদিতি চেত্তবেৎ ।

কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবৎষেতস্ত জীবিকাম্ ॥ ৮২ ॥

বৈশ্ববৃত্ত্যপি জীবংস্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপিবা ।

হিংসাশ্রায়াং পরাধীনাত্ কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

... ..

বৈশ্বোহজীবন্ স্বধর্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যপি বর্তয়েৎ ।

অনাচরঙ্গকার্য্যাণি নিবর্তেত চ শক্তিমান্ ॥ ৯৮ ॥” ১০অ, মনুসংহিতা ।

৭অ দ্বৌতমসংহিতা ও অস্ত্রান্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ ।

(বৈদ্যোরা) যে ব্রাহ্মণেরও নমস্ত ছিলেন তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬২) । অতএব বৃত্তিধারাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি ও বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি ।

পুনরায় যদি বল, চিকিৎসাবৃত্তি (বৈদ্যবৃত্তি) যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে আর অষ্টমেরাও যদি ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে চিকিৎসা করিয়া অর্থোপার্জন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে মনুসংহিতা ও চরকসংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন ? (৭০) ।

(৬৯) আমরা পুনঃ পুনঃ এই কথাটা বলিতেছি, ইহাতে অনেকেই বিরক্তিপ্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলি, ইহাতো এ যুগের কথা নয় ? যে যুগে অষ্টমেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই যুগের কথা । পূর্ব পূর্ব যুগে অনেক ক্ষত্রিও ব্রাহ্মণদিগের নমস্ত ছিলেন । যথা—

“ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্কেদবেদাজপারগৈঃ ।

পৃথুয়েব নমস্কাৰ্যো বৃত্তিপাতা সনাতনঃ ॥

পাণ্ডিণৈশ্চ মহাভাগৈঃ পাণ্ডিবৎসমিহেস্তুভিঃ ।

আদিরাজৈঃ নমস্কাৰ্যো পৃথুর্কৈণাঃ প্রতাপবানঃ ।

যোধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তকামৈর্জয়ঃ সুধিঃ ।

পৃথুয়েব নমস্কাৰ্যো যোধানাঃ প্রথমো নৃপঃ ।

বৈজ্ঞৈরপি চ বিত্তাথৈবৈশ্বর্যবৃত্তিমহুভৈঃ ।

পৃথুয়েব নমস্কাৰ্যো বৃত্তিপাতা মহাতপাঃ ॥” ইত্যাদি ।

৬৯, পূর্ব, হরিবংশ ।

“যখন মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈজ্ঞ এই তিন প্রধানবর্ণের পূজা ও নমস্ত তখন ত্রি-
বর্ণের পরিচারকস্বরূপ শুচিত্রত শূদ্রদিগের বিষয় আর বলিবার আবশ্যক কি ?”

প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ, পূর্ব, হরিবংশ ।

“অয়ম্ভুবঃ শিরশ্চিন্নং ভৈরবেণ রুধা যতঃ ।

অধিত্যাং সংহিতং তস্মাত্তো যাতো যজ্ঞভাগিনৌ ॥” পূর্বখণ্ড, ভাবপ্রকাশ

মহাভারত আদিপূর্ব, হরিবংশ ও অষ্টাঙ্গ পুরাণ শাস্ত্রে বৈজ্ঞ অধিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞ ভাগের বৃত্তান্ত আছে । যাহারা যজ্ঞভাগী ও দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহারা যে ব্রাহ্মণ ও হব্য-
কবোর অধিকারী তাহা শাস্ত্রদর্শিমাত্রেরই অস্বীকারকরিবার উপায় নাই ।

(৭০) “চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িণস্তথা ।

বিপণেন তু জীবন্তো বর্জাঃ স্ত্রীব্যাকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥”

ভাষ্য—“ভিক্ষুচিকিৎসকাঃ । দেবলকাঃ প্রতিমাপরিচারকাঃ । আজীবনসম্বন্ধে নৈতৌ

অতিবিধোভে ধর্ম্মার্থে তু চিকিৎসকদেবলকয়োঃ ৥ ১৫২ ॥ মেধাতিথ্য ।

এ প্রস্তাবের উত্তর এই যে, মনুসংহিতাদিতে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণকে চিকিৎসা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে মহর্ষি চরকও যে নিষেধ করেন নাই, এখানে তাহাই আমরা প্রচার করিব । এই আপত্তির পোষকার্থে ৭০ টীকাতে চরক সংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে ব্রাহ্মণেরও চিকিৎসাব্যবসায়করিবার স্পষ্ট বিধি রাহিয়াছে । উক্ত শ্লোকের অর্থের প্রত্ন মনোভিনিবেশপূর্বক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহর্ষি চরক লোভপ্রযুক্ত অস্ত্রায়ুধে কি ধনী কি দরিদ্র সকলের নিকটেই অর্থগ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিতে (ব্রাহ্মণ কেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও) নিষেধ করিয়াছেন । ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবস্থাপন্ন লোকের নিকট স্থায়মতে (উপযুক্তরূপে) অর্থগ্রহণকরত চিকিৎসাকরাই তাহার অভিপ্রায় । এ অভিপ্রায় যে মনুপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রকর্তাবই তাহা বলা অতিরিক্তমাত্র । দেখা যায় যে, ধনশালী ব্যক্তি ও রাজার নিকট অর্থগ্রহণ-করিবার স্পষ্ট বিধি মহর্ষি চরকও দিয়াছেন (৭১) । চিকিৎসা অতিশয় পুণ্য

টীকা—চিকিৎসকো ভিষক্ । দেবলো প্রতিমাপরিচারকঃ । বর্ত্তনার্থে নৈতৎ কৰ্ম্মকুৰ্ব্বতোহয়ং নিষেধঃ ন তু ধৰ্ম্মার্থঃ । ১৫২ ।” কুল্লুকভট্ট ।

“তজ্ঞানুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাস্ত্ররক্ষার্থং রাজ্ঞৈঃ বৃত্তার্থং বৈশ্বেঃ সামান্ততো বা ধৰ্ম্মার্থকামপ্রতিগ্রহার্থং সৰ্বৈঃ ॥” ৩০অ. সূত্রস্থান চরকসংহিতা ।

পূর্ববর্ত্তী ২০ ও পরবর্ত্তী ৬৮টীকাধৃত শ্লোক দেখ ।

উদ্ধৃত মনুবচনের ভাষ্য ও টীকার ভাষ্যটীকাকার ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মার্থে চিকিৎসা বিহিত, বৃত্তার্থে নয়। এই অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি চরক ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রাহ্মণকেও বৃত্তার্থে চিকিৎসা করিতে বিধি দিয়াছেন । যখন আজীবন দক্ষিণাগ্রহণকরত পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত, তখন বলিতে হইল, মহর্ষি চরকই মনুবচনের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাষ্যটীকাকার করেন নাই । যজ্ঞাদি করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ পণ্ড হয়, ইহা যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা, তখন ২০ টীকাতে আমরা যে বৈদ্যকে চিকিৎসাকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উপযুক্ত অর্থ না দিলে মনুষ্যদিগের পাপ হয়, চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কেহই অশাস্ত্রিক বলিতে পারেন না ।

(৭১) যা পুনরীষরাণাং বহুনতাং বা সকাশাং সুখোপহারনিমিত্তা ভবত্যর্থলবাবাঞ্ছিত-
ক্বেষ্যণক বা চ ন্যপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুৰ্য্যাদারক্ষ্যামোহস্তার্থঃ ।”

কাৰ্য্য, ধৰ্ম্মভাবশূন্য হইয়া কেবল বৃত্তিনিমিত্ত অজ্ঞানরূপে অৰ্থগ্রহণকরত চিকিৎসাব্যবসায়করা তাঁহার মতে একান্ত অকর্তব্য। (২০টীকা দেখ)। মহর্ষি চরক, ব্রাহ্মণ চিকিৎসকদিগকে যে প্রকার অর্থগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ধৰ্ম্মশাস্ত্রে, ধৰ্ম্মযাজক-(পুরোহিত) দিগকেও সেইরূপ করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়াছেন (৭২)। যে ব্রাহ্মণকে ধৰ্ম্মযাজকতা (অধ্যাপনা, যাজনাদি) করিয়া প্রতিগ্রহ (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্রহণ) করিবার বিধি ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারেরা দিয়াছেন (৭৩), তাঁহার সম্বন্ধে চিকিৎসা

“ন বৈ কুর্ষীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রমম্ ।

ঈশ্বরানাং বহুমতাং লিপ্সেদৰ্থং বৃত্তয়ে ॥” অর্থমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৭২) ১অ, যাজবল্ক্য সংহিতা দেখ ।

“উচিতং প্রতিগৃহীয়াৎ দত্তাচ্ছচিতমেব চ ।

তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকস্ত বিবৰ্জয়েৎ ॥

ন বাধ্যপি প্রযচ্ছেত নাস্তিকে হৈতুকেৎপি চ ।

ন পাষেৎশু সর্কেষু নাবেদবিধিধৰ্ম্মবিৎ ॥

রূপ্যৈকৈব হিরণ্যক গায়ত্র্য পৃথিবী তিলম্ ।

অবিদ্বান্ প্রতিগৃহীয়াত্তস্মাভবতি কাণ্ডবৎ ॥

দ্বিজাতিভ্যো ধনংলিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজোত্তমঃ ।

অপি রাজন্তবৈশ্ণাভ্যাং ন শূদ্রস্ত কথঞ্চন ॥

বৃত্তিসকোচমধিচ্ছেদ্বৈচ্ছেত ধনবিস্তরম্ ।

ধনলোভে এসত্তস্ত ব্রাহ্মণাদেব হীয়তে ॥”

৩০অ, স্বর্গবও পদ্মপুরাণ । ৩অ, উশনঃ সংহিতা দেখ ।

৯৩অ, বিষ্ণুসংহিতা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ও শঙ্খসংহিতা দেখ ।

(৭৩) অধ্যাপনমধ্যায়নং যজ্ঞনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব যট্ কর্ম্মাণ্যগ্রজ্ঞানঃ ॥ ৭৫ ॥

যজ্ঞাক কর্ম্মণামস্ত ত্রীণি কর্ম্মাণি ত্রীণিক ।

যাজনাধ্যাপনকৈব বিশুদ্ধাচ্ছ প্রতিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥ ১০অ, মহুসংহিতা ।

দক্ষিণায়াঃ প্রদানেন স্মৃতিমেধাঞ্চ বিল্লতি ।

সতিলনামগোত্রো দদ্যাদ্.....দক্ষিণাম্ ॥ ১০অ, সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু ।

১৯/২০/৩১অ, দেখ ।

করিয়া অর্থগ্রহণকরা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইবার কোন যুক্তি ও কারণ নাই বলিয়া বুঝিতে চাইবে । শাস্ত্রালোচনার প্রকাশ পায় যে, যাজ্ঞন অধ্যাপন প্রভৃতিতে অর্থ দেওয়ার ও লওয়ার বিধি শাস্ত্রে রক্ষিত আছে (৭৪) । আর্ষা ব্রাহ্মণেরা যে উক্ত বিধি অবলম্বনে যাজ্ঞন, অধ্যাপন ব্রুতি দ্বারা বহু কাল হইতে জীবিকা

“কল্পিক যদি বৃত্তোযজ্ঞে স্বকর্ম পরিহাপয়েৎ ।

তস্ত কৰ্ম্মানুরূপেণ দেয়োহংশঃ সহ কর্তৃভিঃ ॥ ২০৬ ॥

দক্ষিণাস্থ চ দত্তাস্থ স্বকর্ম পরিহাপয়ন্ ।

কুম্ভমেব লভেতাংশমশ্বেনৈব চ কারয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

বস্মিন্ কর্ম্মণি বাস্তু হ্যারাক্তাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ ।

সএবতা আদদীত ভজেরন্ সর্ব্বএব বা ॥ ২০৮ ॥

রথং হরেত চার্ষ্যর্ষ্যত্র্যক্ষাদানে চ বাজিনম্ ।

হোতা বাপি হরেদশ্বমৃকাতা চাপানঃ কুরে ॥ ২০৯ ॥

২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ শ্লোক দেখ । ৮অ. মনুসংহিতা । ১৯০/১৯৯/১৩৯ শ্লোক, ৩৬ অধ্যায়, হরিবংশ, ১০৩অ, অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত দেখ । অজ্ঞাত স্মৃতি ও পুরাণ দেখ, ব্রাহ্মণ-দিগের বহু অর্থ দক্ষিণাগ্রহণের কথা আছে ।

(৭৪) “ন পূর্নিং গুরবে কিকিছুপকর্ষিত ধর্ম্মবিৎ ।

স্রাস্ত্রাস্ত্র গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শত্যা গুরুর্ব্বমাহরেৎ ॥ ২৪৫ ॥

ক্ষেপে হিরণ্যং গামশ্চ ছত্রোপানহমাসনং ।

ধাত্তং শাকঞ্চ বাসাসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ ॥” ২৪৬ ॥ ২অ, মনুসংহিতা ।

“গুরবে তু ধনং দত্ত্বা স্রায়ী তু তদমুজয়া ।

বেদব্রতানি বা পারং নোদ্ধাপ্যুভয়মেব বা ॥ ৫১ ॥

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

অধীতা চ গুরোর্কের্দান্ বেদৌ বা বেদমেব বা ।

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥ ৩অ, হারীতসংহিতা ।

৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণের ১০ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক দেখ ।

“সান্তানিকং যক্ষমাণমধ্বগং সর্ব্ববেদসং ।

গুরুর্ব্বং পিতৃমাত্রং স্বাধ্যায়ার্থ্য্যপতাপিনঃ ॥ ১ ॥

নবৈতান্ স্রাতকান্ বিছাদব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্

নিঃশেষতো দেয়মেতেন্ডো দানবিদ্যানিশেষতঃ ২ ॥

নির্বাহ করিতেছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাজনকার্যে অথাৎ পৌরোহিত্যে একটি কপর্দক ও ব্রাহ্মণদিগের (পুরোহিতের) নাম করিতে হয় না, কিন্তু সেরূপ স্থলেও দক্ষিণা না দিলে ব্রত সূত্র ও ফলদায়ক হয় না (৭৫)। এরূপ অবস্থায় সমাধিকার্যসাধা যে চিকিৎসা বৃত্তি, তাহা ব্রাহ্মণেরা যে উপরি উক্ত যাজন ও অধ্যাপনরূপ বৃত্তির শাস্ত্রাবধি অনুসারেই করিতে পারেন, তাহার জন্ত শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি থাকা যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক এবং প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা যে উক্ত বিধি অনুসারেই চিকিৎসাবৃত্তিও করিতেন এবং আয়ুর্বেদীয় চরক ও শৃঙ্গারসংহিতায় যে এই কারণেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যাজন, অধ্যাপন হইতে চিকিৎসা কোন

এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্রেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্ ।

ইতরেভ্যো বহির্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সর্বরত্নানি রাজা তু যথার্থং প্রতিপাদয়েৎ ।

ব্রাহ্মণান্ বেদ বিভ্রমো যজ্ঞার্থং কৈব দক্ষিণাম্ ॥ ৪ ॥ ১১অ, মনুসংহিতা ।

(৭৫) “বধাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্যাত্তিরমন্ত” ॥ ইত্যাদি ॥ ৭৩অ, বিষ্ণুসং ।

“বৃথা বিপ্রবচো যন্ত পুত্রাতি মনুজঃ শুভে ।

অদত্তা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ক্রবম্ ॥”

ইতি নারদীয়াং অতএব ভবদেবভট্টেনাপি বামদেব্যগানান্তরং দক্ষিণোক্তা তথা বশিষ্ঠেন, ইত্যাদি । তিথিতত্ত্ব । দুর্গাপূজা । অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি । রঘুনন্দন কৃত ।

“তথা ‘ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেয়া বত্র যা পরিকীর্তিতা ।

কর্মাভ্যন্তেহুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ’ ॥ ইতি ।

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনেন দক্ষিণাদানস্ত কৰ্মাস্ততাবিধানাং । ইত্যাদি । শ্রাব্যতত্ত্ব, ঐ ।

বাসাঃ—“প্রজায়ন্তঃ শুচির্দাস্তো দানং দদ্যাৎ সদক্ষিণম্ ।

অদক্ষিণস্ত যদানং তৎসর্বং নিকলং ভবেৎ ॥

দক্ষিণাভিক্রণেতং হি কর্ম সিন্ধ্বাতি মানবে ।

স্ববর্ণমেব সর্বান্ন দক্ষিণান্ন বিধীয়তে ॥” ইত্যাদি । সংস্কারতত্ত্ব,

অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি, রঘুনন্দন স্মার্তধৃতঃ ৭ বিবাহপরিপাটী ।

এই বিধির অনুরূপ বিধি বৈজ্ঞান্যশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, উহাও ব্রাহ্মণদিগেরই কৃত যথা—

“চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্কীর্ণতি ছন্দ্বিতিঃ ।

স যৎ কৰোতি স্নকৃতং তৎ সর্বং ভিষগমুতে ॥” ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন,

২০টীকৃত চরকসংহিতার বচন ।

অংশেই লোকের অন্ন ভিত্তকর নহে, এমন উপকার করিয়া ব্রাহ্মণেরা কাহারও নিকট প্রত্যাশকারগ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে পাপী হন, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা এই জ্ঞত উহা করেন নাই, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যে একান্তই ভ্রমাত্মক, তাহা দূরদর্শিমায়েই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। চরক যে বলিয়াছেন, বৃত্তি-নিমিত্ত বৈশ্ব চিকিৎসা করিবে, তাহার অর্থ ইহা নহে যে, বৈশ্ব চিকিৎসা করিয়া “যেন তেন প্রকারেণ” (অন্তায়রূপে) সকলেরই অর্থশোধন করিবে? বৃত্তিনিমিত্ত বৈশ্ব চিকিৎসা করিবে, তাহারও ধর্মপথে থাকিয়াই করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষি চরকের অভিপ্রায়। এ বিধান ধর্মবাজক, চিকিৎসক, রাজা, বণিক, প্রজা সকলের সম্বন্ধেই, কেবল চিকিৎসা লইয়া যাহারা (জ্ঞান-বহির্ভূত) এ বিচার করেন, তাহাদিগকে একদেশদর্শী বলিতেই হইবে। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করিতেন, তাহা ধর্মস্তরির সহিত তৎকালের কথোপকথনেই প্রকাশ পাইতেছে (৭৬)।

(৭৬) “প্রাপ্তে চ দিবসে তস্মিন্ সপ্তমে দ্বিজসত্তমঃ ।

কাশ্যপোহিত্যাগমদ্বিষাংস্তং রাজানং চিকিৎসিতুম্ ॥

ঋতং হি তেন তদভূদযথা তং রাজসত্তমম্ ।

তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠো নেঘাতে ঘমসাদনম্ ॥

তং দষ্টং পন্নগেল্লেন করিষ্যেহমপজ্বরম্ ।

তত্র মেহর্থশ্চ ধর্মশ্চ।ভবিতেন্তি বিচিস্তয়ন্ ॥

তং দদর্শ স নাগৈল্লতক্ষকঃ কাশ্যপং পথি ।

গচ্ছন্তমেকমনসং যিজোভূত্বা বয়োতিগঃ ॥

তমব্রবীৎ পন্নগেল্লঃ কাশ্যপং মুনিসত্তমম্ ।

ক ভবাংস্তুরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং করিষ্যতি ॥

কাশ্যপ উবাচ—নৃপং কুরুকুলোৎপন্নং পরিক্ষিতমরিন্দমম্ ।

তক্ষকঃ পন্নগশ্রেষ্ঠন্তেজসাপি প্রধক্ষ্যতি ॥

‘ তং দষ্টং পন্নগেল্লেন তেনাগ্নিসমতেজসা ।

পাণ্ডবাণাং কুলধরং রাজানমমিতৌজসম্ ॥

গচ্ছামি ত্বরিতং দৌম্য সদ্যঃ কৰ্ত্তুমপজ্বরম্ ॥

তক্ষক উবাচ—অহং স তক্ষকো একম্ তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্ ।

নিবৰ্ত্তন্ত ন শত্ৰুস্তং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্ ॥

সকল শাস্ত্রেই আয়ুর্বেদকে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র, ব্রাহ্মণের পাঠ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭৭) । ইহা প্রাচীনকালের আয়ুর্বেদবাবসারী অষ্টাং (অর্থাৎ বৈদ্য)

কান্তপ উবাচ—অহং তং নৃপতিং গম্বা ত্বয়া দষ্টমগজরম্ ।

করিয়ামি ইতি বুদ্ধির্বিদ্যাবলসমাশ্রিতঃ ॥

তক্ষক উবাচ—যদি দষ্টং ময়েহ স্বং শক্তঃ কিঞ্চিৎ চিকিৎসিতুম্ ।

ততো বৃক্ষং ময়া দষ্টমিমং জীবয় কান্তপ ॥ ইত্যাদি ।

কান্তপ উবাচ—দশ নাগেন্দ্র বৃক্ষং ত্বং যচ্ছোতমপি মন্তসে ।

অহমেনং ত্বয়া দষ্টং জীবয়িষ্যে ভূক্ষদম ॥ ইত্যাদি ।

তং দৃষ্ট্বা জীবিতং বৃক্ষং কান্তপেন মহাম্বনা ।

উবাচ তক্ষকো ব্রহ্মন্ নৈতদত্যভুতং ত্বয়ি ॥ ইত্যাদি ।

কং ত্বমথভিপ্রেপ্সু র্ধাসি তত্র তপোধন । ইত্যাদি ।

অহমেব প্রদাস্তামি তন্তে যদ্যপি দুর্লভম্ ॥ ইত্যাদি ।

কান্তপ উবাচ—ধনাৰ্থী যাম্যহং তত্র তন্মে দেহি ভূক্ষদম্ ।

ততোহহং বিনিবর্তিষ্যে ষাপতেয়ং প্রগৃহ্য বৈ ॥

তক্ষক উবাচ—যাবদ্ধনং প্রার্থয়সে তস্মাত্ত্রাজ্যন্ততোধিকং ।

অহমেব প্রদাস্তামি নিবর্ত্তম্ব দ্বিজোত্তম ॥ ইত্যাদি ।

২. ক্। বিত্তং মুনিবর তক্ষকাদ্যাবদৌপিতম্ ।

নিবৃত্তে কান্তপে তস্মিন্ সময়েন মহাম্বনি ॥ ইত্যাদি ।

৪৩অ, আদিপর্ব, মহাভারত । ৪৭অ, আদিপর্ব ই ।

“বিষবিদ্যা বিশারদ দ্বিজোত্তম কান্তপ মুনি শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনে প্রাণতাগ করিবেন । তন্নিমিত্ত তিনি মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌষধি বলে তাহাকে সম্ভাবিত করিব । তাহা হইলে আমার ধর্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে । ইত্যাদি । তক্ষক কহিলেন, ব্রহ্মন্: আমিই সেই তক্ষক, তুমি ক্ষান্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধা কি তুমি তাহাকে রক্ষা কর । ইত্যাদি । কান্তপ তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তক্ষক ! আমি ধনাৰ্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি । তুমি আমার প্রচুর ধন দেও তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি । তক্ষক কহিলেন, দ্বিজোত্তম ! আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও । । তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বহানে গমন করিলেন ।” ঐক্যলীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদ । ৪৩অ, আদিপর্ব, মহাভারত ।

(৭৭) “পুরাণ মানবো ধর্মঃ সাক্ষো বেদশ্চিকিৎসিতম্ ।

অজ্ঞাসিকানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥”

দিগের ব্রাহ্মণজাতিদের এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ । বঙ্গদেশে যাহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া পারচিত তাঁহারা যে প্রাচীনকালের মনুষ্যভূতি শাস্ত্রোক্ত অশ্বষ্ঠ, তাহা তাঁহাদের চিরচিকিৎসাবৃত্তি হইতেই প্রকাশ পায় । বড় ছুঃখের বিষয় যে, এদেশের বৈদ্যগণের মধ্যে চির অধ্যাপনা ও চির চিকিৎসাবৃত্তি ইহাদিগের ব্রাহ্মণজাতিদের ইতিহাস আজও সকলের নিকট ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু তথাপি বর্তমান হিন্দুসমাজ, ইহাদিগকে শূদ্র, বর্ণসঙ্ঘর বৈশ্য, ইত্যাদি কত কি বলিতেছেন, চিকিৎসা শূদ্রের বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে কত যে গিঞপ করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । কেহ কেহ বা ইহাদিগকে জাল অশ্বষ্ঠ বলিতেও ত্রুটি করিতেছেন না (৭৮) ।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণতঃ

ব্রাহ্মণাংশে পূৰ্ব্বখণ্ডে বৈদ্যবৃন্তিনাম

চতুৰ্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।



মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের কুল্লুকভট্ট কৃত টীকাধৃত মহাভারত বচন ।

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা আয়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধৰ্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতা চতুর্দশ ॥ ২৮ ॥

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।

অথ শাস্ত্রং চতুৰ্থং বিদ্যাছষ্টাদশৈব তু ॥ ২৯ ॥ ৬অ, ৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।

উক্ত মহাভারত আর বিষ্ণুপুরাণ বচনের দ্বারা কি প্রকাশ পাইতেছে না যে আয়ুর্বেদ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশাস্ত্র ? আয়ুর্বেদ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশাস্ত্র হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদ-স্মৃতি-ও-পুরাণ-বহিত কল্প সকল যেমন ব্রাহ্মণের বৃত্তি তেমনি আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসাও ব্রাহ্মণের বৃত্তি ।

(৭৮) বৈদ্যপুরাণতঃ অগ্নিবাদাংশে বৈদ্যজাতির ঐ সকল মিথ্যা অপবাদের আলোচনা করা যাইবে ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অশ্বষ্ঠাংপত্তি । (১)

কি প্রকারে কোন্ সময়ে অশ্বষ্ঠের (বৈদ্যের) উৎপত্তি হইয়াছে, এ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করা যাউক । ব্রাহ্মণ পিতা আর বৈশ্যকন্যা মাতা হইতে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি, এই ইতিহাস বহু শাস্ত্রে আছে (২) । ঐ সমুদয় শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । বৃহস্পতিসংহিতানুসারে মনুসংহিতা

(১) বৃহদ্রথপুরাণ, বৈদ্যরহস্য, কায়স্থবংশাবলী, কায়স্থপুরাণ, জাতিমালা, বৈদ্য-ও-অশ্বষ্ঠ-জাতিবিচার, বঙ্গ সামাজিকতা, বঙ্গ কায়স্থতত্ত্ব, অশ্বষ্ঠ কোন বর্ণের প্রতিবাদ, ৬খণ্ড নব্য-ভারতের ৬৭ সংখ্যাধৃত বর্ণভেদ প্রবন্ধ, ঐ খণ্ডের ১১১২ সংখ্যাধৃত বর্ণভেদ বৈদ্য প্রবন্ধ, রাজসাহি হইতে প্রকাশিত ২৪ ভাগ ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ সংখ্যা ৩ ও ৬ ভাগের ১ হইতে ১৪ সংখ্যা প্রকাশিত বৈদ্যের অশ্বষ্ঠ হিহ্রত্ব ও সম্রাটের অধিকারিত্বের খণ্ডন" প্রবন্ধ এবং "Tribes and Castes of Bengal" by Chaitannya Krishna Nag Varma. এই সকল পুস্তকে ও প্রবন্ধে এবং গত ছেলস উপলক্ষে "বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়" এই আন্দোলনে বঙ্গবাসী ও বহুমতী প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বৈদ্যজাতির (অশ্বষ্ঠের) উৎপত্তিসম্বন্ধে বিস্তর শাস্ত্রবিরুদ্ধ (কুৎসার্পূর্ণ) আন্দোলন হওয়াতেই এই অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল । শাস্ত্রের অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ পুরুষ আর বৈশ্য স্ত্রীতে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি উক্ত আছে । ইসকল স্থলে বিবাহপ্রসঙ্গ না থাকা যে সংক্ষেপোক্তি, তাহাই প্রচারকরা এ অধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন ।

(২) "ব্রাহ্মণবৈশ্যকন্যায়ামশ্বষ্ঠো নাম জায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াম্ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥ ১০অ. মনুসং ।

"বিপ্রান্দ্রকৃতিবিক্তোহি ক্ষত্রিয়াম্ বিশস্ত্রিয়াম্ ।

অশ্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রাম্ যঃ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥

বৈশ্যগৃহ্যোক্ত রাজক্যাম্ মাহিষ্যোক্তৌ তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্যাত্ম করণঃ শূদ্রাং বিপ্রান্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥ ১০অ. বাজসং ।

"বৈশ্যায়াম্ বিধিনা বিপ্রাজ্ঞাতোহশ্বষ্ঠ উচ্যতে ।" ইত্যাদি । উশনাঃ সং ।

"বৈশ্যায়াম্ ব্রাহ্মণাজ্ঞাতোহশ্বষ্ঠো মুনিপুত্রবৈঃ ॥

ব্রাহ্মণানাম্ চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টৌ মুনিপুত্রবৈঃ ॥

পরাশরসংহিতা ও জাতিমালাধৃত পরশুরাম সংহিতা বচন ।

বেদেরই পরবর্তী শাস্ত্র (৩)। ঋগ্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও যখন মনুর নাম, মনুসংহিতার প্রশংসা আছে (৪) তখন মনুসংহিতা যে ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণাংশের ও সমুদয় স্মৃতির পূর্ববর্তী এবং সমস্ত পুরাণ হইতে প্রাচীন তাহা অবশ্যই নিরাপত্তিতে স্বীকার কারতে হইবে। পরাশরসংহিতার মতেও মনুসংহিতা সত্যযুগের ধর্মশাস্ত্র (৫)। উক্ত বৃহস্পতিসংহিতার প্রমাণানুসারেও তাহাই সাব্যস্ত হয়। আগম শাস্ত্রমতে সত্যযুগে বেদোক্ত ত্রেতাযুগে স্মৃতি, ত্রৈতীয়ায় উপনিষদ, কলীয়ায় পুৰাণ।

এতদ্ভিন্ন গৌতমসংহিতা, স্বল্পপুরাণীয় বিবরণ থওর বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ ও ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির বৈদ্যোৎপত্তি (অম্বটোৎপত্তি) দেখ।

উক্ত পরাশর ও-পরশুরামবচনে কেবল অশ্বত্থের চিকিৎসাবৃত্তির বিধি নহে, উক্ত বচন যেমন অশ্বত্থের উৎপত্তির ইতিহাস, তেমনি চিকিৎসাবৃত্তিরও ইতিহাস। কেন না তাঁহাদের বহু পূর্ব হইতে মনিগণকর্তৃক অশ্বত্থ যে চিকিৎসাকার্যে নিবৃত্ত হইয়াছেন, উহাতে তাহাই প্রকাশ পায়।

(৩) “বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন’ প্রশস্ততে ॥”

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত দ্বিতীয় ভাগ বিধবাবিবাহ বিষয়ক

পুস্তক পৃষ্ঠ ১৬১ বৃহস্পতিসংহিতা বচন।

(৪) “তথা চ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে শ্রু্যতে, মনুর্কে যৎ কিঞ্চিদবদৎ তদ্বৈষজং ভৈষজতয়া ইতি। বৃহস্পতিসংহিতা।

বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন’ প্রশস্ততে ॥

তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্ক ব্যাকরণাণি চ।

ধর্মার্থ মোক্ষোপদেষ্টা মনুষ্যাবন দৃশ্যতে ॥” ইত্যাদি।

১অ, মনুসংহিতার ১শ্লোকের কুল্লুকভট্টকৃত মর্থমুক্তাবলী টীকাযুক্ত।

“তত্র মনুর্কে যৎ কিঞ্চিদবদন্তদ্বৈষজমিতি ঋচো যজুঃষি সামানি মন্ত্রা আধর্কবাণাশ্চ যে সপ্তধিভিন্ত যৎ প্রোক্তং তৎ সর্বং মনুরত্রবীদিত্যাদ্যর্থবাদেতিহাসপুরাণাদিত্যঃ।” ইত্যাদি।

১অ, মনুসংহিতার ১ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য।

(৫) “কুতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শম্মলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ ১অ, পরাশরসং।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ, বিদ্যা সাগরযুক্ত।

ছাপরে পুরাণোক্ত ও কলিতে আগমশাস্ত্রোক্ত ধর্ম (৬)। আগমের সহিত বৃহস্পতি আর পরাশরের যে মত ভেদ দেখা যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, সত্যযুগের শেষভাগে ঐশ্বর্য ও বৃত্তিভেদে আৰ্য্যদিগের মধ্যে জাতিভেদের (শ্রেণীবিভাগের) সৃষ্টি হওয়াতেই বেদোক্ত ধর্মসকলের সার ও তৎকালের সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতি লইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য করত মনুসংহিতার সৃষ্টি হয় (৭)। এই হেতুই বৃহস্পতি আর পরাশর বলিয়াছেন, মনু প্রথমে বেদের অর্থগ্রহণপূর্বক স্মৃতিরচনা করেন ও মনুর কথিত ধর্ম সকল সত্যযুগেব ধর্ম। যখন ঋগ্বেদেও মনু আর মনুসংহিতার নাম আছে, তখন মনুসংহিতা সত্যযুগেই প্রচলিত ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। স্মৃতিব মীমাংসাবচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সকল যুগেই বেদোক্ত ধর্মেরই প্রাধান্য (৮) সুতরাং সত্যযুগে মনুসংহিতা প্রচলিত থাকিলেও

(৬) “কৃতে শ্রুতাদিতো মার্গশ্চেতায়াম্ স্মৃতিচৌদিতঃ ।

ছাপরেহপি পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥” বিদ্যাশাগরকৃত বিধবা-

বিবাহবিষয়ক ২য় ভাগ পুস্তকস্থ আগম বচন ।

(৭) বৃহস্পতি বলিতেছেন, মনু বেদের অর্থসঙ্কলনকরত স্মৃতি সংহিতারচনা করিয়াছেন। ইহাতেও মনুসংহিতা বেদেরই অব্যবহিত পরবর্তী শাস্ত্র হইতেছে। অবশ্যই বৈদিক আচারের সতি তৎকালের আচারের ভিন্নতা হইয়াছিল, অতীত মনুসংহিতা কারণশূন্য হইয়া পড়ে। এই অধ্যায় ধৃত ১০ টীকা ও পরবর্তী টীকাধৃত বৈদিক বচনগুলির আলোচনা করিলে বৈদিক কালে মনুজ জাতি (শ্রেণী) বিভাগ না থাকা প্রকাশ পায় ও তৎকালে একমাত্র আৰ্য্য আর শূদ্র থাকা জানা যায়।

“ভগবান্ সর্কর্বর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ ।

অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্যান্নো বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥” ১অ, মনুসংহিতা ।

ঋষিদিগের এই উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিককালের শেষেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, কিন্তু বেদোক্ত আচারে তাঁহারা সঙ্কট না হওয়াতে অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ভিন্ন আচারের প্রার্থী হইয়া মনুর নিকটে উপস্থিত হন ।

(৮) “শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতং প্রমাণন্ত তয়োবৈধে স্মৃতির্করা ॥” ব্যাসসংহিতা ।

“শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেষ গরীয়সী ॥” মীমাংসাসাধ্ব ।

তৎকালেও বেদেরই প্রাধান্ত ছিল বলিয়া, বোধ করি, সভ্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম, এই কথা আগমশাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকিবে (৯) ।

বেদের দ্বারা, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ দ্বারা সম্মান হইয়াছে যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না (১০) । কিন্তু ঋগ্বেদ আর অথর্ববেদোক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা প্রকাশ পায় যে, (অর্থাৎ এই উভয় প্রমাণের সামঞ্জস্য করিয়া জানা যায় যে) বৈদিক কালের শেষ ভাগেই ভারতীয় আর্গাগণের মধ্যে গুণ-ও-বৃত্তিগত জাতিভেদের (শ্রেণীবিভাগের) সূত্রপাত হইয়াছিল (১১) ; এবং বর্তমান হিন্দুজাতিভেদ না হইলেও মনুসংহিতার অষ্টোত্তর অধ্যায় সহ ১০ অধ্যায়টি পাঠ

(৯) কোন স্মৃতিতেই আমরা এ পর্যন্ত আগমশাস্ত্রের উল্লেখ দেখি নাই । (৬)ঈশ্বরতত্ত্ব আগমবচনেই প্রকাশ পায় যে, আগম হইতে স্মৃতিপুরাণই প্রাচীন ও পূর্ব পূর্ব যুগের ধর্মশাস্ত্র । সুতরাং আগম হইতে পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিতে উক্ত বিষয়ে যে ইতিহাস আছে তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ।

(১০) “কারুরহং ভিষক্ তাতঃ মাতা চ শত্ৰুপেধিণী ।” ঋগ্বেদসং ।

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কৰ্ম্মণা বর্ণতাং গতম্ ॥”

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবৃত্ত মহাভারত বচন ।

“ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্ব সৃষ্টং হি কৰ্ম্মণা বর্ণতাং গতম্ ॥” স্বর্গখণ্ড, পদ্মপুরাণ বচন ।

“একবর্ণমিদং সর্বং পূর্বমাসীৎ মুখিষ্ঠির ।

কৰ্ম্মক্রিয়াবিভেদেন চাতুর্বর্ণ্যং প্রজায়তে ॥”

অনুশাসনপর্ব মহাভারত ।

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্ম্মবিভাগশঃ ।” ঐষ, ভগবদ্গীতা ।

(১১) “মুখং কিমস্ত কিং বাহুঃ কিমুগ্রঃ পাদ উচ্যতে ।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্ধাহ রাজজ্যোতির্বৎ ।

উরুস্তদস্ত যদৈশ্বঃ পদ্ম্যাঃ শূত্রো অজায়ত ॥” অথর্ববেদীর পুরুষ সূক্ত ।

“মুখং কিমস্ত কিং বাহুঃ কিমুগ্রঃ পাদ উচ্যতে ।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদ্ধাহ রাজজ্যকৃতঃ ।

উরুস্তদস্ত যদৈশ্বঃ পদ্ম্যাঃ শূত্রো অজায়ত ॥” ঋগ্বেদীর পুরুষ সূক্ত ।

করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাসংহিতাস্থটির পূর্বেই উক্ত গুণ-ও-বৃত্তি-
গত শ্রেণীবিভাগ ক্রমে বংশগত ও অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মহাসংহিতার
১০ অধ্যায়ের জাতিবৃত্তান্তে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তিবিবরণ থাকার স্পষ্ট পরিব্যক্ত
হয় যে, সত্যযুগে (বৈদিককালেই) অশ্বষ্ঠদেগের উৎপত্তি হয়। এতক্ষণ বাহা
যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, যে সময়ে জাতি অর্থাৎ
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হয়, সমুদয় স্মৃতি ও পুরাণশাস্ত্রকর্তা
চইতে ভগবান্ মহুই তাহার নিকটবর্তী। উদ্ধৃত বৃহস্পতি-আর-পরশর-বচন
দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ চইতেছে। এমতাবস্থায় অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি
ও জাতিবিষয়ক ইতিহাস ভগবান্ মহু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য ইতিহাস
বলিয়া যে গ্রন্থীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অত্র কোন স্মৃতি কিংবা
পুরাণকার তাহার বিপরীত ইতিহাস বলিয়া থাকিলেও তাহা মিথ্যা, যেহেতু
সত্যযুগের (ভগবান্ মহুরও পূর্ববর্তী) অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি ও জাতিবিষয়ক
ইতিহাস মহু যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত ইতিহাস, সত্যযুগ হইতে দুই
তিন ও চতুর্যুগ দূর্বর্তী (ত্রৈতা দ্বাপর ও কলিযুগের) শাস্ত্রকারেরা কেহ প্রচার
করিয়া থাকিলেও তাহা যে গ্রন্থ ও যুক্তি অনুসারে সত্য বলিয়া পরিগৃহীত
হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি-ও-জাতি-
বিষয়ক ইতিহাসসম্বন্ধে আমরা মহাসংহিতাকেই মূল বলিয়া অবলম্বন করিলাম।
মহু বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণা বৈশ্বকক্কায়ামশ্বষ্ঠো নাম জায়তে।

নিষাদঃ শূদ্রকক্কায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ১০ অ, মহুসং।

ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা পত্নী বৈশ্বকক্কাতে উৎপন্ন সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ,
আর ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা স্ত্রী শূদ্রকক্কাতে জাত সন্তানের নাম নিষাদ;
নিষাদের অপর নাম পারশব।

এই বচনে বিবাহের প্রাঙ্গণ স্পষ্ট নাই, কিন্তু আমরা পরিষ্কাররূপে উহার
অনুবাদে ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি প্রচার-করিলাম,
ইহাতে অনেকেই আপত্তি থাকিতে পারে সুতরাং নিয়ে তাহারই আলোচনা
করা যাউতেছে।

“একান্তরা ব্রাহ্মণস্ত বৈশ্বা তত্র জাতোহশ্বষ্ঠঃ স্মৃত্যন্তরে ভূজকণ্টকঃ

ইত্যুক্তঃ (১২) । । কথ্যগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণং ব্যাচক্ষতে বৈশ্ব-
স্মিয়ামিত্যর্থঃ । ৮ ।” ৮শ্লোক, মেধাতিথি ভাষ্য, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণের একান্তর্য পত্নী বৈশ্বকন্ধ্যাতে জাত অশ্বষ্ঠ, অগ্ন স্মৃতিতে যাতাকে
ভূজ্জকণ্টক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । । স্ত্রীমাত্র প্রদর্শনার্থ কথ্যশব্দ
গৃহীত হইয়াছে । উহার অর্থ বৈশ্বজাতীয় স্ত্রীতে (১৩) ।

(১২) মেধাতিথি অশ্বষ্ঠকে যে ভূজ্জকণ্টক বলিয়াছেন, তাহা ভুল, মনুসংহিতার ১০
অধ্যায়ের ২১ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য চীকা দেখ । ভূজ্জ কণ্টক শব্দ নহে উহাও ভ্রম, প্রকৃত-
পক্ষে ভূজ্জকণ্টক শব্দ যথা, ভূজ্জকণ্টক (ভূজ্জ—কণ্ট+কণ্—যোগ) সং পুং বর্ণ সঙ্গর জাতি-
বিশেষ । ২২১ পৃষ্ঠা প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“ব্রাত্যাস্তু জায়তে বিপ্রাং পাপাত্মা ভূজ্জকণ্টকঃ ।” ইত্যাদি । ২১ ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতার এই শ্লোকে ভূজ্জকণ্টকের উপস্থিতি ব্রাত্যসম্পর্ক থাকায়
ও বিবাহসম্পর্ক না থাকায় ভূজ্জকণ্টক অশ্বষ্ঠ হইতে স্পষ্টতঃ ভিন্ন হইতেছে ।

(১৩) মেধাতিথি ভাষ্যের ‘একান্তর্য’ আমরা পত্নী অর্থ কেন করিলাম তাহা পক্ষর বাস্তব
হইতেছে । মেধাতিথির এই “বৈশ্বস্মিয়ামিত্যর্থঃ” বাক্যের কেহ বৈশ্বপত্নী অর্থ করিতে
পারেন । এক্ষণে কথ্য নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, যেহেতু বিবাহ বিধিতে শব্দ
স্মৃতিতে আছে, “ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্বা ব্রাহ্মণস্ত প্রকীৰ্ত্তিতা ।” ব্রাহ্মণের পত্নীহিতো ব্রাহ্মণী,
তবে কি শব্দ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীকে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন ? আর
বাজবল্ক্যও “বিশঃ স্মিয়ামন্যঃ” বলিয়া পরে “বিন্মাশেষ বিধিস্মৃতঃ” বলিয়াছেন । এখন
কি আমরা “বিশঃ স্মিয়ামন্যঃ” বাক্যের বৈশ্বপত্নী অর্থ করিব ? তাহা করিলে যে তদ্রূপ ‘বিন্মাশেষ’
অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির “বিবাহিতাস্থ পত্নীসু” বাক্যের সহিত বিরোধ হয় ? অতএব বুঝিতে হইবে
যে, শব্দসংহিতার ব্রাহ্মণের কথ্যার্থেই ব্রাহ্মণী ও বাজবল্ক্য সংহিতাতেও বৈশ্বকন্ধ্যাথেই
“বিশঃ স্মিয়ামন্যঃ” আর মেধাতিথিও বৈশ্বকন্ধ্যাথেই “বৈশ্বস্মিয়া মিত্যর্থঃ” (বৈশ্বপত্নীতে) বলিয়া-
ছেন । মেধাতিথির উক্ত “একান্তর্য” বাক্যের নিশ্চয়ই পত্নী অর্থ যখন পরে প্রদর্শিত হইতেছে
তখন “বৈশ্বস্মিয়ামিত্যর্থঃ” বাক্যের বৈশ্বপত্নী অর্থ করিলে যে “ব্রাহ্মণস্ত একান্তর্য” অর্থের
সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি কর্তব্য ।

“তন্মলোমকেশদশনাং মুদগীমুদহেং স্মিয়ঃ ॥” ৩অ, মনুসংহিতা ।

“স্মিয়ঃ কন্ধ্যাধিকারং বস্ত্রাম্ ॥” ই শ্লোকভাষ্য মেধাতিথি ।

“কোমলাঙ্গীং কন্ধ্যামুদহেৎ ॥” ই শ্লোকটীকা, কৃষ্ণক ভট্ট ।

প্রমাণ বায় যে, এই শ্লোকের “স্মিয়ঃ” অর্থাৎ স্ত্রী শব্দের ভাষ্য ও চীকার উত্তরেই কন্ধ্যা-
ধিকার

“ব্রাহ্মগাদিতি । কল্পাগ্রহণাদত্র উচ্যামিত্যাদ্যাং ‘বিদ্যাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ’
 ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুদ্রীকৃত্যচ্চ ব্রাহ্মণবৈশ্বকৃত্যাদং উচ্যামন্বষ্ঠাখ্যো জায়তে,”
 ইত্যাদি কুল্লুকভট্ট টীকা । ১০ অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণ হইতে হাত । বচনে কথ্যশব্দ যুক্ত থাকা হেতু এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও
 ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীতে অশ্বষ্ঠের জন্ম স্পষ্টরূপে বলাতে বুঝিতে হইবে,
 ব্রাহ্মণের পত্নী বৈশ্বকৃত্যতে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক অশ্বষ্ঠের জন্ম ।

ভাষ্যকার মেধাতিথি আর টীকাকার কুল্লুকভট্ট উক্ত বচনের ভাষ্য
 ও টীকাতে এবাংহত জীপুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাত আর বৈশ্বকৃত্যপত্নীতে অশ্ব
 অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন । যদি বল, যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়া
 থাকেন তাহা আমরা পরে দেখিব, এখানে মনুর কথা ক’ উত্তর,—মনুর
 কথা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যবচনের দ্বারাও মনুর
 উক্ত ৮ শ্লোকের অর্থ করা কষ্টব্য, যেহেতু তান মনুসংহিতা ও উক্ত শ্লোকের
 অর্থ জানতেন ; তানও অশ্বষ্ঠের উৎপত্তির ইতিহাস বলিয়াছেন । তাঁহার
 সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্বকৃত্যকে বিবাহ করিতেন এবং ব্রাহ্মণের উক্ত ভাৰ্য্যাতে
 অশ্বষ্ঠনামা পুত্রগণেরও উৎপত্তি হইত, এহ কথা তিনিও কহিয়াছেন, (এই
 অধ্যায়ের ২৮তীকাযুক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচন দেখ) । ভগবান্ মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২১৩
 শ্লোকে অমূল্যক্রমে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় কল্পা বৈশ্বকৃত্য ও শূদ্রকৃত্য ভাৰ্য্যা
 হয় বলিয়া দীর্ঘম অধ্যায়ের ৫শ্লোকে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণাদির অমূল্যোমা পত্নীমধ্যে
 গণনা করিয়া ১০ অধ্যায়ের ৮শ্লোকে সেই অমূল্যোম পত্নীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের
 বৈশ্বকন্যা পত্নীতে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি, এহ কথা কহিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়
 “বিদ্যাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ” বচনের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে ।
 যাজ্ঞবল্ক্য মনুর কথিত অশ্বষ্ঠোৎপত্তির ইতিহাস গোপন করিতে চেষ্টা পান নাই,

গ্রহণ করিয়াছেন : এরূপ অবস্থায় “বৈশ্বকৃত্যাদং” এই বাক্যের ভাষ্য করিতে মেধাতিথি
 অন্ত্যর্থে যে “বৈশ্বকৃত্যামিত্যাদঃ” বলেন নাই, বৈশ্বকৃত্যার্থেই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন
 সন্দেহ নাই ।

“চতস্রো বিহিতা ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্ত মুখিষ্ঠিরঃ ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া” ইত্যাদি । অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

এখানেও ব্রাহ্মণকল্পা অর্থেই ব্রাহ্মণীশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ।

কিংবা ভূগণীত কিছুই বলেন নাই যে তাঁহার প্রদত্ত বিধি ও চিহ্নিত্যস এখানে অপ্রামাণ্য হইবে । মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকার আলোচ্য বিষয়ে যে জন্য মনুসংহিতা অবলম্বন-করেন নাই তাহা “অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে বিবৃত হইবে ।

বিবাহবিষয়ে বহুশাস্ত্রের প্রমাণ থাকাসত্ত্বেও বচনে কন্যাশব্দ থাকাত্তে যাহারা অষ্টমকে কন্যাগর্ভসম্ভূত অর্থাৎ কানীন পুত্র বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, তাহা হইলে মনুপ্রভৃত শাস্ত্রকার-গণ, অষ্টমকে দ্বাদশপুত্রকর্তৃনস্থলে কানীনপুত্রমধ্যে ধরিয়া লইতেন (১৪) ; অমুলোমজ পুত্র বলিতেন না (১৫) ও অষ্টম আর অমুলোমজ নামেরই সৃষ্টি

(১৪) “পিতৃবেশ্মনি কস্তা তু যঃ পুত্রং জনয়েৎ২৥

তং কানীনং বদেদ্রায়। বোহুঃ কস্তাসমুদ্রবম্ ॥ ১৭২ ॥ ১অ, মনুসং ।

টীকা—‘পিতৃভিঃ । পিতৃগৃহে কস্তা যঃ পুত্রম্ অশ্রকাশং জনয়েৎ তং কস্তাপরিণেতুঃ পুত্রং নামা কানীনং বদেৎ ।’ কুল্লুকভট্ট ।

“কানীনঃ পঞ্চমঃ পিতৃগৃহেহসংস্কৃত্যৈবোৎপাদিতঃ স চ পাণিগ্রাহিত ৥”

১৫অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

“কানীন পঞ্চমো বা পিতৃগৃহেহসংস্কৃত্য কামাছুৎপাদয়েন্মাতামহস্ত পুত্রো ভবতীত্যাহঃ ।”

১৭অ, বলিষ্ঠ সংহিতা ।

“কানীনঃ কস্তাকাজাতো মাতামহস্যতোমতঃ ॥” ১৩২ ॥ ২অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

এখানে কেহ বলিয়াছেন, কানীন তাহার মাতার পাণিগ্রাহীতর, কেহ বলিয়াছেন, মাতা-মহের পুত্র, তাহাতে আমাদের কথার কোন ক্ষতি নাই । কুল্লুকপায়ন বেদব্যাস কানীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি পরাশরের পুত্র হওয়ারও দেখা যায় যে তাহাতে উপরি উক্ত কোন বিধিই খাটে নাই । মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকের কেহ সর্বর্ণ পুরুষ ধরিয়া লইয়াছেন তাহাও মিথ্যা ইতিহাস, সর্বর্ণে অসর্বর্ণেই পূর্বকালে কানীনপুত্র জন্মিত, তাহারও প্রমাণ পরাশরপুত্র ।

(১৫) “এদান্তরে স্বামুলোম্যাদম্বষ্ঠোত্রৌ যথা স্মৃতৌ ।” ইত্যাদি ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

“অমুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাং জাতাঃ সর্বর্ণাশ্বষ্ঠোত্র নিষাদদৌদ্রস্তপারশবাঃ ।”

৪অ, পৌত্তমসংহিতা ।

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭৮৯১০১১ শ্লোকের অর্থ ভাষ্য টীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ৫ হইতে ১০ শ্লোক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সর্বর্ণে অসর্বর্ণে উৎপন্ন

হইত না। অতএব নির্ণীত হইল যে অশ্বষ্ঠকে কিছুতেই কানীনপুত্র বলা যাইতে পারে না। অন্তের বিবাহিতা স্ত্রীতে অশ্বষ্ঠের জন্ম, এই কথা যাহারা প্রচার করেন বা করিয়াছেন, তাহাদের সন্তোষার্থ এখানে বলা যাইতেছে যে, অন্তের বিবাহিতা স্ত্রীতে (ক্ষেত্র) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধিমতে যাহাদিগের জন্ম, তাহারা ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্র, ক্ষেত্রস্বামীর জাতি (১৬)। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা দ্বাদশপুত্রকর্ত্তনস্থলে এই পুত্রও (ক্ষেত্রজ পুত্রও) কীর্ত্তন করিয়াছেন (১৭)। অশ্বষ্ঠ যখন অনুলোমজ পুত্র, তখন তাহাকে ক্ষেত্রজপুত্র বলিলে কোন শাস্ত্রেই যে অনুলোমজ ও অশ্বষ্ঠনামা পুত্র উক্ত হইত না, অশ্বষ্ঠ নামই যে শাস্ত্রে থাকিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ে যাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হইয়াছে, ১০ অধ্যায়ে পুনরায় তাহাকে অনুলোমজ ও অশ্বষ্ঠ বলিবার প্রয়োজন কি? একপ বলিলে যে বিরুক্তি দোষ হয়? বহু শাস্ত্র

স্ত্রীতে (ভাষ্যতে) জাত সন্তানগণেরই বৃত্তান্ত উক্ত হইয়াছে। ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণের বৈশ্বকন্মভাৰ্য্যাও উক্ত আছে। ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকোক্ত অশ্বষ্ঠ উক্ত ভাৰ্য্যারই সন্তান। অতরাং ৮ শ্লোকোক্ত বৈশ্বকন্ম যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী তাহা বলা বাহুল্য।

(১৬) “যন্তজজঃ প্রমীতস্ত ক্লীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা।

স্বধর্মেণ নিযুক্তায়াঃ স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬৭ ॥

যেহক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাণিণঃ।

তে বৈ শস্তস্ত জাতস্ত ন লভন্তে ফলং কচিৎ ॥ ১৭ ॥

তথৈবাক্ষেত্রিণো বীজঃ পরক্ষেত্রপ্রবাণিণঃ।

সুস্বস্তি ক্ষেত্রিণামর্থঃ ন বীজী লভতে ফলম্ ॥ ৫১ ॥” ৯অ, মনুসং।

৫২।৫৩।৫৪ শ্লোক দেখ। ১৩০ শ্লোক, যাজবল্ক্যসংহিতা

৩ ৪অ, পরাশরসংহিতা দেখ।

ক্ষেত্রজপুত্রগণ যে ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র ও জাতি তাহা জগন্নাথ দ্বতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদ্রুম, মুখিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

(১৭) “ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।

গৃঢ়োৎপন্নোহপবিব্রজন্ত দায়াদা বাক্ববাশ্চ ঘট্ ॥ ১৫৯ ॥

কানীনশ্চ সহোদৃশ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা ॥” ইত্যাদি। ১৬০।

৯অ, মনুসংহিতা। অন্ত্যস্ত স্মৃতি পুরাণ দেখ।

দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ক্ষেত্রজপুত্র এক, অনুলোমজ সন্তান অত্র (১৮) এবং ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান হইতে অনুলোমজ সন্তান অশ্বষ্ঠাদির উৎপত্তির বিধানও স্বতন্ত্র । অত্রের সধবা বা বিধবা পুত্রীতে বাভিচারে দ্বাহাদের উৎপত্তি, তাহারও অশ্বষ্ঠ আখ্যা পাইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে তাহাদিগকে কুণ্ড ও গোলক আখ্যা প্রদান করত (১৯) ঐ সকল সন্তানকে অনুলোমজ অশ্বষ্ঠাদি হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে । অতএব কুণ্ড ও গোলক প্রভৃতি নিম্নিত সন্তান হইতে স্বতন্ত্র মন্বাদিশাস্ত্রে অশ্বষ্ঠ অনুলোমজ ও বিধিকৃত সন্তান বলিয়া উক্ত হইত না এবং অশ্বষ্ঠনামও যে থাকিত না তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র ।

“অনন্তরাস্তু জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ ।

যোকাস্তরাস্তু জাতানাং ধর্ম্মাং বিদ্যাাদিমং বিধিঃ ॥ ৭ ॥”

১০অ, মনুসংহিতা ।

(১৮) “অশ্বষ্ঠ শব্দের অর্থ” অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, “অশ্ব”—“স্থ”—“ড” করিয়া অশ্বষ্ঠ হইয়াছে । অশ্বষ্ঠের অর্থ, পিতৃস্থ, অর্থাৎ পিতৃজাতি । অতএব অশ্বষ্ঠশব্দের সাধন, তাহার অর্থ ও উৎপত্তি আদি সমুদয়ই কানীনক্ষেত্রজ, কুণ্ড ও গোলকপ্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতেছে । একুপাবস্থার বীহারী অশ্বষ্ঠের (বৈদ্যের) উৎপত্তিতে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ-বোষণা করেন তাহার। যে ঈর্ষাপরবশ ও অস্ত্রের অযথাকুৎসাপ্রিয় ব্যক্তিগণের কল্পিত আধুনিক অযথাশাস্ত্রাবলম্বী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ।

(১৯) “পরদারেষু জায়েতে যৌ স্ততো কুণ্ডগোলকৌ ।

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্তান্মতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥ ১৭৭ ॥ ৩অ, মনুসং ।

“ওষবাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি ।

ক্ষেত্রী তল্লভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥ ১৭৮ ॥

তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ যৌ স্ততো কুণ্ডগোলকৌ ॥

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্তান্মতে ভর্ত্তরি গোলকঃ ॥ ১৮ ॥”

৪অ, পরাশরসংহিতা ।

অশ্বষ্ঠের ক্ষেত্রজপুত্র নহেন, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রীতে জাত, ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, তাহা পরবর্তী ৯ অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইবে । মনু ৯ অধ্যায়ের ক্ষেত্রজ পুত্রকে বিধিকৃত ও নিম্নিত উভয়ই বলিয়াছেন, কিন্তু অনুলোমজদিগকে সর্বত্রই বিধিকৃত বলিয়াছেন, কোথাও নিম্নিত বলেন নাই ।

“আনুলোমেন বর্ণানাং যজ্ঞস্য স বিধিঃ স্মৃতঃ ।

প্রাতিলোমেন যজ্ঞস্য স এব বর্ণসঙ্করঃ ॥”

• অষষ্ঠদীপিকাযুক্ত, নারদসংহিতা বচন ।

“বৈশ্ণায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহষষ্ঠ উচ্যতে ॥” ইত্যাদি ।

উশনাঃ সংহিতা ।

“বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অষষ্ঠো

.

. বিপ্রাশ্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥” . . . যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অনুলোমজ পুত্র অষষ্ঠগণ বিধিকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে । বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন না হইলে তাহাদিগকে যে কিছুতেই সনাতন ও ধর্ম্মাবিধিসম্বৃত বলা যাইতে পারে না, উপরি উক্ত শ্লোকগুলির বিধি-শব্দের অর্থই যে বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে । বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার “বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি” ইত্যাদি বচনের, বিপ্রাং বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি বৈশ্ণায়াং শূদ্রায়াঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তাষষ্ঠনিষাদানাং এতজ্জন্ম-রূপবিধিভূতপূর্ব্ববিপ্রণীতশাস্ত্রে উক্তো বিব্রতোহস্তি, অর্থ হওয়ার অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পত্নীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অষষ্ঠাদির উৎপত্তির ইতিহাস থাকায় অনুলোমজ পুত্র অষষ্ঠ যে শাস্ত্রোক্ত অনুলোমবিবাহসম্বন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণ পতি আর বৈশ্বকর্ত্তা পত্নীতে জাত, তাহা পণ্ডিতেরা সহজেই বুঝিবেন ।

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকশ্মণি ।

• কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যাঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥” ওঅ, মহুসং ।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন,—“কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তা-নামেতা বক্ষ্যমাণা আনুলোমেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ ।”

“শূদ্রৈব ভাষ্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্যাঃ তাস্চ স্বা চাগ্রজন্মানঃ ॥ ১৩ ॥ ওঅ, মহুসং ।

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—“উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূর্ব্বত্র ক্রমগ্রহণাদপ্রাপ্তা । সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্ণা বৈশ্বস্ত । তে চ বৈশ্বাশূদ্রে স্বা চ

রাজহস্ত । এবমগ্রজন্মনো ব্রাহ্মণস্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তব্যো শূদ্রপ্রক্রমেণ
... .. অনুপূৰ্ণেণাবশ্যং স-চ্চয়ঃ ।”

“ব্রাহ্মণস্তানুপূৰ্ণেণ চতস্রস্ত যদি দ্বিগুণঃ । ইত্যাদি ১৪৯ । (২০)

১অ, মনুসংহিতা ।

এই শ্লোকের ভাষ্য মেধাতিথি বলিয়াছেন,—“অনুপূৰ্ণগ্রহণং তৃতীয়ে
দর্শিতস্ত ক্রমস্তানুবাদঃ ।”

উপরি উক্ত মনুসংহিতার তৃতীয় ও নবম অধ্যায়োক্ত শ্লোকগুলি এবং তাহার
ভাষ্য-টীকাদির অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়োক্ত
একান্তরা, দ্ব্যস্তরা, অনস্তরা ও বিয়ুসংহিতায় “অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা”র অনু-
লোমা প্রভৃতি শব্দ, মনুসংহিতার ৩ ও ১০ অধ্যায়োক্ত এবং অগ্ন্যু-
ত্তাপিপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীবোধক । ভাষ্য টীকাকারও
ঐরূপ বিবাহকে “অনুলোমেন” “অনুপূৰ্ণেণ” বাক্যদ্বারা অনুলোমবিবাহ
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । অনুলোমক্রমে বিবাহ হওয়াতেই কিংবা বিবাহের
নাম অনুলোমবিবাহ, এই হেতুতেই উক্ত বিবাহিতা পত্নীকে যে শাস্ত্রে অনু-
লোমা, অনস্তরা, একান্তরা দ্ব্যস্তরা ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর
সন্দেহ কি ? এমতাবস্থায় মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্য মেধা-
তিথি যে বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণস্ত একান্তরা বৈশ্ণা” (ব্রাহ্মণের একান্তরা বৈশ্ণা),
তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নী করিতেই হইবে ।

“ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকণ্ঠায়াং যুতো ভবতি জাতিতঃ ॥” ইত্যাদি । ১১ ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন,—“এবমনুলোমজানুজ্ঞা প্রতি-
লোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি । অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ কণ্ঠাগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপল-
ক্ষণার্থম্ ।” ইত্যাদি ।

উপরে অনুলোমজ সন্তানগণের বিষয় বলিয়া সম্প্রতি প্রতিলোমজ সন্তান-
গণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত ও নামাদি বর্ণিত হইয়াছে । এখানে বিবাহ অসম্ভব, স্তুরার

(২০) এই পুস্তকের অনেক স্থলেই বঙ্গানুবাদ আছে বলিয়া এই স্থানের অনেকগুলি
শ্লোকের অনুবাদ বাহুল্যভয়ে দেওয়া হইল না ।

বচনে কণ্ডাশকগ্রহণ কেবল স্ত্রীমাত্র প্রদর্শনার্থ করিয়াছেন (২১)। প্রতিলোমজ সন্তানবিষয়ক বচনের টীকা আরম্ভ করিয়া ভট্ট কুল্লুক এখানে বিবাহ অসম্ভব বলাতে পূর্বোক্ত অনুলোমজ অর্ঘ্য প্রভৃতি পুত্রগণ বিবাহোৎপন্ন একথা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছেন। টীকাকার এখানে বিবাহ অসম্ভব একথা কেন বলিলেন ? না, শাস্ত্রের কোথাও প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নীচ বর্ণের পুরুষের উচ্চ বর্ণীয়া কণ্ডাকে বিবাহকরিবার বিধি নাই। সর্বত্রই উচ্চবর্ণীয় পুরুষের নীচবর্ণীয়া কণ্ডাকে বিবাহকরিবার বিধি আছে। মনুসংহিতা, যাত্নবন্ধ্যসংহিতা, রিষু, অত্রি, বাস, বশিষ্ঠাদি সমুদয় স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে প্রতিলোমজ পুত্রগণের ধর্মাদি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও প্রতিলোমক্রমে বিবাহবিধি উক্ত

(২১) টীকাকার কুল্লুকভট্ট এখানে বিবাহ অসম্ভব বলিয়াছেন, তথাপি বচনে কণ্ডাশক প্রযুক্ত থাকাতে এখানেও (প্রতিলোমেও) অনিলিত অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দ্রাবি, আর্য ও প্রাজাপত্য বিবাহ না হইলেও ব্রাহ্মাদির কণ্ডাদিগের কণ্ডাবস্তাতেই (অদত্তা থাকিতেই) নীচবর্ণের পুরুষ ক্ষত্রিয়াদির সহিত নিমিত্ত অর্থাৎ পাক্কর্ক, আহর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অবশ্যই হইত, এ জন্মই এখানেও বচনে কণ্ডাশক প্রযুক্ত আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

“কণ্ডাশকশত্র প্রকরণাদনুভূতসন্তোগাস্ত্রীষু বর্ততে।। নান্যন বিবাহোহস্তি সতাপি কণ্ডাষে ॥” (৩৪, মনুসংহিতার ১০ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য)। “অকণ্ডা-দ্বাদবিবাহতরৈব ন পত্না ইতি ॥” (মনুসংহিতা ১০ অ, ৫ শ্লোক, মেধাতিথি ভাষ্য)।

এই মেধাতিথির ভাষ্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যে বচনেই কণ্ডাশক উক্ত থাকিবে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে, উক্ত স্ত্রী অন্তের বিবাহিতা বা সন্তোগ্যা নহে, এবং তাহাতে ব্রাহ্ম-গাদির মধ্যে কাহারও কর্তৃক পুত্রোৎপাদনের অনঙ্গ দেখিলেই বুঝিতে হইবে ঐ কণ্ডা সেই পুরুষেরই পত্নী ; এমতাবস্থায় টীকাকার কুল্লুক ভট্টের ‘অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ’ ইহার অর্থ এই যে প্রতিলোমে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য এই চারি অনিলিত (মন্ত্র ও যাগাদিযুক্ত) বিবাহ অসম্ভব। প্রতিলোমক্রমেও শাস্ত্রোক্ত আহর, পাক্কর্ক, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি নিমিত্ত বিবাহচতুষ্টয় নিশ্চয়ই হইত, অথবা ঐ সকল বিবাহের স্থল কোথায় ? প্রাচীনকালে যে ঐ সকল নিমিত্ত বিবাহ হইত, তাহাতে কণ্ডা পিতাকর্তৃক মন্ত্রাদি দ্বারা প্রদত্তা না হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা ঐ সকলকে প্রকৃত বিবাহমধ্যে গণনা করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল নিমিত্ত বিবাহসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষেরাও যাবজ্জীবন পতি-ও-পত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেন। সুতরাং কণ্ডাশদের প্রয়োগ এখানেও যে সঙ্গত মতেই হইয়াছে, এবং সুতাদি প্রতিলোমজাত সন্তানগণও যে এককালীন বিবাহসম্বন্ধবিবর্জিত স্ত্রীপুরুষ হইতে নহে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

হয় নাই। তাহা না হইলেও প্রতিলোমক্রমে অনিন্দিত বিবাহ যে একেবারেই হইত না তাগ নহে। মহাভারত-ও-হর্বিংশ-পাঠে জানা যায় যে, শুক্রাচার্যের কন্ডাকে যযাতি ও শুকদেবের কন্ডাকে অনুহ নৃপতি বিবাহ করেন। ঐ বিবাহকে বা তদুৎপন্ন সন্তানকে (যহ, তুর্বহু ও ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতিকে) নিন্দিত বলিয়া শাস্ত্রের কোথাও উক্ত হয় নাই। ইহাতে ব্যক্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিলোমক্রমেও দুই একটি নিন্দিত বিবাহ যেমন ঘটত, তেমনি কচিৎ কচিৎ স্থলবিশেষে সর্বণ ও অমুলোমক্রমেও যে দুই একটি নিন্দিত বিবাহ না হইত তাহাও নহে। কিন্তু উহাতে শাস্ত্রবিধি-থাকাতে বুঝিতে পারা যায় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক স্থলে প্রমাণও পাওয়া যায় যে, প্রথমে সর্বণে বা অমুলোমে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহ ঘটিলেও পরে তাহাতে মন্ত্র, যাগাদি প্রযুক্ত হইত। আর প্রতিলোমক্রমে বিবাহের বিধি শাস্ত্রে না থাকাতে ঐরূপে যে সকল নিন্দিত বিবাহ হইত তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত না ; প্রাচীনকালের সর্বণ আর অমুলোম বিবাহের সহিত প্রতিলোম বিবাহের এই-মাত্র প্রভেদ ছিল। যাহা হউক, এই অধ্যায়ের ২৬টীকাধৃত শাস্ত্রীয় অমুলোম বিবাহের বিধি এবং মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের উপরি উক্ত ৮ শ্লোকোক্ত অষ্টাষ্টোৎপত্তিবৈয়ক বচনের দ্বারা উপলব্ধি অর্থাৎ এই ইতিহাস পরিস্ফুট হয় যে, সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্বে ব্রাহ্মণেরা যে বৈশ্বকন্ডাদিগকে বিবাহ করিতেন, অষ্টাষ্টো উক্ত বিবাহিতা পুরুষ ও স্ত্রীদিগের (পতি ও পত্নীগণের) সন্তান।

উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী দ্বারা যাহা দেখান হইল, তাহাতে এবং এই অধ্যায়ের ২৬টীকাধৃত বিবাহবিষয়ক বচনাবলীতে প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বগণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রকন্ডাদিগকে বিবাহ করিতেন তাহারই নাম অমুলোম বিবাহ। উক্ত বিবাহের নাম অমুলোম বিবাহ হইলেই, ইহাও প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কন্ডাদিগকে বিবাহ করিতেন উক্ত কন্ডাগণ ব্রাহ্মণাদির পরবর্ণে, এবং একবর্ণ ও দুই বর্ণ ব্যবধান বর্ণে উৎপন্ন বলিয়া তাহার ব্রাহ্মণাদির অমুলোমা, অনন্তর-জাতা, অনন্তরজা, একান্তরজা ও দ্ব্যন্তরজা, অনন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা নাম্নী পত্নী। তাহাদের ঐসকল আখ্যা একমাত্র অমুলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে। অতএব মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের যে সকল শ্লোকে ও তাহার ভাষ্য টীকাতে, অনুলোমা, অনন্তরজাত, অনন্তরজা, দ্ব্যন্তরজা, ত্র্যোক্তরজা, দ্ব্যোক্তরজা, অনন্তরজা, একান্তরজা, দ্ব্যন্তরজা, অনন্তরজ, একান্তরজ, অনুলোমজ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত আছে, তৎসমুদয়ের অর্থ ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা পত্নী ও তত্ৰূপন্ন সন্তান (২২)। এমতাবস্থায় আমরা পূর্বে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্যের “ব্রাহ্মণস্ত একান্তরজা বৈশ্বা”র অর্থ যে ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা বলিয়াছি, তাহা একান্তই সত্য হইতেছে। এতক্ষণ শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলম্বনে যে সত্য প্রদর্শিত হইল তাহাতে আৰ্য্যশাস্ত্রকারদিগের এই অভিপ্রায় পরিষ্কৃত হয় যে, শাস্ত্রের যে স্থলেই অনুলোমা ও অনুলোমজ প্রভৃতি পূর্বপ্রদর্শিত শব্দগুলি আমরা দেখিব, সেই স্থলেই তাহার অর্থ অনুলোম বিবাহিতা পত্নী ও তত্ৰূপন্ন সন্তান।

ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্বকন্ধ্যা পত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি সত্যযুগে হইয়াছে তাহা প্রদর্শিত হইল। সত্যযুগে হইয়াছে, ইহার অর্থ সত্যযুগে আরম্ভ হইয়াছে, যেহেতু ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

(২২) “ঐধনন্তরজাতাহু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সন্তান্।” ইত্যাদি। ৬।

“অনন্তরাজ্ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।

ত্র্যোক্তরাজ্ জাতানাং ধর্ম্মাং বিদ্যাদিমং বিধিন্ ॥ ৭ ॥”

এই দুই শ্লোকের ভাষ্য, টীকা (৭ অধ্যায়স্থ) এবং ১৩২৪।১৫৮৯।১০।১১।১২।৪১ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ১০অ. মনুসংহিতা। ২৪অ. বিষ্ণুসংহিতার ১ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫৭ শ্লোক ও ব্যাস, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, শঙ্খসংহিতা ও মহাভারতের অশ্বশাসনপর্ব বিবাহবিধি দেখ।

ব্রাহ্মণস্তানুলোম্যেন স্ত্রিয়ৌহতাপ্তিঃ এব তু।

যে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্তান্যে বৈশ্বকন্ধ্যৈক। প্রকীর্তিতা ॥

অশ্বদীপিকাস্থত, নারদসংহিতা ৮৮ন।

অনুলোমানন্তরৈকান্তরজ্যন্তরাজ্ জাতাঃ সর্বণাশ্বষ্টোঐনিবাদদৌশস্তপারশবাঃ।

৪অ. গৌতমসংহিতা।

অনুলোমশব্দ হইতেই যে সর্বত্র “আনুলোম্যেন” “আনুলুর্কেণ” ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সকলেরই মনে করা কর্তব্য।

“ব্রাহ্মণাঐশ্বকতানামঘষ্ঠো নাম জায়তে ।”

ইত্যাদি । ৮ ।

১০ম, মনুসংহিতা ।

এই “জায়তে” ক্রিয়া বর্তমানকালের । ভাষ্যকার মেধাতিথি যে উহার ভূতকালে “জাতঃ” (২৩) অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই, এবং সেই অর্থেই স্থানে স্থানে অবধা বঙ্গানুবাদও হইয়াছে । উহাতে প্রথমতঃ এই সংস্থাপিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে উক্ত একটিমাত্র অঘষ্ঠনামা পুত্র হইয়াছিল, তাহারই সন্তানপরম্পরা অঘষ্ঠজাতি । অঘষ্ঠজাতির আদিপুরুষ একজন অঘষ্ঠ, এই কুসংস্কারের অনুবর্তী হইয়া কল্লনা ও অঘষ্ঠদিগের অধিকারপ্রাপ্তি গ্রহকারগণ আপন আপন ইচ্ছামত অনেক গ্রন্থেই (পুরাণ, পুস্তক প্রবন্ধাদিতেই) কল্পিত উপায়ে অঘষ্ঠজাতির একটিমাত্র আদিপুরুষ অঘষ্ঠ সৃষ্টি করিয়াছেন (২৪) । যাহা হউক, প্রকৃতপ্রস্তাবে “জায়তে” এই ক্রিয়াটী নিত্যপ্রবৃত্ত-বর্তমানকালার্থে (২৫) প্রযুক্ত হইয়াছে । উহার অর্থ, অঘষ্ঠনামা পুত্রের জন্ম হইতেছে, অর্থাৎ মনুরও পূর্ব হইতে এ পর্য্যন্ত (মনুর সময় পর্য্যন্ত) উক্ত প্রকারে অঘষ্ঠসংজ্ঞক পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিতেছে, এই কথা সত্যযুগের মনু উক্ত “জায়তে” ক্রিয়ার দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন । এখানে অঘষ্ঠশব্দ বহুজনখ্যাপক হইয়াও মনুষ্যশব্দের দ্বারা একবচনান্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । “অঘষ্ঠো নাম জায়তে” ইহার অর্থ, অঘষ্ঠাখ্যা বহুপুত্রের জন্ম হইতেছে বা হইয়া থাকে । যখন বহুশাস্ত্র দ্বারা সঙ্গোপিত হইতেছে, সত্য হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত উপরি উক্ত

(২৩) “একান্তরা ব্রাহ্মণস্ত বৈশ্বা তত্র জাতোহঘষ্ঠঃ ।” মেধাতিথি ।

টীকাকার কুল্লকভট্ট উক্ত “জায়তে” ক্রিয়ার “জাতঃ” অর্থ করেন নাই । “জায়তে” “উৎপাদ্যতে” ইত্যাদি বর্তমান কালখ্যাপক ক্রিয়াই ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা উক্ত জায়তে ক্রিয়ার যে অর্থ করিতেছি ১০ অধ্যায়ের অঘষ্ঠবিষয়ক কোন শ্লোকের ব্যাখ্যাতে তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও ব্যক্ত করেন নাই । তবে ভাবে বুঝা যায় যে আমাদের (প্রদর্শিত) সিদ্ধান্ত তাহার মতের বিপরীত নহে ।

(২৪) স্কন্দপুরাণ বিবরণ খণ্ডীয় ও রেবাখণ্ডীয় এবং পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির বৈদ্যোৎপত্তি ও বৃহদ্ধর্ষপুরাণ, জাতিমালা ও বৈদ্যরহস্য দেখ ।

(২৫) “বর্তমানকাল তিন ভাগে বিভক্ত ; বিদ্যুৎ বর্তমান, নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তমান এবং ভূতাসন্ন ও ভবিষ্যদাসন্ন বর্তমান ।” ইত্যাদি । ৭২পৃঃ সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ ।

অমূল্যম বিবাহ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্যগণের, কত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকণ্ঠাদিগকে বিবাহ-করা) আর্ঘ্যসমাজে প্রচলিত ছিল, (২৬) তখন বুঝিতে হইবে, বঙ্গালসেন কিংবা দেবীর প্রভৃতি ঘটকদিগের সময় হইতে ব্রাহ্মণদিগের কুলীন পুরুষ আর শ্রোত্রিয়কণ্ঠাতে (পতি-পত্নীতে) যেমন কুলীন ব্রাহ্মণের জন্ম অর্থাৎ কুলীন সন্তানগণের উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে, তেমন সত্যযুগে মনুর এবং মনুসংহিতারও পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (অর্থাৎ অসবর্ণ অমূল্যমবিবাহ বন্ধ না হওয়া অবধি) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের অমূল্যমবিবাহিতা বৈশ্যকণ্ঠাপত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামী হইতে অস্বর্গ্যনামা ব্রাহ্মণপুত্রগণের জন্ম হইয়াছে। গৌতমসংহিতাতে অস্বর্গ্যাদির উৎপত্তিবিবরণক

(২৬) “সবর্ণাশ্রে ষিদ্ধাভীনাং প্রশস্তা দারকর্শ্মণি।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥ ১২ ॥

শূদ্রৈব ভাৰ্য্যা শূদ্রস্ত সা স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্বা চৈব রাজঃ স্যাস্তাশ্চ স্বাপাশ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥” ৩অ, মনুসং।

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চ তিস্রো ভাৰ্য্যা ভবন্তি। ১।” ২।৩।৪ শ্লোক দেখ।

৪৪অ, বিষ্ণুসংহিতা।

৫৭।৫৮ শ্লোক ১অ ষাজবক্ষ্য, ১১শ্লোক ১অ ব্যাস, ৬৭।৮ শ্লোক ৪অ শঙ্খসংহিতা দেখ।

“তিস্রো ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্ত ত্রৈ ভাৰ্য্যে কত্রিয়স্ত চ।

বৈশ্বঃ স্মজাত্যাং বিদ্যেত তাশ্বপত্যাং সমং পিতৃঃ ॥”

৪৪অ, অমূল্যমসবর্ণ মহাভারত।

“চতস্রো বিহিতা ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্ত বুধিষ্ঠিরী।

ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্বা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥” অমূল্যমসবর্ণ মহাভারত।

“কলৌ হুসবর্ণায়া অবিবাহকামাহ বৃহন্নারদীয়ং।.....। বিজ্ঞানামসবর্ণানাং কণ্ঠা-
ত্বপষমশুখা।.....। এতানি লোকগুপ্তার্থঃ কলেরাদৌ মহাস্তমিতিঃ। নিবর্তিতানি
কর্মাণি ব্যবস্থাपूर्वকং বুধৈঃ। সময়স্তাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ”

রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যাকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি। উদাহৃতং।

মনুসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের শাস্ত্র, এই উভয় দ্বারাই এবং উদাহৃত-
ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণের বচন দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের
প্রথম পর্য্যন্ত অমূল্যম (অসবর্ণ) বিবাহ আর্ঘ্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক-
দিগের অমূল্যম দ্বারা তাহা আর্ঘ্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এবিষয়ে অতিরিক্ত
প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক।

বচনে অতীতকালের ক্রিয়া প্রযুক্ত থাকিলেও তাহাকে অদ্যতন (২৭) ভূত মনে করিতে হইবে। উহার দ্বারা অশ্বত্থের উৎপত্তি অতীতকালে একসময়ে হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিলে ব্রাহ্মণের উৎপত্তির নিবৃত্তিও গৌতমের পূর্বেই হওয়া সাব্যস্ত হয় (২৮)।

স্বন্দপুরাণীর বিবরণখণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে ব্রাহ্মণদিগের বিবাহিতা

(২৭) “অতীতকাল চতুর্বিধ; অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ ও পুরানিত্যবৃত্ত।” ৮০পৃঃ, সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ। কলাপ, রত্নমালা, মুদ্রবোধ ও পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ দেখ।

(২৮) এই স্থলে মূলে আমরা বলিয়াছি যে, মনুরও পূর্বে অশ্বত্থের জন্ম হওয়া আরম্ভ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন, মনুর সন্তানগণই মানব, অশ্বত্থগণ মানববিধায় কিপ্রকারে মনু আর মনুসংহিতা হইতে প্রাচীন হইতে পারেন? ইহার উত্তর এই যে, মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাহার পূর্বেই হইয়াছে। সংহিতামধ্যেও তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির উৎপত্তি, ধর্ম এবং অশ্বত্থাদির উৎপত্তি বলিয়াছেন। সুতরাং ইহার যে সংহিতাকর্তা মনুর পূর্ববর্তী, তাহাতে আপত্তি কারণশূন্য বলিয়া নির্ণীত হইল। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৮১৫৯১১৯ শ্লোকে আছে, ষায়জুব মনুও মনুসংহিতার সৃষ্টিকর্তা নহেন, তিনিও তাহার পিতামহ সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রাহ্মণ নিকট মনুসংহিতা অধ্যয়ন করেন, এবং তিনি আপন পুত্র মরীচি ও ভৃগু প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান। ভৃগু অশ্বত্থ মনুসংহিতাকে মনুসংহিতা বলেন। ১ অধ্যায়ের ৬১৬২১৬৩ শ্লোকে আছে, মনু একজন নহেন, সাতজন। এই সমুদয় শ্লোকার্থ গম্যলোচনা করিলে ও মনুসংহিতার প্রতি অধ্যায়ে উহা ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া উক্ত হওয়াতে শেষ এই ইতিহাসটি পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতাও বেদের স্থায় বহুকালে বহু মনুদ্বারা রচিত ও পরিবর্তিত হইয়া শেষে ভৃগুনামক মুনিকর্তৃক সত্যযুগেই সমাপ্ত ও প্রচারিত হয়। আর মনুসংহিতার মতেই যখন মনু সাত জন, সাত জনই যখন প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া উক্ত আছে, তখন উপলব্ধি হয় যে, একমাত্র মনু হইতেই একসময়েই “মনোরপত্যং” এই অর্থে মানব-শব্দ হয় নাট। প্রত্যেক মনু হইতেই মানব হইয়াছে। সংহিতাকর্তা অর্থাৎ ঋষিদিগকে মনুসংহিতা যিনি বলা আরম্ভ করেন তাহার পূর্বেও মনু থাকা যখন মনুসংহিতাদ্বারা সাব্যস্ত হয়, তখন মনুর পূর্ববর্তী হইলেই মানব হইতে পারে না, ইহার কোন যুক্তি নাই।

“ব্রাহ্মণ্যাজীজনং পুত্রান্ বর্ণেভ্যঃ আনুপূর্য্যাত্ ব্রাহ্মণস্বতমাগধাণ্ডালান্ তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মুক্কাভিবিজ্ঞক্সত্রিয়ধাবঃপুত্রান্ তেভ্য এব বৈশ্যাবভূজ্ঞকণ্টকমাহিযাবৈশ্ববৈদেহান্।” ইত্যাদি। ৪অ, গৌতমসংহিতা।

দ্বী বৈশ্বকর্তৃত্বে অষ্টদিগের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে (২২)। উক্ত প্রকরণের প্রথমে পৌরাণিকগণের স্বভাবোচিত অলৌকিক বর্ণনা থাকিলেও উহার মধ্যে ও শেষভাগে অষ্টদিগের উৎপত্তির ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার

- (২২) ১। "আলমায়নগোত্রসমুত্তো বিভাওকো দ্বিজোত্তমঃ ।
 বারুণাবেদমাত্রিত্য যজ্ঞবেদপরায়ণঃ ॥ ৯০ ॥
 ব্যবাহ বৈশ্বকর্তৃক মালিকাং নাম সুন্দরীম্ ।
 পুত্রৈকোহজনয়ন্তস্তাং দেবো নামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯১ ॥
- ২। জমদগ্নিগোত্রসমুত্তো সাওকশ্ব দ্বিজোত্তমঃ ।
 কুংসদেশঃ সমাত্রিত্য সামবেদী দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯৩ ॥
 উবাহ বৈশ্বকর্তৃক বেটিকাং নাম সুন্দরীম্ ।
 পুত্র একোহভবন্তস্ত ধরো নামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯৪ ॥
- ৩। বিষ্ণুগোত্রসমুত্তো বিরজো নাম দ্বিজোত্তমঃ ।
 মহারণ্যনিবাসী চ ঋগ্বেদেহপি মুশিক্ষিতঃ ॥ ৯৬ ॥
 উবাহ বৈশ্বকর্তৃক বিমলাং নাম সুন্দরীম্ ।
 পুত্র একোহভবন্তস্ত চন্দ্রনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯৭ ॥
- ৪। অগ্নিরসকুলোত্তো হৃদদেশনিবাসী চ ।
 অগ্নিরস ইতিথ্যাতো ধর্মবান্ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০৭ ॥
 ব্যবাহ বৈশ্বকর্তৃক সুন্দরীং রতিরঙ্গিম্ ।
 পুত্র একোহভবন্তস্ত নাম্না রক্ষিতো বিশ্রুতঃ ॥ ১০৮ ॥
- ৫। গোতমস্ত মুনের্গোত্রে বিপ্রো বেদবিচক্ষণঃ ।
 দারিভাথো তু দেশেশসৌ যজ্ঞাৎ কৃতনিকেতনঃ ॥ ১০৯ ॥
 উবাহ বৈশ্বকর্তৃক সাবিত্রীং নাম সুন্দরীম্ ।
 একপুত্রোহভবজ্ঞাতো নাম্নাকর ইতি স্মৃতঃ ॥ ১১০ ॥
 সেনোদাসশ্চ শুশ্রুস্ত দেবো দত্তো ধরঃ করঃ ।
 কুণ্ডল্লোরক্ষিতশ্চ রাজসোমো তথাপি চ ॥ ১১২ ॥
 নন্দী কশিৎ কুলান্যেব অষ্টানান্ ক্রমাগতঃ ॥ ১১৩ ॥
 পরাশরকুলোত্তো পরাশরেতি বিশ্রুতঃ ।
 উপযেমে বৈশ্বকর্তৃক শীলানাম্নীং পতিব্রতাম্ ॥ ১১৯ ॥" ইত্যাদি ।

এতদ্ভিন্ন ১১২/১১৩/১১৪/১১৫/১১৬/১১৭/১১৮ ও ১ হইতে ৯ শ্লোক দেখ । বৈদ্যোৎপত্তি-
 প্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বন্দপুরাণ ।

সহিত মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাভারতোক্ত অশ্বঠদিগের উৎপত্তির ইতিহাসের একতা থাকায় তাহা অবিখ্যাসকরিবার কোন হেতু নাই। মহাভারতকারও ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রী বৈশ্বকল্মাশে অশ্বঠের জন্ম বলিয়াছেন (৩০)। মহাভারত ও স্বন্দপুরাণ উভয়ই এই কলিযুগের লিখিত গ্রন্থ (৩১)। অতএব স্বন্দপুরাণের বিবরণখণ্ডীয় বৈদ্যোৎপত্তির শেষভাগ (প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়) সত্য সত্যই যে অশ্বঠদিগের উৎপত্তি-বিবরণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ও মহাভারতীয় অশ্বঠোৎপত্তিবৃত্তান্তের সহিত উপরি উক্ত স্বন্দ-

(৩০) তিস্রো ভার্য্য ব্রাহ্মণস্তাষে ভার্য্যো ক্ষত্রিয়স্য চ ।

বৈশ্বঃ স্বজাত্যাং বিনোত তাষপতাং সমং পিতুঃ ॥”

৪৪অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

“ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ শুদ্রমংশয়ম্ ।

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব শূদ্রৈশ্চায়ামপি চৈবহি ॥”

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

উক্ত মহাভারতবচনের সঙ্গে মনুসংহিতা প্রভৃতির অশ্বঠবিষয়ক বচনের ঐক্য করিলেই বুঝা যায় যে, মনু প্রভৃতি বাহাকে ব্রাহ্মণের পুত্র অশ্বঠ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকেই (অর্থাৎ মনুদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের বৈশ্বকল্মাশ পত্নীতে জাত সন্তানই) ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। যদি মনুদি শাস্ত্র দ্বারা এই পুস্তকের সর্বত্র অশ্বঠের ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রমাণ আমরা না দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা যে বলিয়াছি, মহাভারতকারও অশ্বঠের উৎপত্তি বলিয়াছেন তাহাতে দোষ ঘটিত।

(৩১) “শত্বেষু ষট্শ সাক্ষৈর্ষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলৈর্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ ॥”

প্রথম তরঙ্গ, কল্কি রাজতরঙ্গিনী ।

“অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদাক্ষবনালয়ে ।

ব্রাসমেকান্তমাসীনমপুচ্ছনুঃ স্বয়ং পুরা ।

মামুবাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্তমানে কলৌ যুগে ।

শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীহুত ॥” ৩অ, পরাশরসংহিতা ।

কুরুপাণ্ডব ও মহাভারতরচয়িতা ব্রাস যখন এই কলিযুগের, হইতেছেন, তখন মহাভারত আর স্বন্দপুরাণের সৃষ্টি যে এই কলিতে হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

পুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির ইতিহাসের যোগ করিলে স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির বৃত্তান্তের একটি বিশেষত্ব এই উপলব্ধি হয় যে, উক্ত পুরাণকার যে বলিরাছেন, উহাতে সত্যযুগের ইতিহাস বর্ণিত হইল তাহা মিথ্যা (৩২) । বাস্তবিকপক্ষে উহা যে সত্যযুগের অষ্টদিগের উৎপত্তি নহে, তাহা উক্ত প্রকরণের পূর্বাগর রচনাপ্রণালীর অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । উক্ত প্রকরণে স্বন্দপুরাণকার বলিতেছেন, শক্তি, ধনন্তরি, মোদগলা, কাশ্মপ, ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিলা প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্বকশ্রাপত্নীতে সেননামা অষ্ট পাঁচজন, দাস বা দাশনামা তিনজন, গুপ্ত নামে একজন, দেবনামক চারিজন, দত্ত তিনজন, করনামক দুই জন, ধরনামে দুই জন, চণ্ডনামে এক জন, কুণ্ড দুই জন, রক্ষিত দুই জন, নন্দী দুই জন, রাজ এক জন, সোমনামে দুই জন, সমুদ্রে এই ত্রিশ জন অষ্ট সত্যযুগে জন্মগ্রহণ করেন (৩৩) ; এবং ইহাদেরই পৃথক পৃথক বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ও

৩২ (৩২) মহুপ্রভৃতি সংহিতা আর মহাভারত দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্য্যন্ত অষ্টমের উৎপত্তি হইয়াছে । স্বন্দপুরাণ বলিতেছেন, কেবল সত্যযুগে মাত্র উৎপত্তি হয় । এতগুলি প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের কথা আলোচনা করিয়া একমাত্র স্বন্দপুরাণে বিশ্বাস করা যায় না ।

(৩৩) “গঙ্গা যমুনয়ামধ্যে পুণ্যভূমিনিবাসিনঃ ।

পঞ্চবিংশতিমুত্তান্তাসাং বৃহচ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥

শক্তিগোত্রে চ গাকারী মলয়া ধনন্তরৌ তথা ।

কাশ্মপগোত্রে হুতুকা চ বিষ্ণুগোত্রে চ বিমলা ॥ ৪৫ ॥” ইত্যাদি ।

৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২ শ্লোক দেখ ।

বিবরণখণ্ড, বৈদ্যোৎপত্তি স্বন্দপুরাণ ।

“শক্তিগোত্রেহন্তবৎ সেনঃ প্রধানঃ কুলনায়কঃ । ইত্যাদি ।

তস্তাং স জনরামাস ধনন্তরিঃ সেনসংজ্ঞকম্ । ইত্যাদি ।

তস্তাং জাতৌ সেনদাসৌ চাযুর্দেববিচারকৌ । ইত্যাদি ।

তস্মাজ্জাতাঃ সপ্তপুত্রা নানাগুণসমধিতাঃ ।

গুপ্ত-দত্ত-দেব-দাস-কুণ্ড-নন্দ-সোমকঃ ॥”

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বন্দপুরাণ ।

বৈদ্যপুরাণের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ড, পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়স্থত উক্ত বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ দেখ ।

ইহাদিগের সন্তানগণের বংশগত (আপন আপন পিতৃপুরুষের নাম) উপাধি অর্থাৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড, রাজ, সোম ও রক্ষিত (৩৩) প্রভৃতির সন্তানগণের উপাধিও সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর প্রভৃতি ।

বর্তমান যুগের অষ্টম (বৈদ্য) দিগের মধ্যে স্বন্দপুরাণ বিবরণখণ্ডীয় বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণোক্ত পঞ্চবিংশতি গোত্রের চতুর্বিংশতি গোত্রেও সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত প্রভৃতির উপাধি (পদ্ধতি) থাকায়, পুরাণকারের এই অংশকে একান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু উপরি উক্ত সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতির উপাধিও সেন-দাস-গুপ্ত-প্রভৃতি হওয়ায় তাঁহাদের (স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণোক্ত সেন দাস গুপ্ত প্রভৃতি অষ্টমগণের) জন্ম যে, সত্য ত্রেতা ষাণ্ময়ুগে হয় নাই, এই কলিযুগের শত্রু ধর, ধবন্তরি, কাশ্যপ প্রভৃতি (৩৫) নামা ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্বক্সা পত্নীতে

(৩৩) “সেনদাসৌ গুপ্তসংজ্ঞা দেবদত্তৌ ধরঃ করঃ ।

কুণ্ডশ্চল্লোরক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ ॥ ৫২ ॥

নন্দী কশিৎ কুলাশ্চৈব অষ্টানাম্ ক্রমাগতঃ । ইত্যাদি ॥ ৫৩ ॥

ইতি তে কথিতোভূপ । অষ্টবংশনির্গমঃ ।

বৈদ্যানাম্ পদ্ধতির্ধেবাং কথ্যামি বিশেষতঃ ॥ ১২৭ ॥

সেনো দাসৌ চ গুপ্তশ্চ দেবদত্তৌ ধরঃ করঃ ।

কুণ্ডশ্চল্লোরক্ষিতশ্চ রাজঃ সোমস্তথাপি চ ॥ ১২৮ ॥

নন্দী চ কথিতাঃ সর্বে পদ্ধতীনাং ত্রয়োদশ ।

পৃথক্ কুলানি ভজন্তে বিভবঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৯ ॥

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বন্দপু ।

স্বন্দপুরাণকার এখানে বাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত হয় যে উক্ত সেনদাস প্রভৃতির সন্তানগণের পদ্ধতিও সেনদাস গুপ্ত । এদেশের অষ্টমের (বৈদ্যের) মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায় ।

(৩৫) “শত্রু ধরমুনির্নাম শত্রুগোত্রসমুদ্ভবঃ ।

চতুর্বেদবিচারজঃ কাশ্যকুজনিষ্ঠতনঃ ॥ ৬৮ ॥”

স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণের এই শ্লোক এবং এই অধ্যায়ের ২৯৩৩ প্রভৃতি টীকা-খত শ্লোকাবলির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত শত্রু ধর, ধবন্তরি, কাশ্যপ, মৌকল্য

হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় (৩৬)। সত্য ত্রেতা ঋগের এবং কলিযুগের প্রথম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের সময় প্রযুক্ত পূর্বপুরুষের নামানুসারে এক একটি বংশের সৃষ্টি হওয়া জানা যায় (৩৭); কিন্তু পূর্বপুরুষের নাম উপাধি-রূপে ব্যবহারের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উহা এই কলিযুগেই

প্রভৃতি মুনিগণ, শত্ৰু, ধনুস্তরি, কাশ্যপ, মৌকল্য, প্রভৃতি গোত্রজমাত্র। ইহারা কেহই সত্যযুগের অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অন্তর্গত মুনি নহেন। মৎস্তপুরাণে যে ভৃগুবংশ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ভৃগু হইতে ২৪ পুরুষে সার্বর্ষি, ২৫ পুরুষে বিষ্ণু, বাৎস্ত, মরীচি ইহিতে অনেক পুরুষ পরে সালঙ্কায়ন, ভরদ্বাজ ও বহুপুরুষ পরে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্যের নাম পাওয়া যায়। এই সকল বংশাবলী যে ধারাবাহিকরূপে লিখিত হয় নাই, কেবলমাত্র গোত্র-কার ঋষিদের নাম লিখা হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পরাশর ব্যাসের পরে ও শক্তি পরাশর ব্যাসের অনেক সন্তান উক্ত হইয়াছে। বাহা হউক, ৩১টিকায় পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের আরম্ভ বাক্যে যখন আমরা পরাশর ব্যাসকে এই কলিতে দেখিতেছি, তখন শক্তি পরাশর প্রভৃতি গোত্রের এই কলিতে, না হয়, কোন গোত্রের সৃষ্টি ঋগের যুগে হইয়াছে। এমতাবস্থায় স্বম্ভূতপুত্রাণী বৈদ্যোৎপত্তি সত্যযুগের হইবে কি প্রকারে?

১২৫।১২৬।১২৭।১২৮।১২৯।২০০ অধ্যায় মৎস্তপুরাণ দেখ।

(৩৬) পিতৃপুরুষদিগের নাম উপাধি দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এই জন্ত যে, উত্তর পশ্চিম ভারতের বৈদিকজ্ঞেয়ী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও মিশ্র, গুরু, নায়ক প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়, ইহাও যে তাঁহাদের পিতৃপুরুষদিগের নামানুসারেই এই কলিযুগে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশ্র উপাধিধারী অনেক ব্রাহ্মণ পালবংশীয় নৃপতিগণের মন্ত্রী ছিলেন, ইহার দ্বারা বুঝা যায়, মিশ্র উপাধির সৃষ্টি উক্ত রাজত্বের বহু পূর্বে হইয়াছে। জগৎপাল, নারায়ণপাল, দেবপাল, স্থিরপাল প্রভৃতি নামের সকলের শেষেই পাল শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে অবশ্যই উক্ত নৃপতিগণও তাঁহাদের পূর্বপুরুষ পালনামক কোন রাজা হইতে উক্ত পদ্ধতিধারণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখা যায়, গঙ্গা উপাধ্যায়ের সন্তানগণের পদ্ধতি গঙ্গোপাধ্যায়, চট্ট উপাধ্যায়ের সন্তানগণের চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্য উপাধ্যায়ের পুত্রগণের বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য উপাধ্যায়ের পুত্রগণের উপাধি মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রেয়ের সন্তানগণের পদ্ধতি মৈত্রেয়, লাহেড়ির পুত্রগণের উপাধি লাহেড়ি। ইহাও যে এই কলিযুগের রীতি তাহা বলা বাহুল্য।

(৩৭) ভৃগুবংশ, অত্রিবংশ, স্বর্ধ্যবংশ, চন্দ্রবংশ, যদুবংশ, কুরুবংশ, সগরবংশ, রঘুবংশ ইত্যাদি।

হইয়াছে (৩৮)। এই একমাত্র প্রমাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, স্বল্পপুরাণীর বিবরণখণ্ডোক্ত অষ্টোৎপত্তি কলিযুগের, সত্যযুগের নহে। আমরা এই অধ্যায়েই উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা বৈজ্ঞানিক ভাষ্যেতে অষ্টনাং সন্তানগণের জন্ম, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (অনুলোমক্রমে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকি অবধি) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়তই হইয়াছে (৩৯)। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে যে অসবর্ণ বিবাহ উক্ত হইয়াছে, এই অধ্যায়ের ২৬টীকাতে তাহা প্রকাশিত আছে। শান্তনু, অম্বুহ, অর্জুন প্রভৃতি যে অনুলোম প্রতিলোমে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনুশাসনপর্বোক্ত অসবর্ণ বিবাহবিধির ঐক্য করিলে পরিষ্কৃত হয়, মহাভারতসৃষ্টির

(৩৮) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি কোন জাতির মধ্যেই পূর্বপুরুষের নাম সত্য জ্ঞেতা দ্বাপর এই তিনযুগে উপাধি থাকার নিয়ম কোন শাস্ত্রেই নাই। পূর্বপুরুষের নাম উপাধি (পদ্ধতি) রূপে ব্যবহারের রীতি যে এই কলিযুগে হইয়াছে ৩৬টীকার প্রমাণেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং একমাত্র স্বল্পপুরাণের কথায় সত্যযুগে একমাত্র অষ্টোৎপত্তির মধ্যে ঐ রীতি অর্থাৎ পদবী থাকা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

(৩৯) “কলৌ ব্রহ্মসবর্ণায়া অবিবাহিতমাহ বৃহন্নদীমম্—

সমুজ্জ্বাতাশ্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্ ।

দ্বিজানামসবর্ণানাং কস্তাস্পৃশ্যমন্তথা ॥

দেবরেন্ন সূতোংপত্তির্নধুপকে পশোকর্ষধঃ ।

মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থশ্রিয়ন্তথা ॥

কস্তায়াশ্চৈব কস্তায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধকং তথা মথম্ ।

ইমান ধর্ম্মান কলিযুগে বর্জ্যানাহম'নীষিৎ ।” ।

“হেমোজ্জিপরশরভাব্যায়োরাদিত্যপুরাণম্—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণকং কমণ্ডলোঃ ।

দেবরেন্ন সূতোংপত্তির্নধুপকে প্রদীয়তে ॥

কস্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ।” ইত্যাদি ।

“এতানি লোকগুণ্ডার্থং কলেরাদৌ মহাভ্রাভিঃ ।

সির্বাভিতানি কল্পাণি ব্যবহাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥ উদ্ধাহতম্,

রথুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্তকৃত, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি ।

কালেও আৰ্য্যসমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই অধ্যায়ের ৩১টিকার রাজতরঙ্গিণী-বাক্য ও পরাশরসংহিতার স্মারন্ত-বাক্য দ্বারা মহাভারতরচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের (ব্যাসের) কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর পরেও জীবিত থাকা সাব্যস্ত হয়, বিশেষ হরিবংশ ভবিষ্যপর্কের প্রথম (১৯২ অধ্যায়ে) আমরা উক্ত ব্যাসকে, জনমেজয়কে পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে দেখিতেছি। এ অবস্থায় তিনি পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পরেও অনেক দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। অতএব মহাভারতের সৃষ্টি, কল্যাকের ৭০০শত বৎসরের পরে ৮০০শত বৎসরের প্রথমে হইয়াছে এবং সে পর্য্যন্ত যে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা মহাভারত দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

অগ্নিপুৰাণ ও গরুড়পুরাণেও অসবর্ণ বিবাহের বিধি ও ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে (৪০)। বিষ্ণুপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ,

এখানে বৃহন্নারদীয়ে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, অসবর্ণ বিবাহকে কলিযুগের পক্ষে তৎপূর্ববর্তী ঋষিগণ বর্জনীয় বলিয়াছেন। আর আদিত্যপুরাণকার বলিতেছেন, কলির প্রথমে অসবর্ণ বিবাহাদি কর্ম্ম করিতে পণ্ডিতদিগের কর্ত্ত্বক নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলির আদি বলিতে অবশ্যই কলিযুগারম্ভের প্রথমেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহার (এই নিষেধ) দ্বারা অসবর্ণ বিবাহাদি কলির বর্ষণনায় কত বৎসর পরে আৰ্য্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। অধিকন্তু এই অধ্যায়ের ৩১টিকাস্থ প্রমাণে দেখা যায় যে, কল্যাকের ৬৫৩ বৎসরের পরে পাণ্ডবগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অর্জুন অসবর্ণ বিবাহ করেন, নাগকন্যা উলূপীই তাঁহার অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নী। রাজর্ষিশান্তনুও দামকন্যা মতাবতীকে বিবাহ করেন। শুকদেবের কুত্বীনামী কন্যাকে ব্রহ্মদত্তের পিতা অণুহ বিবাহ করেন। এসকল বিবাহই অসবর্ণ ও অনুলোম, প্রতিলোম। পাণ্ডবেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। সূতরাষ্ট্র বানপ্রস্থাপ্রমে গমন করেন ও সেই আশ্রমেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এসকল কথা হরিবংশ, মহাভারত আদিপর্ব্ব, অশ্বমেধপর্ব্ব ও স্বর্গারোহণপর্ব্বাদিতে আছে। এমতাবস্থায় কল্যাকের সহস্রবৎসরের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সাব্যস্ত হয় না। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বের ১৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, চলবংশীয় অণুহপুত্র উক্ত ব্রহ্মদত্ত নৃপতি পঞ্চশত স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণকন্যা, একশত ক্ষত্রিয়কন্যা, একশত বৈশ্যকন্যা ও একশত শূদ্রকন্যা। ইহার দ্বারা এই কলিযুগে অসবর্ণ অনুলোম প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকা সাব্যস্ত হইতেছে।

(৪০) “বিপ্রশতত্রে বিন্দেত ভার্ঘ্যাপ্তিস্তত্ত্ব ভূমিপঃ ।

যে চ বৈশ্ণো যথাকামং ভার্ঘ্যাস্থেকাহ চান্ত্যজঃ ॥ ১ ॥” ১৫৪অ, অগ্নিপু।

অগ্নিপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ প্রভৃতিতেও মহাভারতের নাম আছে (৪১)। ইহা হইতে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, অগ্নিপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ, আদিত্যপুৰাণ, বৃহন্নারদীয় ও স্বন্দপুৰাণ বিষ্ণুপুৰাণ হইতে কিঞ্চিৎ পূৰ্ববর্তী না হইলেও সমসম কালের হইবেই হইবে। অগ্নিপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ ও স্বন্দপুৰাণীয় প্রমাণে যখন তৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা প্রকাশ, তখন আদিত্যপুৰাণ ও বৃহন্নারদীয় পুৰাণের সৃষ্টিসময়ে যে অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়া যায় নাই, নিষিদ্ধ বচনগুলি যে পরবর্তী ব্রাহ্মণদিগের রচিত, তাহা একান্তই সত্য কথা। বিষ্ণুপুৰাণের তৃতীয়াংশের ৩৪৫৫৬ অধ্যায় দ্বারা সপ্রমাণ হয়, পরাশর ও তৎপুত্র কৃষ্ণদৈপায়ন বেদব্যাস এবং তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ও অনুরিষ্য দ্বারা সমস্ত বেদ পুৰাণ সংহিতা রচিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় পূৰ্বোক্ত কল্যাণের ৮০০ শত বৎসরের মধ্যেই সমুদ্র পুৰাণ রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহারও অধিক কাল উক্ত পৌরাণিক ঋষিগণের জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় না। অতএব এতক্ষেণে এইটি নির্ণীত হইল যে, কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ কল্যাণের পূৰ্বোক্ত ৮০০ শত বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে যুধিষ্ঠিরাদির জন্মের পরে (বোধ হয় মহাভারত সৃষ্টিরও পরে) স্বন্দপুৰাণের বিবরণখণ্ডোক্ত

“তিশ্রোবর্ণানুপূৰ্ণেণ যে তথৈক। যথাক্রমম্ ।

ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং ভাৰ্য্যাঃ স্বাঃ শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৬ ॥” ২৬অ, গৰুড়পুৰাণ ।

* (৪১) “ব্রাহ্মণ পাশ্র্বে বৈষ্ণবক শৈবঃ ভাগবতঃ তথা ।

অথাত্মং নারদীয়ক মার্কণ্ডেয়ক সপ্তমম্ ।

আগ্নেয়মষ্টমকৈব ভবিষ্যৎ নবমঃ তথা ॥ ২২ ॥

দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ।

বারাহং দ্বাদশকৈব স্থান্দকাত্র ত্রয়োদশম্ ॥ ২৩ ॥

চতুর্দশং বামমক্ কৌশ্লং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ।

মাৎস্তক গারুড়কৈব ব্রহ্মাণ্ডক-ততঃপরম্ ॥ ২৪ ॥” ৩অ, ৩অং, বিষ্ণুপুৰাণ ।

“কৃষ্ণদৈপায়নঃ ব্যাসঃ বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্ ।

কোহস্তো হি ভূবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃন্তবেৎ ॥ ৫ ॥

তেন ব্যস্তা যথা বেদা মৎপুত্রো মহাস্থনা ॥ ৬ ॥ ইত্যাদি ।”

৪অ, ৩অং, বিষ্ণুপুৰাণ ।

অষ্টাদশদিগের উৎপত্তি হইয়াছে (৪২)। বর্তমান কল্যাক ৫০০৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত ৮০০শত বিয়োগ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, উহা অন্য-হইতে ৪২০৫ বৎসরের পূর্বের ইতিহাস। যে অভিপ্রায়ে স্বন্দপুরাণকার কলিযুগের সেন

(৪২) বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যনুপত্তি বৃত্তান্তে কল্যাকের ৩৮০০।৩৭৫৫ বর্ষ পর্যন্ত মগধের সিংহাসনে জরাসন্ধবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডব-গণের সমকালের পরাশর ও ব্যাস তাঁহাদিগের পরবর্তী এত দীর্ঘকালের ইতিহাস বলিয়াছেন, ইহা যেমন আশ্চর্য, তেমনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহারা ইহা পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তেমনি অসম্ভব। স্বন্দপুরাণের ভবিষ্যদ্বৃত্তান্তেও কল্যাকের ৪৪০০ শত বৎসরের কথাও উক্ত হইয়াছে। অতএব পুরাণের এই ভাবী রাজাদিগের রাজত্বকাল যে উক্ত রাজাদিগের পরবর্তী ব্রাহ্মণেরা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া লিখিয়া পুরাণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, এবং ইহা যে নানা সময়ে হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ ২৩২৪ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ও স্বন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডের শৃগব্যবস্থাদ্বয় দেখ।

“যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসংস্রব্দ জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥” ২৪অ. ৪অং বিষ্ণুপু।

“আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসংস্রব্দ শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২১ ॥” ২অ, ১২স্ক, শ্রীমদ্ভাগবত।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যনুপত্তিবৃত্তান্তের শেষে এই দুইটি বচন আছে। এই দুই বচনে পাঠের একতা দৃষ্ট হয় না। দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণবচনে যে স্থানে “জ্ঞেয়ং” সেই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতে “শতং” আছে। কিন্তু ইহার কোনটি ঠিক তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কেবল এইমাত্রই অনৈক্য নহে, এই উভয় গ্রন্থে জরাসন্ধ হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত যে সকল রাজাদিগের রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগ করিলে পঞ্চদশ শতেরও অধিক হয়। পরীক্ষিতক জরাসন্ধের অতিশয় নিকটবর্তী বলিলে দোষ হয় না। জরাসন্ধ হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক যদি পঞ্চদশশত বর্ষ ব্যবধান হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত বচনদ্বয়ের পরীক্ষিত হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল সহস্রবৎসরান্তে এই উক্তি সত্য হয় কি প্রকারে? কিন্তু আমরা ভবিষ্যদ্বৃত্তান্তের শেষের এই স্পষ্ট উক্তিকে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারি না। পূর্বের যে নৃপতিগণের প্রত্যেকের রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে অবশুই তাহার কোন কোন স্থলে ভ্রম বা দ্বিগুণ আছে আমাদের এই বিশ্বাস। এই জন্ত আমরা সেই দ্বিগুণের অংশ অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষের মধ্যে উপরি উক্ত বচনদ্বয়ের কথিত ১০১০।১১৫ বৎসর গ্রহণপূর্বক উপরি উক্ত বর্ষকাল নির্ণয় করিলাম।

দাস প্রভৃতি অশ্বষ্টদিগকে সত্যযুগের বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের ত্রাক্ষণাংশ উত্তরখণ্ডের পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি-সমালোচনা অধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইবে । অগ্নিবেশসংহিতা ও প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত স্বন্দপুরাণীর রেবাখণ্ডোক্ত বৈদ্যোৎপত্তিতেও আমরা উপরে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাই উক্ত হইয়াছে । উহা স্বন্দপুরাণীর বৈদ্যোৎপত্তিরই একটু বিকৃতাংশ (পরিবর্তিতাংশ) বলিয়া বোধ হয় । জাতিমালা, বৃহদ্রথপুরাণ, বৈদ্যরহস্য নামক কতকগুলি আধুনিক পুস্তকে অশ্বঠোৎপত্তি (বৈদ্যের জন্ম) উক্ত হইয়াছে, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য বহু গ্রন্থের কথিত অশ্বঠোৎপত্তির ইতিহাসের বিপরীত, এজন্য তৎসমুদয়কে অশ্বঠোৎপত্তির সত্য ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না (৪৩) ।

ইতি বৈদ্যত্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে

ত্রাক্ষণাংশে পূর্বখণ্ডে অশ্বঠোৎপত্তিনাম

পঞ্চমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।



পূর্বোক্ত প্রমাণাবলম্বনে ইহাও বলা অসঙ্গত নয় যে, ভারতীয় স্মৃতিপুরাণগুলি যে সময়ে ধাড়া কর্তৃক রচিত হইয়া থাকুক, কিন্তু পরবর্তী ত্রাক্ষণদিগের লেখনী দ্বারা তাহা যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই ।

(৪৩) “বৃহদ্রথপুরাণ” বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, “জাতিমালা” মহেশচন্দ্র তর্করত্ন কৃত । বৈদ্যরহস্যও জৈনিক বিকৃতমনা ত্রাক্ষণপণ্ডিত কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত । এই প্রকার আরও অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে । এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, এই সকল ঐধাপরায়ণ আধুনিক গ্রন্থকারদিগের অযথা কুৎসাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাচীন প্রামাণ্য মনুসংহিতাপ্রভৃতি বহু গ্রন্থোক্ত পবিত্র ইতিহাসকে অবিবাস করা স্বাভাবিক ধীসম্পন্ন মনুষ্য-দিগের সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত ।

ষষ্ঠাধ্যায়^১ (১) অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি ।

অষ্টশব্দের অর্থ ও অষ্টোৎপত্তি প্রকরণে প্রদর্শিত হইরাছে যে সত্য হইতে কলির প্রথম পর্য্যন্ত অর্থাৎ যুগচতুষ্টয় ব্যাপিয়া, ব্রাহ্মণদিগের অনুলোমবিবাহিতা বহুসংখ্যক বৈশ্বকক্কাপত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামীদিগের কর্তৃক বহুসংখ্যক অষ্টশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (২) । আর্য্যদিগের সময়ে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি-যুগের মহাভারত, স্বন্দপুরাণাদির সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের উক্ত বিবাহিতা পত্নীগণ যে, বিবাহসংস্কার দ্বারা বৈশ্বজাতি (শ্রেণী) হইতে বিচ্যুতা হইয়া ব্রাহ্মণজাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, এ অধ্যায়ে তাহাই (সেই ইতিহাসই) বিবৃত হইবে ।

মহু বলিয়াছেন,—

“সবর্ণাগ্রে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্শণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্নাঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥” ওঅ, মহুসং ।

ভাষ্য—“সবর্ণা সমানজাতীয়া সা তাবদগ্রে প্রথমতোহকৃতবিজাতীরদারপরি-
গ্রহস্ত প্রশস্তা । কামতঃ পুনর্বিবাহে যদি তস্তাঃ কথঞ্চিৎ স্রীতিন্ ভবতি
কৃতাবর্ণতার্থো ব্যাপারো ন নিষ্পদ্যতে, তদা কামহেতুকার্য্যমিমা বক্ষ্য-
মাণা অসবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠা জাতব্যাঃ ।” ইত্যাদি । ১২ । মেধাতিথি ।

ওঅ, মহুসংহিতা ।

টীকা—“ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি ।

কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণাশ্চ অনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা
ভবেয়ুঃ । ১২ ।” কুল্লুকট্ট । ওঅ, মহুসং ।

(১) এ অধ্যায়ের ১ টীকাকেই হেতু রূপে গণ্য করিয়া এ অধ্যায়েরও সৃষ্টি হইল ।

(২) অষ্টদিগের ব্রাহ্মণ পিতা আর বৈশ্বকক্কা মাতা, উভয়েই বেপতি-পত্নী, তাহা আমরা সর্বত্রই অতি বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছি, ইহাকে কেহ কেহ বাহুল্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা অষ্টদিগকে পুস্তক, প্রবন্ধ ও মুখে বুধে শাস্ত্রবিধি-ও-ইতিহাসবিরুদ্ধ গালাগালি দিতে ভালবাসেন, আশা করি তাঁহারা ইহাকে বাহুল্য মনে করিবেন না ।

বিবাহবিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রথমতঃ সর্বগা ত্রীকে বিবাহ করাই কর্তব্য (উক্তম) যাহা পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু কামতঃ প্রবৃত্তগণের পক্ষে অর্থাৎ তাহাতে বাহাদেব ইচ্ছা না হয় তাহাদের সম্বন্ধে, পরবচনোক্ত শূদ্র কহা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর উচ্চবর্ণের অসবর্ণা ও সর্বগা কহা শ্রেষ্ঠা হইয়া থাকে (৩) ।

“শূদ্রৈব ভার্ঘ্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্মাঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩৥” ওম, মহুসং ।

(৩) ভাষ্য এবং টীকাকার এই মনুসম্বন্ধের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে, যেহেতু প্রথমে সর্বগা ত্রীকে বিবাহ করিয়া অপত্যাদিকামনানিবৃত্তি না হইলে সেই সমস্ত কামনাহেতু পুনরায় যে অসবর্ণাকেই বিবাহ করিতে হইবে ইহার মুক্তি নাই, কারণ সেস্থলেও পুনরায় সর্বগাকে বিবাহ করিলেও সর্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে । বর্তমান যুগে অসবর্ণ বিবাহ নাই, তাহাতে কাম (অর্থাৎ নিমিত্ত) বশতঃ পুনঃ পুনঃ সর্বগাকে বিবাহ করিয়া কি কাহারও আকাজ্জার নিবৃত্তি হইতেছে না? যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় সর্বগা বহুভাষ্যা উক্ত হইয়াছে । (এই অধ্যায়ের ৩৫ টীকা দেখ) । তাহাতে নিমিত্তবশতই বুঝিতে হইল, এবং তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ একথা বলা যাইতে পারে না । কামতঃ প্রবৃত্তগণ যেমন ইচ্ছা করিলে পুনঃ পুনঃ সর্বগাকে বিবাহ করিতে পারেন, তেমনি প্রথমেই পুনঃ পুনঃ অসবর্ণকেও বিবাহ করিতে পারেন, তাহা করিতে না দিলে যে কাহারও কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে না, মনোমুগ্ধতা ভার্ঘ্যা কেহ লাভ করিতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমানেরা সহজেই বুঝিবেন । অতএব প্রথমে সর্বগাবিবাহ করাই কর্তব্য, কিন্তু সর্বগা মনোনীতা না হইলে প্রথমেই অসবর্ণকে বিবাহ করিবেন, ইহাই গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় । কিন্তু তাহাতেও পূর্বকালে ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়াই তৎকালে শ্রেষ্ঠাঙ্গন পাইতেন, এইমাত্র বিশেষ দেখা যায় । প্রজাপতি দক্ষের কন্যাদিগকে অতি-কাজুপ-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রথমেই বিবাহ করিয়াছিলেন । ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ ঋচিক-যমদগ্নি-প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রথমেই ক্ষত্রিয়কন্যাদিগকে বিবাহ করেন । ঋচিক চন্দ্রবংশীয় গাধিরাজকন্যা সত্যবতীকে ও যমদগ্নি স্বর্ঘ্যবংশীয় রেণরাজার কন্যা রেণুকাকে এবং সৌরভি ঋষি স্বর্ঘ্যবংশীয় মাক্রাতা ভূপতির কন্যাদিগকে প্রথমেই বিবাহ করেন । মহর্ষি অগস্ত্য ও ক্ষত্রিয় (জনকের) কন্যা লোপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাহ করেন । বিষ্ণুপুত্র, ঐমন্তাগবত, মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সকল ইতিহাস উক্ত হইয়াছে । ইহার দ্বারাও ভাষ্যটীকাকারের ব্যাখ্যায় দোষ ঘটতেছে । আর কথার অর্থ যাহাই হউক, তাহাতে অসবর্ণ বিবাহ ও তজ্জনিত পত্নী পুত্রাদি নিমিত্ত হন না । মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের

ভাষা—“বর্ণভেদে সতি সৰ্গা নিরমো যথৈব ব্রাহ্মণস্ত কত্রিয়াদি জিরো ভবন্তি
এবং শূদ্রস্ত জাতিনানা রজকতক্ষত্রদিজিন্নঃ প্রাপ্তাঃ । অতঃ সৰ্বর্ণে-
মুচ্যতে । উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূৰ্ব্বজ ক্রমগ্রহণাদপ্রাপ্তা । সা চ শূদ্রা স্বা চ
বৈশ্যা চ বৈশ্যস্ত । তে চ বৈশ্যশূদ্রে স্বা চ রাজহস্ত । এবমগ্রজম্ননো
ব্রাহ্মণস্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তব্যো শূদ্রপ্রক্রমেণ নির্দেশঃ পূৰ্ব্বোক্তমেবার্থ-
মুপোদয়তি যত্নঃ বিকল্প আনুপূৰ্বেণ নাবশ্যং সমুচ্যঃ । ১৩ ।”

মেধাতিথি । ৩অ, মহুসং ।

টীকা—“শূদ্রেবেতি । শূদ্রস্ত শূদ্রেব ভাৰ্য্যা ভবতি ন তুৎকৃষ্টা বৈশ্যাদয়ন্তিঃ ।
বৈশ্যস্ত চ শূদ্রা বৈশ্যা চ ভাৰ্য্যো মন্বাদিভিঃ স্মৃতে । ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্যশূদ্রে
ক্ষত্রিয়া চ । ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা ব্রাহ্মণী চ । বশিষ্ঠোহপি শূদ্রা-
মপ্যেকো মন্তবর্জ্যমিতি দ্বিজাতীনাং মন্তবর্জ্যতং শূদ্রাবিবাহমাচ । ১৩ ।”

কুল্লুকভট্ট । ৩অ, মহুসং ।

শূদ্রের কেবল শূদ্রকস্তাই ভাৰ্য্যা হইয়া থাকে, বৈশ্যের সম্বন্ধে শূদ্র ও বৈশ্য
কহা শাস্ত্রে উক্ত আছে । শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কহা ক্ষত্রিয়ের, এবং শূদ্র বৈশ্য
ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকহা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাবধি মতে ভাৰ্য্যা হইয়া থাকে ।

উপরি উক্ত মহুবচন দুইটিতে দেখা যাইতেছে, অসবর্ণাকে ভাৰ্য্যাকরিবার
জন্তই উক্ত শাস্ত্রাবধি এবং তদনুসারেই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ অস-
বর্ণাকে ভাৰ্য্যা করিতেন । যাহাদিগকে আৰ্য্য ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ ভাৰ্য্যা করি-
তেন, তাঁহারা অসবর্ণে উপমা হইলেও ভাৰ্য্যাক্তৃত্তে যে আর অসবর্ণা থাকি-
তেন না, এবং এইরূপস্থলে মাহুষের শ্রেণী বা সম্প্রদায় (দলমাত্র) বাচক
অসবর্ণত্বের আর যে অন্তত্ব থাকিতে পারে না, তাহার অস্ত্র প্রমাণ প্রদর্শন
করা বাহুল্য । তথাপি অসবর্ণা নারী, আৰ্য্যাদগের বিবাহসংস্কাররূপ বিশেষ
বিধি দ্বারা আৰ্য্য জাতিভেদ বিধি হইতে মুক্তলাভকরত প্রাচীনকালে যে,
ব্রাহ্মণাদি পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, নিম্নে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহা
প্রদর্শিত হইতেছে । আর উপরি উক্ত বচনের ক্রিয়াপদগুলির অর্থের প্রতি

১০৬।১০৭ শ্লোকে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রগণকে কামসমুত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া
কি তাহারা যুগিত সন্তান ? তাহারা কি পিতার ধনাধিকারী ও শ্রাদ্ধাধিকারী নহে ?

দৃষ্টিপাত (৪) করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কেবল মনুরই সৃজিত বিধি নহে, তাঁহার পূর্বেও ঐ বিধি ছিল এবং আখ্যেয়া তদনুসারে ঐরূপ বিবাহ করিতেন । অতএব ভগবান্-মনুর উক্ত হই বচনকে আখ্যাজাতির অতি প্রাচীন বিধি ও ইতিহাস বলিতে হইবে । মনুসংহিতার পরবর্তী শাস্ত্রমকলেতেও আখ্য-দিগের ঐ প্রকার বিবাহের বিধি ও ইতিহাসের অভাব নাই (৫) ।

“পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সর্বণাস্থপদিশ্রুতে ।

অসবর্ণাস্থয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকশ্চ ॥ ৪৩ ॥

শরঃ ক্ষত্রিয়রা গ্রাহ্যঃ প্রত্যোদো বৈশ্রকতয়া ।

বসনস্ত দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োংকৃষ্টবেদনে ॥ ৪৪ ॥”

ভাষ্য—“পাণিগ্রহণং নাম গৃহকারোক্তঃ সংস্কারঃ সর্বণা সমানজাতীয়া উহ্যমানা

(৪) “স্মৃতে” এই শব্দটি “ভবেয়াতাম্” (বিধিলিঙ্) ক্রিয়ার বিশেষণ, ইহার অর্থ পূর্ব হইতে বিধিবিহিতরূপে এই বিধি অনুসারে বিবাহ হইয়া আসিতেছে । “শ্র্যঃ” ক্রিয়াটীও বিধিলিঙ্ । এই বিধি যে পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই অবগতকরণার্থে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু “অজাতজ্ঞাপনমাজ্ঞা চ বিধিঃ ।”

(৫) “তিস্রো বর্ণানুপূর্বেণ যে তথৈকা যথাক্রমম্ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্মা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

“উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্রাক্ষ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্ ।

স তু শূদ্রাং বিজঃ কশ্চিরাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ॥” ২অ, ব্যাসং ।

“তিস্রস্ত ভার্য্যা বিপ্রস্ত যে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্ত চ ।

একৈব ভার্য্যা কৈশ্রস্ত তথা শূদ্রস্ত কীর্তিতা ॥

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্রা ব্রাহ্মণস্ত প্রকীর্তিতা ।

বৈশ্রাষ ভার্য্যা বৈশ্রস্ত শূদ্রা শূদ্রস্ত কীর্তিতা ॥” ৪অ, শঙ্কসং ।

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি । ১ । তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত । ২ । যে বৈশ্রস্ত । ৩ । একা শূদ্রস্ত । ৪ ।” ২৪অ, বিষ্ণুসং ।

“চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্ত যুধিষ্ঠির ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্রা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

৯৫অ, গরুড়পুরাণ, ১৫৪অ, অগ্নিপুরাণ, ৭অ, ব্রহ্মণ্ড (বোধের ছাপা) ভবিষ্যপুরাণ, ১৭অ, একাদশ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত । ৩৮অ, কাশীখণ্ড, স্বল্পপুরাণ দেখ ।

উপদিষ্টতে শাস্ত্রেণ বিধীয়তে কৰ্ত্তব্যতয়া । এবং প্রতিপাদ্যতে । অসবর্ণাসু
যজ্ঞাহকৰ্ম্ম তত্রায়ং বক্ষ্যমাণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ । ৪৩ । মে ।

ব্রাহ্মণেনোহমানয়া ক্ষত্রিয়য়া শরো ব্রাহ্মণপাণিপরিশূদ্রীভো গ্রাহ্যঃ পাণিগ্রহ-
ণত স্থানে শরশ্চ বিধানাৎ । প্রত্যেদো বলীবর্দানামায়ামঃ ক্রিয়তে যেন
বোহ্যমানা পীড়য়ন্তে হস্তনামিরাকুশঃ বসনস্য বস্ত্রস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়া
উৎকৃষ্টজাতিগৈত্র্যাদিবর্ণৈর্বেদনৈर्वিবাটৈঃ ॥ ৪৪ ॥ মে ।”

টীকা—“পাণীতি । সমানজাতীয়াসু হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারো গৃহাদিশাস্ত্রেণ
বিধীয়তে । বিজাতীয়াসু পুনরুহ্যমানাসু বিবাহকৰ্ম্মাণি পাণিগ্রহণস্থানে অর-
মুত্তরশ্লোকে বক্ষ্যমাণো বিধির্জ্ঞেয়ঃ । ৪৩ । কু ।

শর ইতি । ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাহ্মণহস্তপরিগৃহীত-
কাণ্ডেকদেশঃ গ্রাহ্যঃ । ঐশ্বেয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিবাহে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশ্বত-
প্রত্যেদেকদেশঃ গ্রাহ্যঃ । শূদ্রয়া পুনর্বিজাতিভ্রম্যবিবাহে প্রাবৃতবসনদশা
গ্রাহ্যা । ৪৪ । কু ।” ওঅ, মনুসং ।

বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডে পাণিগ্রহণসংস্কার অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রাদিপ্রয়োগ দ্বারা
বিবাহকরা, সবর্ণা অসবর্ণা দ্বী-বিবাহবিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে । উক্ত কৰ্ম্ম-
কাণ্ডে—উদ্বাহকৰ্ম্মে (পাণিগ্রহণসংস্কারে) অসবর্ণা-বিবাহ-বিষয়ে পরবর্ত্তী
শ্লোকোক্ত বিধি উক্ত আছে ; সবর্ণা অসবর্ণা দ্বী-বিবাহে (পাণিগ্রহণসংস্কারে)
এইমাত্র বিশেষত্ব জানিবে । উৎকৃষ্ট বেদনে (অনুলোম বিবাহসংস্কারে)—ক্ষত্রিয়
কন্তার সহিত ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণসংস্কারকালে ব্রাহ্মণ হস্তগ্রহণ না করিয়া
ক্ষত্রিয়কন্তাধৃত শরের একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিবেন । এইরূপ ব্রাহ্মণ বা
ক্ষত্রিয় যখন বৈশ্বকন্তাকে বিবাহ করিবেন, তখন উক্ত সংস্কারকৰ্ম্মে ব্রাহ্মণ
বা ক্ষত্রিয় বৈশ্বকন্তাধৃত প্রত্যেদের (গোত্যাড়ন যষ্টির) একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ
করিবেন । আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ব যৎকালে শূদ্রকন্তাকে বিবাহ করিবেন,
তৎকালে শূদ্রকন্তার পরিধেয় বস্ত্রের দশা (অঞ্চল) হস্তদ্বারা ধারণকরত
বিবাহ (পাণিগ্রহণ) মন্ত্র পাঠ করিবেন । ৪৩.৪৪ । (৬) ।

(৬) ভাষ্য আর টীকাতে এখানে বরের হস্তধৃত শর, প্রত্যেদ এবং বরেরই উত্তরীয় বস্ত্রের
দশা, কন্তা হস্তদ্বারা ধরিবে, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ বচনার্থও বিবাহ (পাণিগ্রহণ)
সংস্কাররীতির বিপরীত, যেহেতু বরই উহাতে কন্তার হস্তগ্রহণ করিয়া থাকে ।

বর্তমান সময়ে অসবর্ণ বিবাহ নাই, অনানুসংহত বৎসরেরও অধিক কাল হইল হিন্দুসমাজ হইতে উহা একলালীন উঠিয়া গিয়াছে (৭) বলা যাইতে পারে। বর্তমান বৈদিক কর্মকাণ্ড, যাহা “দশকর্ম” বলিয়া খ্যাত, তাহার দ্বারা আমরা মনুসংহতের উপরে যে অর্থ করিলাম তাহার প্রমাণ হইবে না। প্রাচীন কর্মকাণ্ড ও (গোভিলাদি মুনিদিগের সংগৃহীত পুস্তকও) এখন হুল্লভ। কিন্তু এ সকল বিষয়েও আমরা বলি যে, মনুর ভাষ্যকার উক্ত ৪৩ শ্লোকের ভাষ্যে স্পষ্টতঃ একস্থলে “গৃহকারোক্তসংস্কারঃ সর্বণামু সমানজাতীয়াহুমানাহু” (৮) অত্বে ৪৪শ্লোকের ভাষ্যে “ব্রাহ্মণেনোহুমানয়া ক্ষত্রিয়য়া” বাক্য যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা দিগের উক্ত অনুবাদে সত্যতা বিষয়ক উপযুক্ত প্রমাণ বলিতে হইবে। ভাষ্য ও টীকাকারের অসবর্ণ কত্মার পাণিগ্রহণবিষয়ক উপরি উক্ত মনুসংহতার ৪৩/৪৪ শ্লোকের “উদ্বাহকর্মণি।” “বৈদনৈবিবাহৈঃ” “পুনরুদ্বাহমানাহু বিবাহকর্মণি” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যে, গৃহাদিশাস্ত্রোক্ত (বৈদিক কর্মকাণ্ডোক্ত) পাণিগ্রহণসংস্কার, তাহা সকলেরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্য ও টীকাকার যে পাণিগ্রহণসংস্কারার্থেই এখানে উদ্বাহ-

“যন্তাঃ কত্ময়া জামাতা পাণি গ্রহীষ্যন্ত ভবতি পাণিগ্রহণং করিষ্যত্যর্থঃ। পাণিগ্রহণং, সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতিত্বানি।”

(৭) এই কথা কেন বলা হইল, তাহা ব্রাহ্মণাংশ উত্তরখণ্ডের ‘গৌড়, আদি সপ্তসতী ব্রাহ্মণ অষ্টবিচারে’ পরিষ্কৃত হইবে।

(৮) “উহমান (বহ বহনকরা + আন (শান) শ্রী। য, ম—আগম) বিং ত্রিৎ আকৃষ্য-মাণ। ২। নীরমান। ৩। যাহা বহন করা যায়। ‘যমোহুমানঃ কিল ভোগিবৈরিণঃ।’

৩৫৮পৃ, পণ্ডিত রামকলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

অন্ততঃ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়, তাহাকেই উহমান বলা যায়, এমতাবস্থায় ভাষ্যকারের,—

“পাণিগ্রহণং নাম গৃহকারোক্তঃ সংস্কারঃ সর্বণামু সমানজাতীয়াহু উহমানাহু উপদিষ্টতে শাস্ত্রেণ বিধীয়তে” ইত্যাদি বাক্যের উহমানাহু বাক্য যে ৪৩শ্লোকের পরবর্ত্তি চরণোক্ত “অসবর্ণাহু” পদকে নির্দেশপূর্বক ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সহজে প্রতীয়মান হয়। যদি উহমানার অর্থ বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণা সর্বণ কর, তাহাতে বলিতে হইল, বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণা অসবর্ণও, যেহেতু সর্বণা অসবর্ণাই শাস্ত্রোক্ত বিবাহবিধিতে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের “ব্রাহ্মণেনোহুমানয়া” বাক্যের দ্বারাই তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

কৰ্ম, বিবাহকৰ্ম, বেদন প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ; যাহা বিবাহসংস্কার তাহাই পাণিগ্রহণসংস্কার, ইহাই যে তাঁহাদিগের মত, তাহা আলোচিত মন্তব্যচনের পূর্ববর্তী বচনের ভাষাটীকাতেই প্রকাশিত আছে (৯)।

“গুরুণামুদন্তঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।

উবহেত দ্বিজো ভাৰ্গ্যাঃ সৰ্বণাং লক্ষণাধিতাম্ ॥ ৪ ॥” (১০)

ওঅ, মন্তুসংহিতা।

ভাষ্য—“.....। উবহেত দ্বিজোভাৰ্গ্যাম্। উবহেতেতি বিবাহবিধিঃ।

সংস্কারকৰ্ম বিবাহঃ ভাৰ্গ্যামিতি দ্বিতীয়ানির্দেশাৎ। ন চ প্রাপ্তিগাহক্কাৰ্ঘ্যা সিদ্ধান্তি যন্তা বিবাহসংস্কারঃ ক্রিয়তে ন চক্ষুৰি ইব অজ্ঞানসংস্কারঃ। কিং তর্হি নিবর্ত্ততে বিবাহেন। যথা যুগং চিনতীতি ছেদনাদয়ঃ সংস্কারা যন্ত ক্রিয়ন্তে স যুগঃ। এবং বিবাহেনৈব ভাৰ্গ্যা ভবতীতি বিবাহশব্দেন পাণিগ্রহণমুচ্যতে। তচ্চাত্ত প্রাধানম্। এবং হি স্ববস্তি বিবাহনঃ দায়কৰ্ম পাণিগ্রহণমিতি। ইহাপি বক্ষ্যতে পাণিগ্রহণসংস্কার ইতি লাজহোমাদয়ঃ। ৪। মেধাতিথি।”

টীকা—“গুরুণেতি। গুরুণা দত্তাহুজঃ স্বগৃহোক্তবিধিনা কৃতান্নানসমাবর্ত্তনঃ

সমানবর্ণাং শুভলক্ষণাং কন্ত্যাং বিবহেৎ। ৪।” কুল্লুকভট্ট। ওঅ, মন্তুসং।

পাণিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে একই কথা, তাহা ভাষ্যকার উদ্ধৃত ভাষ্যে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, টীকাকারের উক্ত “বিবহেৎ” ক্রিয়ার অর্থ যে, ‘পাণিগ্রহণসংস্কারেণ সংস্কৃতাং কুৰ্ঘ্যাৎ’ অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রসংস্কার দ্বারা ভাৰ্গ্যাক্রমে গ্রহণ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্ধৃত ১৬ শ্লোকের টীকার দেখা যায় যে,

(৯) “পাণিগ্রহণ, পাণিপীড়ন (পাণিগ্রহণ—পীড়ন, ৭মী—হিং) সং ক্লীং বিবাহ। শিং—

১ “পাণিপীড়নবিধেরনস্তরম্।”

পাণিগ্রহণিক (পাণিগ্রহণ+কণ্—প্রয়োজনার্থে) বিং ত্রিৎ বিবাহের অঙ্গীভূত (মন্ত্ৰ) শিং

১ পাণিগ্রহণিকা মন্ত্ৰা নিয়তং দায়লক্ষণম্।” ১৪০৪৪পৃ, প্রকৃতিবাদ অভি, রামকমলকৃত।

“পাণিগ্রহণ (ক্লী) পরিণয়, বিবাহ।” ৭২২পৃ, শব্দদীপ্তি অভিধান।

(১০) এই শ্লোকে সৰ্বণাকে মাত্র বিবাহ-করিবার বিধি দেখা যায়, কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী ১২।১৩ শ্লোকে সৰ্বণা অসৰ্বণাকেই বিবাহকরিবার বিধি উক্ত হওয়াতে এই শ্লোকোক্ত বিধিকে (পূর্ববিধিকে) সংক্ষেপোক্তি মনে করিতে হইবে।

কুল্লুক ভট্ট কেবল শূদ্রাবিবাহব্যতীত আর আর বিবাহ যে মন্ত্রযুক্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু উহা বশিষ্ঠের মত হইলেও ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহ যে অমন্ত্র তাহা প্রধান সংহিতাকর্ত্তা মনুস্বরের মতে নহে, যেহেতু শূদ্রা বিবাহকে লক্ষ্য করিয়াও “অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিকৃৎসাহকশ্মশি।” “বসনশ্চ দশা গ্রীহ্মা শূদ্রয়োংকৃষ্টবেদনে।” ভগবান্ মনুস্বর এই সকল বাক্যেই তাহা পরিব্যক্ত হয় । অতএব আলোচিত ৪৩ শ্লোকের বিধিমত ৪৪ শ্লোকের নিয়মান্বলম্বন করত প্রাচীনকালে পাণিগ্রহণপূর্বক আৰ্য্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকৃত্তাদিগকে বৈদিককৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত সমস্ত বিবাহমন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ করিতেন, মনুসংহিতার দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । এখন দেখা যাউক, ৪৪ শ্লোকের নিয়ম কি ? ৪৪ শ্লোকোক্ত নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহে যে পাণি (হস্ত) গ্রহণের নিয়ম আছে তাহারই কথঞ্চিৎ বিকৃত ভাব উহাতে নিহিত রহিয়াছে ; অর্থাৎ হস্তধারণ (হস্তস্পর্শ) না করিয়া অসবর্ণাবিবাহকালে বর ও কন্যা উভয়কে মনু, একটা শর, একখানি যষ্টি, ইত্যাদি হস্ত দ্বারা ধরিতে বলিয়াছেন । ইহা প্রকারান্তরে পাণিগ্রহণই হইতেছে । এমতাবস্থায় আলোচিত ৪৩ শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ, আমরা ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, হস্তধারণপূর্বক বিবাহসংস্কার পূর্বকালে সবর্ণা বিবাহে হইত, মনু এই কথা বলিতেছেন । অতএব ৪৩ শ্লোকের প্রথম চরণের “পাণিগ্রহণসংস্কারঃ” বাক্যের আমরা যে বিবাহসংস্কার অর্থ করিয়াছি তাহা সত্য হইতেছে, এবং ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে সবর্ণাবিবাহকালে হস্তগ্রহণপূর্বক যে বিবাহমন্ত্র ব্রাহ্মণাদি পাঠ করিতেন, হস্তধারণের পরিবর্তে অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কৃত্তা, বৈশ্যকৃত্তা, শূদ্রকৃত্তা বিবাহেও পূর্বোক্তপ্রকারে (৪৪ শ্লোকের বিধিমতে) হস্তধারণকরত সেই বিবাহমন্ত্রই পাঠ করিতেন, তাহারও নাম বিবাহসংস্কার বা পাণিগ্রহণসংস্কার । আলোচিত ৪৩ ৪৪ শ্লোকোক্ত বিধির দ্বারা সবর্ণে উৎপন্ন্য জ্যৈর একটু বেশি সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে । স্পষ্টই দেখা যায়, উক্ত বিধিতে অসবর্ণা জ্যৈদিগের মধ্যেও উৎকৃষ্টবর্ণাদিগের উত্তরোত্তর সম্মানবৃদ্ধিকরা হইয়াছে । এমতাবস্থায় উহার অর্থ সবর্ণাকে একটু বেশি সম্মান দেওয়া হইত ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

পাণিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে এক তাহা কেবল আমাদের নহে, মনুসংহিতার ভাষা আর টীকাকারও যে ভাষা ও টীকাতে তাহাই বলিয়াছেন, উপরে তাহা প্রদর্শিত হইল। আর এখানে ইহাও বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, প্রাচীন কালে অসবর্ণা জ্ঞীর বিবাহকালে যদি পাণিগ্রহণসংস্কার না হইত তাহা হইলে ভগবান্ মনু যে আলোচিত ৪৩ শ্লোকের শেষ চরণ ও ৪৪ শ্লোকে এবং অশ্বাশ্ব সংহিতাকারগণ যে বলিয়াছেন অসবর্ণার বিবাহসংস্কারকালে একটি শর, গোতাড়ন বষ্টি, বসনের দশা ইত্যাদি বরকল্পা হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে, ইহা বলিবার কোন প্রয়োজনই আদৌ ছিল না (১১)। ভট্ট রঘুনন্দন পাণি-গ্রহণসংস্কারকে বিবাহ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন (১২)। অসবর্ণবিবাহে পাণি-গ্রহণ হইত না বিবাহ হইত, ইহাই তাঁহার মত। দেখা যায় যে, দারকর্ণ, ভার্য্যাসম্পাদক বা গ্রহণরূপ কৰ্ম্ম আর বিবাহ যে এক কথা তাহা ভট্টমহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত রত্নাকর, লঘুহারীত প্রভৃতির ব্যাখ্যা, ঐসকল হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুসংহিতার বিধি ও ইতিহাসের এবং হরি-বংশীয় ইতিহাস ও তাহা হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুস্মৃতির বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধজ্ঞ তাহা গ্রাহযোগ্য নহে যথা,—

(১১) এই অধ্যায়ের ৫ম টীকাযুক্ত বচনগুলি দেখ।

(১২) “সাপ্রশস্তা বিজ্ঞাতীনাং দারকর্ণণি মৈথুনে।” দারকর্ণণি ভার্য্যাসম্পাদক-কর্ণণি।। তেন ভার্য্যাসম্পাদকং গ্রহণং বিবাহঃ।। যন্তু ‘পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং ধারলক্ষণম্। তেবাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিধতিঃ সপ্তমে পদে।’ ইতি মনুবচনং তদ্বিবাহগতবিশেষসংস্কারার্থম্ অতএব নিষ্ঠেতু্যক্তং তথ্যচ রত্নাকরঃ। ‘পাণি-গ্রহণিকা মন্ত্রা বিবাহাপ্ভূতা।’ ইতি ব্যক্তমাহ রত্নাকরধৃতো লঘুহারীতঃ। অত্রাপি পাণিগ্রহণেন জায়াতং কুৎসং জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে। ইতি বিবাহস্ত পাণিগ্রহণং পূর্বং বৃত্তং এবতি। সুব্যক্তং হরিবংশীয়ত্রিশঙ্কপাখ্যানে ‘পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিদ্বং চক্ষুঃ স হৃদয়িতঃ। যেন ভার্য্যা হতা পূর্বং কৃতোদ্বাহা পরস্ত বৈ॥’ কৃতোদ্বাহা পাণিগ্রহণং পূর্বং হতা ইত্যর্থঃ। ‘পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসুপদিষ্ঠতে। অসবর্ণাস্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরদ্বাহকর্ণণি। শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহঃ প্রত্যোদৌ বৈশ্বকস্ত্রয়া। বসনস্ত দশা গ্রাহা শূদ্রয়োংকুটীবেদনে।’ ইতি মনুবচনান্তরেণি উদ্বাহপাণিগ্রহণয়োঃ পৃথক্ভ্যং প্রতীয়তে।”

উদ্বাহতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতি তদ্বানি, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত কৃত।

“বেদার্থোপনিবন্ধুর্বাৎ প্রাধাত্ত্বং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

(১) মন্ত্রার্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতি বচন ।

রঘুনন্দন তট্টাচার্য্যপ্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি উদাহতম্
ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিবরণক পুস্তকদ্বয় ।

(২) “ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্ত তস্মৈবৈর্ধে স্মৃতিরূপাঃ ॥ ২২ । ১ অধ্যায় ।

ব্যাসসংহিতা । বিদ্যাসাগরদ্বয় ।

(১অ,) মনু স্মীর সংহিতার বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই হেতু মনুর স্মৃতিই সকল স্মৃতি হইতে প্রধান । বাহা মনুর অর্থের বিপরীতার্থ প্রকাশ করে তেমন স্মৃতি গ্রহণযোগ্য নহে ; অর্থাৎ তেমন বিধি ও ইতিহাসকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না ।

(২অ,) ঋতি স্মৃতি ও পুরাণের বিধি ও ইতিহাসের সহিত পরস্পর যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঋতু্যুক্ত বিধি ও ইতিহাসই গ্রহণীয়, যদি পুরাণের সঙ্গে স্মৃতির ঐ প্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তবে স্মৃতু্যুক্ত মতই (বিধি ইতিহাসই) গ্রহণীয় হইয়া থাকে ।

এসকল মীমাংসাবচন উক্ত পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার ‘অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি’র অনেক স্থলেই উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকলের বিপরীত স্মৃতি ও পুরাণের মত খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এখানে তাঁহার সে প্রবৃত্তি দেখা যায় না । ৩অ, মনুসংহিতার ৪৩৪৪ শ্লোক যাহা তাঁহার মতের পোষণার্থে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা যে বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ সংস্কার পৃথক্ হয় না, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে । ঐ স্থলেই ইহা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি যেমন আলোচিত বিষয়ে স্বমতসংস্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহার কথিত রত্নাকর আর লঘুহারীতেরও উদ্দেশ্য তাহাই । রঘুনন্দন পাণিগ্রহণসংস্কারকে বিবাহসংস্কারের অঙ্গবিশেষও বলিয়াছেন, অঙ্গবিশেষ হইলে যে বিবাহ হইতে উহা পৃথক্ হইতে পারে না সে দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করেন নাই । হরিবংশ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই । হরিবংশে হরিবংশপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে ত্রিশঙ্কু (অর্থাৎ সত্যব্রত) বৃত্তান্তে উক্ত বচন আছে, কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ বৃত্তান্তেই

উক্ত হইরাছে যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের সমাপ্তি সপ্তপদীগমনান্তে হয়, তাহা না হইতেই সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) পূর্বোক্ত স্রবশ্রীচরণ করিয়াছিলেন। অধশ্রী-চরণটি এই, যথা—

“পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিস্মৎচক্রে স হ্রস্বতিঃ । (১৩)

যেন ভার্য্যা হতা পূর্বং কৃতোদ্বাহা পরস্ত বৈ ॥ ১২অ, হরিবংশপর্ব,
রঘুনন্দনকৃত উদ্বাহতত্বধৃত, ত্রিশঙ্কুপাধ্যান, হরিবংশ ।

এই বচনেও দেখা যায় যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের বিস্ম করে, এই কথা আছে। ইহার পরের ত্রয়েচ্ছিন্ন অধ্যায়ের বচনে যখন পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের নিবৃত্তি সপ্তপদী গমনান্তে হয়, তাহা হইতে দেখা নাই, স্পষ্ট উক্ত হইরাছে, তখন পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহবিষয়ক অন্যান্য মন্ত্রপাঠের পরে সপ্তপদীগমনবিষয়ক মন্ত্রপাঠের পূর্বে বিয়োৎপাদনপূর্বক কন্যাহরণকরাই প্রকাশ পাইতেছে। রামায়ণে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই বৃত্তান্ত পাই নাই। বিষ্ণুপুরাণে পাইরাছি যথা,—

“তস্মাৎ সত্যব্রতঃ । যোহসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ চণ্ডালতামুপগতশ্চ ।
দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপতাপোষণার্থং ।” ইত্যাদি ।

৩অ, ৪অং, বিষ্ণুপুরাণ ।

টীকা—“অপ্রোক্ষিতভক্ষণ-গুরুধেনুবধ-পিত্রাজ্ঞালজ্বনরূপৈপজ্জিতিঃ শঙ্কুতিরিব হৃদি
বাথার্থেতুভিত্তিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ । তথাচ হরিবংশে ‘পিতৃশ্চাপন্নিতোষণ
গুরোর্দোক্ষী’বধেন চ । অপ্রোক্ষিতোপভোগাচ্চ ত্রিবিধন্তে ব্যতিক্রমঃ ।
এবং বিধস্ত শঙ্কুনি তানি দৃষ্ট্বা মহাযশাঃ । ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন
স স্তুতঃ ॥” ইতি । পরিনীতমানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ।” ইত্যাদি ।

ত্রীধরস্বামী । ঐ ।

স্বামিকৃত টীকার এই “পরিনীতমানবিপ্রকন্যাহরণাৎ” বাক্য দ্বারাই পন্নি-

- (১৩) “ত্রয়াক্ষণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে । হ্রস্বতি সত্যব্রত কোন সময়ে অপর ব্যক্তির বিবাহিত ভার্য্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণ মন্ত্রের বিশেষ বিদ্য উৎপাদন করে ।” ইত্যাদি । ১২অ, হরিবংশ । ত্রীকৃত প্রতাপরায়ের অনুবাদ ।

মূলে “কৃতোদ্বাহা” পদ অশুদ্ধ, তাহা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত পদ অশুদ্ধ একমাত্র রামমহাশয়ের কৃত “বিবাহিতাভার্য্যাকে” এ অনুবাদও অশুদ্ধ হইয়াছে ।

ক্ষুট হয় যে, ঐ কন্যার পরিণয়সংস্কার (পাণিগ্রহণসংস্কার) হইতেছিল, সমাপ্ত না হইতেই ত্রিশঙ্ক কর্তৃক অপহৃত হয় (১৪)। এমতাবস্থায় উক্ত বচনের “কৃতোদ্বাহা” পদ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। উহা “কৃতোদ্বাহাৎ” হইবে, অর্থাৎ কৃতোদ্বাহাৎ পূর্ব্বং সমাপ্তপাণিগ্রহণসংস্কারাৎ প্রাক্ পরস্ত ভাৰ্য্যা হতা, এইরূপ অর্থ হইবে। অতএব বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ ভিন্ন, সে ইতিহাস হরিবংশে নাই, ভট্টমহাশয়ের উক্ত চেষ্টা ও সিদ্ধান্ত একান্তই মূলশূন্য।

কন্যাদান, সপ্তপদী গমনাদি সমস্তই যে পাণিগ্রহণসংস্কার (অর্থাৎ বিবাহ) তাহা এই অধ্যায়েই পরে আমরা সপ্রমাণ করিব। সম্প্রতি পাণিগ্রহণসংস্কার বিষয়ে পদ্মপুরাণের একটি বচনের আলোচনা করা যাইতেছে।

“সবর্ণয়া কুশোগ্রাহো ধার্য্যঃ ক্ষত্রিয়য়া শরঃ ।

প্রতোদো বৈশ্ণব্যা ধার্য্যো বাসন্তঃ শূদ্রয়া তথা ॥

অসবর্ণ্যশ্বেষ বিধিঃ স্মৃত উৎকৃষ্টবৈদনৈঃ ।

সবর্ণাভিস্ত সর্বাভিঃ পাণিগ্রাহস্বয়ং বিধিঃ ।”

৮৩অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণ ।

সবর্ণী কন্যার সহিত বিবাহ সময়ে কুশ, ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত বিবাহকালে শর, বৈশ্যকন্যার সহ বিবাহসময়ে প্রতোদ (গোতাড়ন যষ্টি) শূদ্রকন্যার সহিত উক্ত কার্য্যে বসনান্ত (অঞ্চল) হস্ত দ্বারা বর ও কন্যা উভয়ে ধারণ-করিবে। ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা ও ব্রাহ্মণাদির সবর্ণী কন্যার পাণিগ্রহণসংস্কারবিষয়ে এই বিধি জানিবেন।

উপরি উক্ত পদ্মপুরাণ বচনে দেখা যায় যে, পুরাণকার সবর্ণীকন্যা বিবাহ-

(১৪) “পাণিগ্রহণ মন্ত্রসকলের সপ্তমপদে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিবৃত্তি হইয়া থাকে ; সত্যব্রত কোন সময়ে কামপরবশ ও অধৈর্য্য হইয়া এই শাস্ত্র অবমাননাপূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।” ইত্যাদি। ১৩অ, হরিবংশ। শ্রীমুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কৃত অনুবাদ ।

উক্ত অনুবাদের উক্ত নিবৃত্তি শব্দের অর্থ সমাপ্ত। সুতরাং হরিবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ বাহা ১৪টীকাতে উক্ত হইল তাহাতেই প্রকাশ পায় যে পাণিগ্রহণ (বিবাহ) সংস্কার সমাপ্ত না হইতেই সত্যব্রত কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় হরিবংশ দ্বাদশ অধ্যায়ের “কৃতোদ্বাহা” পদ এবং তাহার “বিবাহিত ভাৰ্য্যাকে” অনুবাদ যে অন্তর্ভুক্ত তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্থলেও বর কত্যা উভয়কে কুশধারণপূর্বক পাণিগ্রহণসংস্কারকরিবার বিধি দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে সর্বগা-বিবাহেও হস্তস্পর্শ না করিয়া তৎপরিবর্তে কুশধারণ করত কখন কখন পাণিগ্রহণসংস্কার সম্পন্ন হইত। হস্তধারণকরত বিবাহ না হইলেই পাণিগ্রহণসংস্কার হয় না এ সিদ্ধান্তের কোন মূল নাই। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাদি স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। পদ্মপুরাণকার যদি বলিতেন অসবর্ণার পাণিগ্রহণ-করত উক্ত সংস্কার করিবে, তাহা হইলেই বিরুদ্ধ হইত। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাদিস্মৃতাত্ত্বিক বিধির স্পষ্টার্থবোধক। মনুশ্রুতি প্রণীত শাস্ত্রে যে সকল বিধি নাই বা যাহা অস্পষ্ট আছে, তাহা অত্র উক্ত হইলেই তৎসমুদয়ের বিরুদ্ধ হয় না, তাহা মনে করিলে মন্বাদি স্মৃতির পরে যত স্মৃতিপুরাণ হইয়াছে সমুদয়কেই বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। বিশেষ আর্ঘ্যশাস্ত্রমতে কুশ অতিশয় পবিত্র বস্তু। আর্ঘ্যদিগের কোন সংস্কারই (ধর্ম্যকর্ম্যই) কুশবাতীত সম্পন্ন হইত না, এখনও হয় না (১৫)। আর্ঘ্যমতে হস্তগ্রহণ হইতে কুশগ্রহণকে অতি পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, অতএব পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি কিছুতেই বেদ ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

“পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥ ২. ৭ ॥”

চঅ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—“দারা ভাষ্যা তস্য লক্ষণং নির্মিতং বিবাহমন্ত্রস্তত্তত্র প্রযুক্তে

(১৫) “দর্ভাঃ পবিত্রমিত্যুক্তমতঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মণি।

সব্যঃ সোপগ্রহঃ কাষ্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ॥ ৩ ॥

একাদশখণ্ড, কাত্যায়নসংহিতা।

“ব্রাহ্মণ্যমস্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে আক্রমুভঃ শ্রাদ্ধবিবেকে। ‘ব্রাহ্মণ্যানামসম্পত্তৌ কুশা দর্ভময়ান্ দ্বিজান্। শ্রাদ্ধং কুশা প্রযজেন পশ্চাৎ বিপ্রং দাপয়েৎ’ ইতি।” ইত্যাদি। আক্রতত্ত্ব দেখ। রঘুনন্দন ভট্টকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

“কুশোহসি ত্বং পবিত্রোহসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা।

ত্বয়ি স্নাতে স চ স্নাতো যন্ত্যর্থো গ্রহিবন্ধনম্ ॥”

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, (দশকন্দ)।

বিবাহাখ্যঃ সংস্কারো নিবর্তকঃ । বিজাতীনাং পুনর্মন্ত্রাস্তত্র শূদ্রস্য দার-
প্রসঙ্গোন হি তস্য মন্ত্রাঃ সস্তি স্ত্রবর্জ্জং সর্বাশ্চেতিকর্তব্যতান্ত । অতো
বিবাহাখ্যসংস্কারোপলক্ষণং । মন্ত্রান্তেষাং মন্ত্রাণাং নিষ্ঠা সমাপ্তিঃ সপ্তমে পদে
বিজ্ঞেয়া ।” ইত্যাদি ২ । ২২৭ । মেধাতিথি । (১৬)

টীকা—“পাণিগ্রহণিকা ইতি । বৈবাহিকা মন্ত্রা নিয়তং ভাৰ্য্যাত্বে নিমিত্তং
তৈম শ্ৰৈৰ্থখাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈঃ ভাৰ্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ তেষাং মন্ত্রাণাং সখা সপ্তপদা
ভবেতি মন্ত্ৰেণ কত্যাঃ সপ্তমে পদে ভাৰ্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজৈঃ সমাপ্ত-
বিজ্ঞেয়া এবং সপ্তপদীগমনাৎ প্রাক্ ভাৰ্য্যাত্বনিষ্পত্তেঃ সত্যমুশয়ে জহা-
মোর্হম্ ॥ ২২৭ ॥” কুল্লুক ভট্ট । ঐ ।

বিবাহবিষয়ক যে সকল মন্ত্র তৎসমস্তই ভাৰ্য্যাত্বের কারণ, তৎসমুদয় প্রযুক্ত
হইলেই ভাৰ্য্যাত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তৎসমুদয় মন্ত্রমধ্যে শেষ মন্ত্র
প্রযুক্ত না হওয়ার পূর্বেও ভাৰ্য্যাত্ব উৎপন্ন হয় না । ঐ সকল মন্ত্রের শেষ
সপ্তপদীগমনবিষয়ক মন্ত্র, তাহা প্রযুক্ত অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সপ্তপদী-
গমন সম্পন্ন হইলেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের (বিবাহ মন্ত্রের) সমাপ্ত হয় ।

“পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কত্বাশ্বেব প্রাপ্তিষ্ঠিতাঃ ।

নাকন্যাস্ত্ৰ কচিচ্চুগাং লুপ্তধম্মক্রিয়া হি তাঃ ॥ ২২৬ ॥

চঅ, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—পাণিগ্রহণং বিবাহো দারমন্ত্রাণাং । পরমার্থ-
তস্ত বিবাহবিধিনা কত্বামুপযচ্ছেদিতং বিহিতং তাদৃশমেবার্থমন্ত্রা ...
... ... কত্বানাং বিবাহমন্ত্রাণামধিকারত্বাৎ ...
... ... অপ্রাপ্তমৈথুনা স্ত্রী কত্বোচ্যতে । ২২৬ । মেঃ ।

টীকা—বৈবাহিকা মনুষ্যাণাং মন্ত্রাঃ কত্বাশ্চব্রবণাৎ কত্বাশ্বেব ব্যবস্থিতা না-
কত্বাবিশয়ে কচিৎ শাস্ত্রে ধম্মবিবাহসিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতা অসমবেতার্থত্বাৎ ।
ন তু ক্রত্বেনৈবৈবাহিকমন্ত্রহোমাদিনিষেধকমিদং । যা গভিগৌ সংক্রিয়তে

(১৬) ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, শূদ্রের বিবাহমন্ত্রে অধিকার নাই । কিন্তু ৩
অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন, “অত্র কেচিদাহঃ শূদ্রস্তাপি বৈবাহিকান্নিধারণ-
সম্ভি তস্তাপি দারণগ্রহস্তোক্তত্বাৎ ।” মেঃ ।

তথা বোদ্ধুঃ কত্তাসমুদ্ভবমিতি কৃতযোনৈব মনুনৈব বিবাহসংস্কারস্ত বক্ষ্য-
মাণস্তাৎ । ইত্যাদি । ২২৬ । কুল্লুকভট্ট ।

বিবাহবিধিতে, বিবাহবিষয়ক মন্ত্রগুলি কৰ্ত্তা অর্থাৎ অপ্রাপ্তমৈথুনা জীৱ
বিবাহেই প্রযোজ্য হওয়ার বিধান দেখা যায়, প্রাপ্তমৈথুনা জীৱ ঐ সমস্তের
প্রকৃত অধিকারিণী নহে, সে স্থলে (উক্ত জীৱ বিবাহে) কেবল ক্রিয়া ও
ধর্মলোপ হয় বলিয়াই উক্ত মন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু তাহা
উচ্চ ধর্ম নহে, অধমকল্প ।

উপরি উদ্ধৃত মন্ত্রসংহিতার ২২৬।২২৭ শ্লোকের ‘পাণিগ্রহণিকা মন্ত্ৰাঃ’
এই বাক্যের আমরা যে ‘বিবাহমন্ত্রসকল’ অর্থ করিলাম, দেখা যায় যে, ভাষা-
টীকাকারও তাহাই করিয়াছেন এবং বিবাহের আরম্ভ হইতে সপ্তপদীগমন
পর্যন্ত ঐ সকল মন্ত্রের সমাপ্তি হয় ও উক্ত মন্ত্র যে কৰ্ত্তাবিবাহবিষয়েই প্রশস্ত
তাঁহাও মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বলিয়াছেন । ৩ অধ্যায়ের ১২ । ১৩ শ্লোকে
ভগবান্ মনু যে, ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণ বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তাঁহা কৰ্ত্তা-
বিষয়েই । অতএব পূর্বোক্ত ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে ও ৮ অধ্যায়ের
২২৭ । ২২৬ শ্লোকের সমুদয় বিধিই যে প্রাচীনকালে (মন্ত্রের সমকালে) ব্রাহ্ম-
ণাদির ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্র-কৰ্ত্তাবিবাহে নিরাপত্তিতে (১৭) প্রযুক্ত হইত

(১৭) শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিলে প্রকাশ পায় যে, মনু আর যাজ্ঞবল্ক্য ব্যতীত
ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহে মন্ত্রপ্রযুক্ত হওয়া আর সকল শাস্ত্রকারেরই অমত । মনু তাঁহার
স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের বিধি ও ৪৩।৪৪ শ্লোকে তাহাতে মন্ত্র
প্রয়োগের (পাণিগ্রহণ সংস্কারের) বিধিও দিয়াছেন । কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪।১৫।১৬
প্রভৃতি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহের নিন্দা করিতেও ক্রটি করেন নাই । এই ক্ষণ
স্থলে আমরা শূদ্রাবিবাহে মন্ত্রপ্রয়োগসম্বন্ধে আপত্তির আভাস দিয়াছি । কিন্তু তাই বলিয়া
মনুর পরবর্তী কালে যে ব্রাহ্মণাদি বিজগণ শূদ্রকর্ত্তাকে বিবাহ করিতেন না, এবং তাহাতে
সর্বত্রই মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না এমন কথা আমরা বলিতেছি না । যেহেতু এই কুলিঙ্গুগের শাস্ত্র
মহাভারতের অনুশাসনপর্বেও বিজগণের শূদ্রাবিবাহের ইতিহাস রহিয়াছে । মহর্ষি মনু
৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও ১৪।১৫।১৬ প্রভৃতি শ্লোকে তাহার নিন্দা
করিয়া পুনরায় ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে তাহাতে যখন পাণিগ্রহণসংস্কারের বিধি দিয়াছেন
তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎপরবর্তী কালেও ঋণ-ও গুণসম্পন্ন শূদ্রাবি বিবাহে

তাহা বলা বাহুল্য। আর উদ্দেশ্য, কন্যাদান, হোম, সপ্তপদীগমন পর্যন্ত বিবাহের অন্তর্গত সমুদায় ক্রিয়ার নামিই যে বিবাহসংস্কার বা পাণিগ্রহণসংস্কার, মনুসংহিতা অবলম্বনে ভাষ্যটীকাকারও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এই কথা কেবল ভগবান্ মনুরও নহে, ইহা তৎপরবর্তী বহু শাস্ত্রের কথা (১৮) এবং বহু শাস্ত্রেই সর্বণা ও অনুলোমে অসর্বণা স্ত্রী বিবাহেই উপরি উক্ত প্রকারে হস্তগ্রহণপূর্বক পাণিগ্রহণসংস্কার (বিবাহসংস্কার) করিবার বিধি উক্ত হইরাছে (১৯)।

ঐত ক্ষণ বাহা প্রদর্শিত হইল তদ্বারা রঘুনন্দন যে, মনু ব “পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র” ও “পাণিগ্রহণসংস্কারঃ” ইত্যাদি বচন দ্বারা বিবাহ হইতে পাণি-নিশ্চয়ই মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। তাহা না হইলে, “স্ত্রীরত্নং হস্তলাদিনি” এই বাক্যের প্রয়োগই কোথায়? রাজর্ষি শাস্ত্র দাসকন্যা সত্যবর্তীকে বিবাহ করেন। তাহাতে মন্ত্রপ্রযুক্ত না হইলে, তদ্বৎসর সন্তানগণ নিশ্চয়ই সমাজে নিন্দিত হইতেন, তাহা হন নাই।

(১৮) “নোদকেন ন বাচা বা কন্যায়াঃ পতিরিয়তে।

পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বং সপ্তমে পদে ॥” উদ্বাহতদ্রুত যমসংহিতা।

“নচ সপ্তপদাভিগমনাভাবাৎ পতিত্বভাষ্যায়োরুৎপত্তিরিত্যাশঙ্কনীয়ং তত্র স্বীকারান স্তরমেব সংস্কারাভিধানাৎ।” শাশনিসরসনপুত্র পরাশর ভাষ্য। “হোমকরণেন তু ভাষ্যাদিৎ।”

ই দ্রুত।

এই সকল বচনের প্রকৃতার্থ ইহাই প্রকাশ পায় যে, উদক দান হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্ত পদগমন পর্যন্ত মন্ত্রপ্রয়োগের নাম পাণিগ্রহণসংস্কার।

(১৯) “তাস্যৈক সর্বণবেদনে পাণিগ্রহণাঃ ১। ২। অসর্বণবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যায়াঃ ৩। অত্রোদো বৈশ্বকন্যায়াঃ ৪। ৫। বসনদশাঃ শূদ্রকন্যায়াঃ ৬। ৮।” ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা।

“পাণিগ্রহণাঃ সর্বণাস্থ গৃহীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।

বৈশ্বা প্রতোদমাদদ্যাচ্ছেদনে হগ্রজয়নঃ ৭। ৬২ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

“পাণিগ্রহণাঃ সর্বণাস্থ গৃহীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।

• বৈশ্বা প্রতোদমাদদ্যাচ্ছেদনে তু দ্বিজয়নঃ ৭। ৬৩ ॥” ৪অ, শাখ্যসং।

অনুলোমে অসর্বণ বিবাহ হইত বলাতে প্রতিলোমে হইত না তাহা নহে। যথাপি অমুহ প্রকৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সকল স্ত্রী ও তাহাদের গর্ভজ সন্তানগণ যে সমাজে নিন্দিত ছিলেন না তাহাতেই ব্যক্ত হয়। ঐ সকল প্রতিলোম বিবাহেও পাণিগ্রহণসংস্কার হইয়াছিল।

গ্রহণকে পৃথক্ করিয়া দেন, তাহা তাঁহার নিষিদ্ধ কৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বেও বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে পৃথক্ করিয়াছেন। ইহা বলা অসম্ভব নহে যে, তাঁহার ঐ বিধিমতেই বর্তমান সময়ে পূর্বদিন রাত্রিতে উদকদানাদি সহ কন্ডাদান ও পর দিবসে হোম-সপ্তপদীগমনাদি হইয়া আসিতেছে, এবং পূর্ব রাত্রির ব্যাপারকে বিবাহ আর পর দিবসীয় ক্রিয়াকে পাণিগ্রহণসংস্কার নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাচীন শাস্ত্র ও রীতি বিরুদ্ধ। বিবাহরাত্রিতেই বিবাহসংস্কারসম্পর্কীয় যাবতীয় কর্ম নির্বাহ-করাই যে প্রাচীন রীতি ও বিধি তাহা সংস্কারতত্ত্বোক্ত “যদি বিবাহে যত্যাদিনা মহানিশাভূতা তৎপরদিনে সমাগশনার্থং ক্রিয়তে ইতি শমনীয়ং স্থালীপাকং কুর্যীত।” ইত্যাদি কথাতেই প্রকাশ পায়। বিবাহরাত্রিতে কন্ডাদানের পূর্বেই যে অগ্নিস্থাপন করিতে হয় (২০) এবং কন্ডাদানকালে যে বরের দক্ষিণ হস্তে কন্ডার দক্ষিণ হস্ত প্রদান-করত কন্ডাদানমন্ত্রপাঠ ও বরকে “বন্তি” উচ্চারণ-করত কন্ডাগ্রহণ (হস্তদ্বারা গ্রহণপূর্বক) স্বীকার করিতে হয়, তাহা ভট্ট মহাশয়ই শাস্ত্রীয়প্রমাণপ্রদানে আমাদেরকে দেখাইয়া-ছেন (২১)। আমরা বলি যে, ইহাই পাণিগ্রহণের (বিবাহের) আরম্ভ। যখন

(২০) “অথ বিবাহঃ। অগ্নিন্ কালে অগ্নিসান্নিধ্যে স্নাতঃ স্নাতে হরোগিণী ত্ববাঙ্গে-পতিতেহক্লীষে পিতা কন্ডাং দাস্ততি।” ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্বম্।

“ইতি বৃহস্পত্যুক্তে চ অত্র চ পারস্বরেণ বহিঃশালায়ামুপলিপ্তে দেশে উদ্ধৃতা বোক্ষিতে অগ্নিমুপসমাধায়েতি সূত্রে প্রধানগৃহাঙ্কনে অগ্নিস্থাপনান্তরং কুমার্যাঃ পাণিং গৃহীয়াৎ ত্রিষু ত্রিযন্তরাদিধিতি সূত্রান্তরেণ পাণিগ্রহণবিধানাৎ যজুর্বেদিনাম্। সামগেয়কন্ডাগ্রহণেপি দানাৎ পূর্বমগ্নিস্থাপনম্।

(২১) “অথ বিবাহপরিপাটী।। গোতমঃ। ‘অন্তর্জাম্বকরং কুড়া স কুশস্ত তিলোদকম্। ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়া দ্বিতঃ।’ কন্ডায়া দেবত প্রতিগ্রহপ্রকারমাহ বিসুধশ্রোন্তরম্। ‘কন্ডাদানন্তথা দাসী প্রাজাপত্যঃ প্রকীর্তিতাঃ।। করেগৃহ তথা কন্ডাং দাসীদাসৌ দ্বিজোত্তমাঃ।’ করেগৃহ করং গৃহীত্ব। তদা গদিত্যপূরণম্। ‘ওঙ্কার-মুচরন্ প্রাজ্ঞো দ্রবিণং শত্ৰু-মোদনম্। গৃহীয়াদক্ষিণে হস্তে তদন্তে বন্তি কীর্তয়েৎ।’ ওঙ্কারস্ত স্বীকারার্থত্বাৎ তেনৈবাত্র গ্রহণমুক্তম্।” ইত্যাদি।

রঘুনন্দনকৃত, সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাবিংশিতিত্ত্বানি।

অগ্নিহোমকরার বিধি কতাদিগের পূর্বেই, তখন সেই অগ্নিনির্মাণ করিয়া পর দিনে পুনরায় অগ্নিহোমকরার হোমাদিকরবার বিধি তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারেন নাই । যখননন্দন সংস্কারতত্ত্বে বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে যে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহা বিবাহ, অর্হণ, বিবাহপরিপাটী বলিয়া তদনন্তর পাণিগ্রহণবিধি যে বলিয়াছেন তাহাতেই সূচ্যক্ত হয় । আরও দেখুন, বিবাহসম্বন্ধে যে শুভদিনের প্রয়োজন তাহা যে রাত্রিতে বরহস্তে কতাসম্প্রদানকরা হয় সেই রাত্রিবিষয়েই । উক্ত শুভদিননির্ণয়কে কোন বচনে পাণিগ্রহণ, কোন বচনে বিবাহশব্দে উক্ত হওয়াতে, বিবাহ আর পাণি-গ্রহণকে এক কথা অর্থাৎ একই সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়, এবং পরদিবসে যখন শুভদিনের প্রয়োজন হয় না তখন দানই যে পাণিগ্রহণ তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি-হইতেছে (২২) । আমরা এখন দেখি, বিবাহরাত্রিতে অগ্নিহোম করা হয় না, করিলেই তদঙ্গীয় হোম সপ্তপদীগমনাদি সেই রাত্রিতেই নির্বাহ করিতে হয় । দুই দিনে পাণিগ্রহণসংস্কারনির্বাহকরা ক্রিয়াপ্রবৃত্তিদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ইহা যে প্রাচীন রীতি নহে তাহা বলিতেই হইল ; যেহেতু প্রাচীনকালে বিবাহান্নিকে আজীবন রক্ষাকরবার বিধি দেখা যায়

(২২) অথ বিবাহপরিপাটী । ‘তত্র গোষ্ঠিলঃ । পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্বীত ।’ পুণ্যে দোষরহিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তপ্রশস্তে রোহিণ্যাদৌ । দারান্ পত্নীং কুর্বীত ।”

সংস্কারতত্ত্ব ।

“অথ বিবাহঃ ।যন্তু, কস্তারন্থিকমেবেষু মিথুনেন চ যবে বৃষে । অতিচারেহপি কর্তব্যঃ বিবাহাদি বৃধেঃ সদা । । যদা তথা প্রাহ শুভে বিলগ্নে হিতায় পাণি-গ্রহণং বশিষ্ঠঃ ।’ । রেবত্যাশ্তরোহিণী-মৃগশিরো-মূলানুরাধা মঘা-হস্তাষাতিষু তৌলিযষ্ঠমিথুনেনবৃদ্ধং পাণিগ্রহঃ । । পারশ্বরেণোক্তং যথা, কুমার্যাঃ পাণিঃ পৃষ্ঠীয়াগ্রিষু ত্রিষুতরাদিষু । । বিকৃত্যাদৌ ত্রিকে চিত্রে জ্যোষ্ঠায়াং জ্ঞানেন যমে । এভির্বিবাহিতা কস্তা ভবত্যো ব সুস্থঃশিতা । । ‘আদ্যে মঘা চতুর্ভাগে নৈঋতস্তাদ্য এব চ । রেবত্যাশ্তচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ । (জ্যোতিষতত্ত্বম্, সংস্কারতত্ত্বম্) ।

দীপিকায়াম্ । । যন্তাঃ শশী সপ্তশলাকভিন্নঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে । রক্তাংশুকেনৈব তু রোদমানা শ্মশানভূমিঃ প্রমদা প্রযাতি ॥ সপ্তশলাকবেধঃ ।” জ্যোতিষতত্ত্বম্ ।

রঘুনন্দনবৃত্ত অষ্টাবিংশতি তত্বানি ।

(২৩)। এ বিবাহাগ্নির অর্থ—কতাদানের পূর্বকালীন স্থাপিতাগ্নি, পরদিবসীয় স্থাপিতাগ্নি নহে।

“অথ পাণিগ্রহণং। তত্র গোভিলঃ। পাণিগ্রহণে পুরস্তাচ্ছালায়া উপলিপ্তে অগ্নিরূপসমাহিতে ভবতি। পাণিগ্রহণে কর্তব্যো গৃহসমীপে দেশে উপসমাহিত-
হৃণ্ডিলে রেখাদিরূপাক্ষজপাস্তং বাদনেন সমাহিতোহগ্নির্ভবতি। গোভিলঃ।
.....। বাগ্‌যতোহগ্নেণাগ্নিং পরিক্রমা দক্ষিণতো উদযুখোহবতিষ্ঠতে।”
অগ্নিস্থাপনানন্তরং বরস্ত সহায়ানাং মধ্যে একোহগ্নাধজলেন ঘটং পূরয়িত্বা
গৃহীতকুন্তবজ্রাচ্ছাদিতদেহঃ দক্ষিণেনাগ্নিং বেষ্টয়িত্বা অগ্নিব্রহ্মণোর্দক্ষিণস্তাঙ্কিশি
উদযুখোহবতিষ্ঠতে।” ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্বম্। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।

এই অগ্নিস্থাপন কতাদানের পূর্বের। পাণিগ্রহণকে বিবাহ হইতে পৃথক্
করিবার অভিপ্রায়ে রঘুনন্দন যে পাণিগ্রহণবিধিতে উহা যুক্ত করিয়াছেন,
তাহা উক্ত বচনের “বরস্ত সহায়ানাং মধ্যে” ও “উদযুখোহবতিষ্ঠতে” দ্বারাই
বুঝিতে পারা যায়। দেখ, “বরস্ত সহায়ানাং” বলিতে বরের আত্মীয় অর্থাৎ
বরযাত্রাদিগকেই বুঝায়; তাঁহাদের মধ্যে “অবতিষ্ঠতে” এই ক্রিয়ায় কর্তা
অবশ্যই কতাদাতা, বর নহে; যেহেতু কতাসম্প্রদাতাকেই উদযুখে (উত্তরমুখে)
অবস্থিত করিতে হয়। কতাদানকালে সেই সভাতেই বর তাঁহার আত্মীয়স্বগণে
বেষ্টিত থাকেন, অত্ৰ সময়ে আত্মীয়স্বগণে বেষ্টিত থাকিবার বিধি বা রীতি দেখা
যায় না। “প্রত্যযুখা বরয়ন্তি প্রাতঃগৃহাস্ত প্রাযুখাঃ।।
অতএব সর্বত্র প্রাযুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্‌মুখঃ সম্প্রদাতা প্রাতঃগ্রহীতা

(২৩) “বৈবাহিকায়ো কুর্যীত গৃহং কর্ম যথাবিধি।

পঞ্চবজ্রবিধানঞ্চ পঞ্জিকাষ্টাহিকীং গৃহী ॥ ৬৭ ॥”

ভাষ্য।—কৃতবিবাহো যশ্মিনয়ৌ তত্র কুর্যীত গৃহং কর্ম।। অয়ৌ তু বৈবাহিকে
.....। গৃহং কর্ম বৈবাহিকে অগ্ন্যবতিষ্ঠতম্। ইত্যাদি। মেধাতিথি।

টীকা।—..... বৈবাহিকায়ো সম্পাদ্যঃ মহাষজ্রবিধানক্চেতি। বিবাহে ভবে
বৈবাহিকঃ। আধ্যাত্মিকাদিষাট্ ঠঞ্। তস্মিন্নয়ৌ গৃহোক্তং কর্ম সায়াঃপ্রাতঃসেবাঃ
..... পাকং গৃহং কুর্য্যাৎ। কুঃ।”

বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ স্বতন্ত্র ব্যাপার হইলে শাস্ত্রকারেরা এখানে যে বিবাহাগ্নি বলিতেন
না তাহা যুক্তিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

প্রাণ্ডমুখঃ।” ইত্যাদি তাঁহান্ধ সংস্কারতত্ত্ব। বিবাহপরিপাটীকৃত প্রমাণ হইতেই প্রকাশ পায়, বর্তমান মূলে কতাদানের পরদিবসে যে সংস্কার হয় তাহাতে বরপক্ষীয় কাহাকেও দেখা যায় না, অর্থাৎ কতাদানকালের সভামধ্যে উক্ত ক্রিয়া হয় না, সুতরাং গোভিলের উক্ত বিধি যে কতাদানের পূর্বের তাহা বলা বাহুল্য। রঘুনন্দন স্বকৃত সংস্কারও উদ্ধাহতত্ত্বের অনেক স্থলে এমন অনেক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে উদকাদি দান, কতাদান, হোম ও সপ্তপদী গমনাদি সমুদয়ই বিবাহসংস্কার বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (২৪) ।

শাস্ত্রালোচনা করিলে কেবল সর্বণ ও অসর্বণ বিবাহকেই পাণিগ্রহণসংস্কার বলিয়া লীল্যথাকিতে পারা যায় না। শাস্ত্রে যে গাকর্ষ, আশ্রয়, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি নিন্দ্য বিবাহের বিধি ও ইতিহাস আছে (২৫) তৎসমুদয়

(২৪) “তথা চ গৃহস্থরত্নাকরে যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

“বিবাহবিততে তস্ত্রে হোমকালে স্থাপন্যতে ।

কতায় স্বতুরাগচ্ছেৎ কথং কুর্কন্তি যাজ্ঞবঃ ।

সাপয়িত্বা তু তাং কতানর্কয়িত্বা যথা বিধিঃ” ইত্যাদি ।

“মমুঃ। ‘মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাসাং প্রজাপতেঃ । প্রমুজাতে বিবাহেষু প্রদানিং স্বাম্য কারণম্ । ‘পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্ । তেষাং নিষ্ঠা তু নিজেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ।’ স্বস্ত্যয়নং কুশলেন কালান্তিবািনহেতুকং করণসাধনাং কণকধারণাদি গুণ স্তি ভবন্তোত্রবস্তুতি চ যশ্চ প্রজাপতিদৈবতো বৈবাহিকো হোমস্তং সর্বকং মঙ্গলার্থং.....’ স্বাম্যকরণস্ত প্রদানং ন তু বাগদানং ; রত্নাকরকৃতাপি প্রদানেনৈব কতয়াং বরস্ত স্বাম্যং জায়তে কত্বা দাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ততে ইতি ব্যাখ্যাতং নিষ্ঠা ভাষ্যাত্ত্ব সমাপ্তিরূপা সপ্তমে পদে গতয়াং কতয়ামিতি বোধ্যম্ ।” উদ্ধাহতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি ।

(২৫) চতুর্দশমপি বর্ণনাং প্রেতা চেহ হিতাহিতান্ ।

অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধতঃ ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মোদৈবন্তথৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তথাস্বরঃ ।

গাকর্ষো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ২১/২২/২৩/২৪, ২৫, ২৬

শ্লোক দেখ । ৩অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মোদৈবন্তথৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তথাস্বরঃ ।

গাকর্ষো রাক্ষসো পণ্ডো পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ১০অ, ৩অং, বিষ্ণুপুরাণ ।

বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতা দেখ ।

কেও পাণিগ্রহণসংস্কার বলিতে হইবে। বর্তমান সময়ে (এখনও) আশুর বিবাহের অভাব নাই (২৬), উহাতে যে পাণিগ্রহণসংস্কার হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐসমস্ত বিবাহ প্রথমে নিম্নিত উপায়ে ঘটিলেও পরে যে উহাতে পাণিগ্রহণসংস্কার হইত, আৰ্য্যশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক প্রমাণ ফলভূত নহে (২৭)। এমতাবস্থায় সৰ্বণার বিবাহেই পাণিগ্রহণসংস্কার বিহিত, অসৰ্বণ বিবাহে নহে ইহা বলা যাইতে পারে কিপ্রকারে? অপিচ তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ্লোকে অম্ল-লোমক্রমে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকস্তা ভার্য্যা হইয়া থাকে, এ কথাই বা মনুপ্রভৃতি সংহিতাকারেরা বলিয়াছেন কিপ্রকারে? (২৮) পাণিগ্রহণসংস্কার-বর্জিত হইলে যে ভাষ্যাত্ম-পতিত্ব হয় না তাহা পূর্বে আমরা বিশেষ-করিয়া দেখাইয়াছি। অতএব ভগবান্ মনু ৩অধ্যায়ে যখন ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্য-কস্তাপ্রভৃতি স্ত্রীকে ভার্য্যা বলিয়াছেন, তখন উক্ত অধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকে অসৰ্বণার বিবাহেও যে তিনি উক্তরূপে পাণিগ্রহণকরত বিবাহসংস্কার করিতে বাধা দিয়াছেন (২৯) তাহাতে আর সন্দেহ কি? উদকদান, কস্তাদান (পাণি-

(২৬) “জাতিভ্যোব্রবিণং দত্তা কস্তায়ৈব চ শক্তিতঃ ।

কস্তাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাহুরো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩১ ॥” ৩অ, মনুসং ।

(২৭) “নিজ্জিত্য রুগ্নিং সম্যগুপযেনে স রুগ্নিণীম্ ।

রাক্ষসেন বিবাহেন সংপ্রাপ্তাঃ মধুসূদনঃ ॥ ১৪ ॥” ২৬অ, ৫অং, বিষ্ণুপু।

—“ইতি মন্ত্রপুরাণোক্তাবশ্যস্তাবিশুভাশুভেষু গ্রহাদিদোষশাস্ত্যর্থং হোমহিরণ্যাদিদানং বিবাহাং প্রাক্ কর্তব্যং ভগবত্যা রুগ্নিণ্যা ভবিষ্যদ্বিবাহে-তথা দর্শনাং যথা ভাগবতে ‘চক্রঃ সামর্গ্যজুম্ভৈর্কক্ষা রক্ষাং দ্বিজোত্তমাঃ। পুরোহিতোহথর্কবিবৈ জুহাব গ্রহ-শাস্তয়ে। হিরণ্যরূপাবাসাংসি তিলাংশ্চ ঔড়মিশ্রিতান্। প্রাদাক্ষেদনুশ্চ বিপ্রোভ্যো রাজা বিধি-বিদাং বরঃ।” ইত্যাদি। উদাহৃতম্, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।

(২৮) “সপ্তপৌনর্ভবাঃ কস্তা বর্জনীয়া কুলধন।। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদকম্পশিতা যেন যা চ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিঃ পরিণীতা যাতু। ইত্যাদি।

উদাহৃত ও বিদ্যাসাগরশ্রুত-কাস্তপ বচন।

এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সম্প্রদানবিহিতকস্তার্থে “পাণিগৃহীতিকা” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২৯) ১৯টীকাস্থ বচনগুলিতে দেখা যায় যে, “বেদনে অগ্নজন্মনঃ” ও “বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ” পদ আছে। ইহাতেও স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সৰ্বণাবেদনে হস্তধারণকরত প্রাচীনকালে যে সংস্কার হইত, অসৰ্বণাবেদনে তৎপরিবর্তে শর ও প্রত্যাদকে বর কস্তা হস্তদ্বারা ধারণকরত

গ্রহণ) হোম সপ্তপদীগমনাদি সমুদয়ই যে একমাত্র বিবাহসংস্কারের অন্তর্গত অনুসন্ধান করিলে আর্ঘ্যশাস্ত্র হইতে তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে (৩০)।

“ঋতুকালভিগামী স্ত্র্যাং স্বদারনিরতঃ সদা।

পক্ষবর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদব্রতো রতিকামায়া ॥ ৪৫ ॥”

৩অ, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—“উক্তো বিবাহঃ। তান্মিল্লবৃতে সমুপযাতে দারস্তে তদহরেবেচ্ছোপগমে। ন বিবাহানন্তরং তদহরেব গচ্ছেৎ কিস্তুহি ঋতুকালঃ প্রতীক্লেত।” ইত্যাদি। ৪৫। মেধাতিথি।

টীকা—। “স্বদারনিরতঃ সদেতি নিত্যং স্বদারসম্বন্ধঃ স্ত্র্যাং নাশ্রভার্থ্যা-
মুপগচ্ছেদিতি বিধানাৎ। অশ্রভার্থ্যাং নোপগচ্ছেৎ।
ইত্যাদি।” ৪৫ শ্লোক কুল্লুকভট্ট। ৩অ, মনুসংহিতা।

উপরি উক্ত বিবাহবিধি অনুসারে সর্বণ ও অসর্বণবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে অর্থাৎ সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন স্ত্রীতে উক্ত বিবাহবিধি দ্বারা ভাৰ্য্যাভ (অর্থাৎ উক্ত প্রকারে পাণিগ্রহণকরত) সেই সংস্কারেই সংস্কৃত হইতেন। তাহা না হইলে শাস্ত্রে ঐপ্রকার বিধি উক্ত হইত না, হইবার কোন কারণ ছিল না, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

(৩০) মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং বজ্রশাসাং প্রজাপতেঃ।

প্রযুক্ত্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যাকরণম্ ॥ ১৫২ ॥ ৫অ।

ভাষ্য—বিবাহবজ্রস্ত মঙ্গলার্থ ইত্যাদ্যবিস্ক্রিতম্। দানকরণং হি বিবাহইতি স্রষ্টাতে।

সত্যপি স্বাম্যে নৈবাস্তুরেণ বিবাহং ভাৰ্য্যা ভবতীতি ॥ ১৫২ ॥ মেধাতিথি।

টীকা—মঙ্গলার্থমিতি। যদাশাং স্বস্ত্যয়নং শাস্ত্যর্থমন্ত্রবচনাদিরূপং বজ্রশাস্ত্রপ্রজাপতিবাণঃ
প্রজাপত্যুদ্দেশেনাজাহোমাস্রকো বিবাহেষু ক্রিয়তে। যৎ পুনঃ প্রথমং
সম্প্রদানং বাঙ্গানাত্মকং তদেব ভৰ্ত্তুঃ স্বাম্যাকরণকং যন্ত নবমে বক্ষ্যতে ‘তেষাং
নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ইতি তদ্বাৰ্য্যাভসংস্কারার্থমিত্যবিরোধঃ ॥ ১৫২ ॥ কুঃ।”

“ধনুতাবৃতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকুৎপতিঃ।” ইত্যাদি। ১৫৩ ॥

টীকা—“মন্ত্রসংস্কারো বিবাহঃ তৎকর্তা ভৰ্ত্তা।” ইত্যাদি। ১৫৩ ॥ কুঃ।

ভাষ্য—। “মন্ত্রসংস্কারো বিবাহবিধিস্তত্ত্ব কৰ্ত্তা মন্ত্রসংস্কারকুৎপতিঃ।

ইত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥ মেধাতিথি।

সম্পর্ক উৎপন্ন হইলে স্বদারনিরত হইরা উক্ত উত্তরবিধ অর্থাৎ সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন ভাষ্যেতে অমাবস্তাদিপর্ককালবর্জনকরত প্রত্যেক ঋতুকালে অবশ্য এবং পত্নীর প্রীতিবিধানার্থ অন্ত্র-সময়েও গমন করিবে ।

পূর্বোক্ত ৪৩।৪৪ শ্লোকের অর্থের সহিত যোগ করিয়া আমরা ভগবান মনুর এই ৪৫ শ্লোকের অর্থ করিলাম । স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন ভাষ্যকে উপলক্ষ করিয়াই তিনি “স্বদারনিরতঃ” ও “এনাং”পদ বচনে প্রয়োগ করিয়াছেন । এ বচনের ভাষা আর টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, এবং অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পায় যে, এই বিধি কেবল মনুরই নহে, তৎপরবর্তী সমুদয় শাস্ত্রকারেরই এই মত । তৎপরবর্তী সমস্ত শাস্ত্রেই এই বিধি ও ইতিহাস রহিয়াছে (৩১) । অপিচ কেবল মনুসংহিতার ৩অধ্যায়ের ১৩শ্লোকেই যে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা (অসর্বণে উৎপন্ন) স্ত্রীদিগকে ভাষ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাও নহে, প্রাচীন বহু শাস্ত্রেই ইহা-দিগকে ভাষ্যা বলিয়া উক্ত হওয়াতে (৩২) বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে অনুলোম (অসর্বণ) বিবাহে বিবাহের অঙ্গীভূত সমুদয় সংস্কারই হইত ; এবং তাঁহারা (অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রীগণ) প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদির সম্পূর্ণ বিধি-সম্বৃত্তা পত্নী ছিলেন । যাহারা শাস্ত্রবিধিবিহিতা পত্নী, তাঁহারা অসর্বণে উৎপন্ন হইলেও যখন বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নী (ভাষ্যা) হইতেন, তখন সেই হেতুতে তাঁহারা যে পতির স্বজাতিও হইতেন তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, কারণ

(৩১) “আ গাহুগি কশ্মাপি স্বভাষ্যাপোষণেনরঃ ।

ঋতুকালভিগানী স্ত্রাং পাপ্রোতি পরমাং গতিং ॥ ৯৬ ॥” সঘর্ভসং ।

“ঋতুমতীক্ৰম্য যো ভাষ্যাস্ত সন্নিধৌ নোপসর্পতি ।

অবাপ্রোতি স মন্দাস্ত্রা ক্রণহতান্মতাব্রতো ॥” রঘুনন্দন ভট্ট দ্বত,

সংস্কারতত্ত্বমৃত গোভিল বচন ।

৭অ, ১৪শ্লোক, পরাশরসং ।

(৩২) “অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতশ্রো ভাষ্যা ভবন্তি । ১ ।” ২৪অ, বিষ্ণুসং ।

“নানাবর্ণাস্ত ভাষ্যান্ সর্বণা সহচারিণী ।” ইত্যাদি । ১অ, ব্যাসসং ।

ঐকীভূত যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ, মহাভারত বচন এবং ২১টীকাভূত নারদসংহিতা বচন.

৩৫টীকা দেখ ।

বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নীত্ব জন্মিয়াৎ পূর্বে স্বজাতিত্বের (অশ্রেণীত্বের) উদ্ভব না হইলে পত্নীত্ব-ভাষ্যাস্ত্র হইত কিপ্রকারে ? অতএব প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কল্পা বৈশ্যকল্পাদি পত্নীগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা তাঁহাদের পতির জাতি হইতেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ প্রদর্শনকরা অনাবশ্যক । তবে বর্তমান সমাজের প্রবেদার্থই আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উহা প্রমাণীকৃত হইতেছে ।

“আম্নায়ে স্মৃতিতন্ত্রে চ লোকাচারে চ সৰ্বথা ।

শরীরাদিঃ স্মৃতা জায়া পুণ্যাপুণ্যকলে সমা ॥” (৩৩)

অম্বষ্ঠকুলচক্রিকাধৃত বৃহস্পতিসং ।

পরবর্তী ৩৫টীকাধৃত ব্যাসসং ২অ, ১৩। ১৪ শ্লোক দেখ ।

বেদ স্মৃতি তন্ত্র ও লোকাচারে জায়া সৰ্বথা পতির শরীরাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং একমাত্র জায়াই স্বীয় পতির পাপ ও পুণ্যফল তুল্যাংশে ভোগ করিয়া থাকেন ।

যিনি শরীরাদি তিনি যে স্বজাতি তাহা বলা বাহুল্য । এ বিষয়টি পূর্ব পূর্ব যুগের মনুষ্যাদিগকে বুঝাইবার জন্ত আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রয়োজন হইত না সত্য, কিন্তু এ যুগের মনুষ্যাদিগের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবিষয়ে আমাদিগকে আরও প্রমাণ দিতে হইতেছে ।

“বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেহহনি রাত্রিষু ।

একত্বং সা গতা ভর্তৃগোত্রে পিণ্ডে চ সূতকে ॥ ১ ॥

স্বগোত্রাৎ ভ্রাতৃত্বেন নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে ।

পতিগোত্রেণ কর্তব্য্য তস্তা পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥ ২ ॥”

উদ্বাহতস্বধৃত লঘুহারীত ।

লিখিতসংহিতা বচন । বিদ্যাসাগরধৃত ।

বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইলে চতুর্থ রাত্রিতে পত্নী গোত্র-পিণ্ড-ও-অশৌচাদি

(৩৩) এই বচন এবং ইহার পরের উক্ত “পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ” ইত্যাদি বচন বঙ্গবাসী প্রেসের ছাপা পুস্তকে নাই । বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ও রঘুনন্দনের “অষ্টাংশতি তত্ত্বানি” উদ্বাহ ও সংস্কারতত্ত্ব, “বেদার্থোপনিষদ্ভাষ্য” ইত্যাদি বৃহস্পতি বচনও উক্ত পুস্তকে নাই । অতএব উক্ত ছাপা পুথিতে এই সকল বচন নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

বিষয়ে পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে একতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবাহসংস্কারের সমাপ্তিরূপ সপ্তপদীগমন হইতে নারী পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু তাহার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া পতিগোত্র উচ্চারণপূর্বক করিবে।

“পাণিগ্রহণিকামজ্ঞাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ ।

ভর্তৃর্লোভ্রেণ নারীণাং দেয়ং পিতৃগোত্রকং ততঃ ॥”

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ ও

উদ্ধাহতত্ব, সংশয়নিরসনধৃত বৃহস্পতিবচন।

বিবাহমন্ত্রসকল নারীদিগের পিতৃগোত্রের অপহারক, অতএব বিবাহের পর স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধ ও উদকক্রিয়াদি পতিগোত্র উচ্চারণপূর্বক করিবে (৩৪)।

অসবর্ণ (অনুলোম) বিবাহে যে পূর্ব পূর্ব যুগে পাণিগ্রহণবিষয়ক সমুদয় মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া পতিত্ব-পত্নীত্ব-ভাবে উদ্ভব হইত, তাহা উপরে বহু শাজ্জ

(৩৪) “সংস্কৃতায়ান্ত্ভ ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্ ।

পৈতৃকং ভজতে পোত্রম্ভজত্ব পতিপৈতৃকং ॥”

উদ্ধাহতত্ব ও ষিদ্ধান্তাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ

পুস্তকধৃত কাত্যায়ন বচন।

উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনাবলম্বনে যদি কেহ বলেন যে বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্ত হওয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সকলের মত নহে, হুতরাং সর্বত্রই ঐ রীতি ছিল, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ কথাই উত্তর এই যে, বহু ঋষির মতের ও চিরপ্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে একমাত্র কাত্যায়ন ঋষির মত যে প্রাচীন আর্ধ্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু দেখা যায় না। পোত্রশব্দের অর্থ বংশ, বিবাহ দ্বারা স্ত্রী স্বামীগোত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সে সে-বংশীয়া নহে, এমন কথা কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই। কাত্যায়নবচনের মূল তাৎপর্য্য এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীতে তাহার যত্না পৰ্য্যন্ত তাহার পিতৃকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে, তৎপরে কেবল পতিকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে। তাহা না থাকিলে মাতামহ মাতুল, মাতুলানী প্রভৃতির শ্রাদ্ধ ও ধনাধিকারী সকলেই হন কিপ্রকারে? অতএব কাত্যায়ন বাহ্য বলিয়াছেন তাহা সকলকারই মত। পরবর্ত্তী ৩৫টীকার দেখা যাইবে, কাত্যায়ন অসবর্ণ উৎপন্ন স্ত্রীদিগকে ভার্য্যাভ্যাদান করিয়াছেন।

দ্বারা বিশেষ করিয়া আমরা মূলকে দেখাইয়াছি। তাহার সহিত উক্ত বৃহস্পতি আর লিখিতসংহিতার বচনের অর্থ যোগ করিলে স্পষ্টই প্রাচীনকালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ বিবাহ-সংস্কার দ্বারা তাঁহাদের পতির জাতি প্রাপ্ত হইতেন। গোত্রে, পিণ্ডে, অশৌচাদিতে স্বামীর সহিত একত্ব জন্মিলে এবং স্বামীর শরীরের অঙ্গাংশ হইলেও যদি অসবর্ণে উৎপন্ন রমণীদিগকে তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি বলিয়া এ যুগের হিন্দুসমাজ স্বীকার না করেন, সেই কারণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আরও প্রমাণ পর্যালোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল শাস্ত্রেই অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীগণের ধর্ম্মকার্যাদি করিবার স্পষ্ট বিধি রহিয়াছে (৩৫)। সবর্ণে উৎপন্ন পত্নীর

(৩৫) “সবর্ণাহ্ বহুভার্যাহ্ বিদ্যমানাহ্ জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্যং কুর্য্যাৎ ৷ ১ ৷

মিশ্রাঃ চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া ৷ ২ ৷ সমানবর্ণয়া অভাবে অন্তরায়ৈবাপি চ ৷ ৩ ৷ নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রা ৷ ৪ ৷” ২৬অ, বিকুসংহিতা।

সত্যামন্ত্যং সবর্ণয়াং ধর্ম্মকার্যং ন কারয়েৎ।

সবর্ণাহ্ বিধৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতর্যঃ ৷ ৮৮ ৷ ১অ, বাজবল্ক্যসং।

নৈকর্যাপি বিনা কার্যমাধানং ভার্যয়া সহ।

অকৃতং তৎ বিজানীয়াৎ সর্বাযাচারভক্তি যৎ ৷ ৫ ৷

বর্ণজ্যোত্শন বহীতিঃ সবর্ণাভিশ্চ জ্ঞাতঃ।

কার্যামগ্নিচ্যুতেরাভিঃ সাক্ষীভিম'ধনং পুনঃ ৷ ৬ ৷

নাত্র শূদ্রাঃ প্রযুজ্যীত নত্ৰোহধেবকারিণীম্।

নৈচোব্রতস্থং নাস্তপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্ ৷ ৭ ৷” ৮খণ্ড, কাত্যায়নসং।

নানাবর্ণাহ্ ভার্য্যাহ্ সবর্ণা সহচারিণী।

ধর্ম্মা ধর্ম্মেযু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তস্ত স্বজাতিযু ৷ ১২ ৷ ২অ, ব্যাসসং।

নানাবর্ণে উৎপন্ন বহু ভার্য্যা এক ব্যক্তির থাকিলে, স্বজাতিতে উৎপন্ন ভার্য্যার সহিত এবং স্বজাতি উৎপন্ন বহুভার্য্যা এক ব্যক্তির থাকিলে তন্মধ্যে ধর্ম্মজ্যেষ্ঠার সহিত ব্যাস ধর্ম্ম কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, ইহাতেই পরিস্ফুট হয় যে সবর্ণে উৎপন্ন ভার্য্যা না থাকিলে অসবর্ণে উৎপন্ন সহিতই ধর্ম্ম করিবে এইটী তাঁহার মত। উপরি উক্ত বচনের পরবর্ত্তী দুইটি বচনে যখন তিনি ভার্য্যামাত্রকেই পতির অর্ধদেহ বলিয়াছেন তখন উক্ত ১২ শ্লোকের আমরা যে অর্থ করিলাম তাহা হইবেই হইবে। ১২ শ্লোকের পরে ব্যাস বলিতেছেন,—

জ্ঞান অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নাদিগকেও প্রণাম সন্ত্যায়াদি করিবার জ্ঞান ব্রাহ্মণশিষ্য ও পুত্রদিগের প্রতি উপদেশ আছে (৩৬) । ব্রাহ্মণাদি বিজগণের অমূল্যোম-বিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্ন) পত্নাগণ প্রাচীনকালে যদি বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির জাতি প্রাপ্ত না হইতেন তাহা হইলে ঐরূপ বিধি কখনই প্রাচীন আৰ্য্যশাস্ত্রে উক্ত হইত না । উক্ত প্রমাণবিষয়ক বচনগুলিতে ব্রাহ্মণাদি বিজগণের শূদ্রকস্তাপত্নীর সহিত ধর্ম্যকর্মাাদি করিতে নিষিদ্ধ হওয়াতে (৩৭)

“পাটতোহয়ং বিজ্ঞাঃ পূৰ্ব্বমেকদেহঃ স্বঃভূবা ।

পতয়োহর্চেন চাৰ্চেন পত্ন্যোহভুবান্নতি শ্রুতিঃ ॥ ১৩ ॥

যাবন্ন বিন্মতে জায়াং তাবদর্চো ভবেৎ পুমান্ ।

নার্কে প্রজায়তে সর্বং প্রজায়েতেত্যপি শ্রুতিঃ ॥ ১৪ ॥” ২অ, ব্যাসসং ।

(৩৬) “গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যাঃ সর্বগা গুরুষোষিতঃ ।

অসবর্ণাশ্চ সম্পূজ্যাঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ ॥ ২১৯ ॥” ২অ, মনুসং ।

“গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ সর্বগা গুরুষোষিতঃ ।

অসবর্ণাশ্চ সম্পূজ্যাঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ ॥” ১অ, উশনঃ সংহিতা ।

২৬অ, স্বর্গধণ্ড, পদ্মপুরাণ ।

“হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাদভিবাদনঃ ন পাদোপাসংস্পর্শনম্ ৷ ৫১ ॥” বিষ্ণুসংহিতার ৩২ অধ্যায়ের এই বচনার্থ কারয়্যাহ বোধ হয় উক্ত মনুবচনের ভাষ্য টীকাতে ভাষ্যঢাকাকার ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবর্ণে উৎপন্ন গুরুপত্নীর পাদসংস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন । যথা, “অসবর্ণাশ্চ কেবলৈঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ ।” (ভাষ্য) “অসবর্ণাশ্চ পুনঃ কেবলৈঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ ।” (টীকা) কিন্তু আমরা বাল, বিষ্ণুর পূর্ববর্তী মনুবচনের অর্থে বধন তাহা উপলব্ধি হয় না এবং উশনা ও পদ্মপুরাণ বচনেরও মনুবচনের সহিত তুল্যতা দেখা যায়, তখন বিষ্ণুর সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবর্ণে উৎপন্ন ব্রাহ্মণভাষ্যাদিগের পাদস্পর্শ করিতে না দিলেও মনু আর উশনা এবং পদ্মপুরাণের সমকালে যে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ উক্ত পত্নীগণের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন তাহাতে সন্দেহ কি ? বিষ্ণুও পাদস্পর্শব্যতীত প্রণাম করিতে বলায়, দেখা যায় যে, তিনিও উক্ত গুরুপত্নীদিগকে ব্রাহ্মণ শিষ্যের পূজনীয়া বলিয়াছেন । ইহাতেও অসবর্ণে উৎপন্ন ব্রাহ্মণগণাদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব প্রকাশ পায় ।

(৩৭) মনুসংহিতার ৩৩অধ্যায়ের ১৩শ্লোকে শূদ্রকস্তাকেই ব্রাহ্মণাদি বিজগণের ভাষ্য। বলিয়া উক্ত হইয়াছে । উক্ত অধ্যায়ের ৪৩, ৪৪ শ্লোকে শূদ্রকস্তাবিবাহেও বিবাহমন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে । ইহাতে প্রকাশ পায় যে, মনুর পূর্বে ও তাঁহার সমকালে ব্রাহ্মণাদি বিজগণের শূদ্রকস্তাপত্নী বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারাও

পরিব্যক্ত হয় যে, দ্বিজকস্তাপদ্ধাগণ অনুশাসনবিবাহ দ্বারা ই নিশ্চয় স্থায়ী জাতি
প্রাপ্ত হইতেন, সেই জন্যই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ সর্বণে উৎপন্ন

তাঁহাদের ধর্মপত্নী ছিলেন। ৯অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে যে মনু শূদ্রকস্তা অক্ষমালাকে বশিষ্ঠের
আর শূদ্রকস্তা সারঙ্গীকে মঙ্গলালের ধর্মপত্নী বলিয়াছেন, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়।
বাজবল্যও “বিন্ধ্যশ্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ” বলাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
বৈশ্যের শূদ্রকস্তাপত্নীকে ধর্মপত্নী বলিয়াছেন। তাঁহার সমকালেও শূদ্রকস্তাবিবাহে বিবাহ
সংস্কার হইত। বিষ্ণুসংহিতার ২৪২২৬ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকস্তাভাষ্য উক্ত হইয়াও
ঐহার সহিত ধর্মকাণ্ডে নির্বন্ধ হইয়াছে। বাজবল্য ১ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকস্তা ভাষ্য হয়
বলিয়াছেন। শূদ্রকস্তা ভাষ্যার সহিত ধর্মকাণ্ডে করিতে বিধি ও নিষেধ দেন নাই, কারণও
দেখান নাই। ব্যাসসংহিতার কচিং দ্বিজগণের শূদ্রা বিবাহের বিধি আছে। শঙ্খসংহিতায় শূদ্রা
বিবাহের বিধি নাই। গৌতমসংহিতায় ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকস্তা ভাষ্য উক্ত হইয়াছে। বশিষ্ঠ
সংহিতায় মন্ত্রবল্লিত শূদ্রাবিবাহ উক্ত রহিয়াছে। মহাভারত অনুশাসনপর্বেও ব্রাহ্মণাদির
শূদ্রকস্তা ভাষ্য থাকা প্রকাশ পায়। মনুসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের প্রথমের
রচিত শাস্ত্র। অতএব নির্ণীত হইতেছে যে, সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্যন্ত ব্রাহ্মণাদি
দ্বিজগণ শূদ্রকস্তাদিগকে বিবাহ করিতেন। তবে কেহ কেহ নিষেধ করিয়াছেন ও শূদ্রা-
বিবাহের নিষা করিয়াছেন এবং উহাকে অধম বিবাহ বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে
যে শূদ্রকস্তা মুল্লরী ও সচ্চরিত্রা হইলে সে স্থলে আর কোন আপত্তি হইত না। “স্ত্রীরত্নং
হুঙ্কলাদপি” বাক্যের সে স্থলে সকলেই অনুসরণ করিতেন। এই কলিযুগের প্রথমে ধীরকস্তা
সত্যবতী রাজর্ষি শান্তনুর; ব্রহ্মকস্তা শুকী ব্যাসদেবের ধর্মপত্নী (শুকদেবের জননী)
ছিলেন।

“নাদ্যাচ্ছূদ্রস্ত পকানং বিধানশ্রাদ্ধিনো দ্বিধঃ।

আদদীতামেবান্মাদবৃন্তাবেকরাত্রিকম্ ॥” ২২৩ ॥ ৪অ, মনুসং।

ভাষ্য টীকা দেখ।

এই বচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, শূদ্র দুই প্রকার, এক শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞসম্পন্ন, দ্বিতীয়
শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞবিহীন। অতএব যত আপত্তি তৎসমস্তই আচারগুণবিহীন শূদ্রসম্বন্ধেই
বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ সৎ শূদ্রের পাককরা অন্নাদি আহার
করিতেন (পরবর্তী ৩৮ টীকা দেখ) এবং সৎ শূদ্রগণই তাঁহাদের পাকক ছিল। এ অবস্থায়
তাঁহাদের কস্তাগণ যে বিবাহমন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে বুদ্ধিমানেরা
সন্দেহ করিতে পারেন না। সৎ শূদ্র কস্তার কথা দূরে যাউক, সূক্ষ্মপা সচ্চরিত্রা হইলে তৎ-
কালে যে কচিং কচিং অসৎ শূদ্রকুলোৎপন্ন কস্তাদিগকেও আর্ষ্যেরা বিবাহ করিতেন এবং
তাঁহারা তাঁহাদের স্বজাতি হইতেন তাহা উপরেই আমরা দেখাইয়াছি।

পত্নীগণের অভাবে অসবর্ণে উৎপন্ন শ্রীজকতাপত্নীগণের সহিত ধর্মকার্য করিতেন। যদি বল, অসবর্ণে উৎপন্ন স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা যদি পতির জাতি হইতেন, তবে তাঁহাদিগকে অসবর্ণা পত্নী বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর এই যে, উহা বলিবার সুবিধার জন্য, এবং অসবর্ণে ঐসমস্ত পত্নীর জন্য জন্ত তাঁহাদের পরিচয়ার্থ ও সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীগণের অধিকারনির্ঘণ ও সবর্ণে উৎপন্ন একটু সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঐ প্রকারে চিহ্নিত করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে আর কোন কথা নাই। বিবাহসংস্কার দ্বারা উক্ত ভাষ্যাগণ স্বামীর জাতি হইলেও তাঁহাদিগের উৎপত্তি যে অসবর্ণে (ভিন্ন শ্রেণীতে) তাহাত মিথ্যা নহে? যেমন বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মগণ, কুলীন কন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যাকে (উভয়কে) বিবাহ করিলে তাঁহারা উভয়েই স্বামীর গোত্র কুল প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদের পরিচয়ার্থে তথাপি তাঁহাদিগকে কুলীন-কন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যা ও তাঁহাদের সন্তানদিগকে কুলোনের দোহিত্র, শ্রোত্রিয়ের দোহিত্র বলিয়া কথিত হয়, তেমন প্রাচীনকালে ব্রাহ্মগণের মধ্যে সবর্ণে অসবর্ণে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকার ঐসকল বিবাহতীক্ষ্ণীদিগের পরিচয়ার্থে সবর্ণা অসবর্ণা ব্রাহ্মকন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উক্ত ভাষ্যাদিগকে চিহ্নিত করা হইত। পুনরায় যদি বল, অসবর্ণে জাত পত্নীগণ যদি বিবাহ দ্বারা পূর্ব পুরু যুগে পতির স্বজাতি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যাসঙ্গে পতির সহ ধর্মকার্য করিতে পারতেন না কেন? উত্তর, উচ্চারণোদ্ভবা বলিয়া উহার দ্বারা উক্ত ভাষ্যার একটু বেশি সম্মানরক্ষা করা হইত, তাহা পূর্বে অনেকবার আমরা বলিয়াছি, এখনে এই মাত্র বলি যে, যেমন গোষ্ঠপুত্র সঙ্গে কনিষ্ঠপুত্রের পিতৃ-মাতৃকাষ্যে আধিকার শাস্ত্রে উক্ত হয় নাহ, তেমন উহাও। এদ্বারা বিধান অনেক স্থলেই আছে, ইহাতে দোষস্পর্শ হইলে অনেকের অঙ্গেই দোষস্পর্শ হয়।

“স তু বদন্তজাতিঃ পাততঃ ক্রাব এ৭ চ।

বিকশ্বঃ সগোত্রোচো দাণো দৌর্ঘাময়োহপিবা।

উঢ়াপি দেমা সান্যাসৈ মত্ভরণভূষণা ॥”

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকদ্বত,

কাত্যায়ন বচন।

এই বচনে “অন্যজাতীয়ঃ” পদ দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন কালে অহুলোম বিবাহও প্রাচীন সকল শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত নহে, তাহা না হইলে মহর্ষি কাত্যায়ন অন্যজাতীয় পুরুষের সহিত বিবাহিতা কন্যাকে পুনরার বিবাহ দিতে বলিবেন কেন ? এ আপাত স্তূতিতে অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত হেতুতে উপরি উক্ত বচনের “অন্যজাতীয়ঃ” পদের অন্য শব্দের প্রতি আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিতেছেন,

“বর্ণজ্যেষ্ঠোন বহুবীভিঃ সর্বণাভিঃ চ জন্মতঃ ।

কার্য্যমগ্নিচ্যুতেরাভিঃ স্বাধ্বাভির্মথনং পুনঃ ॥ ৬ ॥

নাত্র শূদ্রীঃ প্রযুক্তীত ন দ্রোহদ্বেষকারিণীম্ ।

ন চৈবাত্রতস্থাং নানাপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্ ॥ ৭ ॥

৮৭৩, কাত্যায়ন সংহিতা ।

“ব্রাহ্মণের সর্বণা অসর্বণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতাপ্রযুক্ত সর্বণা সাধ্বী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশে মছন করিবে। তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসর্বণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিমছন করিতে পারিবেন। শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এবিষয়ে নিয়োগ করিবে না ; অথ পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী দ্বেষকারিণী, অত্রতচারিণী বা পরপুরুষসঙ্গতা হয় তাহা হইলে তাহাদেও এ কার্য্যে নিয়োগ করিবে না ।” ভট্টপঞ্জানিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন,

তর্করত্ন কর্তৃক অনুবাদ ।

এই বচনে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অসর্বণ (অহুলোম) বিবাহে তাঁহার অমত ছিল না, উহা তাঁহারও বিধি। যখন অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীদিগকে কাত্যায়ন ধর্ম্মকার্য্য করিতে বিধি দিয়াছেন, তখন উপরি উক্ত “অন্যজাতীয়ঃ” পাঠকে বিকৃত না বলিলেই চলিতেছে না। তাহা না বলিলে ও উহার অর্থ অত্র জাতিমাত্র করিলে কাত্যায়নবচনের সহিতই কাত্যায়নের বচনের বিরোধ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, উক্ত বচনের “স তু যদন্ত্যজাতীয়ঃ” স্থলে অনু-লোম বিবাহের প্রতি ধ্বংসতাই হউক, আর লিপিকরাদিগের ভ্রমবশতই হউক, “অন্ত্য” অত্র হইয়াছে। অন্ত্যশব্দে চণ্ডালাদিকে বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করিলে এই ইতিহাস পরিস্ফুট হয় যে, সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে এই

সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ভোজ্যায়ত্তা (পরম্পরের পাককরা অন্নাদি পরম্পরের আহার করিবার প্রথা) প্রচলিত ছিল ও অসবর্ণে উৎপন্ন কল্লাদিগকেও আর্থ্যের বিবাহ করিতেন (৩৮) সুতরাং আর্থ্যশাস্ত্রোক্ত (সত্যযুগ হইতে কলি-যুগ পর্য্যন্তের আর্থ্যদিগের) বর্ণ বা জাতির অর্থ, বর্তমান যুগের তিন্দুগণের বর্ণ বা জাতির যে অর্থ সে অর্থ ছিল না । যখন বর্তমান ভেদভাব আর্থ্যজাতিভেদে ছিল না, তখন তাহাকে তাহা বলিবার কোন উপায় নাই । যখন সত্যযুগ হইতে

(৩৮) “শুদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রাক্ষীসীরিণঃ ।

ভোজ্যায়ত্তা নাপিতৈশ্চ বশ্চাজ্ঞানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥”

১অ, বাজবল্কসংহিতা ।

“আদ্বিকঃ কুলমিত্রঃ গোপালদাসনাপিতৌ ।

এতে শুদ্রেষু ভোজ্যায়ত্তা বশ্চাজ্ঞানং নিবেদয়েৎ ॥” ৪অ, মমুসং ।

“দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রাক্ষীসীরিণঃ ।

এতে শুদ্রেষু ভোজ্যায়ত্তা বশ্চাজ্ঞানং নিবেদয়েৎ ॥ ২০ ॥”

২১২২ শ্লোক দেখ । ১১অ, পরাশরসং ।

“ক্রিয় বর্ণেষু কর্তব্যং পাকভোজনমেষ চ ।

শুশ্রূষামতিপন্নানাং শূদ্রাণাম্ বিশেষতঃ ॥” রঘুনন্দনস্মার্ত্তকৃত তিথিতত্ত্ব

দ্রুত বৈদ্যবল্লি অধ্যায়ের ২৭৭৩ টীকাধৃত প্রমাণ দেখ ।

“শূদ্রৈব আর্থ্যা শত্ৰুস্ত স্য চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

নে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্মাঃ কাস্চ স্বা চাগ্ৰজ্ঞানঃ ॥” ১৩ ॥ ৩অ, মমুসং ।

এই অধ্যায়ের ৫মটীকাধৃত বচনাবলী দেখ ।

“অথ দ্বিজোচ্চাত্মজ্ঞাতঃ সর্বর্ণাং দ্বিমমুদ্রতেঃ ।

সাল মনসি সমুত্তাং লক্ষ্যৈশ্চ সমম্বিতাম ॥ সম্বর্ত্তমঃ ॥”

সম্বর্ত্তসংহিতার এই বচন অবলম্বন করিয়া কেহ বলিতে পারেন, পাচীনকালে অসবর্ণবিবাহ সকল শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত ছিল না । সেই জন্য আমরা উক্ত বচন অবলম্বন করত বলিতেছি সম্বর্ত্ত কোন স্থানে অসবর্ণ বিবাহ করিতে নিষেধ করেন নাই । এ অবস্থায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সম্বর্ত্ত উহার বিরোধী ছিলেন না । বরং “সবর্ণাঃ” আর “কলে মনসি সমুত্তাঃ” বাক্য দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সম্বর্ত্ত সবর্ণা অসবর্ণা কল্লাকেই বিবাহ কবিত্তে বলিয়াছেন । শেযোক্ত বাক্য দ্বারা তিনি কত্রিয়-বৈশ্য-কল্লাদিগকে গ্রহণ করিয়া যে বিবাহবিষয়ে সকল শাস্ত্রকারদিগের সহিত একমত হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত শূদ্রেবাই আৰ্য্যদিগের পাচক ছিলেন, (২৯) তখন প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বা বর্ণের অর্থ এক আধার মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রশ্রেণী মাত্র, অর্থাৎ বর্তমান যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যেমন কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাণ ও বংশজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী । এই সকল প্রমাণাবলম্বন করত বলিতে হইল যে, বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জাতি বা বর্ণ শব্দের যে অর্থ করেন, যে প্রকার অন্ন-জল-ও-বিবাহাদিসম্বন্ধবিবর্জিত-ভাববিশিষ্ট ভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আৰ্য্যদিগের সময়ে তাহা ছিল না (৪০) । এমতাবস্থায় তৎকালের ক্ষত্রিয়কত্তা, বৈশ্যকত্তা বা শূদ্রকত্তা বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যাহাদের সহিত ভোজ্যাদিতা ছিল ও বিবাহসম্বন্ধ

(৩৯) “হেমান্ত্রিপরাশরভাষ্যেরাদিত্যপুৰাণম্ । দীর্ঘকালঃ ইত্যাদি । শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রাক্সসীরিণাম্ । ভোজ্যাদিতা গৃহস্থস্ত তীর্থসেবাতিদূরতঃ । ব্রাহ্মণাণ্যিষু শূদ্রস্ত পকতাদিক্রিয়াপি চ । । এতানি লোকগুণ্ডার্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ । নিষর্তিতানি কৰ্ম্মাণি ব্যবস্থাপূৰ্ব্বকং বৃথৈঃ ।” ইত্যাদি ।

রঘুনন্দনস্মার্তকৃত, উদ্বাহতবৃদ্ধত বচন ।

(৪০) মনুষ্যের কৃত জাতিভেদ কৃত্রিম, উহা ঈশ্বরের সৃজিত নহে, কারণ মনুষ্যেরা সকলেই আকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়াদিতে এক । গোতে, অশ্বতে, মনুষ্যেতে, পক্ষীতে যে জাতিভেদ, মনুষ্যের ভিতরে সে প্রকার জাতিভেদের কেহ সৃষ্টি করিতে পারেন না । তবে ভিন্ন আচারের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দল বান্ধিতে পারেন মাত্র । বর্তমান জাতিভেদের অর্থ কি ? না কতকগুলি লোক একপ্রকার আচার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন । মনুষ্যের মধ্যে সর্বর্ণ অসর্বর্ণ হইতে পারে না, কারণ সকলেই মানুষ । কোন মানুষ মানুষ, কোন কোন মানুষ গো বা অশ্ব হইলে তাহা হইতে পারিত ।

প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা প্রাচীনকালের আৰ্য্যদিগের মধ্যে যে সকল রীতি থাকা সাব্যস্ত হইল, তাহাতে তৎকালে তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না বলিলেও মিথ্যাকথা বলা হয় না । যে স্থলে সকলের সহিত সকলের বিবাহসম্বন্ধ হয়, সকলেই সকলের পাককরা অন্নাদি আহার করেন, সেখানে জাতিভেদ আছে একথা কেহ বলিতে পারেন না, তাহা বলিলে বর্তমান যুগের কানীন, শ্রোত্রিয়, কাণ, বংশজ, সিদ্ধ, সাধ্য প্রভৃতিকেও ভিন্ন জাতি বলিতেই হইবে । অতএব বুঝা যাইতেছে যে বর্তমান হিন্দু জাতিভেদ আৰ্য্য জাতিভেদ নহে । উহার সৃষ্টি এই কলিযুগে হইয়াছে ।

হইত তাহাদের কল্পা যদি বিবাহসংস্কার দ্বারা স্বামীর জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যে শ্রোত্রিয়, কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কল্পাদিগকে বিবাহ করেন তাহারা বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির শ্রেণী গোত্রাদি প্রাপ্ত হন কি প্রকারে? প্রাচীনকালের আৰ্য্যজাতির যে অর্থ আমরা করিলাম, তাহাতে তাহারও অর্থ যখন ঐ প্রকার শ্রেণীবিশেষ, তখন এখানে আমরা আৰ্য্যদিগের বিবাহসম্পর্কীয় যে প্রাচীন ইতিহাস প্রচার করিতেছি, তাহাকে অপ্রকৃত বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। যে কুলের কল্পাকে বিবাহকরিবার ও যে কুলের পাককরা অন্নাদি আহারকরিবার রীতি যে কালে ছিল, সেট কালে সেট কুলের উৎপত্তা বিবাহিতা পত্নীর দূরত্ব আর বিভিন্নতা যে বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভায়ে ছিল, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা অতিরিক্তমাত্র। আৰ্য্যদিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা বিত্তীয় জন্ম হইত (৪১), এ অবস্থায় বিবাহসংস্কার দ্বারা তৎকালের উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতির (শ্রেণীর) কল্পা যে অল্প জাতি হইতেন তাহাকে কেহ অবিধি বলিতে পারেন না।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি

নাম ষষ্ঠাধারঃ সমাপ্তঃ ।

(৪১) “যে জন্মনি বিজাতীনাং মাতুঃ ভাৎ প্রথমং তয়োঃ ।

বিতীয়ং ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাদিধিবদগুরোঃ ॥ ২১ ॥” ১অ, ব্যাসসংহিতা ।

বৈদ্যশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ৭ ও ১৩টীক দেখ ।

যাজ্ঞবল্ক্যসং ১অ, ৩২ব্রো, মনুসং ২অ, ও অশ্বাশ্ব স্মৃতিপুরাণ দেখ ।

যেকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়ন দ্বারা পুনরায় জন্ম হইত, সেই কালে সেই ব্রাহ্মণাদির কল্পাগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতি হইতে অল্প জাতি হইতেন তাহা যাহারা অবিদ্যা করিবেন তাহাদের নিকটে কেবল আমরাই একথা বলিতেছি না, মনুও বলিয়াছেন,

“বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ ।

পতিসেবা গুরো বাসো গৃহার্থোহগ্নিপরিক্রিয়া ॥ ৬৭ ॥” ২অ, মনুসং ।

সপ্তমাধ্যায় ।

অবষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণের অনিলিতা পত্নী ।

বিদ্যাশাগর মচাশর তদীয় বহুবিবাহনামক পুস্তকে ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণে উৎপন্ন বিবাহিতা পত্নীদিগকে (অমুলোমবিবাহিতাদিগকে) কাম্যবিবাহিতাপত্নী, জঘন্যা ভাৰ্যা ইত্যাদি বলিয়াছেন । মনুসংহিতার বিবাহবিধিকে তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিধিতে ভেদ করিয়াছেন । মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪শ্লোকের বিধিকে প্রথম, ৫ অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোকের বিধিকে দ্বিতীয়, ৯ অধ্যায়ের ৮০।৮১ শ্লোকোক্ত বিধিকে তৃতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকোক্ত বিধিকে বিবাহের চতুর্থ বিধি বলিয়াছেন (১) । চণ্ডেখের বিষয় এই যে, তাঁহার উক্ত মনুসংহিতার শ্লোকাবলিতে কিংবা মনুসংহিতার অনাত্র অণবা আর

গ্রীদিগের বিবাহসংস্কারই যখন উপনয়নসংস্কার, উক্ত মনুবচনে স্পষ্ট প্রকাশ, তখন আৰ্য্যপুরুষদিগের উপনয়নসংস্কাররূপ বিজ্ঞত্বজ্ঞেয়র দ্বায় বিবাহসংস্কার দ্বারা আৰ্য্যনারীদেরও যে তরুণ আর একটি জন্ম ভইত, ইহা যে আৰ্য্যোরা বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

(১) মনু কহিয়াছেন,—

“গুরুণামৃতঃ স্বাদ্বা সমারুন্তো যথাবিধি ।

উদ্বহেত দ্বিজোভাৰ্যাং সৰ্বণং লক্ষণান্নিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

... ..

বিবাহের এই প্রথম বিধি । ইত্যাদি ।

“ভাৰ্য্যায়ৈ পূৰ্ব্বমারিণ্যো দত্তাগ্নীনস্ত্যকৰ্ণণি ।

পুনর্দারক্রিয়াং কুৰ্য্যাৎ পুনরাধান মেব চ ॥ ৫।১৬৮ ॥

... ..

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি । ইত্যাদি ।

মত্ৰপাংসাধুরক্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ ।

ব্যাহিতা বাধিবেত্তব্য হিংস্রাংব্রতী চ সৰ্বদা ॥ ৯।৮০।

বক্যাষ্টমেহধিবেদ্যাক্কে দশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে গ্রীজননী সত্যাস্তপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯।৮১। (৫)

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি । ইত্যাদি ।

কোন স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবাহ ঐক্লপ চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হয় নাই। মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ স্কন্ধে বিবাহের প্রথম বিধি প্রদান করিয়া উক্ত অধ্যায়ের ১২।১৩ স্কন্ধে বিবাহের দ্বিতীয় বিধি না বলিয়া পঞ্চমাধ্যায়ে বিবাহের দ্বিতীয় ও ৯ অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন, ইহাও নিতান্তই অসম্ভব কথা। পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয়, নবম অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি দিয়া তৎপরে আবার তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম বিধির পরে) বিবাহের চতুর্থ বিধি দেওয়া কখনই সম্ভব হয় না। ৩ অধ্যায়ের ৪ স্কন্ধে প্রথম ও ১২।১৩ স্কন্ধে দ্বিতীয় বিধি না দিয়া চতুর্থ বিধি দিলে, দ্বিতীয় তৃতীয় বিধির পূর্বেই চতুর্থ বিধি দেওয়া হয়, ইহা যে বিধিপ্রণয়নের নিয়ম নহে তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং বলিতে হইল যে, বিবাহকে যে তিনি ঐ প্রকার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের কৃত নহে, তাঁহার স্বকৃত (২)। উপর উক্ত কাজত মতকে আশ্রয় করিয়া বদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহকে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহ যে উক্ত ত্রিবিধ, তাহার প্রমাণ কোন বেদ, স্মৃতি অথবা পুরাণ হইতে দিতে পারেন নাই। তৎসম্বন্ধে কেবল পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও মিতাক্ষরা-

সবর্ণাশ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

• কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্যঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ ৩।১২ ॥

শুভ্রৈব ভাৰ্য্যা শূদ্রস্ত সাত স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব ব্রাজ্জশ্চ তাম্র স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ৩।১৩ । (৭)

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি। ইত্যাদি।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তন্মুদ্বারা বিবাহ ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। ইঃ

৫।৬।৭ পৃ, বহুবিবাহ পুস্তক।

“সবর্ণাশ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্যঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥

“অবরাঃ” জঘন্তাঃ (৪)।” বহুবিবাহ ২য় পুস্তক, ১৫০ পৃষ্ঠা। ইত্যাদি।

বহুবিবাহ পুস্তক পাঠ কর।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতা ও পুরাণাদি দেখ, কোথাও বিবাহ ঐক্লপে বিভক্ত উক্ত হয় নাই।

কার বিজ্ঞানেধর, এবং দায়ভাগকার জীমূতবাহনের মতমাত্র উক্ত করিয়াছেন। যদি কোন প্রাচীন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিবাহ উক্ত ত্রিবিধ অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য বলিয়া উক্ত না হইয়া থাকে, তবে আধুনিক কোন সংগ্রহকার কিংবা ভাষ্য-টীকাকারের মতকে এই বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। স্বভাবের একান্ত বিরুদ্ধ জাতিভেদ-প্রবৃত্তি-বশতঃ তাঁহারা যে শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ ও অর্ধ্যশাস্ত্রবহির্ভূত অযথা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইতেছে।

মহুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ২৪৯ শ্লোকের ও তৃতীয় অধ্যায়ের ১শ্লোকের অর্থের এবং টীকাভাষ্য (৩) আর একাদশ স্বল্প শ্রীমদ্ভাগবতের ৩০.৩১। ৩২.৩৩ শ্লোকের অর্থ টীকা (৪) এবং বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহ পুস্তকের ১১১

(৩) “এবঞ্চরতি যো বিশ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিদুতঃ।

স গচ্ছত্যন্তমং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ ॥ ২৪৯ ॥ ২অ, মহুসং।

ভাষ্য—“এবমিতি নৈতিকবৃত্তিং প্রত্যবমুশতি। এবং যো ব্রহ্মচর্য্যং চরত্যবিদুতঃ অশ্লঃ স আপ্রোত্যন্তমং স্থানং ধাম পরমাজ্ঞাপ্রাপ্তিলক্ষণম্। ন চেহ জায়তে পুনঃ জায়তে ন সংসারমাপদ্যতে ব্রহ্মরূপং সম্পদ্যত হতি। ২৪৯।” মেধাতীথি।

টীকা—“এবঞ্চরতি আসমাপ্তেঃ শরীরস্থেত্যনেন যাবজ্জীবনমচাৰ্য্যশুশ্রূষয়া মোক্ষলক্ষণং ফলমুক্তম্।” ইত্যাদি। কুল্লুকভট্ট। ২৪৯। ২অ, মহুসং।

বট্‌ত্রিশদাবলকং চৰ্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।

তদক্ষিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ ১ ॥ ৩অ, মহুসং।

ভাষ্য—ত্রিবিধঃ ব্রহ্মচারী পূৰ্ব্বত্র প্রতিপাদিতো নৈতিক উপকুর্য্যগণ্যেতি হঃ। মেধাতীথি।

টীকা—পূৰ্ব্বত্ৰাসমাপ্তেঃ শরীরস্থেত্যনেন নৈতিকব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্ আসমাবর্তনাদিত্যনেন চোপকুর্য্যগণ্য সাবধি ব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্ অতন্তশ্চৈব গাহিত্যাধিকারঃ। ১। কুঃ।

(৪) “এবং বৃহদ্রতধরো ব্রাহ্মণোহগ্নিরিব জ্বলন্।

মন্তস্তত্তীত্রতপদা দক্ষকর্দ্বাশয়োহমলঃ ॥ ৩০ ॥

অধানন্তরমাবেক্ষন্ যথা জিজ্ঞাসিতাগমঃ।

গুরবে দক্ষিণাং দত্তা স্নানাদ্গুরুনুমোদিতঃ ॥ ৩১ ॥

গৃহং বনং বা এবিশেৎ প্রব্রজেঘা দ্বিজোত্তমঃ।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছন্নাত্মা মৎপরশ্চরেৎ ॥ ৩২ ॥”

১৭অ, ১১৩, শ্রীমদ্ভাগবত।

পৃষ্ঠাধৃত বামনপুরাণ ও ১৯০ পৃষ্ঠাধৃত বশিষ্ঠসংহিতার বচনের (৫) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বিবাহমাত্রই কাম্য, যেহেতু এই সকল বচনেই স্পষ্টতঃ কামনার কথা আছে । ঐ সমস্ত বচনে বাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আজীবন বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করেন তাঁহাদিগকে নিকাম ও বাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যত্যাগকরত বিবাহ করিতেন তাঁহাদিগকে সকাম বলিয়া স্পষ্ট

টীকা—নিকামনৈষ্ঠিকস্ত তু মোক্ষং ফলমাহ এবমেবেতি । অমলোনিকামশ্চেৎ দক্ষঃ কর্মাশ্রয়ো-
হন্তঃকরণং যন্ত স তথাভূতঃ সন্ মন্তজ্ঞো ভবতি ॥ ৩০ ॥

উপকূর্ক্কাণস্ত সমাবর্তনপ্রকারমাহ অথেতি । অনন্তরং দ্বিতীয়মাশ্রমাবেক্ষন্—প্রবেষ্টু-
মিচ্ছন্ যথা যথাবদ্বিবেচিততদেবার্থঃ স্নাত্যং অভ্যঙ্গাদিকং কৃত্বা সমাবর্ততেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ঐধরস্বামী ।

টীকা—তত্ত্বাধিকারাহুতপশ্রমাবিকল্পসমুচ্চর্য্যাবাহ গৃহমিতি । সকামশ্চেৎ গৃহম্ অন্তঃকরণ-
শুদ্ধ্যা নিকামশ্চেৎ বনং প্রবিশেৎ ॥ ইঃ ॥ ৩২ ॥ বিব্রনাথ চক্রবর্তী ।

নৈষ্ঠিকস্ত নৈক্ষম্যপ্রকারমাহ এবমিতি । ৩০ । উপকূর্ক্কাণস্ত সমাবর্তনপ্রকারমাহ অথেতি ।
অবেক্ষন্ গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ । ইঃ ॥ ৩১ ॥ বিব্রনাথ চক্রবর্তী ।

টীকা—এবঃ বৃহদ্বিতি । মন্তজ্ঞশ্চেন্তেন মন্তজ্ঞেনৈব তীত্রেণ সত্য তপসা বধর্ষেণামলঃ শুদ্ধান্তঃ-
করণো ভবতি । দক্ষকর্মাশ্রয়ো মুক্তশ্চ ভবতীত্যর্থঃ । ৩০।৩১ । সমুচ্চরং বক্তুং পক্ষান্তর-
মাহ আশ্রমাদ্বিতি । ইঃ ॥ ৩২ ॥ ক্রমসন্দর্ভ ।

টীকা—“তত্ত্বাধিকারিণঃ অধিকারশ্চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিকল্পণঃ বিকল্পোহত্র এবং বা এবং বেতি সমু-
চ্চরং বক্তুং যদ্বৈতি পক্ষান্তরম্ ।” ইঃ ॥ ৩২ ॥ দীপিকা দীপন ।

(৫) ১ । “চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানশ্রমপরিব্রাজকাঃ ।

তেষাং বেদমধীত্য বেদো বা বেদান্ বা অবশীর্ণো ব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেতু তমাবিশেৎ ॥ ২২ ॥

২২ বশিষ্ঠসং ৭অ । যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক । ঐ পৃষ্ঠাধৃত ।

২ । আচাধ্যোপাত্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্গামেকমাশ্রমম্ ।

আবিমোক্ষঃ শরীরস্ত সোহনুতিষ্ঠেদবধাবিবি ॥ ২৩ ॥

‘২৩ চতুর্থগর্ভ চিন্তামণি পরিশিষ্ট শেবখণ্ডস্থ উশনা বচন ।

৩ । গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুর্য়াদারপরিগ্রহম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ।

বৈথানসো বাথ ভবেৎ পরিব্রাড্ বা যথেষ্টম্ ॥ ২৪ ॥

২৪ চতুর্থগর্ভ চিন্তামণি, পরিশেষ খণ্ডস্থ বামনপুরাণ ।

বহুবিবাহ পুস্তকস্থত ।

উক্ত হইয়াছে । এমতাবস্থায় বিবাহমাত্রই যে কাম্য তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না । উপরে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল এবং অভিধানে নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য শব্দের যে সকল অর্থ উক্ত আছে, তাহার দ্বারা বিবাহ যে নিত্য তাহা সিদ্ধ হয় না । বিবাহমাত্রই কাম্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া শাস্ত্র-কারদিগের মত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় । মেধাতিথি, স্বামী এবং ভট্ট কুল্লুক যে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের ভাষ্য, টীকা করিয়াছেন তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত নিত্য আর কাম্য বিবাহ উভয়ই নৈমিত্তিক হইয়াছে (৬) ।

“গৃহার্থী সদৃশীং ভাৰ্য্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্ ।

ষবায়সৌম্য বয়সা যাং সৰ্ণামনু ক্রমাৎ ॥ ৩ - ॥”

টীকা—“সদৃশীং সৰ্ণাং । অজুগুপ্সিতাং কুলতো লক্ষণতত্ত্বনিন্দিতাং কাম-

(৬) ভাষ্য—.....সৰ্ণা সমানজাতীয়া সা তাবদগ্রে প্রথমতো অকৃতবিজ্ঞাতীয়দার পরিত্রহস্ত প্রশস্তা । কৃতে সৰ্ণা বিবাহে যদি তন্ত্ৰাং কথঞ্চিং প্রীতিন্ ভবতি কৃণাবগত্যর্থো-
ব্যাপারো ন নিষ্পাদ্যতে । তথা কামহেতুকায়ং প্রবৃত্তাইমা বক্ষ্যমাণাঃ সৰ্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রান্ত জ্ঞাতব্যাঃ । ইত্যাদি । ১২ । মেঃ ।

টীকা—সৰ্ণা ইতি । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সৰ্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি ।

কামতত্ত্ব পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণা আহুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ । ১২ ।

কুল্লুকভট্ট । ৩অ, মনুসংহিতা ।

প্রথমে সৰ্ণাকে বিবাহ করিবে, তাহাতে যদি সন্তানাদি-কামনা-নিবৃত্তি না হয়, তবে নির্মালখিত মত বিবাহ করিবে । ইহাতেই প্রকাশ পাইল যে, প্রথমে যে সৰ্ণাকে বিবাহ করার বিধি তাহা সন্তানাদি কামনাহেতুই । স্ত্রীয়াং ভাষ্যকারের কথাতেও বিবাহমাত্রই কাম্য হইতেছে । ভাষ্য টীকাতে ব্যক্ত হয় যে, প্রথমে সৰ্ণাকে বিবাহ করিয়া কামনার নিবৃত্তি না হইলে তৎপরে শূদ্রকস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিজগণের পক্ষে সৰ্ব্বাপেক্ষা সৰ্ণাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত । কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সৰ্ণা উৎপন্ন পত্নী থাকিতে আর সৰ্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না । ভাষ্য টীকাকার যে বলিয়াছেন, সৰ্ণাকে প্রথমে বিবাহ না করিয়া অসৰ্ণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার প্রতিবাদ আমরা যথাযথ্যে করিয়াছি । দুঃখের বিষয় এই যে, সৰ্ণাবিবাহই উত্তম কিন্তু তাহাতে অনিচ্ছাবশতঃ শূদ্রকস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৰ্ণাই বিবাহবিষয়ে শ্রেষ্ঠা, বচনের এই সরলার্থ ইহার কেহই কবেন নাই ।

তন্তু যামজ্জামুদ্বহেৎ তাং সৰ্বণামমু তন্তানজরং তত্রাপি বর্ণক্রমেণোদ্বহেৎ
দিত্যর্থঃ । তিস্রো বর্ণানুপূৰ্ণেণ দ্বৈ তথৈকা যথাক্রমাৎ । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-
বিশাং ভাৰ্য্যা স্ত্রাং শূদ্রজন্মনঃ ইতি স্মৃতে: ১৩৩ । শ্রীধরস্বামী ।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশার্থী ব্যক্তি (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচর্য্যাপরিতাগ করিয়া)
দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করিতে ইচ্ছা (কামনা) করেন, তিনি রূপগুণ ও
কুলসম্পন্ন। বয়ঃকনিষ্ঠা সৰ্বণা অসবর্ণা নারীকে যথাক্রমে বিবাহ করিবেন ।

যথাক্রমে বিবাহ করিবেন ইহার অর্থ এই যে, সৰ্বণা হইতে আরম্ভ করিয়া
সবর্ণা, অসবর্ণার মধ্যে যে মনোনীতা হইবে সেই কন্তাকেই বিবাহ করিবে ।
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়া মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের
১২ শ্লোকের “কামতন্তু প্রবৃত্তানাম্” ইত্যাদি বচনের অসদর্থ করিয়াছেন, সেই
প্রবৃত্তিবশতঃ স্বামীও উপরি উক্ত বচনের টীকার (বচনের “গৃহার্থী” শব্দের
অর্থে সৰ্বণা অসবর্ণা বিবাহ বিষয়েই কামনার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও) কেবল
অসবর্ণা স্থলেই “কামতন্তু” বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এ প্রবৃত্তি মনু-ভাষ্য-
টীকাকারেরও এককালীন ছিল না, তাহা ভাষ্য-টীকার প্রকাশ পায় না । কি
আশ্চর্য্য ! সমুদয় শাস্ত্রেই গৃহস্থাশ্রমকে সকাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তথাপি
সবর্ণা বিবাহ নিত্য, অসবর্ণা বিবাহ কামা, এই সিদ্ধান্ত এত বড় বড় ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতগণ কেন যে করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না । গৃহস্থা-
শ্রম সকাম ইহার অর্থ কি ? না, উহাতে স্ত্রীকামনা, পুত্রকামনা, ধনকামনা
প্রভৃতি আছে, এরূপ স্থলে মনুবচনের “কামতন্তু” বাক্য যে সৰ্বণা অসবর্ণা বিবাহ
বিষয়েই তাহা জায়বান ব্যক্তিকে আর বুঝাইতে হয় না ।

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাত্ ৷” আৰ্য্যশাস্ত্র ।

৯অ, মনুসংহিতার ১৩৭।১৩৮ শ্লোক, ১৫অ, বিষ্ণুসংহিতার ৪৭।৪৪ শ্লোক,
রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানির সংস্কারতত্ত্ব বিবাহপরিপাটী ও উদ্বাহতত্ত্ব
দেখ ।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সৰ্বণ বিবাহকেও কামা, নৈমিত্তিক, ধর্ম্ম না বলিয়া
উপায় নাই । বস্তুতঃ বিবাহে যে রতি, সন্তান ও ধর্ম্ম এই তিনটি হেতু বা
কামনাই রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । যাহা হউক,
মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বিবাহ অষ্টপ্রকার ব্যতীত কোন স্থলেও

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ প্রকার উক্ত হয় নাই (৭)। সুতরাং কোন পুরাণকার বা স্মৃতিসংগ্রহকার কিংবা টীকাকারেরা বিষয়কে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ইত্যাদিতে বিভক্ত করিয়া থাকিলেও তাহা স্মৃতির অতিরিক্ত, যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহযোগ্য (৮)।

মহুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের বিবাহবিধির ১৪ হইতে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকৃত্য পত্নীর নিন্দা আছে, তাহা আমরা পূর্বাধ্যায়ের বলিয়াছি ; এবং বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্বন্ধে শূদ্রকৃত্যপত্নীর সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেও নিষিদ্ধ হওয়া জানা যায়, (৯) কিন্তু মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাতে দ্বিজগণের দ্বিজকৃত্য পত্নীমাত্রের সহিত ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার বিধি ও তাঁহাদিগকে দ্বিজগণের ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (১০)। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসবর্ণবিবাহমাত্রকেই কাম্য ও রত্যাৰ্থে (ধর্ম্মার্থে নহে) বলিয়াছেন, তাহা একান্তই আক্ষেপের বিষয়।

(৭) “ব্রাহ্মোদৈবন্তধৈবর্ধঃ প্রাজাপত্যন্তধাত্মঃ ।

গাক্কর্কো ব্রাহ্মসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ২১ ॥” ওঅ, মহুসং ।

অজ্ঞান স্মৃতি পুরাণ দেখ ।

(৮) স্মৃতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োর্ধৈধে স্মৃতির্করা ॥ ব্যাসসং ।

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ২য় খণ্ড পুস্তকদ্বিতীয় ।

বেদার্থোপনিবন্ধ্যং প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মধ্ববিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥ বিদ্যাসাগরকৃত ঐ পুস্তকদ্বিতীয়

ও অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি, উদাহতত্বসংস্কার

তদ্বদ্বত বৃহস্পতি বচন ।

(৯) ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়রোরাপপুত্রপি হি তিষ্ঠতোঃ ।

কস্মিন্শ্চিদপি হস্তান্তে শূদ্রাভ্যর্থোপদিশতে ॥ ১৪ ॥ ওঅ, মহুসং ।

১৫।১৬।১৭।১৮।১৯ শ্লোক দেখ ।

এই অধ্যায়ের ২৫ টীকা ও শঙ্খসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ৯ শ্লোক দেখ ।

দ্বিজন্ত শূদ্রা ভাৰ্য্যা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ ।

রত্যাৰ্থমেব সা তন্ত রাগাক্ত প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫।৩৭ শ্লোক দেখ ।

(১০) ৩ অধ্যায়ের ৩৫ টীকা দেখ ।

মহর্ষি মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে সর্বর্ণ ও অসর্বর্ণ বিবাহের বিধি দিয়া ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কত্তা বৈশ্বকত্তা পত্নীতে সন্তানোৎপাদনের বিধিকে সনাতন ও ধর্মবিধি বলিয়াছেন (১১)। যদি ইহার কাম (অর্থাৎ রত্যাৎ) পত্নী হইতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের গর্ভে সন্তানোৎপাদনের বিধিকে মনুসংহিতায় কখনই সনাতন ও ধর্মবিধি বলিয়া উক্ত হইত না, এবং ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকেও মনু ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কত্তা, বৈশ্বকত্তা প্রভৃতি পত্নীর পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিতেন না (১২)। “পূর্বাংগ-বিধেঃ পরবিধির্বলবান্।” “সামান্তবিশেষরোক্ষিণেববিধির্বলবান্।” শাস্ত্রীর এই সীমাংসাবাক্য অবলম্বন করিয়া বলিতে হইবে, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের “কামতঃ” বাক্যের অর্থ, ধর্মকাম, পুত্রকাম ও রতিকাম, এবং উক্ত পদ সর্বর্ণা অসর্বর্ণা বিবাহকে উপলক্ষ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। যে বিবাহে উক্ত ত্রিবিধ কামনা সিদ্ধ না হয় তাহা করিবার সকাম মনুষ্যাগণ কিছুতেই বিবাহ-বিষয়ে পূর্ণকাম হইতে পারেন না। এই জন্যই মহর্ষি মনু, প্রথমে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে সর্বর্ণাবিবাহের বিধি দিয়া উক্ত ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া ১২।১৩ শ্লোকে তদ্বিচ্ছুক ব্যক্তিদিকে প্রথমেই সর্বর্ণে অসর্বর্ণেই বিবাহ করিতে বিধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এখানেও নিমিত্তই প্রবল, বহুবিবাহ উদ্দেশ্য নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, প্রথমে সর্বর্ণকে বিবাহ না করিলে অসর্বর্ণকে বিবাহ করিতে পারিবে না, অসর্বর্ণ বিবাহ কেবল রত্যাৎ, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রের কথা নহে,

(১১) অনন্তরাস্ জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ ।

দ্যোকান্তরাস্ জাতানাং ধর্ম্যাং বিদ্যাধিমং বিধিম্ ॥ ৭ ॥ ১০অ, মনুসং ।

(১২) সর্ববর্ণেষু তুল্যাস্ পত্নীষক্কতযোনিযু ।

আনুলোম্যেন সন্তৃতা জাত্যাঞ্জেরাস্তএব তে ॥ ৫ ॥

স্ত্রীধনন্তরজাতাস্ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ হৃতান্ ।

সদৃশানপি তানাহর্ষাতৃদোষবিগহিতান্ ॥ ৬ ॥ ১০অ, মনুসং ।

ভাষা এবং টীকাকার যে এই সকল শ্লোকের যথার্থ অর্থ গোপন করিয়াছেন, এই সমস্ত শ্লোকের প্রকৃতার্থ যে অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতি তাহা অষ্টমাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

এবং প্রকায়ান্তরে তাঁহার কথাতে বহু বিবাহ অবশ্য কর্তব্য (শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত) বলিয়া বুঝা যাইতেছে। মহাভারতকার যে প্রথমেই ব্রাহ্মণাদি বিজগণের অসবর্ণা বিবাহের বিধি ও ইতিহাস বলিয়াছেন (১০) তাহার দ্বারাও মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকের আমরা যে অর্থ করি, তাহাই প্রকাশ পায়। মহাভারতকার মনুবিরুদ্ধ বিধি দিয়াছেন, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অসম্ভব। মহাভারতপ্রণেতা মনুর উক্ত বচনের অর্থ বুঝেন নাই ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

• মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে মনু কামপ্রবৃত্ত বিজগণকে তৎপরবর্তী ১৩ শ্লোকোক্ত সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রীদিগকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এবং পরবর্তী শ্লোকেও সবর্ণা অসবর্ণা কতাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে নীচ বর্ণীয়া কতাই উক্ত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণা কতাই উক্ত আছে। এমতাবস্থায় ১২শ্লোকে “ক্রমশোহবরাঃ” পাঠ করিলে ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধে শূদ্রকতা ভাষ্যা হইতে বৈশ্যকতা ভাষ্যা, বৈশ্যকতা হইতে ক্ষত্রিয়কতা ভাষ্যা, ক্ষত্রিয়কতা ভাষ্যা চইতে ব্রাহ্মণকতা ভাষ্যা অবরা (অশ্রেষ্ঠা) (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জঘন্যা) এই কথা মনু বলিয়াছেন বলিয়া নির্ণীত হয়। বহুবিবাহ পুস্তকে দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মাধবাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বচনের ক্রমশঃ শব্দের অর্থ ও পরবর্ত্তিবচনেও ব্রাহ্মণের সবর্ণা কতাই উক্ত হইয়াছে তাহা পরিগৃহীত হয় নাই (১৪)। মনু এখানে কেবল অমুলো-

(১০) “তিন্দ্রঃ কৃতা পুরা ভাষ্যাঃ পশ্চাদ্বিন্মেত ব্রাহ্মণীম্।

সা জ্যোষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্তাং সা চ ভাষ্যা পরীয়াসী।”

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা ভাষ্যার প্রশংসা অনেক হুলেই আছে, সে জন্য আমরা এই বচন উদ্ধৃত করি নাই। পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণকতাকে বিবাহ না করিয়া আপনাদিগের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে প্রথমেই ক্ষত্রিয়কতা, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতেন, সেই ইতিহাস প্রদর্শনার্থে উহা উদ্ধৃত হইল।

(১৪) “উপসংহার—পরিণামে আমার বক্তব্য এই যে,

সবর্ণাথে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্পণি।

কামতন্তু প্রযন্তানামিমাঃ স্ত্র্যাঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ ৩। ১২।

বিজগণের পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু যাহারা রতিকামনার বিবাহ করিতে

লোমার্থেই ক্রমশঃ শব্দের ব্যবহার করেন নাই, শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তরার্থেও ব্যবহার করিয়াছেন । যাহা হউক, ১৩শ্লোকে প্রথম শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়া কন্যা 'যে উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহার কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই । কেবল অসবর্ণা কন্যাদিগকে অবরা, অশ্রেষ্ঠা, জঘন্যা ইত্যাদি বলিবার অভিপ্রায়ে মনুবচনের 'বরাকে' 'অবরা' করিয়াছেন । কি আশ্চর্য্য, উক্ত বচনের "ক্রমশঃ" শব্দের অর্থগ্রহণ করিলে যে উপরি উক্ত দোষ ঘটে তৎপ্রতি তাঁহাদের একজনেরও দৃষ্টিপাত হয় নাই ! বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, "বরাঃ" এই পাঠ গ্রহণ করিলেই সবর্ণা হইতে অসবর্ণা-দিগকেই শ্রেষ্ঠা বলিতে হয়, বচনের "ক্রমশঃ" শব্দের প্রতি দৃষ্টি না থাকিতেই তাঁহার এই ভ্রম ঘটিয়াছে । বচনের "ক্রমশোবরাঃ" পাঠের অর্থ এই যে, পরবর্তী শ্লোকোক্ত শূদ্রকন্যা ভাৰ্যা হইতে বৈশ্বকন্যা ভাৰ্যা বৈশ্বের পক্ষে শ্রেষ্ঠা, এবং শূদ্রকন্যা হইতে বৈশ্বকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা ভাৰ্যা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠা, আর শূদ্রকন্যা হইতে বৈশ্বকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা, তাহা হইতে ব্রাহ্মণকন্যা ভাৰ্যা ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠা । "অবরাঃ"ই যথার্থ পাঠ, ইহা স্বীকার করিলে, পরবর্তী শ্লোকোক্ত ক্রমশঃ পশ্চাদ্ধৃত উচ্চবর্ণীয়া কন্যাগণ ব্রাহ্মণাদির ভাৰ্যা বিষয়ে ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠা হন ; অর্থাৎ বৈশ্বের শূদ্রকন্যা ভাৰ্যা হইতে বৈশ্বকন্যা ; ক্ষত্রিয়ের শূদ্রকন্যা, তাহা হইতে বৈশ্বকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা ; ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র, বৈশ্ব, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যা ভাৰ্যা ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠা, মনুবচনের এই অর্থ হয় । ইহা যে অসম্ভব ও অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য । যদি বল, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্বের বৈশ্বকন্যা ইহঁতে গণনা করিয়া "ক্রমশোবরাঃ" বলিতে হইবে । তাহার উত্তর এই যে, উক্ত বচনের চরণেই প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা স্পষ্টতঃ বিপরীত ও অসঙ্গত ভাবে অর্থকরা প্রকাশ পায়, এবং এইরূপ করিয়া বচনের "বরাঃ" পাঠ স্থলে "অবরাঃ" বোগ করা আর "বরাঃ" পাঠই থাকা, উভয়ই তুল্য কথা । অতএব,—

প্রবৃত্ত হয় তাহার! অমূল্যক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক ।" ১৩০ পৃষ্ঠা বহুবিবাহ পুস্তক । ১৩০ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত পুস্তক পাঠ কর । বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ পুস্তকের অনেক স্থলেই এই বচনের অমূল্যবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই বচনের ক্রমশঃ শব্দের অর্থ গ্রহণ করেন নাই ।

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ণণি ।

কামতন্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্র্যাঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥ ৩অ, মনুসং ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মনুবচনের “ক্রমশঃ” শব্দ পরিভাগ করত কেবল শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে “ক্রমশঃ” বাক্যের অর্থ যোগ করিলেই তৎপরবর্তী,—

“শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্ত্র্যা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্ত্র্যা চৈব রাজ্ঞঃ স্ত্র্যা স্ত্র্যশ্চ স্ত্র্যা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥”

৩অ, মনুসংহিতা ।

এই মনুবচনোক্ত ব্রাহ্মণকতা সর্বাপেক্ষা “অবরা” এই কথা প্রকাশ পাইতেছে। স্মৃতির উক্ত বচনে কিছুতেই “অবরা” পাঠ যুক্ত হইতে পারে না। বচনের “বরাঃ” এই পাঠই শুদ্ধ এবং তাহাই যে গ্রন্থকর্তার লিখিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উক্ত বচনে “অবরাঃ” পাঠ সত্য হইলে বচনের “ক্রমশঃ” শব্দের পরিবর্তে ‘যথাপূর্ব’ পাঠ সংযুক্ত থাকিত এবং বচনটির শেষ চরণ এইরূপ হইত,—

কামপ্রবৃত্তানামিমা যথাপূর্বং স্ত্র্যবরাঃ ।

আজ পর্য্যন্ত আমরা হস্তলিখিত পুরাতন ও ছাপার যে কয়েক খানি মনুসংহিতা (পুস্তক) দেখিয়াছি তাহার সমুদয় পুস্তকেই “বরাঃ” পাঠ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “অবরাঃ” পাঠই যদি সত্য হয় এবং তাহার জঘন্তার্থই যদি আমরা বিশ্বাস করিয়া লই, তাহাতেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা ভার্য্যা হইতে ক্ষত্রিয়কতা, তাহা হইতে বৈশ্যকন্যা ভার্য্যা সম্মানে কিঞ্চিৎ নূন এই কথা বুঝিতে হইবে, উহার অর্থ স্বণিতা, কুংসিতা বা রতার্থী পত্নী হইবে না; জঘন্যা বলিলেই সর্বত্রই তাহার স্বণিতার্থ হয় না (১৫) বিদ্যাসাগর মহাশয় আলোচিত

(১৫) “ঋচিকণ্ডস্থ পুত্রস্ত জমদগ্নিস্ততোহতবৎ ।

জমদগ্নেস্ত চত্বার আসন্ পুত্রা মহাত্মনঃ ॥

রামস্তেবাং জঘন্তোহভূদজঘন্তগ্ণৈবুতঃ । ৬৪অ, আদিপর্ব, মহাভারত ।

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জঘন্ত শব্দের কনিষ্ঠার্থ গৃহীত হইয়াছে। এমনি কোন পুস্তকে যদি অবরা পাঠ থাকে তাহা হইলে তাহারও স্থল বিবেচনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে।

বচনের বরাকে অবরা করিয়া তাহার অর্থ জঘন্যা অর্থাৎ ঘৃণিতা ইত্যাদি করিয়াছেন, কিন্তু কুল্লুক ভট্ট যে বচনের প্রশস্তার্থ শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন তৎ-সম্বন্ধে তাঁহার সমধিক আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় (১৬)। কুল্লুক ভট্ট কৃত উক্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের টীকাতে দুইটি শ্রেষ্ঠা শব্দ আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত বচনের প্রশস্তা আর বরা উভয় শব্দেরই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন। মনুর উক্ত বচনে পূর্বাপর যে “বরাঃ” পাঠ সংযুক্ত আছে, কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকায় তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যথা,—

“সবর্ণাগ্র ইতি । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি । কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণা আহুর্লৌমোন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ । ১২ । ৩অ, মনুসং ।

বচনে “অবরাঃ” পাঠ ছিল, কুল্লুক ভট্ট তাহারই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে । বিদ্যাসাগর মহাশয় ভট্ট কুল্লুকের টীকাসম্বন্ধে লিপিকরদিগের ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেও ভট্ট মেধাতিথির ভাষ্যে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেছে যথা,—

—“তদা কামহেতুকায়াং প্রবৃত্ত্যামিমা বক্ষ্যমাণাঃ সবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রাত্ম জ্ঞাতব্যাঃ ।..... । ১২ মে, । ৩অ, মনুসং ।

মনুবচনের “অবরাঃ” পাঠ সত্য হইলে মেধাতিথি ভাষ্যে কিছুতেই “বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ” স্পষ্ট উক্ত হইত না । কুল্লুক ভট্ট হইতে মেধাতিথি স্বামী প্রাচীন (১৭) এবং পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও মিতাক্ষরকার বিজ্ঞানেশ্বর, দারুভাগকার ভীমূতবাহন অপেক্ষা কুল্লুক ভট্ট প্রাচীন (১৮) । সুতরাং মনুসংহিতার

(১৬) প্রশস্ত (প্র—শনস স্তুতি করা+ত (জ)—ঈ) বিং ত্রিঃ প্রশঃসনীয় । ২। শ্রেষ্ঠ । ১১৩৮ পৃঃ পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

(১৭) মনুসংহিতার নব্ব্বর্নুজাবলী টীকাতে ভট্ট কুল্লুক অনেক স্থলেই মনুভাষ্যকার মেধাতিথি স্বামীকে তাঁহার পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । সে সম্বন্ধে অল্প প্রমাণ প্রদর্শনকরা নিম্নয়োজন ।

(১৮) গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ১০৫/১০৬ পৃষ্ঠাতে উদয়নাচার্য্য ভাছড়ির জন্মকাল ১২৫০ শকাব্দা নির্ণয় এবং উদয়ন কুল্লুকের নিকট (তাঁহার কাশীধামে বাসকরা কালে) দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ষোড়শখণ্ড নবম ও দশম সংখ্যা (পৌষ, মাঘ মাসের) ১৩০৫ সনের নব্যভারত, মাসিক পত্রিকার (নবম সংখ্যায়) ৪৭৯ পৃষ্ঠাতে মাধবাচার্য্যের কাল

উক্ত বচনের “বয়াঃ” পাঠকে মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহন প্রভৃতিই যে “অবয়াঃ” করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় ।

মহুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে “দ্বিজাতীনাং” ও ১৩ শ্লোকে চতুর্কর্ণের ভাষ্যা উক্ত হইয়াছে । এই জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২ শ্লোককে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং ১৩ শ্লোককে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়াছেন । কিন্তু বিবাহবিধিবিষয়ক তৃতীয়াধ্যায়ের ৫১২০১২১ প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা যে উক্ত অধ্যায়টিই ব্রাহ্মণাদি-চাতুর্কর্ণ্য-বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়, (১২), তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য

১৩৩০ হইতে ৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে । অতএব উদয়নাচার্য্য আর মাধবাচার্য্য হইতে কুল্লুক ভট্ট যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না । দায়ভাগকার জীমূতবাহন আর মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, মেধাতিথি কুল্লুকভট্ট হইতে প্রাচীন হইলে মহুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের দায়তন্ত্বের ভাষ্যটীকাতে অবশ্যই তাঁহাদের নাম থাকিত । ইহার দ্বারাই ব্যক্ত হয় যে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার ইঁহাদিগের পরবর্ত্তী ।

“রঘুনন্দন কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি” স্মৃতিসংগ্রহের দায়তন্ত্বে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বরের নাম আছে । রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমপাণী ছিলেন । গোড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠাতে ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যের জন্মকাল উক্ত আছে । উদয়নাচার্য্য ও কুল্লুকভট্টের উপরি উক্ত কাল ১২৫০, চৈতন্যের জন্মকাল ১৪০৭ মধ্যে বিনিয়োগ করিলে ১৩৭ বৎসর অবশিষ্ট থাকে, সম্ভবতঃ এই কালের মধ্যে রঘুনন্দনের পূর্বে এবং উদয়নের ও কুল্লুকভট্টের পরে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি হইয়াছিলেন বলিয়া অবধারণিত হয় । সম্ভ্রুতি চৈতন্যের ৪১১ বৎসর চলিতেছে, ইঁহাদিগকে অদ্য হইতে ৫০০ শত বৎসরের মধ্যবর্ত্তী এবং উদয়ন ও কুল্লুককে অদ্য হইতে ৬০০ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী বলা যাইতে পারে । গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ১৩০ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠাতে বারেন্দ্রশ্রেণীতে বাৎস্ত গোত্রে ছান্দড় হইতে ৮১২ পুরুষে মেধাতিথির নাম এবং ভট্টনারায়ণ হইতে ২১ পুরুষে কুল্লুক ভট্টের নাম, আর ছান্দড় হইতে ১৫১৬ পুরুষে বাগভট্টের নাম পাওয়া যায় । মাধবাচার্য্য শঙ্করবিজয়নামক গ্রন্থে এই বাগভট্টের নাম করাতে গোড়ে ব্রাহ্মণকার যে পরাশর হইতে ৭৮ পুরুষে মাধবাচার্য্যের নাম গণনা করিয়াছেন তাহা বিপুল বলিয়া বোধ হয় না । মাধবাচার্য্যের পূর্বে আরও অনেকের নাম যে তিনি জানিতে পারেন নাই তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে ।

(১৯) “অসপিণ্ডা চ বা মাতুরসগোত্রা চ বা পিতৃঃ ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাঃ দারকর্ষণি মৈথুনে ॥ ৫ ॥ ৩অ, বহুসং ।

করেন নাই। উক্ত “দ্বিজাতীনাং” পদের ভাষ্যে মেধাতিথি যে শূদ্রকেও ধরিয়া লইয়াছেন (২০) তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। মনুতে ইহা আরও আছে (২১)। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ গ্রহণ-কল্পিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে, নিমিত্ত বাতীত এক জ্ঞী বিদ্যমান অল্প ভাষ্যা করিবার বিধি শাস্ত্রকারেরা প্রদান করেন নাই। যে সকল নিমিত্তবশতঃ শাস্ত্রে পুনরায় বিবাহের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় (২২) তাহা অসবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যাসত্ত্বেও ঘটিতে পারে।

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে বেদ-স্মৃতি-বিরুদ্ধ পুরাণকে এবং মনুবিরুদ্ধ স্মৃতিকে মীমাংসাবচনের দ্বারা অগ্রাহ্য করিয়া (২৩) এবং উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাবিষয়ে শাস্ত্রবহি-ভূত যথেষ্ট কল্লনা থাকা স্বীকার করত তাহাও অগ্রাহ্যপূর্বক কলিতে বিধবা-বিবাহ দেওয়া কর্তব্য শাস্ত্র দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন, এবং উক্ত পুস্তকের

(২০) ভাষ্য—কুন্তীং ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্বিবাহেহপি বন্ধনামবধেন্নিয়মঃ। উচ্যতে সর্ববর্ণ-বিষয়মেতৎ উদ্ধঃ সপ্তমাং পিতৃবন্ধুভ্য ইতি । ৫। মেধাতিথি। ৩অ, মনুসং।

(২১) পিতৃষজ্ঞস্ত নিবৃত্তা বিপ্রশ্চল্লক্ষয়েহগ্নিমান্।

পিণ্ডাবাহাধ্যাকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানুমানসিকম্ ॥ ১২২ ॥

(২২) ভাষ্যায়ৈ পূর্বনারিণ্যৈ দত্তাগ্নীনস্ত্যকর্ষণি।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেবচ ॥ ১৬৮ ॥ ৫অ, মনুসং।

মদ্যপানসাদুরতা চ প্রতিকূলা চ বা ভবেৎ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্য। হিংস্রাহর্ষণী চ সর্বদা ॥ ৮০ ॥ ৯অ, মনুসং।

বন্ধ্যষ্টমেহবিবেত্বাক্ষে দশমে তু মৃতপ্রজা।

একাদশে জীজননী সদ্যস্তুপ্রিয়বাদিনী ॥ ৮১ ॥ ৫

১৪২পৃ, বহুবিবাহ পুস্তকস্থত।

(২৩) “ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োর্দৈর্ঘ্যে স্মৃতির্বরা ॥” ৫২পৃ, বিধবাবিবাহবিষয়ক

দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকস্থত ব্যাসবচন।

“বেদার্থোপনিবন্ধ্যং প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মধর্ষবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥” ৩৬পৃ, উক্ত ২য় খণ্ড পুস্তকস্থত

বৃহস্পতি বচন।

দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচারের অসারতাসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৪) কিন্তু শাস্ত্রোক্ত অসবর্ণবিবাহ স্থলে বেদ স্মৃতি ও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতিপুরাণাদি ও সংগ্রহকার, ভাষ্য টীকাকার প্রভৃতির স্বকলিত বাক্য অবলম্বন করত অসবর্ণবিবাহ যে একমাত্র রতিনিমিত্তক ও জঘন্ত, আর্যোরা রত্যর্থ ভিন্ন ধর্ম্মার্থে বা প্রথমে কখনই অসবর্ণবিবাহ করেন নাই ; উহা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল না ; কলিতে অসবর্ণবিবাহ করা অকর্তব্য ও দেশাচারবিরুদ্ধ, ইত্যাদি কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে যথাসাধ্য ক্রটি করেন নাই।

ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া একখানি পুরাণ দেবনাগর অক্ষরে অল্প দিন হইল বোম্বেতে ছাপা হইয়াছে। এষ্ট পুস্তকের বিবাহবিধিবিষয়ক বচনগুলি প্রায়ই মনুসংহিতার অনুরূপ এবং “অবরাঃ” পাঠও আছে (২৫) ইহা দেখিয়া

(২৪) “(১১১) এক্ষণে এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুগারে কর্তব্য কর্ম্ম হইলেও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে ইহাই অনুসন্ধান করিতে হইবেক যে শিষ্টাচারকে কোন্ স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করা যাইবেক। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

“লোকে প্রেতা বা বিহিতো ধর্ম্মঃ । তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ ॥” বশিষ্ঠসং।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে বিধান না থাকিলে শিষ্টাচার প্রমাণ।”

(২৫) ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তা স্ত্রাৎ সর্বণা দারকশ্মণি :

কামতন্তু প্ররন্তানানিমাঃ স্ত্রাঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষত্রস্তাপি সর্বণা স্ত্রাৎ প্রথমা দ্বিজসন্তম ।

যে চাপরে তথাপ্রাপ্তে কামতন্তু ন ধর্ম্মতঃ ॥ ৪ ॥

বৈশ্বস্তৈক তথা প্রোক্তা সর্বণা চৈব ধর্ম্মতঃ ।

তথাবরা কামতন্তু দ্বিজয়া ন তু ধর্ম্মতঃ ॥ ৫ ॥

শূদ্রৈব ভাষ্যা শূদ্রস্ত ধর্ম্মতো মনুরব্রবীৎ ।

চতুর্গামপি বর্ণানাং পরিণেতা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬ ॥

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ ।

কশ্মিঃ শিচদপি ব্রহ্মান্তে শূদ্রাভার্যোপদৃশ্যতে ॥ ৭ ॥ ইত্যাদি ।

অনু, ভবিষ্যপুরাণ, (ব্রাহ্মপর্ক) ।

কেহ বলিতে পারেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রদর্শিত “অবরা” পাঠই শুদ্ধ ও সত্য । কিন্তু উক্ত পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে সাহেবুদ্দিন কুতুবুদ্দিনের দিল্লিজয়, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, জঙ্ঘদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতির জন্ম, কলিকাতা শান্তিপুর ইত্যাদি নামের উৎপত্তি ও ইংরাজরাজত্বের ইতিহাস পর্য্যন্ত (২৬) ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া লিপিবদ্ধ হওয়াতে উক্ত পুরাণকে আধুনিক কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক রচিত পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্তিত স্বীকার করিতেই হইবে । যাহা হউক, উক্ত পুরাণের বিবাহবিষয়ক বচনগুলির কোন কোন স্থলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু প্রভৃতি স্মৃতিবচনের অনুরূপ ও বিপরীত জ্ঞান উহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে । পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে, উক্ত পুরাণবচনের “ক্রমশোহবরাঃ” পাঠ দ্বারা মনু-সংহিতার আলোচিত বচনের “বরাঃ” পাঠই শুদ্ধ ও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে । কারণ উক্ত পুরাণ বচনে “ক্রমশোহবরাঃ” লিখিত হইয়া তৎপরবর্তী বচনে ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকথা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জাতীয়া কথার বিবাহ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে । আর মনুবচনে “ক্রমশোবরাঃ” বলিয়া প্রথমে শূদ্রকথাকে গ্রহণ করত বিবাহবিষয়ে ক্রমশই উৎকৃষ্ট জাতীয়া কথা উক্ত হইয়াছে । ব্যাকরণ মতে “ক্রমশঃ” “অবরাঃ” যেমন “ক্রমশোহবরাঃ” হয় তেমনি ক্রমশঃ বরাঃও “ক্রমশোবরাঃ” হয় ।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অষ্টমাতা ব্রাহ্মণস্থানিন্দিতা

পত্নী নাম সপ্তমাধারঃ সমাপ্তঃ ।

এই সকল কীর্ত্তি যখন আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের তখন উহাতে কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা ভাষা উপদিষ্ট হয় নাই, মনুর এই বচনটি উক্ত না করিয়া যদি কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কথা বৈশ্যকথা ভাষা উক্ত হয় নাই, এইরূপ একটি বচন রচনা করিয়া উক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিতেন তাহা হইলেই বা আমরা কি করিতাম ।

(২৬) ভবিষ্যপুরাণ, বোধের ছাপা, প্রতিসর্গ পর্ব দেখ । (দেবনাগর অক্ষরে) ।

অষ্টমাধ্যায় ।

অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি ।

ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টমমাতা বৈশ্যকৃত্তার বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে । মাতা পিতা উভয়েই ব্রাহ্মণজাতি হইলে তদুৎপন্ন সন্তান যে ব্রাহ্মণজাতি হয়, তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা বাহুল্য । কিন্তু বাহুল্য হইলেও আমরা এখানে বাহুল্য মনে করি না, যেহেতু লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ইতিহাসকে জাগ্রৎ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে যত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে ততই তাহা পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশিত হইবে । অতএব সম্প্রতি শাস্ত্রোক্ত বহু প্রমাণ দ্বারা বর্তমান অষ্টম জাতির (শ্রেণীর) ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রাচীন ইতিহাস এই অধ্যায়ে আরও প্রচারিত হইতেছে ।

“সর্ববর্ণেষু তুল্যানু পত্নীষকৃতযোনিষু ।

অমুলোমোন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥৫॥ ১০অ, মনুসং ।

ব্রাহ্মণ কৃত্রিম বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্যা অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণোৎপন্ন এবং ব্রাহ্মণ কৃত্রিম বৈশ্যের অমুলোমবিবাহবিধি দ্বারা তুল্যা (অর্থাৎ সর্বর্ণ) অক্ষতযোনি বিবাহিতা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক জাত পুত্র সকল তাহাদিগের আপন আপন পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠ জাতি জানিবে (১) ।

(১) শূদ্রের নীচে আর জাতি নাই, সুতরাং শূদ্রের অমুলোম বিবাহও নাই । এই কারণেই শূদ্রের অমুলোমজ পুত্র বলাও হয় নাই । ভাষ্যকার মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকের ভাষ্যে শূদ্রের নীচে বহু জাতি দেখাইয়া শূদ্রেরও অমুলোমবিবাহ বলিয়াছেন । “বর্ধিব ব্রাহ্মণস্ত কত্রিরাপি-স্ত্রিয়ো ভবন্তি এবং শূদ্রস্ত জাতিনানা রজকতক্ষকাদিস্ত্রিয়ঃ প্রাপ্তাঃ ।” কিন্তু ইহা মনুর মত নহে, যেহেতু তাহা হইলে মনু উক্ত অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে “শূদ্রৈব ভার্ঘ্যা শূদ্রস্ত” অর্থাৎ শূদ্রের কেবল শূদ্রাই ভার্ঘ্যা, এ কথা বলিতেন না । ভাষ্য কারের কথিত রজক-তক্ষকাদিও শূদ্রজাতির অন্তর্গত, অন্ত্যজ শূদ্রমাত্র । মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোক যথা,—

শূদ্রৈব তু সর্বর্ণৈব নাশ্চ ভার্ঘ্যা বিধীয়তে ।

তস্তাং জাত্যাঃ সমাংশাঃ স্বাধিদি পুত্রশতং ভবেৎ ॥”

অষ্টোৎপত্তি অধ্যায়ে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাই-
য়াছি যে, সন্তান বা পত্নীর বিষয় লইয়া শাস্ত্রের যে স্থানেই অনুলোমজ, আনুলো-
মোন, আনুপূৰ্বেণ ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত আছে, সেই স্থলেই তাহার অনুলোম
বিবাহোৎপন্ন পুত্র এবং অনুলোমবিবাহিতা পত্নী অর্থ করিতে হইবে। সুতরাং
সেই হেতুতে আমরা উল্লিখিত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের উপরি
উক্ত অনুবাদ করিলাম অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের “আনুলোমোন” বাক্যের অনুলোম
বিবাহিতা অর্থ গ্রহণ করা হইল।

“ব্রাহ্মণস্তানুলোমোন স্ত্রিয়োহুত্মিনশ্চ এব তু ।

দে ভাৰ্যো ক্ষত্রিয়স্তাস্ত্র বৈশ্বশ্রৈক্য প্রকীর্তিতা ॥”

নারদসংহিতা বচন ।

অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণ উৎপন্ন কল্পা,
ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে উৎপন্ন কল্পা, বৈশ্যের শূদ্রবর্ণোৎপন্ন কল্পা
ভাৰ্য্যা হইয়া থাকে ।

উপরি উক্ত নারদসংহিতা বচনে দেখা যায়, ব্রাহ্মণের “আনুলোমোন”
অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ দ্বারা তিন পত্নী, ক্ষত্রিয়ের দুই, বৈশ্যের এক পত্নী
প্রাচীন কালে হইত, ও তাগাদিগকে ‘আনুলোমোন স্ত্রিয়ঃ পত্নাঃ’ অর্থাৎ অনু-
লোমবিবাহবিধিসম্বৃতি পত্নীগণ বলা যাইত। অতএব মনুর উক্ত ৫ শ্লোকের
যে “তুল্যাস্ত্র”, আনুলোমোন অক্ষতযোনিষু পত্নীষু সম্বৃতিঃ পুত্রাঃ” অর্থ হইবে,
তাগাতে আর সন্দেহ কি ? শাস্ত্রমতে অষ্ট ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত
পুত্র উদ্ধৃত মনু আর গোতম বচনেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে এবং মনু-
সংহিতার ভাষ্য টীকাকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—

“একান্তরে তানুলোমাদষ্টষ্ঠোত্রো যথা স্মৃতো ।” ইত্যাদি । ১৩ ।

ভাষ্য—“প্রতিলোমবিবাহঃ শূদ্রস্ত নৈবাতে । উক্তানুবাদোহয়ং তস্তাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্মা-
রিতি । পঞ্চমস্ত জাত্যান্তরস্যাভাবাদেবমুক্তং সর্বৈব ভস্য ভাৰ্য্যা নাস্ত্যাত্মীতি ॥

১৫৭ ॥ মে: ১”

আলোচিত পঞ্চম শ্লোকের অক্ষতযোনির অর্থ, কল্যাবস্থায় বিবাহিতা । অক্ষতযোনি
পত্নীতে জাত পুত্রগণ স্বজাতি হইবে বলাতে ক্ষতযোনি পত্নীতে জাত পুত্র হইবে না বুঝায় না,
বেহেতু অপবিত্র, গৃহোৎপন্ন, কানীন প্রভৃতি পুত্রদিগকেও মনু যেন স্বজাতি স্ব প্রদান-করিয়াছেন
তাহা এই অধ্যায়েই পরে দর্শিত হইবে ।

ভাষ্য—“একান্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাঐশ্বকস্তায়ামম্বষ্ঠো এতাবানুলোম্যেন ।”
মেধাতিথি ।

টীকা—একান্তর ইতি ।..... এতাবানুলোম্যেন । ইত্যাদি । কুল্লুকভট্ট ।
১০অ, মনুসংহিতা ।

“অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যস্তরাস্থ জাতাঃ সর্বণ্যম্বষ্ঠোগ্রনিবাদদোম্বস্তপার-
শ্বাঃ ।” ৪অ, গৌতমসংহিতা ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির অব্যবহিত ও একবর্ণ, দুই বর্ণ ব্যবহৃত বর্ণে উৎপন্ন
অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে সর্বণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দোম্বস্তনামক পুত্রদিগের
জন্ম হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের একান্তরা পত্নী ঐশ্বকত্বাতে ব্রাহ্মণস্বামী কর্তৃক
জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ ।

আমরা উদ্ধৃত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের “আনুলোম্যেন”
বাক্যের অনুলোমবিবাহিতা অর্থ করিলাম । মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকার উক্ত
সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৬৪৬২৮৪১১১১৩১১৪ প্রভৃতি শ্লোকের আনুলোম্যেন
বাক্যের ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা ভাষ্যা অর্থ করিয়াছেন (২) । অথচ

(২) ভাষ্য—অনন্তরান্ব্যবহিতানুলোম্যেন য উৎপন্নাঃ পুত্রাঃ ইত্যাদি । ৬ । মে ।

টীকা—“স্বীকৃতি । আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াস্থ ভাষ্যাস্থ ।” ইত্যাদি । ৬ । কুঃ ।

ভাষ্য—“..... । অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়বৈশ্বয়োঃ ।” ইঃ । ৪১ । মে ।

টীকা—“..... । দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াস্থ তথা আনুলোম্যেনোৎপন্না ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়-
বৈশ্বয়োঃ ।” ইঃ । ৪১ । কুঃ ।

ভাষ্য—“অপসদা অনুলোমাঃ ।” ইঃ । ৪৬ । মে ।

টীকা—“যে দ্বিজানামানুলোম্যেন উৎপন্নাঃ বড়েতেহপসদা স্তুতা ইতি ।” ইঃ । ৪৬ । কুঃ ।

ভাষ্য—“অনুলোমো পূর্কবিধিঃ প্রাতিলোম্যেন ত্রয়মুচ্যতে । ১১ ।” মে ।

টীকা—“এবমনুলোমজ্ঞানুজ্ঞা প্রতিলোমজ্ঞানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি ।” ১১ । কুঃ ।

ভাষ্য—“একান্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাঐশ্বকস্তায়ামম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াং শূদ্রায়ামুগ্রঃ এতাবানুলোম্যেন ।”

৩১ । মে ।

টীকা—“একান্তরেহপি বর্ণে ব্রাহ্মণাঐশ্বকস্তায়ামম্বষ্ঠঃ এতাবানুলোম্যেন । ১৩ । কুঃ ।

ভাষ্য—“..... । “অনন্তরানুলোমা ।” ইঃ । ১৪ । মে ।

টীকা—“..... । “দ্বিজাতীনামনন্তরৈকান্তরদ্ব্যস্তরজাতিস্ত্রীস্ব আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ক-
মুত্যাঃ ।” ইঃ । ১৪ । কুঃ ।

আলোচিত ৫ শ্লোকের ভাষা ও টীকাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে গবাখাদি বৎ (গো, অশ্ব, কুকুর বিড়াল প্রভৃতির ভিন্নতার হার) প্রভেদ থাকা প্রকাশ করিয়াও এই বচনের “আত্মলোমোন” পদ তাহার পরবর্তী শ্লোকের অর্থের জন্ত মনু প্রয়োগ করিয়াছেন, এই কথা উভয়েই বলিয়া, ব্রাহ্মণাদির স্বৰ্ণ বর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণাদি জাতি, এই কথা উভয়েই কহিয়াছেন (৩) । প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি জাতিতে যে গবাখাদিবৎ প্রভেদ ছিল না, মানুসের মধ্যে যে সেরূপ প্রভেদ হইতে পারে না, প্রাচীন কালের জাতিভেদের অর্থ যে কুশন, শ্রোত্রিয় ও বংশ-ইত্যাদি ছিল, তাহা অস্বর্গমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪) । এখানে বক্তব্য এই যে, মানুসের মধ্যে যে (প্রাচীন

(৩) ভাষ্য—“.....। সৰ্ববর্ণেষু তলক্ষণং জাতেষু ২ তুল্যাস্থ সমানজাতিয়াস্তু ভর্গুসমু-
তাস্থ পত্নীসু চাস্থ জাতাঃ এব জাত্যাঃ জ্ঞেয়াঃ প্রায়েণ বা যত্না নাতিপিহোজ্জাতিঃ সেবাপত্য-
স্তোচাঃ জাতস্য বেদিতব্যঃ।” ... ইতি । আত্মলোমোত্রং মনুস্তার্থম্ ।
ইতি । সজাতিয়াং নজাতিয়াঃ জাতিঃ ন লোকে সজাতিয়া ভবতি । যথা গোপরি
গৌরবঃ পিতৃবায়নম্বঃ । ৫৭ । মেধাতিথি ।

টীকা—“সম্ভ্রুতি । ব্রাহ্মণাদিগু বর্ণেন চতুর্দশি সমানজাতিয়াস্তু যথাশাস্ত্রপরিমিতাস্থ অকৃত
যোনিগু আত্মলোমোন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামি ত্যনেনাত্মলক্ষণেণ যে
জাতিতে নাতিপিহোজ্জাতিয়াঃ মুক্তাঃ সজাতিয়া এব জাতব্যঃ । আত্মলোমোত্রং মনুস্তার্থম্
অসৌপ্নেগমুত্তরমোকে উপবোধ্যতে । গবাখাদিবদবয়বসমিবেশস্য ব্রাহ্মণস্বাদি-
জাত্যাভিবাঙ্গকভাষ্যে এতদব্রাহ্মণলক্ষণম্ ।” ইত্যাদি । ৫৭ । কুঃ ।

১-অ. মনুসংহিতা ।

(৪) বৈদ্যপুত্রাপত্য ৪ অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬ অধ্যায়ের ২ টীকা দেখ ।

মেধাতিথি আলোচিত ৫ শ্লোকের ভাষ্যের প্রথমে লিখিয়াছেন, “কে পুনরমী ব্রাহ্মণাদয়ো
নাম । ন হেবাং পরস্পরো ভেদঃ শক্যোববসাতুম্ । ব্যক্ত্যধীনাবিগমাহি জাতয়ো ন চ
ব্যক্তয়ঃ স্বাবয়বসমিবেশবিশেষাবগমশূন্তঃ শক্যবুত্তি তাসাং ভেদমাবেদয়িতুম্ । ন চ ব্রাহ্মণ-
ক্ষত্রিয়াদীনাং গবাশ্চেষু বা আকারভেদোহস্তি যেন রূপসমবায়শ্চাক্ষুয্যঃ স্যুতঃ । নাপি
বিলীনবৃত্ততৈলগন্ধরসাদিভেদেন ক্রিয়াস্তরগোচরঃ । নাপি শৌচাচারপদ্বলকেশহাদিধর্মৈঃ
শক্যভেদাবসনান্তেষাং সর্বত্র সঙ্করোপলক্ষে । ব্যবহারশ্চ পুরুষাধীনো বিপ্লবভূত্বয়িত্বাচ্চ
পুরুষাণাং নাস্ত্যতো বস্তুসিদ্ধিরিত্যতো জাতিলক্ষণমুচ্যতে । সর্বেষু তলক্ষণং জাতেষু ২
তুল্যাস্থ সমানজাতিয়াস্তু।” ইত্যাদি । ৫৭ । মে । ১-অ. মনুসং ।

কালের ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যে) গবাম্ববং জাতিভেদ থাকা সাব্যস্ত হইতে পারে না, ৪টীকাধৃত প্রমাণে দেখা যায়, তাহাও ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বীকার করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণাদির জাতিভেদ কেবল ব্যবহারের ভিন্নতা ও বিরোধ, এবং উহাই কেবল জাতির লক্ষণ, ভাষ্যকার ইহা স্বীকার করিয়াও ১০ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের তাযো “অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানং তদ্ব্যর্থ্য-প্রাপ্ত্যর্থাম্” অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে পিতৃতুল্য ও তদ্ব্যর্থ্যবিশিষ্ট বলিয়াও, উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতির তুল্য জাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণমাত্র স্বজাতি হয় কহিয়াছেন, এবং পশুদিগের মধ্যে গোজাতীর স্ত্রীপুরুষে গো, অশ্ব-জাতীর স্ত্রীপুরুষে অশ্ব যেমন হয়, তেমনি ব্রাহ্মণজাতীর স্ত্রীপুরুষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতীর স্ত্রীপুরুষে ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি কহিয়া অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি হইতে চূত করিয়াছেন, এবং পূর্বে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে গবাম্ববং প্রভেদ হইতে পারে না বলিয়া পরে আবার সেই কল্পিত প্রভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই অবশ্য মনুষ্য ছিলেন, সকলেরই দুই হাত, দুই পা, মনুষ্যের স্থায় চক্ষু, কর্ণ, নাসা ইত্যাদি আকৃতি ও কথা প্রভৃতি একরূপ ছিল, সকলেই একই মনুষ্যযোনি, একরূপ স্থলে মনুসংহিতার টীকা ও ভাষ্যকার প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিতে গবাম্ব ও গর্দভবৎ প্রভেদ থাকা কি হেতুতে বলিয়াছেন (৫), জিজ্ঞাসা করি। পিতৃপুরুষ-গণের তুলনা গো, গর্দভ ও অশ্বের সঙ্গে করা কি তাঁহাদের সম্বন্ধে উত্তম কার্য্য হইয়াছে? তাঁহারাওত প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগেরই সন্তান? প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে বৃত্তিগত এবং কোন স্থলে আচারগত পার্থক্য ব্যতীত আর কোন পার্থক্যতাব ছিল না, উপরি উক্ত পার্থক্য ভাষ্য টীকাকারেরা কল্পনা করিয়া কত দূর সংকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে বিচার পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। আমাদের এখানে পুনরায় বক্তব্য এই যে, যদি আলোচিত

(৫) “অনুলোমপ্রতিলোমমুর্দ্ধাবসিক্ষাষষ্ঠকল্পবৈদিকাদয়ঃ। ন হি তে মাতাপিত্রোরজ-
তরয়পি জাত্যা ব্যপদেষ্টুঃ যজ্ঞাতে। যথা রাসভাষ্যসংযোগজঃ খরো ন রাসভোনাশো
জাত্যন্তরসেব ” ২। মেঃ। ১০অ, মনুসং।

টীকা—অনুলোমপ্রতিলোমমুর্দ্ধাবসিক্ষাষষ্ঠকল্পবৈদিকাদয়ঃ তেবাং বিজাতীয়মৈখুনসম্ভবভেদন
খরতুরগীব সম্পর্কঃ।” ইঃ। ২। কুঃ। ১০অ, মনুসং।

পঞ্চম শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে “জীৱনন্তরজাতাসু” পদ না থাকিত, তাহা হইলেও আমরা কিছুকালের জন্ত ভাষ্য ও টীকাকারের উক্ত সিদ্ধান্তে সম্মত হইতে পারিতাম। পরবর্তী ৬ শ্লোকে “জীৱনন্তরজাতাসু” পদ আছে, তাহাতে যদি পূর্ববর্তী ৫ শ্লোকের “আনুলোম্যেন” বাক্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে পরবর্তী শ্লোকে নিশ্চয়ই দ্বিরুক্তি দোষ ঘটে। কারণ, অনন্তরজাতাসু জীৱু, আর আনুলোম্যেন জীৱু, এই উভয়ই একই কথা। ভাষ্য আর টীকাকার উপরি উক্ত “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি বচনের পরবর্তী ৬ শ্লোকের “জীৱনন্তরজাতাসু” বাক্যের আনুলোম্যেন (অনুলোম বিবাহ দ্বারা) অর্থ করিয়াছেন (৬)। এমতাবস্থায় পূর্ব শ্লোকের “আনুলোম্যেন” বাক্য যে আর পরবর্তী ৬ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য।

টীকাকার আলোচিত ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় একবার বলিয়াছেন, এ বচনের আনুলোম্যেন পরবর্তী শ্লোকের অর্থে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে, আবার ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই “আনুলোম্যেন” ইত্যাদি যাহা যাহা কহিয়াছেন তাহাতে উপলব্ধি হয় যে, আলোচিত ৫ শ্লোকোক্ত “আনুলোম্যেন” বাক্যের অর্থ তিনি উক্ত শ্লোকের টীকাতেই করিয়াছেন (৭)।

(৬) ভাষ্য—“অনন্তর্যাব্যবহিতাষ্মানুলোম্যেন য উৎপন্নঃ পুত্রা স্তে সদৃশা জ্ঞেয়ান তু তজ্জাতীয়াঃ।” ইঃ। ৬। মে।

টীকা—“আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভাষ্যাসু দ্বিজাতিভিঃ য উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ। ইঃ। ৬। কুঃ। ১০অ, মহুসং।

(৭) “ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুষ্পি সমানজাতীয়াসু যথাশাস্ত্রং পরিণীতাসু অক্ষতযোনিষু (আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং ইত্যনেনামুক্ৰমেণ) যে জাতান্তে মাতাপিত্রো জাত্যা যুক্তান্তজাতীয়া এব জাতাব্যাঃ। ৫। কুঃ। ১০অ, মহুসং।

এখানে দেখা যায় যে টীকাকার তাহার ব্যাখ্যায় “আনুলোম্যেন” হইতে “ইত্যনেনামুক্ৰমেণ” পর্যন্ত দ্বিরুক্তি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি জাতির সমানজাতীয়া যথাশাস্ত্রং পরিণীতা অক্ষতযোনি পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদের মাতাপিতার জাতি ইহাতে বৃথিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ব্রাহ্মণকন্তা, ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্যকন্তা ও শূদ্রকন্তা অর্থাৎ স্বজাতিতে উৎপন্ন পত্নীতে জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়। এস্থলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা পত্নীতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্তাপত্নীসম্ভূত পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, ইত্যাদি বিপরীতার্থ কেহ গ্রহণ করিবেন এরূপ আশঙ্কা দেখা যায় না। অতএব “আনুলো-

“আনুলোমোন সম্বৃতাঃ” বাক্যের অর্থ তুল্যাস্থ পত্নীসু জাতাঃ অর্থাৎ তুল্য-জাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ হইতে পারে না, যেহেতু অনুলোম বা আনুলোম্য আর তুল্য শব্দ একার্থ বোধক নহে (১) । ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যখন “জাতাত্যজ্যেয়াস্ত এব তে” আছে, তাহার অর্থই যখন তুল্যজাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ, সেই সেই জাতি জানিবে, তখন টীকাকার কুল্লুকভট্ট যে আনুলোমোন বাক্যেরও সেই অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বচনের “তুল্যাস্থ পত্নীসু সম্বৃতা জাতাত্যজ্যেয়াস্ত এব তে” বাক্যের অর্থই ছইবার করা হইয়াছে। দেখ, আলোচিত পাঁচ শ্লোকের “সর্ববর্ণেষু” বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে তুল্যাস্থ পত্নীসু সম্বৃতার অর্থ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতিতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতিতে, বৈশ্যের বৈশ্যজাতিতে, শূদ্রের শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ ; আর বচনের “জাতাত্যজ্যেয়াস্ত এব তে”র অর্থ, তাহারা সেই সেই জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকথাপত্নীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কথাপত্নীতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যকথাপত্নীতে জাত বৈশ্য ও শূদ্রের শূদ্রকথা-ভার্য্যাতে পুত্র শূদ্রজাতি জানিবে, এই মাত্র হইলে তাহার মধ্যে পুনরায় “আনুলোমোন ইতানেনান্তক্রমেণ যে জাতাস্তে তজ্জাতীয়া এন জাতব্যাঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকথাপত্নীতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কথাপত্নীতে ইত্যাদি অন্তরুপে জাত মোন” বাক্য দ্বারাও টীকাকার যে উহাই আনাদিগকে বুকাইয়াছেন, তাহা যে দিক্‌কি তাহা বুঝিমান্ পাঠক অবশ্যই স্বীকার করিবেন ।

(৮) অনুলোমের অর্থ অন্তঃক্রম, যথাক্রম, যার পর যা, স্বাভাবিক গতিতে । বিপরীত ভাবে নয়, অনুলোমে ভব এই অর্থে “ন” কবিয়া আনুলোম্য হয় । আনুলোম্য দ্বারা এই অর্থে “আনুলোমোন” হইয়াছে । “আনুলোমোন” বাক্যের অর্থ এস্থলে অনুলোম বিবাহ দ্বারা । নিম্নোক্ত আভিধানিক প্রমাণেও তাহা ব্যক্ত হইতেছে ।

“অনুলোম (অনু সহিত বা অনুসারে—লোমন্ শরীরের লোম । প্রতিলোম দেখ) সংপুঃ অন্তঃক্রম, যথাক্রম । বিঃ ত্রিঃ অনুকূল । অঃ, প্রতি রোমে । ক্রিঃ বিঃ সহস্র দিকে, বিপরীত দিকে নয় । প্রকৃত প্রণালীতে, বিপরীত প্রণালীতে নয় । যথাক্রমে যারপর যা এই নিয়মে ।

৭০পু, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

সাধারণতঃ অনুলোমের এই অর্থ । কিন্তু যখন স্বরের অনুলোম, বিবাহবিষয়ে অনুলোম বিবাহ এইরূপ উক্ত হয়, তখন স্বরের উদ্ভগতি ও নীচবর্ণের কথার উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহ বুঝিতে হইবে ।

সস্তানেরা সেই সেই জাতি জানিবে, ইত্যাদি বাক্য যোজনা করিলে যে বচনের একই কথার অর্থ দুই বার করা হয়, তাহা বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন ।

“আনুলোমোন” পদের অর্থ যে আনুলোম বিবাহ দ্বারা, তাহা পঞ্চমাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ব্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি হয়, ইহা বলিবার জন্তই বচনে “তএব তে” আছে । আনুলোমোন বাক্যের অর্থ স্বতন্ত্ররূপে করিতে হইবে উহার দ্বারাও তাহা বুঝা যাইতেছে ।

“সমানবর্ণাসু পুত্রাঃ সৰ্বণা ভবন্তি । ১ ।” ১৬অ, বিষ্ণুসং ।

“সবর্ণেভ্যঃ সৰ্বণাসু জায়ন্তে নৈব স্বজাতয়ঃ ।” ইঃ ।

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

এই দুইটী বচনের অর্থও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের তুল্য জাতিতে উৎপন্ন পত্নীর পুত্রগণ যথানুক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতি হয় । অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুর উক্ত ৫ শ্লোকে যে “জাত্যা জ্ঞেয়াঃ” আছে, তুল্যজাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্র, তুল্য জাতি ইহা বলিবার (বুঝাইবার) পক্ষে তাহাই যথেষ্ট অর্থাৎ,—

সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষু সন্তুতাঃ পুত্রা জাত্যা জ্ঞেয়াঃ ।

এই মাত্র বলিলেই উহা পরিব্যক্ত হয় । তাহাতে “তএব তে” থাকাই স্পষ্টার্থক বা অতিরিক্ত । এমতাবস্থায় যাহারা ঐ কথামাত্র বুঝাইবার জন্তই বচনে “তএব তে” থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উহার “আনুলোমোন” বাক্যকেও ঐ কথামাত্র বুঝাইবার জন্তই প্রয়োগ করিবেন, তাহারা যে মনুর উক্ত বচনের “আনুলোমোন” ও “তএব তে” বাক্যের প্রকৃতার্থ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা বুদ্ধিমানের মধ্যে কে না বুঝিবেন ?

তে—এব—তে, তএব তে, স্ততরাং ত এখানে তে । ইহার স্তূৰ্থ তাহারাই তাহার অর্থাৎ তাহাদিগের তুল্য তাহার । প্রথম “তে” ব্রাহ্মণাদিতে এবং দ্বিতীয় ‘তে’ তাহাদিগের স্ব স্ব পুত্রবোধক ‘সন্তুতাঃ’ শব্দের যোগ হইয়াছে । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু তুল্যাসু অক্ষতযোনিষু পত্নীষু, অর্থাৎ স্ব-স্ব-বর্ণোৎপন্নাক্ষতযোনিষু ভাৰ্য্যাসু, জাতাঃ পুত্রা স্তে এব জাত্যা জ্ঞেয়াঃ ব্রাহ্মণাদিরো

জাতরঃ সন্তি ; যো যেন জাতঃ স তন্ত জাতির্ভবেদিতি ভাবঃ । এখানে “ব্রাহ্মণাদিরঃ” প্রয়োগ না করিলেও যে অর্থের কোন ব্যাঘাত ঘটে না তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । বাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্য বর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়, এই হইল অর্থ । তাহারা তাহাদের মাতাপিতার জাতি হয় একরূপ অনুবাদ কিছুতেই হইতে পারে না । ভাষ্য টীকাকার উভয়েই ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা পত্নীর পুত্রদিগকে তাহাদের পিতৃজাতি বলিবেন না, স্বতন্ত্র জাতি বলিবেন, এই অভিপ্রায়েই যে উক্ত বচনের ভাষ্য টীকাতে মাতাপিতার জাতি হয় বলিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে ।

ভাষ্য টীকাকার এখানে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা যে মন্তুর কথা (সত্যযুগের জাতিবিষয়ক ইতিহাস) নহে, তাহা নিম্নোক্ত প্রমাণ চাইতে পরিব্যক্ত হইতেছে । ভাষ্য টীকাকার উভয়েই বলিয়াছেন, আলোচিত বচনের “আনুলোমোন” পরবর্তী ৬ শ্লোকে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে (৯) । কিন্তু পরবর্তী বচনের অর্থ করিতে গিয়া তাঁহারা “আনুলোমোন” পদের বিন্দু বিসর্গও বলেন নাই (১০) । বলিবেন কিপ্রকারে ? বলিতে গেলেই যে সেস্থলেও দ্বিকল্পি দোষেই পতিত হন ? ভাষ্যকার আলোচিত বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এ বচনের “আনুলোমোন” উত্তর শ্লোকের জন্ত এ বচনে মনু গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু পরবর্তী শ্লোকের ভাষ্যে কহিয়াছেন, এই বচনে মনু বাহা উপদেশ দিয়াছেন, তদ্বারা পূর্বে শ্লোকের “আনুলোমোন” অনর্থক প্রযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইল (১১) । দেখা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্তী “জীৱনন্তরজাতাত্ম” বচনেরও প্রকৃতার্থ না করিয়া (ব্রাহ্মণাদির অনন্তর জাতিতে উৎপন্ন ভাষ্যার জাত পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতিও নহে, মাতৃজাতিও নহে)

(৯) এই অধ্যায়ের ৩ টীকা দেখ ।

(১০) এই অধ্যায়ের ৬ টীকা দেখ । উক্ত টীকাতে মনুভাষ্য ও টীকাতে যে “আনুলোমোন” আছে, তাহা “জীৱনন্তরজাতাত্ম” পদকে উপলক্ষ করিয়া উক্ত হইয়াছে । কেহ উহাকে পূর্ব-বর্তী ৫ শ্লোকের “আনুলোমোন” মনে করিবেন না ।

(১১) “অত আনুলোম্যাগ্রহণং পূর্বশ্লোকে যচ্ছব্দমন্তরার্থমিতি তদ্বিহানর্থকমতঃ পরেণ শ্লোকেষুপদিষ্টতে ।” ৬ । মেধাতিথি । ১০অ, মনুসং ।

এই অস্ত্র অর্থ করিয়া আলোচিত ৫ শ্লোকের “আমুলোমোন” বাক্যের অনর্থ-কতা দেখাইয়াছেন। আমাদের মতে ভাষাকার নানা কথা না বলিয়া আলো-চিত ৫ শ্লোকে মনু পাদপূরণার্থে “আমুলোমোন” কহিয়াছেন, বলিলেই ভাল করিতেন। টীকাকার কুল্লুকভট্ট এইরূপ কথা স্পষ্ট না বলিলেও অনন্তরজ (অমুলোম বিবাহোৎপন্ন) পুত্রগণ যে তাহাদের পিতৃজাতিও নহে মাতৃজাতিও নহে, পিতৃজাতি হইতে নিকট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা তিনিও বলিয়াছেন (১২)। ভাষাকার ৫ শ্লোকের ভাষ্যে অমুলোমজ অষ্টদিগকে মাতৃজাতি বলিয়াছেন এবং তৎপ্রমাণার্থে বিষু আর বাস্তবক্য বচনও উদ্ধৃত করিয়া-ছেন (১৩)। কিন্তু ১০ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকের ভাষ্যে অমুলোমজ পুত্রদিগকে কোন জাতিই প্রদান করেন নাই, পিতৃজাতি হইতে নিকট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন (১৪)।

উপরে প্রমাণ দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, ভাষ্য আর টীকাকারের আলোচিত “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বচনের “আমুলোমোন” বাক্যের অর্থ এককালীন গৃহীত হয় নাই “তএব তে”রও প্রকৃতার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইল, মনুর ভাষাকার ও টীকাকার আলোচিত বচন ও তৎপরবর্তী “জীধনন্তর-জাতাম্” ইত্যাদি বচনের অর্থ করিতে যাইয়া ভগবান্ মনুর অর্থ গ্রহণ করেন নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাঁহার কতকগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া ও অস্ত্রাশ্রয় স্থতি হইতে দুই একটা বচন উদ্ধৃত করিয়া মনুর অর্থ গোপন করিতে

(১২) “পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ সম্বাদয় আহঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণান্নাতৃজাত-
রৎকৃষ্টঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাজ্ঞেয়াঃ। ৬। কুঃ।

(১৩) অনন্তরপ্রভবচানুলোমপ্রতিলোমান্তানুলোমা মাতৃজাতীয়াঃ প্রতিলোমান্তে ধর্ম-
হীনঃ। ইত্যাদি। ৫। মে।

(১৪) “তৎসদৃশগ্রহণাত্মত উৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টান্।” ৬। মে।

পিতৃসদৃশ বলিলে যে পিতৃজাতি হয় না, পিতৃজাতি হইতে নিকট মাতৃজাতি হইতে উৎ-
কৃষ্ট হয়, ইহা ভাষ্য আর টীকাকারের নিজের কথা ও আশ্চর্য্য যুক্তি। মনুসংহিতার ১০ অধ্যা-
য়ের ৫ শ্লোকের “আমুলোমোন” পদের অর্থ নানা গোলমাল করিয়া পরিত্যাগ করাতেই যে
তাঁহাদের ৬ শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিবার সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ও তাহাতে বাধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতি হইতে তাঁহার। যে সকল বচন আলোচিত বচনের ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ দ্বারা অনুলোমজ্ঞ সন্তানগণ যে জাতিই হউক না কেন তাহা এখানে অগ্রে দেখা উচিত নয়, কারণ মনুসংহিতা সকল সংহিতার পূর্বে সত্য-যুগে হইয়াছে, সকল সংহিতার প্রধান (১৫)। অতএব সত্যযুগের মনু এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা অগ্রে দেখিব।

প্রকৃত কথা এই যে, শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেবল তুল্যজাতীয়া পত্নীই পত্নী নহে, অনুলোমক্রমে অর্থাৎ পর পর বর্ণে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের যথাশাস্ত্র বিবাহিতা আরও পত্নী হইত (১৬)। ভগবান্ মনু তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের তুল্যজাতীয়া ও অনুলোম বিবাহিতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্ন। এই উভয়বিধ পত্নীই হইয়া থাকে এবং নবমাধ্যায়ে উক্ত

(১৫) “কুতে তু মানবোধর্শদ্বৈতায়ং গোতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥” ১অ, পরাশরসং।

(বিজ্ঞানাগর ধৃত)

“বেদার্থোপনিবন্ধত্বাৎ প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মহর্ষ্যবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন’ প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং।

(বিজ্ঞানাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ২য় খণ্ডপৃষ্ঠ)

(১৬) প্রাচীনকালে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন অধস্তন, করণাদির বিদ্যমানতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অষ্টোৎপত্তি ও অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে তৎসম্পর্কীয় বহু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণবচনে প্রকাশ পায় যে, এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আর্ষ্যদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রচলিত না থাকিলে তাহা করিতে নিষেধ ও যত্নপূর্ব্বক তাহা সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ ইতিহাস পুরাণে পাওয়া যাইত না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা পাছে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত থাকা অস্বীকার করেন এই ভয়ে এখানে আমরা এই কথাগুলি বলিলাম ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণও উদ্ধৃত করিলাম।

“কলৌ হ্রসবর্ণায়া অবিবাহ্যত্বমাহ বৃহন্নরদীয়ঃ সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
 বিজ্ঞানামসবর্ণানু কস্ত্যাস্তপমস্তথা।। হেমাঙ্গি পরাশর ভাব্যরোদিত্যপুরাণম্।
। কস্ত্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ বিজাদিভিঃ।। এতানি লোকগুপ্তার্থং কল-
 রাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কস্ত্যানি ব্যবস্থা পূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥” উদ্ধাহতত্বম্, রঘুনন্দনভট্ট কৃত
 অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

পত্নীগণের গর্ভজাত পুত্রদিগের দায়ভাগবিধিও বলিয়াছেন (১৭), এবং তৃতীয়া-
ধ্যায়ের ৪৩৪৪ প্রভৃতি শ্লোকের বিধি দ্বারা ভগবান্ মনু অনুলোমবিবাহ-
হিতা পত্নীদিগকে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতিতত্ত্বও প্রদান করিয়াছেন ; উহা অর্ঘ্য-
মাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (১৮), ঐ সকল পত্নীর গর্ভজাত
পুত্রগণ যে তাহাদের পিতার জাতি, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলবার অভিপ্রায়ে
১০ অধ্যায়ের ৫শ্লোকে ভগবান্ মনু “অনুলোমোমন” বাক্য প্রয়োগ করিয়া
ব্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্ন ও অনুলোমবিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্ন)
উভয়বিধ পত্নীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন । ভাষ্য আর টীকাকার উক্ত তৃতীয়
এবং নবমাধ্যায়ের শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে “আনুপূর্ব্বণ” “অনুলোমোমন” বাক্য
দ্বারা উক্ত স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নী ও তৃতীয়াধ্যায়ের
৪৩৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অনুলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে বিবাহসংস্কার দ্বারা
ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি বলিয়া এবং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ যে ব্রাহ্মণাদির
পুত্র ব্রাহ্মণাদি, তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১৯) । কিন্তু ১০ অধ্যায়োক্ত অর্ঘ্যাদি

(১৭) সর্বণাগ্রে বিজাতানাং প্রশস্তা দারকর্ষণি ।

কানতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্বাঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥ ৩অ, মনুসং ।

ভাষ্য—..... কূতে সর্বণবিবাহে যদি তন্তুং কথঞ্চিৎ প্রীতিন্ ভবতি কৃত্যবপত্যার্থো
ব্যাপারো ন নিষাদ্যতে ।প্রবৃত্তানামিমা বক্ষ্যমাণাঃ.....জাতব্যাঃ । ১২ মে ।
টীকা—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈজ্ঞানাং বক্ষ্যমাণা অনুলোমোমন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ । ১২ কুঃ ।

শূদ্রৈব ভাৰ্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য—..... । সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্যা বৈশ্যস্ত তে চ বৈশ্যাশূদ্রে স্বা চ রাজ্ঞশ্চ এষ
অগ্রজন্মনো ব্রাহ্মণস্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তব্যে । ১৩ মেঃ ।

টীকা—..... । শূদ্রস্ত শূদ্রৈব ভাৰ্য্যা ভবতি । বৈশ্যস্ত চ শূদ্রা বৈশ্যা চ ভাৰ্য্যে মধ্য-
দিভিঃ স্মৃতে । ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্যাশূদ্রে ক্ষত্রিয়া চ । ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা
ব্রাহ্মণী চ । ১৩ কুঃ । ৩অ, মনুসং ।

(১৮) যজ্ঞাধ্যায়স্থ উক্ত ৪৩৪৪ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা দেখ ।

(১৯) “ব্রাহ্মণস্তানুপূর্ব্বণ চতস্রস্ত যদি স্ত্রিয়ঃ ।

তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥” ২অ, মনুসং ।

অনুলোমজ (অনন্তরজ) পুত্রগণ যে তৃতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীর সন্তান, নবমাধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা ভার্য্যাতে জাত পুত্র, তৎসংক্ষেপে বিন্দুবিসর্গও বলেন নাই । মনুসংহিতার দশমাধ্যায়োক্ত অশ্বষ্ঠাদি পুত্রগণ যে উক্ত সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণেরই সন্তান, তাহা ১০ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও ভাষ্যটীকাকার বলেন নাই । কেবল নবমাধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোকের ভাষ্যে (বাহ্য এই অধ্যায়ের ১৯ টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে) মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি চতুর্কর্ণীয়া ভার্য্যাই উক্ত হইয়াছে । টীকাকার কুল্লুকভট্ট ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের টীকাতে অশ্বষ্ঠমাতা বৈশ্বকন্তা যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী, তাহার প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০) তথাপি অশ্বষ্ঠ যে মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১৩ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নী বৈশ্বকন্তার পুত্র, তাহা প্রকাশ করেন নাই, এবং ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অনুলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে পাণিগ্রহণ-সংস্কারে সংস্কৃতা ও পতির জাতিগোত্রা স্বীকার করিয়া, ১০ অধ্যায়ের ৫।৬।৭ প্রভৃতি শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে ব্রাহ্মণাদির উক্ত পত্নীগণের গর্ভজ সন্তানদিগকে একবার মাতৃজাতি, আবার পিতৃজাতিও না, মাতৃজাতিও না, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট ইত্যাদি কত কথাই যে কহিয়াছেন, কত

ভাষ্য—আনুপূর্ব্বগ্রহণঃ তৃতীয়ে দশিতস্ত ক্রমস্তানুবাদঃ অয়মপি বক্ষ্যমাণসংক্ষেপপ্রতি-
জ্ঞানার্থঃ । ১৪৯ । নেঃ ।

টীকা—“ব্রাহ্মণস্ত যদি ক্রমেণ ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চতশ্চে ভাৰ্য্যা ভবেয়ুঃ তদা তাসাং পুত্রেবুৎপন্নেষু
অয়ং বক্ষ্যমাণো বিভাগবিধির্নাদিতিক্তঃ । ১৪৯ ।” কুঃ ।

অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি নামক ষষ্ঠাধ্যায় দেখ ।

উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকার দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মনু অনুলোমজ পুত্র অশ্বষ্ঠাদিকে পিতৃজাতি, পিতৃদায়াদ বলিয়াছেন । মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৯।৬০ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকাতে অনুলোম পুত্রগণকে পিতৃসপিও উক্ত হইয়াছে ও পিতৃগোত্রের সম্পূর্ণাংশগ্রহণকরিবার বিধি আছে । এ সকলকে মনুর সমকালের অনুলোমজ পুত্রগণের পিতৃজাতির ইতিহাস মনে কবিত হইবে । অনুলোমজ পুত্রগণ পিতৃজাতি হইলেই অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি হইল ।

(২০) “বিদ্যাম্বেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুটীকৃতত্বাৎ । ৮ ।” ১০অ, মনুসং ।

অসরলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিসীমা নাই। ভাষা টীকাকার মহাশয়েরা এখন জীবিত নাই, যদি পৃথিবীতে তাঁহাদিগের প্রতিনিধি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, যাজ্ঞবল্ক্যের কথিত ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী বৈশ্বকন্তা আর মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী বৈশ্বকন্তা এবং ৯ অধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের বৈশ্বকন্তাপত্নী ও তৎপুত্র, মহাভারতীয় অনুশাসনশরীকোক্ত ব্রাহ্মণপত্নী বৈশ্বকন্তা ও তৎপুত্র এবং মনুর ১০ অধ্যায়ের চন্দ্রোক্ত ব্রাহ্মণ আর তৎপত্নী বৈশ্বকন্তা ও তৎপুত্র অর্থাৎ কি এক নহে ?

এতক্ষণ শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্বক যাহা যাহা বলা হইল তদ্বারা ইহা নির্ণীত হইতেছে যে, আলোচিত “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি শ্লোকের “আনুলোম্যান” বাক্য দ্বারা ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্বকন্তা ও শূদ্রকন্তা পত্নীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রের তুল্যজাতীয়া আর অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণের (বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহারা ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতীয়া হইতেন তাঁহাদের) গর্ভজাত পুত্রগণেরা সকলেই তাহাদের পিতৃজাতি, ভগবান্ মনুর এই কথা ; উক্ত বচনে “আনুলোম্যান” “তএবতে” প্রয়োগের ইহাই বিশেষ কারণ (২১)। ভগবান্ মনু সত্যযুগে প্রথমে স্মৃতি রচনা করিয়াছেন (২২)। ভাষা টীকাকারের উক্ত বিষ্ণু আর যাজ্ঞবল্ক্য বচন মনুর উক্ত বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী হওয়াতে উহা সত্য বিধি সত্য ইতিহাস বলিয়া চায়মতে পরিগৃহীত হইতে পারে না (২৩)।

(২১) সর্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্বশূদ্রেষু তুল্যাস্থ এতেষাং তুল্যবর্ণেষু পুত্রান্স তথা আনুলোম্যান অনুলোমবিবাহবিধিনা এতেষাং ক্ষত্রিয়বৈশ্বশূদ্রেষু উপপন্নাস্থ যথাশাস্ত্রং পরিণীতাস্থ তুল্যাস্থ (সবর্ণাস্থ) অক্ষতযোন্যিবিবাহিতাস্থ স্ত্রীষু সম্ভূতাঃ পুত্রাঃ তে এব তে জাত্যাঃ স্রেষ্ঠজাতয়ো জ্যেষ্ঠা জাতব্যাঃ, ব্রাহ্মণাদীনাং তে পুত্রা ব্রাহ্মণাদীনাং স্বশ্রজাতয়ো বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ।

(২২) “কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্তেতায়াং গোতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥” >অ. পরাশরসং।

(২৩) “বেদার্থোপনিবন্ধাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মহর্ষিবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিবচন।

বিদ্যাসাগরধৃত।

সত্যযুগের শাস্ত্রাদিতে যাহাদিগের পিতৃজাতির ইতিহাস রহিয়াছে ও তৎপরবর্ত্তী যুগের

পূর্ববর্তী অর্থাৎ “সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু” ইত্যাদি বচনে মনু অনুলোমবিবাহ-
চোৎপন্ন পুত্রদিগকে তাহাদিগের পিতৃজাতি বলিয়াছেন, উক্ত বিধি সংহিতা-
কারের যে নিজের নহে, তাহারও পূর্ববর্তী শাস্ত্রকার ঋষিগণের বিধি, তাহাই
তৎপরবর্তী বচনে বলিতেছেন । যথা,—

“দ্বীষনস্তরজাতাসু দ্বিগৈকৎপাদিতান্ স্মতান্ ।

সদৃশানপি তানাছ্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥ ১০অ, মনুসং ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের অনস্তরজাতীয়া (অর্থাৎ পরবর্তী ক্ষত্রিয়
বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্ন) অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদের
মাতৃদোষবর্জিত ও পিতৃজাতি ইহা পূর্ববর্তী শাস্ত্রকার মহর্ষিগণের মত ।

এই শ্লোকের পূর্বশ্লোকের অর্থ যখন অনুলোমবিবাহিতার পুত্রগণ পিতৃ-
জাতি, অস্বষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধায়েও যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখান
হইয়াছে যে, অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ তাহাদের পতির জাতি, তখন ভাষা
টীকাকার এ বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই স্থিরতর থাকিতে
পারে না (২৪) তাহাতে পূর্ব বচনের সহিত এ বচনের অর্থের বিরোধ হয় ।
পিতৃসদৃশ বলিলে মাতৃদোষযুক্ত হইলেও তদ্বৎ পিতৃজাতিচ্যুত হয় না, স্বজা-
তীয়া পত্নীর পুত্রোৎপাদ্য সম্মানে হীন হয় মাত্র (২৫) । মনু পববর্তী ১০
অধায়ের ১০ শ্লোকে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন এবং ভাষা আর টীকাকারও তাহা

শাস্ত্রাদিতে তাহাদিগের মাতৃজাতি বা পিতা মাতা হইতে স্তম্ভ জাতির ইতিহাস থাকিলেও
তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না, যেহেতু পূর্বকৃত শাস্ত্রবিধি ঈর্ষাবশতঃ উল্লঙ্ঘন করত তাহার
সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ন্যায়গুণ্য ।

(২৪) ভাষা—“তৎসদৃশগ্রহণান্নাতৃত উৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টান্ । ৬।” মে: ।

টীকা—পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ মমাদয় আহঃ । পিতৃসদৃশ গ্রহণান্নাতৃজাতেরংকৃষ্টাঃ
পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ জ্ঞেয়াঃ । ঠে: ৬ । কু: ।

(২৫) প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতির অর্থ যে এ যুগের ব্রাহ্মণজাতির
অন্তর্গত কুলীন কাপ শ্রোত্রিয় কষ্ট শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ
দ্বারা পূর্ব পূর্ব অধায়ে দেখাইয়াছি । এরূপ অবস্থায় মাতৃদোষহেতু তৎকালে যে পিতৃ-
জাতিচ্যুত হইত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যদি
কষ্টশ্রোত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন তবে তদ্বৎপন্ন পুত্র অত্রাহ্মণ হয় না । কুলীনকণ্ঠাপত্নীর
গর্ভজ পুত্র হইতে অপনদ অর্থাৎ সম্মানে হীন হয় মাত্র ।

স্বাকার করিয়াছেন (২৬) পূর্ববর্তী “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি শ্লোকে অনুলোমজ-
দিগকে পিতৃজাতি বলাতে পরবর্ত্তিবচনের সদৃশশব্দের অর্থ তৎসদৃশ নহে,
নিশ্চয়ই তাহাই বুঝিতে হইবে। অনুলোমজ পুত্রগণ তাহাদের পিতৃসদৃশ
অর্থাৎ পিতৃজাতি, ইহা মহাবিগণ বলিয়াছেন, এই কথা উদ্ধৃত শ্লোকে থাকিতে
বুঝিতে হইবে, উহা কেবল মনুর বিধি নহে, তাহারও পূর্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের
বিধি ও ইতিহাস (২৭)। মাতৃদোষ কর্তৃক বিশেষপ্রকারে গর্হিত আলোচিত
শ্লোকের “বিগর্হিতান্” পদের এই অর্থ করিলে, পিতৃসদৃশত্ব (জাতিত্ব) থাকে
না; পূর্বশ্লোকের অর্থের সহিতও বিরোধ ঘটে। বিশেষ, ৩ অধ্যায়ের ৪৩ঃ৪৪
শ্লোকে যখন মনু পানিগ্রহণসংস্কার দ্বারা অনুলোমা (অসবর্ণোৎপন্না) পত্নী-
দিগকে ব্রাহ্মণাদির ভাগ্যাত্ত্ব, জাতিত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন ১০ অধ্যায়ের
৬ শ্লোকে অতিশয় গর্হিতার্থে “বিগর্হিতান্” বাক্য প্রযুক্ত হওয়া একান্তই
অসম্ভব, যেহেতু মাতৃদোষ যাহা, তাছাত্ত্ব বিবাহসংস্কার হইতেই চলিয়া গিয়াছে।
(২৮) বিবাহসংস্কারের যদি কোন মহত্ব না থাকে, তবে একের কত্যা তদ্বারা
অপরের ভাগ্য হয় কি প্রকারে? যাহা হউক, এই সকল কারণে আমরা
৬ শ্লোকের “বিগর্হিতান্” বাক্যের “বি” উপসর্গের বিশেষার্থ না করিয়া বিবর্জিত
অর্থ গ্রহণ করিলাম। যেমন অমূল্যম শব্দের অর্থ উত্তম নহে, কিন্তু অনেক

*(২৬) “বিগ্ৰস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতেকর্ষয়োঃ।

বৈশ্বস্ত বর্ণে চৈকস্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০।” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরম্বাস্তরম্বাজাতা অপসদা বেদিতব্যঃ। সমান-
জাতীয়া পুত্রাপেক্ষা ভিত্তিতে। ১০। মেঃ।

টীকা—ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্ত্রীষু বর্ণত্রয়াণাং এতে যত্ পুত্রাঃ সর্বণাপুত্রকর্ষ্যাপেক্ষয়া
অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ। ১০। কুঃ।

ভাষ্য আর টীকাকারের সমানজাতীয়া এবং সর্বণ পুত্রের অর্থ যে সমশ্রেণীতে উৎপন্না
পত্নীর পুত্র তাহা বলা বাহুল্য। অপসদের অর্থ কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, ভিন্ন জাতি নহে। মনু
১০ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে যখন অনুলোমজদিগকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, তখন তাহারই
১০ শ্লোকের অপসদের অর্থ ভিন্নজাতি হইতে পারে না।

(২৭) উক্ত ৬ শ্লোকের “সদৃশানপি তানাঃ” বাক্য দ্বারাষ্ট এ কথা প্রকাশ পায়।

(২৮) “আসীতামরণাং ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।

যো ধর্ম এক পত্নীনাং কাজ্জন্তী তমহুত্তমম্ ॥ ১৫৮।” ৫অ, মনুসং।

স্থলে অতিশয় উক্তমার্গে উহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (২৯)। বচনে “অপি” শব্দ থাকাতোও অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানগণের পিতৃজাতির ইতিহাস নিশ্চয় পরিব্যক্ত হয় (৩০)। আর একটা কথা এই যে, বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহাদের মাতৃগণকে মনু পতির জাতিস্থ প্রদান করিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় তিনি পিতৃজাতিচ্যুত করিবেন কেন? বিবাহসংস্কার কর্তৃক যাহাদের মাতা ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহারা পিতৃজাতিও নহে, মাতৃজাতিও নহে, এই কথা মনুর বলিয়া-যাহারা প্রচার করেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে, তবে কি মনু সময়ে সময়ে প্রলাপও বলিতেন?

আলোচিত ৫/৬ শ্লোকের বিধি কি প্রকার বিধি তাহাই ভগবান্ মনু তৎ-পরবর্তী ৭ শ্লোকে বলিতেছেন। যথা,—

“অনন্তরাস্ত্র জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ ।

যোকাস্তরাস্ত্র জাতানাং ধর্ম্যাং বিদ্যাদিমং বিধিম্ ॥ ৭ ॥

১০অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণাদির অনন্তরজাতীয়া (অবাবহিত পরবর্ণে উৎপন্ন) ও একান্তব-
হাস্তর জাতীয়া (এক বর্ণ ও দুই বর্ণ বাবধান বর্ণে উৎপন্ন) ভাঙ্গাতে জাত

(২৯) আমাদের এই সিদ্ধান্তে যাহাদের মনুসৃষ্টি না হইবে তাহাদিগকে আমরা এই কথা বলিব যে, উক্ত বচনের “বিবর্জিতান্” পদই কালে “বিগর্হিতান্” হইয়াছে। মনুবচনের “বরাঃ” পদকে যে আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ “অবরা” করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের ৭ অধ্যায়ে প্রদ-
র্শিত হইয়াছে।

(৩০) ৬ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত। যথা —

ত্রীমন্তরেতি । ব্রাহ্মণকত্রিয়বৈশ্যানাং অনন্তরজাতান্ অর্থাৎ অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যস্তরজাতান্
যথাশাস্ত্রঃ পরিণীতান্ ভার্য্যান্ ব্রাহ্মণাদিভিঃ স্বামিভিরুৎপাদিতান্ যথা ব্রাহ্মণেন স্বামিনা
কত্রিয়কন্তায়াং বৈশ্যকন্তায়াং শূদ্রকন্তায়াং কত্রিয়েণ স্বামিনা বৈশ্যকন্তায়াং শূদ্রকন্তায়াং বৈশ্যেন
স্বামিনা শূদ্রকন্তায়াং যথাশাস্ত্রঃ পরিণীতানাং ভার্য্যায়াং জাতান্ পুত্রান্ মাতৃদোষাৎ বিগর্হিতান্
বিগতগর্হিতান্ বিমুক্তান্ বিবর্জিতান্ ব্রাহ্মণাদীনাং পিতৃণাং সদৃশান্ জাতীয়ান্
পূর্বপূর্বমুজাদয় আহঃ । অপিশব্দাৎ স্থনিশ্চয়েন আহরিতি । যত এষাং মাতৃগাম্ শাস্ত্র-
বিধিনা বিবাহসংস্কারেণ তৃতীয়াধ্যায়োহপি মনুনা পত্ন্যঃ স্বজাতিত্বমুক্তম্ । ততো মেধাতিথি-
[কুল্কয়োরেতৎবচনব্যাখ্যা নোচিতি ন চ পুনঃ সংগচ্ছতে ।

পুত্রগণের এই পিতৃজাতিবিষয়ক বিধিকে যথাক্রমে সনাতন ও ধর্ম্যবিধি বলিয়া জানিবে ।

ভাষ্য আর টীকাকার উপরি উদ্ধৃত ৬ শ্লোকের “জীবনস্তর জাতাসু” পদের কেবল অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে অর্থ করিয়া উদ্ধৃত ৭ শ্লোকের

“অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ ।”

এই প্রথম চরণের বিধিরেষঃ অর্থাৎ এই বিধিকে আলোচিত ৬ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণাদির অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণের সম্পর্কীয় সনাতন বিধি বলিয়া, উক্ত ৭ শ্লোকের শেষ চরণের এই ধর্ম্যবিধি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির একান্তর দ্ব্যন্তরবর্ণে জাত পত্নীগণের গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের এই জাতিনির্ণয়ক ধর্ম্যবিধি পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে বলিয়াছেন (৩১)। দেখা যায় যে, পরবর্তী কোন শ্লোকই ব্রাহ্মণাদির একান্তরা দ্ব্যন্তরা (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকতা) পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণের জাতিনির্ণয়ক বিধিবিষয়ক নহে । পরবর্তী ৮৯ প্রভৃতি শ্লোকে কেবলমাত্র কতকগুলিন অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের নাম ও তাহাদের পিতামাতার পরিচয়মাত্র উক্ত আছে । এমতাবস্থায় বলিতে হইল, ভাষ্য টীকাকার যে ৭ শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে অসরলতাপূর্ণ । যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে, পরবর্তী আর কোন শ্লোকই ব্রাহ্মণাদির একান্তরা, দ্ব্যন্তরা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়ক নহে, তখন বুঝিতে হইবে, পূর্ববর্তী ৫৬ শ্লোকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের অনন্তরা, একান্তরা, দ্ব্যন্তরা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতি নির্ণীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে ৬ শ্লোকোক্ত অনন্তরা পত্নীর গর্ভজ সন্তানগণের পিতৃজাতিভেদের বিধি সনাতন আর একান্তর দ্ব্যন্তরা পত্নীতে জাত সন্তানগণের পিতৃজাতিভেদের বিধি ধর্ম্য, এই দুই মনু ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন (৩২) । ভগবান্ মনু পূর্ববর্তী ৬ শ্লোকেই ব্রাহ্ম-

(৩১) ভাষ্য—“আদ্যেনাঙ্কশ্লোকেনোক্তমর্থম্ভবদতি । দ্বিতীয়েন বক্ষ্যমাণসংক্ষেপঃ ।” ইত্যাদি । ৭ । মেঃ ।

টীকা—“অনন্তরাধিতি । এষ পারম্পর্যাপত্তয়া নিত্যবিধিরনন্তরজাতিভার্থ্যোৎপন্নানামুক্তঃ ।

একেন দ্ব্যভ্যাংক বর্ণাভ্যাং ব্যবহিতাসুৎপন্নানাং যথা ব্রাহ্মণেন বৈশ্যারঃ ক্ষত্রিয়েণ শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়ামিনং বক্ষ্যমাণং ধর্মাদনপেতং-বিধিঃ জানীয়াৎ । ৭ । কুঃ ।

(৩২) ৭ শ্লোকের টীকা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল । যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামনন্তরাব্যবহিতবর্ণোৎপন্নাস্থলোমাসু ভাষ্যাসু ব্রাহ্মণাদিভিঃ পতি-

বাদির অনন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা পদ্বীমাত্রকে উপলক্ষ করিয়াই “দ্বীষনন্তর-জাত্যাহু” পদের অনন্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্তী ১৪৪১ শ্লোক ও তাহার মেধাতিথি এবং কুল্লুকভট্ট কৃত ভাষ্য টীকা দ্বারা আমাদের এই কথা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে (৩৩)। অতএব,

“সর্ববর্ণেষু তুল্যাহু পদ্বীষক্ষতয়োনিষু।

আহুলোমোন সন্তুতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥ ৫ ॥

ভিঃ সমুৎপন্নানাং পুত্রাণাং যথা, ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়কন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যকন্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রকন্যায়াং পদ্ভ্যাং জাতানাং এষ পূর্বলোকোক্তঃ পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধিঃ সনাতনঃ স্বাভাবিকো নিত্যো বিধিঃ। এবং তেষাং ব্রাহ্মণাদীনামেকান্তরদ্ব্যন্তরাহু যথা, ব্রাহ্মণেন স্বামিনা বৈশ্যকন্যায়াং শূদ্রকন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ স্বামিনা শূদ্রকন্যায়াং ভাৰ্য্যায়ামুৎপন্নানাং পুত্রাণা-
মিমাং পূর্বলোকোক্তং বিধিং ধৰ্ম্মাং ধৰ্ম্মযুক্তং কন্যায়াং ধৰ্ম্মলব্ধং বা বিজানীয়াৎ। পরেহপি লোকে একান্তরদ্ব্যন্তরাহু ভাৰ্য্যাহু জাতানাং পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধিনোক্তঃ। অতো নৈষ মনো-
রতিপ্রারবিপরীতঃ। যতোহনন্তরবর্জিততুর্দশলোকে “অনন্তরগ্রহণমনন্তরেকান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদশ-
নার্থম্” ইতি মেধাতিথিঃ কুল্লুকোহপি স্বীকৃতবান্। পুত্রস্ত পিতৃজাতিত্বপ্রাপ্তিঃ স্বাভাবিকো
ধৰ্ম্মানুমোদিতশ্চ, “সম্বাদীজপ্রভাবেন তিৰ্য্যগ্জা ঋষয়োহভবন্।” এতেন বীজক্ষেত্রমোর্ধ্বাধ্যো
বীজস্ত প্রাধান্যঃ সম্বাদিভিন্নপদীষ্টং ভবতি।

(৩৩) নিম্নস্থত বচনে অনন্তর শব্দ, অনন্তর একান্তর ও দ্ব্যন্তরার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যথা,—

“পুত্রা যেনন্তরদ্বীজাঃ ক্রমোক্তা দ্বিজয়নাম্।

তাননন্তরনামস্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥ ১৪।” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—“যথা ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যায়াক্ এবং ক্ষত্রিয়াহুভয়োস্তাননন্তরনামঃ প্রচক্ষতে।

অনন্তরাহুলোমাঃ।” ইঃ। ১৪। মেঃ।

টীকা—“..... অনন্তরগ্রহণমনন্তরবর্জিতকান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদশনার্থম্। যে দ্বিজানামনন্তরেকান্তর-

দ্ব্যন্তরজাতিদ্বীষু আহুলোমোন উৎপন্নঃ পূর্বযুক্তঃ পুত্রাস্তান্।” ইঃ। ১৪। কুঃ।

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক ও তাহার টীকা ভাষ্য দেখ। এই মাতৃদোষের অর্থ যে, পিতা হইতে মাতার নিম্নশ্রেণীতে উৎপত্তিমাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ অহুলোমজ পুত্রগণের মাড়া তাহাদের পিতা হইতে সম্মানে (অপেক্ষাকৃত) নিকৃষ্ট শ্রেণীতে উৎপন্ন। এই হেতু তাহাদের অনন্তরজ নাম হইয়াছে, এই কথা মনু বলিয়াছেন। ভাষ্য টীকাকারেরা প্রকৃতার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এখানে অনর্থক ইহাদিগের মাতাপিতার অতিরিক্ত বর্ণ-
সংকর প্রচার করিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা এই পুস্তকের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইল।

“অনন্তরজ। (পুং) অনন্তরস্তানন্তরবর্ণায়াঃ ত্রিয়া জায়তে জন—৬ ক্রমোচ্চা ব্রীজাত পুত্র। ইত্যাদি। অনন্তরজ শব্দের অর্থ। বিখ্যাত অভিধান।

দ্বীষনস্তরজাতান্ দ্বিগৈরুৎপাদিতান্ স্মৃতান্ ।

সদৃশানপি তানাহুর্মাভূদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥”

এই দুইটা শ্লোকেই ভগবান্ মহু সমুদায় অমুলোমজ পুত্রগণের জাতিনির্ণয় করত তাহা কি প্রকার বিধি তাহা ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন বলিয়া উপলব্ধি হয় । অমুলোমজ পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতি এবং তাহা সনাতন ও ধর্ম্মাবিধি, মহু স্বীয় সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭ শ্লোকে বলিয়া, তৎপরে তাহাদিগের পিতামাতার পরিচয় ও তাহাদের মধ্যে কাহার কি নাম তাহাই বিস্তারপূর্বক বর্ণন-বার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন :—

“ব্রাহ্মণবৈশ্বকশ্রায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকশ্রায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ১০অ, মহুসং ।

ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বৈশ্বকশ্রাপত্নীতে অম্বষ্ঠের ও শূদ্রকশ্রাপত্নীতে নিষাদের জন্ম হইয়া থাকে, নিষাদকে পারশবও বলা যায় ।

দেখা যায় যে, মহুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক হইতে ৬৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতিতে ও অসবর্ণে উৎপন্ন। বিবাহিতা পত্নীতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক জাত পুত্রগণের বিষয়ই বর্ণিত হইয়া আসিতেছে এবং ৮ শ্লোক ও তৎপরবর্তী কতিপয় শ্লোকে অমুলোমবিবাহোৎপন্নগণের মধ্যে কাহার পিতামাতার উৎপত্তি কোন্ শ্রেণীতে তাহা এবং তাহাদের (উক্ত পুত্র-গণের) কাহার কি নাম তাহাই বলা হইয়াছে । এরূপ স্থলে ৮শ্লোকোক্ত অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ আর মাতা বৈশ্বকশ্রা যে পতিপত্নী তাহা প্রমাণ করিতে টীকাকার মহুসংহিতা পরিভ্যাগ করিয়া যে কেবল যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অন্তর্গত গ্রহণ করিয়া ছিলেন (৩৪) এবং তিনি আর ভাষ্যকার, মহুসংহিতার ৩ অধ্যায় ৯ অধ্যায় ও ১০ অধ্যায়ের কোন একটি বচনও উক্ত বিষয়ের প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? (৩৫) ।

(৩৪) “বিন্নাস্থেব বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুটীকৃতত্বাৎ ” ইঃ । ৮ । কুঃ ।

(৩৫) আলোচিত ৮ শ্লোকের অর্থ এই,—

ব্রাহ্মণাং স্বামিনো বৈশ্বকশ্রায়াং ভাষ্যায়ামম্বষ্ঠাথো পুত্রো জায়তে । এতেন মনোঃ পূর্বকালাদারভ্য বহুকালপর্য্যন্তমম্বষ্ঠো জায়তে ইতি নির্ণয়ঃ ভবতি । নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমান-কালার্থে জন্—লট্—তে+জায়তে । এবং ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্রকশ্রায়াং পত্ন্যাং নিষাদোনাম পুত্র

মহুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনুলোমক্রমে ছয় পত্নী উক্ত হইয়াছে (৩৬) । কিন্তু তন্মধ্যে ১০ অধ্যায়ের ৮:৯ শ্লোকে মহু তিন পত্নীর সন্তান অর্থাৎ অষ্টম, নিবাদ ও উগ্রের নাম এবং তাঁহাদের পিতৃমাতৃগণ বংশের পরিচয় মাত্র (৩৭) বলিয়াছেন । অবশিষ্ট তিন পত্নীর (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্তা, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্তা, বৈশ্যের শূদ্রকন্তা ভাণ্ড্যার) গর্ভজ সন্তানের অর্থাৎ মূর্দ্ধাবিস্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম, তাঁহাদিগের পিতৃমাতৃবৃত্তান্ত কিছুই বলেন নাই । টীকাকার কুল্লুকভট্ট যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে মূর্দ্ধাবিস্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম এবং তাহাদের ধর্মাদি (বৃত্তাদি) বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩৮) কিন্তু তাহা যে মহুর উক্ত ৬ শ্লোকের কথা নয়, তাহা উপরে আমরা উক্ত

উৎপদ্যতে । যতোহস্ত পূর্বপূর্ববচনেষু বিবাহিতপতিপত্নীসম্বন্ধিনঃ পুত্রা উক্তান্তৃতীয়েহপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যনামানুলোম্যেন ক্ষত্রিয়কন্তা বৈশ্যকন্তা শূদ্রকন্তা ভাণ্ড্যোপদিগন্তে ; ততো-
হষষ্ঠাদারভ্যাভাধ্যায়োক্তাঃ সর্বৈহমুলোমজাঃ পুত্রা পতিপত্নীসন্তৃত্য বেদিতব্যাসাঃ । যন্তপোষ
ব্যাধা ন ক্রিয়েত অন্ত পূর্ববচনে ‘ধর্ম্যং বিভ্রাদিমং বিধিম্’ ইতি বহুতম্ তদনর্থকং স্যাৎ ।

(৩৬) “শূদ্রেব ভাণ্ড্যশূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বাচৈব রাজঃ স্যন্ত্যশ্চ স্বা চাশ্রমজ্ঞানঃ ॥ ১৩ ॥” ৩অ, মহুসং ।

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতশ্রে ভাণ্ড্য ভবন্তি । ১ । তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত । ২ । দ্বৈ
বৈশ্যস্ত । ৩ । একা শূদ্রস্ত । ৪ ।” ২৪অ, বিষ্ণুসং ।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ব্যাস, শঙ্খ, উশনাঃ হারীত গোতম প্রভৃতি
সংহিতা, অগ্নিপুরাণ ১৫৪অ, গরুড়পুরাণ ৯৫ অ, দেখ ।

(৩৭) ব্রাহ্মণাশ্রমিককন্তায়ামস্বঠো নাম জায়তে ।

নিবাদঃ শূদ্রকন্তায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥

ক্ষত্রিয়াচ্ছূদ্রকন্তায়াং ক্রুরচারবিহারবান্ ।

ক্ষত্রশূদ্রেবপুঞ্জঙ্করগ্রো নাম প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ ১০অ, মহুসং ।

(৩৮) “স্ত্রীবিতি । আনুলোম্যেনাব্যবহিত বর্ণজাতীয়ান্ ভাণ্ড্যান্ দ্বিজাতিভির্ভ উৎপা-
দিতাঃ পুত্রাঃ । যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং তান্ মাতৃ-
হীনজাতীয়দ্বাদোষণে গর্হিতান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ মহাদয় অতঃ । পিতৃসদৃশগ্রহণাৎ
মাতৃজাতেরূপকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতে নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ । এতেবাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাবিস্ত-
মাহিষ্যকরণাখ্যানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি । বৃত্তয়শ্চৈবামুনসোক্তাঃ । হস্তাশ্রয়শিক্ষা অস্ত্র-
ধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবিস্তানাং নৃত্যগীতনকটজীবনং শস্ত্ররক্ষাচ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতিশুশ্রূষা ধন-
ধাত্তাধ্যাক্তা দুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোৎকরণানামিতি । ৬ । কৃঃ । ১০অ, মহুসং ।

শ্লোকসম্বন্ধে যাঁহা যাঁহা কহিয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়। অনুরূপে ব্রাহ্মণাদির ছয় পত্নী হয় ইহা যখন ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, (৩৯) ; নবমাধ্যায়ের তাহাদের গর্ভজ ছয় পুত্রের দায়ভাগ ও অশৌচ বিধিও কহিয়াছেন এবং ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭ শ্লোকে তাহাদের পিতৃজাতিত্বের বিধি ও ইতিহাস রহিয়াছে, তখন মনুর সময়ে উক্ত তিন পুত্র ছিল না বা তাহাদের নাম বৃত্তাদি বলিতে মনু (অশ্বঠ, নিষাদ, উগ্রের ছায় বলিতে) ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অতএব নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকের পরে ও ৮ শ্লোকের পূর্বে এবং পরে এমন কতকগুলি শ্লোক ছিল, যাঁহাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাংসি ও করণের নাম বৃত্তাদিও উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অনুলোমপুত্রগণের পিতৃজাতিত্ব ও পৈতৃক বৃত্তাদির বিধি এবং ইতিহাস আরও পরিষ্কাররূপে থাকায় ঐ শ্লোকগুলি মনুসংহিতা হইতে পরি-
তাক্ত হইয়াছে (৪০)। সত্য কিহুতেই গোপন থাকিবার নহে, অতএব সর্ব্বা-

(৩৯) ৩৬টীকা দেখ।

(৪০) মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারেরা উক্ত সংহিতার ৫৬৭ প্রভৃতি শ্লোকের প্রকৃতার্থ গোপন করত যেরূপ অজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিয়া অনুলোমজ সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বঠ মাংসি উগ্রকরণাদিকে পিতৃজাতিচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে উপরি উক্ত কথা আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাজ্ঞবল্ক্য গৌতম প্রভৃতি মনুর পরবর্ত্তিগণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতির নাম ও বৃত্তি বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলেন নাই ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারদিগের এবং বৃহদ্ধর্ষপুত্রাণকার প্রভৃতির লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উপলব্ধি হয় যে, এই কলিযুগের অর্থাৎ অদ্য হইতে সহস্র বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকস্থা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণগণ অথবা পাণ্ডিত্যবলে আপনাদিগের প্রাধান্ত সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণ্যাদি দ্বিজ-
গণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণাদির জাতি ধর্ম্ম বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। এ অবস্থায় মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের কলেবরও যে অক্ষুণ্ণ নাই, উল্লিখিত ঋত্বিকগণেরা হেতু যে সকল শাস্ত্রেরই কোন কোন স্থল পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাঁহা বুদ্ধিমানেরা কিহুতেই অস্বীকার করিবেন না। জমদগ্নি ও ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমানযুগেও ইঁহাদের সন্তানগণ ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ যাজ-
নাদি ষট্‌কর্ম্মই তাঁহাদের ধর্ম্ম। এ অবস্থায় উশনঃসংহিতায় যে কেবল হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষাই মূর্দ্ধাভিষিক্তের ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পায় যে অনুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বঠা-
দির যজ্ঞ যাজনাদি বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোকগুলি মনুসংহিতা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বেদেরই পরবর্তী মনুসংহিতা দ্বারা এখনও সপ্রমাণ হইতেছে যে, অষ্টম ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণজাতি ।

অনুলোমবিবাহোৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত অষ্টম মাহিষ্য ও করণাদি যে তাহাদিগের পিতৃজাতি, উপরে মনুসংহিতার প্রমাণ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল ; সম্প্রতি অতীত স্মৃতি আর পুরাণ শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা অষ্টম যে ব্রাহ্মণজাতি, বর্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে মূর্দ্ধাবসিক্ত আর অষ্টম ব্রাহ্মণের বংশরূপ ব্রাহ্মণগণ আছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । মূর্দ্ধাবসিক্ত, অষ্টম প্রভৃতিকে মাতৃজাতি করিবার অভিপ্রায়ে মনুভাষ্যকার বিষ্ণুসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । যথা,—

“অনুলোমাস্ত্র মাতৃবর্ণাঃ ।”

অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্র তাহাদের মাতৃজাতি ।

অষ্টমমাতা ব্রাহ্মণজাতি প্রকরণে যখন সাবাস্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ ব্রাহ্মণজাতি, (তাহাদের পতির জাতি) তখন উক্ত মাতৃজাতির অর্থও পিতৃজাতিই হইতেছে । অষ্টমমাতা ব্রাহ্মণজাতি, কিন্তু তৎ-গর্ভজ সন্তান তন্মাতার পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য, এই কথা কি প্রকারে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ? মহর্ষি বিষ্ণু এই অর্থে অবশ্যই অনুলোমজ পুত্রদিগকে মাতৃবর্ণ বলেন না, যদি বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন আর্য্যসমাজে গ্রহণীয় হয় না বুলিতে হইবে (৪১) । মহর্ষি বিষ্ণু অনুলোম (অসবর্ণ) বিবাহের বিধি দিয়াছেন এবং তিনি মনুসংহিতাও জানিতেন ।

“ব্রাহ্মণস্তানুপূর্বেণ চতস্রস্ত যদি স্থিরঃ ।

তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥

ব্রাহ্মণ দায়াক্ষরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশো ক্ষত্রিয়ামৃতঃ ।

বৈজ্ঞাঃ সাক্ষ্যমেবাংশমংশং শূদ্রামৃতো হরৈঃ ॥ ১৫০ ॥ ৯অ, মনুসং ।

মহাভারতীয় অনুশাসনপর্বের ৪৭অ, ও অতীত স্মৃতি পুরাণ দেখ ।

(৪১) “বেদার্থোপনিষক্ ভাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মহর্ষিবিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং ।

ঐদ্যাহত ও বিদ্যাসাগরদ্বারা বিধবাবিবাহ পুস্তকদ্বারা ।

প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি মনুরই অনুবাদ করিয়াছেন (৪২)। মনুর প্রতিবাদ করিবার তাঁহার কোন কারণ দেখা যায় না। মনু যাহাদিগকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু তাহাদিগকে মাতৃজাতি বলিবেন কেন? যদি বল,

“সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সর্বণা ভবন্তি । ১ ।

অমুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ । ২ ।” ১৬অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

সমানবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ সর্বণ ও অমুলোমা (অসবর্ণে) উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে ।

এই কথা যখন বিষ্ণু বলিয়াছেন, তখন মাতৃবর্ণের অর্থ আর কি ঠীকারে পিতৃবর্ণ হইবে? বিষ্ণুর এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহসা মনে উদয় হয় যে, তিনি পিতৃজাতি অর্থে মাতৃজাতি বলেন নাই। তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি অর্থেই বলিয়াছেন। কিন্তু অমুলোমবিবাহিতা ভাষ্যাগণ যে, বিবাহ-সংস্কার দ্বারা তাহাদিগের পতির জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতায় স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও বিষ্ণু তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই, সুতরাং বুঝিতে হইবে, মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের সঙ্গে তিনি উক্ত বিধি ও রীতি বিষয়ে একবাক্য ছিলেন। উক্ত বিধিতে সম্মত থাকিলেই তিনি অমুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি (বৈশ্ব-শ্রেণী) অর্থে মাতৃজাতি বলিতে পারেন না। বিশেষ মাতৃবর্ণের অর্থ মাতার

(৪২) বিষ্ণুসংহিতা ২৪অ, দেগ। পূর্বে অনেক স্থলেই এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। অমুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগের সম্বন্ধে মনুর ভাষা ও ঠীকারদিগের ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষ্ণুসংহিতার “পিতৃবর্ণাঃ” “মাতৃবর্ণাঃ” হওয়াও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, বিষ্ণু যদি বৈশ্ববর্ণার্থেই “মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন আখ্যাসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই বুঝিতে হইবে।

“সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ ক্ষতযোনিষু ।

অমুলোমেন সন্তুতা জাত্যাঞ্জেয়াস্তএব তে ॥ ৫ ॥ ১০অ মনুসং।

এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী ৬।৭ শ্লোকের দ্বারা মনু অমুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু যদি মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষ্ণুর বিধি মনু-বিরুদ্ধ হইতেছে। এ যুগাপেক্ষায় প্রাচীন কালে যে মনুর সমধিক মান্ত ছিল, তাহা ৪১টীকা-ধৃত ব্রহ্মস্মৃতিবচনেই বুঝিতে পারা যায়। বিষ্ণুর উক্ত বিধি প্রাচীন আখ্যাসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য।

পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্বজাতি হইতে পারে না, কারণ উক্ত পুত্রগণের মাতৃগণ বিবাহের দ্বারা বৈশ্বশ্রেণী হইতে গিচ্ছাতা হইয়া তাঁহাদের স্বামীর জাতি হইতেন ।
একপ স্থলে সমানবর্ণোৎপন্ন (তুল্যশ্রেণীতে জাত) পত্নীর গর্ভজ পুত্রদিগকে সর্বণ বলিয়া অমুলোমা পত্নীতে জাত পুত্রগণকে মাতৃজাতি বলিলেও যে, পিতৃ-জাতিই বলা হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । নিম্নলিখিত হেতুতেও আমাদিগের উপরি উক্ত অর্থই সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে ।

প্রাচীনকালের দ্বিজগণ যে শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, তৎসম্পর্কীয় শাস্ত্রীয় বিধি ও ইতিহাসের প্রাতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কোন কালেই (মনুর সময় হইতে মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত) অমুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের দ্বিজকন্যা বিবাহের দ্বারা শূদ্রকন্যা বিবাহ অনিন্দিত ছিল না । মনু শূদ্রাবিবাহের যেমন বিধি দিয়াছেন, তেমন নিন্দাও করিয়াছেন (৪৩) । অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও অনেকেই শূদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, অনেকে বিধিই দেন নাই (৪৪) । মনুসংহিতার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল তৎকালেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাবিবাহে

(৪৩) শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্তাস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রোরাপতৃপি হি তিষ্ঠতোঃ ।

কস্মিন্শ্চিদপি বৃন্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্বতে ॥ ১৪ ॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাহুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ ।

কুলান্তেব নয়ন্ত্যাণ্ড সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥ ১৫ ॥

শূদ্রাবেদী পতত্যাক্রোতথ্যতনয়স্ত চ ।

শৌনকস্ত স্মৃতোৎপত্যা তদপত্যভয়া ভূপোঃ ॥ ১৬ ॥ ৩অ, মনুসং ।

দ্বিজস্ত ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ ।

রতার্থমেব সা ভস্ত রাগাক্ষস্য প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥ ৬৭ শ্লোক দেখ ।

২৬অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

(৪৪) মনুসং, বিষ্ণুসং, ব্যাসসংহিতায় শূদ্রাবিবাহের বিধি আছে । শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতায়
নাই ।

মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত (৪৫) । পরবর্তী শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি জন্মে যে, মহাভারতের কাল অর্থাৎ কলিযুগের প্রথম পর্বাঙ্ক (৪৬) ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যাবিবাহে কচিং মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, কচিং হইত না (৪৭) । এমতাবস্থায় শূদ্রা স্ত্রী বিবাহসংস্কার হইতে মম্বুর সমকালে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি গোত্র সকলে প্রাপ্ত হইলেও তৎপরে সর্বত্র সকলে প্রাপ্ত হইতেন না । দ্বিজকন্যাগণ বিবাহকালে মন্ত্রযোগাদি সংস্কার কর্তৃক সকল সময়ে সকলেই পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন । সুতরাং বিষ্ণু উক্ত উভয় অর্থেই “অমুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে । দেখ, সমস্তক বিবাহ দ্বারা যে সকল অমুলোমা স্ত্রী পতির জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতি হওয়াতে তাঁহাদিগের সন্তানগণকে পিতৃজাতি না বলিয়া মাতৃজাতি বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পিতৃজাতি এবং যে সকল শূদ্রকন্যার অমুলোমবিবাহে মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃজাতিই (শূদ্রাই) থাকিতেন, পতির জাতি গোত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন না ; তাঁহাদিগের সন্তানগণকেও মাতৃজাতিই বলা হইল । তৎকালের সমাজের এই উভয়বিধ বিধি ও রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াই যে মহর্ষি বিষ্ণু উপরি উক্ত উভয়ার্থে “অমুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অসত্য বলিয়া বোধ হয় না । ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত বচন ও মহাভারতীয় অমূল্যশাসন পর্বের প্রমাণ দ্বারা আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে (৪৮) ।

(৪৫) পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সর্বর্ণানুপদিষ্টতে ।

অসবর্ণাশ্রয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরূপাহকর্মণি ॥ ৪৩ ॥

পরঃ কত্রিয়রা গ্রাহঃ প্রতোদো বৈশ্বকন্মরা ।

বসনসা দশা গ্রাহা শূদ্রয়োংকুষ্টবেদসে ॥ ৪৪ ॥ ওঅ, মম্বুসং ।

অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায় দেখ ।

(৪৬) অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ের ৩৭ টীকা দেখ ।

(৪৭) ঐ অধ্যায় ঐ টীকা দেখ ।

(৪৮) ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদিব্রাহ্মণো ভবেৎ । ইত্যাদি ।

ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণজাতিং ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ম্ ।

কত্রিয়ানাং তথৈব স্যাবৈশ্বানরামপি চৈব হি ॥ ইত্যাদি ।

৪৭ অ, অমূল্যশাসনপর্ব, মহাভারত ।

“বিপ্রবৎ বিপ্রবিদ্যাসু ক্ষত্রবিদ্যাসু ক্ষত্রবৎ ।

জাতকর্ণাদি কুর্সীত বৈশ্যবিদ্যাসু বৈশ্যবৎ ॥ ৭ ॥

বৈশ্যক্ষত্রিয়বিপ্রভ্যঃ শূদ্রবিদ্যাসু শূদ্রবৎ ।

অধমাত্মমাত্ত জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥”

১অ, ব্যাসসংহিতা ।

ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যকন্তা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাত-
কর্ণাদি সংস্কার ব্রাহ্মণবৎ, ক্ষত্রিয়কর্তৃক স্বীয় বিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্তাতে
জাত পুত্রগণের জাতকর্ণাদি ক্ষত্রিয়বৎ, বৈশ্যকর্তৃক স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্যকন্তাতে
জাত পুত্রদিগের জাতকর্ণাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করিবে। আর বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও
ব্রাহ্মণ হইতে স্বীয় অমন্ত (৪২) বিবাহিতা শূদ্রকন্তাতে ও শূদ্রকর্তৃক বিবাহিতা
শূদ্রাতে জাত সন্তানের জাতকর্ণাদি শূদ্রবৎ করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে
উত্তম জাতীয় কন্তাতে জাত পুত্র শূদ্র হইতেও অধম বলিয়া পরিগণিত হয়।

উচ্চায়াং হি সর্বর্ণায়মন্যাং বা কামমুহুৎ ॥

তস্তামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সর্বর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০ ॥

এখানে দেখা যায় যে, মহাভারতকার ব্রাহ্মণের শূদ্র। পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে ব্রাহ্মণ
বলিতেছেন না। কেন বলিতেছেন না? ইহার উত্তর অবশ্যই বলিতে হইবে তাঁহার সম-
কালে শূদ্রাবিবাহে সর্বত্র মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না। দ্বিজকন্তাদিগের বিবাহে সর্বত্রই মন্ত্রপ্রযুক্ত
হইত ও তাঁহার সকলেই স্বামীর জাতি হইতেন তাহা বচনের “অসংশয়ম্” বাক্য দ্বারা ইঙ্গিত
প্রদীর্ণমান হয়। সুতরাং তাঁহাদের সন্তানগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যকন্তাপত্নীর
সন্তানেন্দ্রাও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইতেন উহা দ্বারা পরিষ্কৃত হইতেছে। মহাভারতের সমকালে
অষ্টগণ যে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত ছিলেন তাহা উদ্ধৃত মহাভারতীয় বচনের
“অসংশয়ম্” বাক্য দ্বারা নিঃসংশয় প্রমাণীকৃত হইতেছে।

(৪২) “চতস্রো বিহিতা ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥”

অমুশাসনপর্ক মহাভারত ।

মহাভারতীয় ব্যাসবচনে “রতিমিচ্ছতঃ” থাকায় অমন্ত বলা হইল। ব্যাস মহাভারতীয়
বচনে তিন বর্ণোৎপত্তা পত্নীতে ব্রাহ্মণ হয় বলিয়াছেন। বিপ্রবিদ্যার অর্থ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্তাপত্নী করা গেল।

উদ্বাহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ৌ বিশাম্ ।

স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাদমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ॥ ১১ ॥ (৫০)

২অ, ব্যাসসংহিতা ।

সর্বণে উৎপন্ন পত্নী বর্তমানে উচ্চা করিলে অর্থাৎ সম্মানাদি কামনাহেতু অসর্বণে উৎপন্ন কন্যাকে বিবাহ করিবে। তাহাতে উৎপন্ন পুত্র কিছুতেই সর্বণোৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্র হইতে নীল হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ও-বৈশ্য-কন্তাকে ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যকন্তাকে এবং ইহার কচিং শূদ্রকন্তাকেও বিবাহ করিবেন কিন্তু নীলবর্ণীয় পুরুষ কখনই উচ্চবর্ণীয়া কন্তাকে বিবাহ করিবেন না।

বিষ্ণুসংহিতাতেও দ্বিজগণের সম্বন্ধে শূদ্রকন্তা ধর্মপত্নী হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৫১)। মহর্ষি বিষ্ণু যেমন মম্বব পরবর্তী তেমন সংহিতা-ও-মহাভারতকর্তা ব্যাসকেও বিষ্ণুর পরবর্তী বলিতে হইবে (৫২)। এমতাবস্থায়

(৫০) মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের ২১:৩২৪:২৫ শ্লোকে দেখা যায় যে, অক্ষয়লা শারঙ্গী প্রভৃতি শূদ্রকন্তাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহিতা হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জাতি হইয়া ছিলেন। মহাভারত-ও-হরিবংশ-পাঠেও জানা যায়, স্নেহজাতীয় কন্যা শুক্ল গর্ভে শুক্ল দেবের জন্ম হয়। ধীরকন্তা সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধার) গর্ভে কৃষ্ণবৈপায়ন বাসেদেও জন্ম। ইহার সকলেই ব্রাহ্মণ। তৎপরে শান্তস্রবর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হয়, তাহাতে বিচিত্র-বীথ ও চিত্রাঙ্গদ এ দুই ক্ষত্রিয়ই উৎপন্ন হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, শূদ্রকন্তারনে অর্থাৎ রূপভগাদিযুক্তা শূদ্রাবিবাহেও মহাভারতের কালে মনুপ্রযুক্ত হইত ও শূদ্রকন্তাগণও তাহাদের ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহাদের গর্ভজাত সম্মানপণ যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতেন তাহা বলা বাস্তব।

(৫১) দ্বিজস্ত শূদ্রা ভাব্যা তু ধর্মার্থে ন ভবেৎ কচিং ।

রতার্থমব সা তস্ত রাগাঙ্গস্ত প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥ ২৬অ, বিষ্ণুসং।

ধর্মার্থে না হইলেই তাহাতে মনুপ্রযুক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু মনুপ্রযুক্তা বিবাহিতাকে ধর্মার্থ না বলিয়া কেবল রতার্থ বলা যাইতে পারে না। অতএব বিষ্ণুর মতে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্তা অমম্বা পত্নী বলিয়া স্বামীর জাতি হইতেন না শূদ্রজাতিই থাকিতেন। শূদ্রকন্তার পত্নী পিতৃদ্রাতি নহে এই কথাটি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণু “মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন।

(৫২) “অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদাক্ষবনালয়ে ।

ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপূচ্ছম্, যঃ পুরা ॥

ইহাও বুঝিতে হইবে, ব্যাস মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতা জানিতেন, তিনি জানিয়া শুনিয়াই অর্থাৎ, মনু প্রভৃতির দ্বিজগণের শূদ্রা-বিবাহের নিন্দা ও তদ্বৎকৃত তৎকালীর সমাজের রীতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উপারউক্ত বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৩)। বিষ্ণুর পরবর্তী মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যখন ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা পত্নীর সন্তান ব্যতীত দ্বিজকন্তাপত্নীমাত্রেয় পুত্রদিগকেই পিতৃজাতি বলিয়া ছেন, তখন বিষ্ণুসংহিতার মাতৃবর্ণার অর্থ যে পূর্বোক্ত প্রকারে “পিতৃবর্ণা” তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

বিষ্ণু সংহিতার আপত্তি খণ্ডিত হইল। মনুসংহিতায় ১০ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অশ্বঠের পিতৃজাতিবিষয়ে ভাষ্য-টীকাকার যে অজ্ঞাত আপত্তি করিয়াছেন, সম্প্রতি তৎসমুদায়ের অসারতা প্রদর্শিত হইতেছে। ভাষ্যকার যাক্ষবল্ক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাশু জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ ।

অনিন্দোশু বিবাহেযু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥ ৯৭ ॥

১ অঃ, যাক্ষবল্ক্য সং ।

মানুষ্যাণাং হিতং ধর্মং বর্তমানে করৌযুগে ।

শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীহুত ॥ ১ অঃ, পরাশরসংহিতা

(বিদ্যাসাগর ধৃত) ।

এই প্রমাণ দ্বারা আমরা মহাভারতরচয়িতা ব্যাসকে এই কলিমুগে দেখিতেছি, অতএব ব্যাস যে বিষ্ণুর পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

(৫৩) “চতস্রো বিবাহিতা ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্ত পিতামহ ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥

৪৭ অঃ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

ত্রিযু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদব্রাহ্মণে ভবেৎ । ইত্যাদি ।

অনুশাসনপর্ব,

৪৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

“তিস্রো ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্ত ত্রৈ ভাৰ্য্যো ক্ষত্রিয়স্ত চ ।

বৈশ্যঃ স্বজাত্যাঃ বিন্মত তাত্পত্যঃ সমঃ পিতৃভূঃ ॥ ৪৫ ৪৬ ॥

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাসের সমকালেও ব্রাহ্মণাদির দ্বিজকন্তাপত্নীতে জাত পুত্রগণ নিরাপত্তিতে পিতৃজাতি হইতেন এবং শূদ্রাপত্নীর সন্তানগণের প্রায় সর্বত্রই মাতৃজাতি অর্থাৎ শূদ্রজাতি হইবার রীতি ছিল।

এ বচনের অর্থ এই—

ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্ব শূদ্রের সর্বণ আর অনিন্দ্য অর্থাৎ, অমূল্যোম বিবাহিতা পত্নী সকলেতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক স্বজাতি, সম্মানবর্ধন পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনের প্রথমার্দ্ধ স্বজাতিতে উৎপন্ন ভাষ্যার স্বজাতি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রাহ্মণাদি অনিন্দিত বিবাহচতুষ্টয় হইতে উৎপন্ন পুত্রদিগকে লক্ষ্য করে (৫৪), সুতরাং স্বজাতীয়া পত্নীতে স্বজাতি হয় যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত । টীকাকার বলিয়াছেন, স্বজাতীয়াতে স্বজাতি হয়, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া পরে ‘বিবাহিতাতে এই বিধি’ বলাতে অপত্নীতে (স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীতে) স্বজাতি হয়, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন (৫৫)। ভাষ্যকার এখানে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ৯০ শ্লোক ও টীকাকার ৯০ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এবং ৯২ শ্লোকের শেষার্দ্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । মচর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পূর্ববর্তী ৫১ হইতে ৮৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্বের স্বজাতিতে ও ব্রাহ্মণের অমূল্যোম ক্রমে কত্রির, বৈশ্ব, শূদ্র, বর্ণে, এবং কত্রিরের অমূল্যোম ক্রমে বৈশ্ব ও শূদ্র বর্ণে, বৈশ্বের কেবল শূদ্র বর্ণে বিবাহের বিধি ও সর্বণী আর অমূল্যোম পত্নী সহ ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম্ম-কর্মা কবিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন । আর ৫৮ হইতে ৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও পজাপত্য বিবাহে ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বিধিত করিয়াছেন । ভাষ্য-টীকাকারের উক্ত ৯০ শ্লোকের অনাবহিত পরেই ৯১, ৯২ শ্লোকেই অমূল্যোম বিবাহোৎপন্ন সম্মান মূর্ত্ত্যভিসিদ্ধ অমর্ত্ত্যাদিস নামক ঋতাদিগের পিতা মাতার বংশের পরিচয় দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণাদির ‘বিবাহিতা স্ত্রীতে এই বিধি’ ইত্যাদি

(৫৪) আদো সাজ্জেন জাতিলক্ষ্যে উত্তরেণ হি ব্রাহ্মণাদিবিবাহজাতানাং সম্মান-সমনাং ।” ৫। মেঃ । ১০-অ, মনুসং ।

বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন তর্কবট কৃত যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত ৯০ শ্লোকের অনুবাদ দেখ ।

(৫৫) “যাজ্ঞবল্ক্যোপি ‘সর্বণেভ্যঃ সর্বণীসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতবঃ ।’ ইত্যভিধায় ‘বিবাহেব বিধিঃ স্মৃত’ ইতি ব্রাহ্মণঃ স্বপত্নীংপাদিতস্তেব ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বং নিশ্চিকায় । ৫।” কু, ।

বলিয়াছেন (৫৬)। এমতাবস্থায় ভাষ্যকার টীকাকার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে, অর্থাৎ কেবল সর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে স্বজাতি হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার (৯১। ৯২ শ্লোকের) কথিত অনুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের ও ব্রাহ্মদিগ অনিন্মিত বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের জাতি নির্ণয় কোথায় করিলেন? তিনি সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণের সমুদয় বিধি ও বৃত্তান্ত বলিয়া, কেবল সর্বণে উৎপন্ন ভাষ্যান্তে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়করত নীরব হইলেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? ইহাতেই পরিব্যক্ত হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মদিগ অনিন্মিত বিবাহার্থে ‘অনিন্দ্যেবু বিবাহেবু’ বলেন নাই; সর্বণ ও অনুলোমবিবাহকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত এই

(৫৬) “তিন্দ্রো বর্ণানুপূর্বেণ হে তথৈকা যথাক্রমং।

ব্রাহ্মণ্যক্রিয়বিশাং ভাগ্যা বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

৫৭।৫৯।৬০।৬১।৬২ শ্লোক দেখ।

সত্যানন্তাঃ সর্বণায়াঃ ধর্মকর্মাঃ ন কারয়েৎ।

সর্বণানু বিধৌ ধর্মে জ্যৈষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥ ৮৮ ॥

সর্বণেভ্যঃ সর্বণানু জারন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ।

অনিন্দ্যেবু বিবাহেবু পুত্রাঃ সন্তানবন্ধনাঃ ॥ ৯০ ॥

বিপ্রানুর্দ্ধীভিবিজ্ঞোহি কত্রিয়ায়াঃ বিশঃ জিয়ানু।

অঘটৌ নিবাদঃ শূদ্রাঃ জাতঃ পারশবঃ স্তৃতঃ ॥ ৯১ ॥

বৈশ্বাশ্রোক্ত রাজন্তাঃ সাহিব্যোগ্রৌ স্তুতো স্তুতো।

বৈশ্বাশ্রু শূদ্রাঃ করণঃ বিদ্রাশ্বেব বিধিঃ স্তৃতঃ ॥ ৯২ ॥ ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

যাজ্ঞবল্ক্য ৫৬ শ্লোকে দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাবিবাহে অসমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে ৫৭ শ্লোকের “আনুপূর্বেণ” বাক্যের কেহ ব্রাহ্মণাদিসর্বণানুক্রমে অর্থ করিতে পারেন, কিন্তু ৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোক প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্যের সর্বণ বিবাহের বিধি দেওয়াতে ৫৭ শ্লোকের “আনুপূর্বেণ” গদের অর্থ নিশ্চয়ই “আনুলোম্যেন” (কত্রিয়সর্বণানুক্রমেণ) হইবে। নচেৎ বিরক্তি দোষ ঘটে। মনু যেমন ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা বিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ১অ, ৫৬ শ্লোকের অর্থ তাহাই। তবে যে ১ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্যের শূদ্রাবেদনের বিধি উক্ত হয় নাই, তাহাতে দোষ হয় না এই জ্ঞাত যে, উক্ত বচন কেবল সর্বণাবেদন ও ব্রাহ্মণের কত্রিয়কন্যা বৈশ্যকন্যা বিবাহ বিবরেই; উহাতে কত্রিয়ের বৈশ্যকন্যাবেদনের বিধিও উক্ত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাহা মনু প্রভৃতি অন্তান্ত সাংহিত্যের বিধি অনুশাসনে হইবে, যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত।

উক্তর প্রকার বিবাহই অনিন্দিত অর্থাৎ ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহ বিধি দ্বারা সম্পাদিত । কি আশ্চর্য ! যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায়ের ২০ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পত্নীতে ও অমূল্যে বিবাহোৎসব পুত্রগণের সম্বন্ধে ১২ শ্লোকের শেষ চরণে যে, “নিরাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ” বলিয়াছেন, টীকাকার তাহাই ৫ শ্লোকের টীকাতে উদ্ধৃত করত বলিয়াছেন, স্বপত্নীতে উৎপত্তি হইলেই ব্রাহ্মণাদি জাতি হয় । অমূল্যে বিবাহিতা স্ত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণাদির স্বপত্নী নয় ? আর যাজ্ঞবল্ক্য কি মুর্খাভিষিক্ত, অমূল্যাদির উৎপত্তিসম্বন্ধে “নিরাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ” অর্থাৎ বিপ্রাং কল্লিয়াং বিপ্রানু বিবাহিতানু কল্লিরকল্লারাং বৈশ্বকল্লারাং স্বজাতি-সন্তানবর্দ্ধনরূপ এষ বিধিঃ জেরঃ, ইত্যাদি বলেন নাই ? বাই হউক, টীকা-কারের উক্ত ব্যাখ্যাতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, যাজ্ঞবল্ক্যমতে মুর্খাভিষিক্ত ও অমূল্যাদি ব্রাহ্মণজাতি । মহুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার “নিরাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুটীকৃতত্বাৎ” বলিয়া ব্রাহ্ম-ণের স্বপত্নী বৈশ্বকল্লাতে অমূল্যের উৎপত্তি যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি । যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সংহিতার ১ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকের অব্যবহিত পরেই (১১।১২ শ্লোকেই) যখন মুর্খাভিষিক্ত অমূল্যাদি অমূল্যে বিবাহোৎসব পুত্রগণের উৎপত্ত্যাদি বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার শেষে “নিরাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ” ব্রাহ্মণাদির স্ত্রীর বিবাহিতা স্ত্রীতে এই বিধি বলিয়াছেন, তখন তত্ক্ষণ মুর্খাভিষিক্ত ও অমূল্যাদি যে ১০ শ্লোকোক্ত অনিন্দ্য বিবাহোৎসব পুত্রগণের অন্তর্গত তাহা বলা বাহুল্য ।

তগবান্ মহু ব্রাহ্মাদি বিবাহচতুষ্ঠয়েই পশংসা করিয়াছেন”এবং (৫৭) ব্রাহ্মণ,

(৫৭) “ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষ চতুর্থে বাহুপূর্বশঃ ।

ব্রহ্মযজ্ঞশ্চিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মত্যাঃ ॥ ৩৯।৪০।৪১ শ্লোক দেখ ।

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্য ভবতি প্রজা ।

নিন্দিতৈর্নিন্দিতা জেরাস্তান্মান্দিদ্যান্ বিবর্জয়েৎ ॥ ৪২ ॥” ওজ, মহুসং ।

পূর্বে কল্লিয়ার সম্বন্ধে নিন্দ্যবিবাহের বিধি থাকিলেও সে বিধি ছুঁকল, যেহেতু পরে (উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে) নিন্দ্যবিবাহমাত্রই সকলের সম্বন্ধেই নিষিদ্ধ হইয়াছে । বাহা হউক, ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কোন সংহিতা পুরাণেই আত্মরাদি নিন্দ্যবিবাহের বিধি ও ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না । প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা যে অমূল্যে বিবাহ করিতেন তাহা যে ব্রাহ্মাদি

কৃত্রিয়, বৈশেষ্য উক্ত অনিন্দিত বিবাহই প্রশস্ত বলিয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সৰ্বণা অসৰ্বণা (অনুলোম) বিবাহবিধিকেও উক্ত অনিন্দা বিবাহই বলিতে হইল । উক্ত সংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫৮ হইতে ৬০ শ্লোকেও তাহাই প্রকাশ (৫৮) পায় । তিনি মনুর পরবর্তী হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, অনেক বিষয়েই মনুর অনুকরণ করিয়াছেন । বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাতেও এ সকল বিষয়ে মনুর অনুকরণের অভাব নাই । যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ প্রভৃতি শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন । ভগবান্ মনুও উক্ত ৫ শ্লোকোক্ত “পূৰ্ব্ববর্ণেষু তুলাশু” আর “অনুলোমোন পত্নীক্ষতযোনিষু” ইত্যাদি কথা আর যাজ্ঞবল্ক্যের “সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাশু” “অনিন্দোষু বিবাহেষু” একই কথা । মনু যেমন তুলাজাতীয়া ও অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে স্বজাতি পুত্র হয় বলিয়া তৎপরবর্তী বচনগুলিতে উহা যে তাঁহারও পূৰ্ব্ববর্তী ঋষিদিগের ব্যবস্থা এবং তাহা কি প্রকার বিধি ও অশ্রদ্ধাদি পুত্রের নাম কীর্তন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তেমনি ব্রাহ্মণাদিব তুলাজাতীয়া ও অনুলোমবিবাহ দ্বারা তুলাজাতীয়া পত্নীতে স্বজাতি পুত্র হয় বলিয়া তৎপরেই অনুলোমবিবাহোৎপন্ন মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত অশ্রদ্ধাদি পুত্র কীর্তন করিয়াছেন । অতএব মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত অশ্রদ্ধাদি যে,

“সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাশু জায়তে বৈ স্বজাতয়ঃ ।

অনিন্দোষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সম্ভবানবর্জনাঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার এই বচনোক্ত ব্রাহ্মণাদিব স্বজাতি পুত্রদিগের অন্তর্গত পুত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না । ব্রাহ্মাদিবিবাহচতুষ্টয় যেমন অনিন্দিত তেমনি অনুলোমবিবাহও অনিন্দিত, শাস্ত্রোক্ত অনুলোম বিবাহও ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি অনুসারেই সুসম্পন্ন হইত (৫৯) । মনু

অনিন্দিত বিবাহের বিধিমত সম্পাদিত হইত, মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায় ও অন্যান্য সংহিতা পুরাণাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায় ।

(৫৮) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ অ, ৫৮।৫৯।৬০ শ্লোক দেখ ।

(৫৯) আচ্ছাদ্য চার্চরিত্বা চ শতশীলবতে স্বয়ম্ ।

আহুয় দানং কল্যাণা ব্রাহ্মোদধিঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ ৩ অ, মনুসং ।

২৮।২৯।৩০ শ্লোক দেখ । ৪৫ টীকা দেখ ।

ভগবান্ মনু ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদিকে সবর্ণে অসবর্ণে (অনুলোম) বিবাহ

স্বীয় সংহিতার ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে অমূলোম পত্নীদিগের পাণিগ্রহণ-সংস্কারের যে বিধি দিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি। অমূলোমবিবাহিতা পত্নীগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির স্বজাতি হইতেন, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রেত, উহা তাঁহার অভিপ্রেত না হইলে তিনি ব্রাহ্মণাদি বিজগণের সম্বন্ধে চতুর্কর্ণেই বিবাহের বিধি দিতেন না ও ব্রাহ্মণাদির চতুর্কর্ণে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদিগকেও বিধিকৃত পুত্র বলিতেন না। ১ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে শূদ্রা বিবাহের ঈষৎ নিন্দা থাকিলেও ৯০।৯১।৯২। প্রভৃতি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন পত্নীগণের সন্তানগণকেও বিধিকৃত বলাতেই বুঝিতে হইবে যে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকণ্ঠা পত্নীকেও বিবাহ-সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পতির জাতি ও তাঁহাদের গর্ভজ পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণদির স্বজাতিই বালিয়াছেন (৬০)।

টীকাকার, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের টীকাতে যে দেবল বচন, ব্যাস বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক (৬১)। কারণ, অমূলোম বিবাহিতা পত্নী অত্নের নহে, ব্রাহ্মণাদির স্বীয় অমূলোম বিবাহিতাপত্নীকে করিতে বিধি দিয়া উক্ত অধ্যায়ের ২৭।২৮।২৯।৩০ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি দ্বারা উক্ত সর্বণ অসর্বণ বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এখন দেখ, অমূলোমবিবাহ অনিন্দিত কি না ?

(৬০) ৫৬ শ্লোকাধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের ৫৭।৮৮।৯০।৯১।৯২ শ্লোক দেখ ।

“ব্রাহ্মণ্যাঃ ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ।

তত্ত্ব ধৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি তত্ত্বোগ্যং দেশমেব চ ॥” ১অ, হারীতসং।

হারীত বচনের এই “ব্রাহ্মণ্যাঃ” পদের যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকণ্ঠা পত্নী অর্থ করি, তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিরোধ হয়, সুতরাং এখানে “ব্রাহ্মণ্যাঃ” বাক্যের অর্থ, ব্রাহ্মণের সর্বণ অসর্বণোৎপন্ন বিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে হইবে। অশ্বত্থমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে বিবাহসংস্কার দ্বারা অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীগণের পতির জাতি প্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব উক্ত উভয়বিধ পত্নীকে উল্লিখ্য করিয়াই যে মহর্ষি হারীত “ব্রাহ্মণ্যাঃ” বাক্য প্রয়োগ-করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৬১) “অত্র চ পত্নীগ্রহণাদন্তপত্নীজনিতানাং ন ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বম্। তথাচ দেবলঃ, দ্বিতী-
য়েন তু যঃ পিত্রা সর্বণায়াং প্রজায়তে। অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধৰ্ম্মঃ স জাতিতঃ। ব্রতহীনান
ন সংস্কাৰাঃ স্ততস্তান্যপি যে হৃতাঃ। উৎপাদিতাঃ সর্বণেন ব্রাহ্মণ্যেইব বহিকৃতাঃ। ব্যাসঃ।
যে তু জাভাঃ সমানান্ সংস্কাৰ্যাঃ স্মরতোক্তথা। যাজ্ঞবল্ক্যোহপি। সর্বণেভ্যঃ সর্বণাসু

উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ মনু উক্ত ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে “অমুলোম্যেন” বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন (৬২)। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতে প্রাচীন-কালে গুটোংপন্ন, সোহোঢ়, কুণ্ডগোলক এবং কানীন পুত্রও যখন পিতৃজাতি হইতেন এবং ১০ অঃ ১৪২৮।৪১।৬৯ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অশুষ্ঠ দ্বিজ, এই কথা ভাষ্য-টীকাকার স্বীকার করিয়াছেন (৬৩) তখন তাঁহাদিগের উক্ত দেবল

জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ। ইত্যভিধায় বিন্নাস্থেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি ত্র্যবাণঃ স্বপত্ন্যুৎপাদিতস্তৈব ত্র্যক্ষণাদিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। ৫।” কুঃ। ১০অ, মনুসং।

এই সকল বচন উক্ত করিয়া টীকাকার যে দেখাইয়াছেন স্বপত্নীতে জাত হইলেই স্বজাতি হয়, তাহাতেই অমুলোম্য পুত্রগণ (অশুষ্ঠাদি) তাহাদিগের পিতৃজাতি হইতেছে। ত্র্যক্ষণাদির স্বীয় বিবাহিতা পত্নীগণকে অশুষ্ঠের পত্নী বলা যাইতে পারে না। দেবল বচনের অর্থ, ব্যভিচার; তাহার সহিত অমুলোম্যবিবাহিতা পত্নীতে স্বামী কতৃক জাত মুদ্ধাভিষিক্ত অশুষ্ঠের কোন সম্ভব নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের “বিন্নাস্থেষ বিধিঃ স্মৃতঃ” ইহার অর্থ পতিপত্নীতে উৎপত্তি, ব্যভিচারে নহে। যাহা হউক, একটু বিশেষ বিবেচনা করিলেই ব্যক্ত হয় যে, একমাত্র মনু-সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকোক্ত “অমুলোম্যেন” বাক্যের অর্থ ঢাকিবার জন্য মনুসংহিতার ভাষ্য-টীকাকার এই সকল গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। অশুষ্ঠা একল আপত্তি উত্থাপনের আর কোন কারণ দেখা যায় না।

(৬২) এই অধ্যায়ের প্রথমেই উহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৬৩) পরদারেসু জায়েতে দ্বৌ পুত্রৌ কুণ্ডগোলকৌ।

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্তাৎ স্মৃতে ভর্তারি গোলকঃ ১১৭৪ ॥ ৩অ, মনুসং।

১৭৫ ১৭৬ শ্লোক দেখ।

টীকা.....। ত্র্যক্ষণত্বংপি তৎকার্য্যভাবাৎ। ইত্যাদি। ১৭৫। কুঃ।

“পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।

তং কানীনং বদেন্নাগ্না বোচুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ১৭২ ॥ ৯অ, মনুসং।

১৭৩।১৮০।১৭০।১৭১।১৬৪ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। এই শ্লোকের টীকা ভাষ্য ও ১০অ, মনুসং-হিতার ৫ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য দেখ।

ভাষ্যকার মেধাতিথি, গুটোংপন্ন, সোহোঢ় ও কানীন এই পুত্রত্রয়কে পিতৃজাতি ও পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ধনাধিকারী বলিয়া মনুর মতে একা চইয়াছেন। তাহা হইলেই তাহাদিগকে তিনি পিতৃজাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কুণ্ডগোলক এই দুই পুত্রের পিতৃজাতি (ত্র্যক্ষণাদি জাতি) বিষয়ে ভাষ্যকার যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হইলেও গুটোংপন্ন

আর বাসবচন মনুবিব্রক্ত বলিয়া অগ্রাহযোগ্য (৬৪)। যাহা হউক, একমাত্র অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান অষ্টম প্রভৃতিকে পিতৃবর্ণ (ব্রাহ্মণজাতি) চূত করিবার অভিপ্রায়ে মনুসংহিতার ভাষ্য-ও-টীকাকার উল্লিখিত প্রকারে অবধার্ত ভাষ্য ও টীকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের উক্ত প্রকার মনুব্যাখ্যার কুহকে পড়িয়াই যে ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন অষ্টাদি পুত্রগণ পিতৃজাতি হারাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই (৬৫)।

অনুলোমবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পূর্বকালে যে পতির জাতি-গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, আমরা পূর্বে “অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে ও অন্ত্যস্ত্রী স্থানেও প্রমাণ দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিয়াছি। তার পরে মনুবচনের, অর্থাৎ মনুর কথিত বিধি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধে যে অন্ত্যস্ত্রী স্থিতি আর পুরাণোক্ত বিধি আর ইতিহাস শাস্ত্রমতেই গ্রহণীয় নহে, তাহাও অনেক স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৬)। এমতাবস্থায় অষ্টমের ব্রাহ্মণজাতিত্বগুণবিষয়ক মনুসংহিতায়

পুত্রকে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়া আমরা অবশ্যই বলিব, প্রাচীনকালে কুণ্ড আর গোলকাখা দুই পুত্রও ব্রাহ্মণাদি পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইতেন।

“উৎপাদ্যতে গৃহে যন্ত ন চ জ্ঞায়েত কন্তু সং ।

স গৃহে পুত্র উৎপন্নস্তত্ত্বা দ্যন্ত তল্লজঃ ॥ ১৭০ ॥” ২ অ, মনুসং ।

স্পষ্টই দেখা, যাইতেছে যে পুত্রোৎপন্ন পুত্র হইতে কুণ্ডগোলকের উৎপত্তি অধিক কুস্মিত উপায়ে নহে।

(৬৪) ৬৬টীকাধৃত বচন দেখ।

(৬৫) মনুসংহিতার ভাষ্য টীকা করিতে যাইয়া ভট্ট মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট অনুলোম বিবাহোৎপন্ন অষ্টাদির প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গোবিন্দরাজ ও ধরণীকৃত মনুসংহিতার আরও দুই খানি টীকা না পাও-রাতে তাহার আলোচনা করিতে না পারিয়া আমরা একান্তই হুঃখিত হইলাম। কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন কৃত মনুসংহিতার প্রমাদভঙ্গনী টীকাও বহুমূল্যবিধায় সন্ম কবিত্তে না পারিয়া আলোচনা করা হইল না।

(৬৬) “বেদার্থোপনিষদ্ব্যং প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মন্ত্রর্থবিপরীতা য়া সা স্মৃতির্ন’প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং ।

উদাহতত্ব ও বিভ্রাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তকধৃত ।

ভাষা ও টীকাকারের সমুদায় আপত্তি যে অকৰ্মণ্য তাহা বুদ্ধিমানেরা সহজেই বুঝিবেন । মনুর সময়ে এমন কি মহাভারত প্রণেতা ব্যাসের সময়ে যে অশ্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্রূপবর্তী কালে এবং তৎপরবর্তী কালে অর্থাৎ বর্তমান যুগে সেই অশ্বষ্ঠের অত্রাহ্মণ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা থাকিলে বর্তমানযুগে যাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ কহেন, তাঁহারাও অত্রাহ্মণ (৬৭) । তাই বলি, মনুসংহিতার ভাষা আর টীকাকার কি পার্থক্য ছিলেন ? তাহাতে বোধ হয় না ? তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্মভাব থাকিলে এই প্রকার অযথা শাস্ত্রার্থ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ধর্মবিধি ও ইতিহাস গোপন করিয়া কি তাঁহারা অশ্বষ্ঠাদির জাতিধর্ম নষ্ট করিতেন ? (৬৮) কখনই না । মহর্ষি কৃষ্ণদৈবায়ন বেদবাস এই কলিযুগের

“ক্রতিশ্রুতিপুরাণানাং বিরোধো যব দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতঃ প্রমাণস্ত তয়োর্দ্বৈধে শ্রুতির্ধ্বরাঃ ॥” ১ অ, ব্যাসসং ।

(৬৭) অশ্বষ্ঠদিগের মধ্যে যদি আচারভেদাদি দোষ ঘটিয়া থাকে তবে তৎসমুদয় দোষ বর্তমান যুগের অন্ত্য ব্রাহ্মণগণেরও ঘটিয়াছে, তাহারাও নানাপ্রকারে শূদ্রবৃত্তি শূদ্রধর্ম ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই ভ্রম উপরে ঐরূপ বলা হইল ।

(৬৮) “শতেষু ঘটস্থ সাঙ্কেয়ু ঋষিকেযু চ ভূতলে ।

কলর্গতেষু বর্গাণামভবন কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” ১ তদ্রূপ বহু রাজতরঙ্গিণী ।

৫২টীকায় পরাশরসংহিতার বচন দেখ । কৃষ্ণদৈবায়ন- (পরাশরপুত্র) ব্যাস মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন । সুতরাং তিনি যে কুরুপাণ্ডবদিগের পরেও (অর্থাৎ সুখিষ্টাদির প্রস্থানান্তেও) বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না ।

মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে অমূলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর সন্তান হইতে অপসদ (কিঞ্চিন্নিকুষ্ট) মাত্র, এবং উক্ত অধ্যায়ের ১১।১২ শ্লোকে প্রতি-
শোমজ ও ব্যভিচারোৎপন্নদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।

“আমূলোম্যোন বর্ণানাং যজ্ঞান্যঃ স নির্ধিঃ শ্রুতঃ ।

প্রাতিলোম্যোন যজ্ঞান্যঃ স এষ বর্ণসঙ্করঃ ॥”

নারদসংহিতার এই বচন আর বিষ্ণু বাস পত্নিত্তির বচনও প্রতিলোমজ ও ব্যভিচারোৎপন্নদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত আছে । মনুসংহিতার ভাষ্য আর টীকার তৎসমুদায় শাস্ত্র-
বচন গোপন করিয়া মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের ও অন্ত্য এবং ১০ অধ্যায়ের অনেক শ্লোকের টীকা ভাষ্যে অন্ত্যাপূর্বক অশ্বষ্ঠ প্রভৃতিকে বর্ণসঙ্কর করিয়াছেন । বিবাহমহম্ভ দ্বারা আশঙ্ক পতিপত্নীতে (একভাতি এবণোত্র একজদয় স্ত্রীপুত্রবে) যে সকল সন্তানের

প্রথমে কুরুপাণ্ডবদিগের প্রাজ্ঞর্ভাবের পরে যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন তাহারও অনুশাসনপর্বের

“তিস্রো ভাৰ্গ্যা ব্রাহ্মণস্ত দে ভাৰ্গ্যোক্ষত্রিয়স্ত চ ।

বৈশ্বঃ স্বজাত্যাং বিন্দেত তাম্বপত্যং সমং পিতৃঃ ॥”

৪৪অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

(বর্ণজাতিগুণনির্ণয় ও অষ্টকুলচন্দ্রিকাধৃত ।)

“ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্বাকে ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্বারে এবং বৈশ্ব কেবল শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন ।” (৬৯)

৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কৃত অনুবাদ ।

৪৪ অঃ ঐ ঐ ।

“ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতৌ ব্রাহ্মণঃ স্ত্রীম সংশয়ঃ ।

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব স্ত্রী বৈশ্বায়ামপি চৈবহি ॥

কস্মাত্তু বিব্রমং ভাগং ভগ্নৈরন্নপসন্তম ।

নতস্তে তু ভয়ঃ পুত্রাভ্যয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥”

৪৭ অঃ অনুশাসন পর্ব, মহাভারত ।

(ঐ ঐ পুস্তকধৃত) .

“এবং ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্বার যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের

উৎপত্তি তাহারাও যদি বর্ণমন্ডর হইবে, তাহা হইলে আর বিবাহসংস্কার ও মনু যে ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে তাহাদিগের পিতৃজাতির বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্য বিধি বলিয়াছেন, তাহার গৌরব কোথায় রহিল ?

(৬৯) এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অনুবাদক মহাশয় বচনের “তাম্বপত্যং সমং পিতৃঃ” এই অংশের অনুবাদ করেন নাই। অতএব উক্ত বচনের অনুবাদ এইরূপ হইবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই তিন বর্ণের কন্যাকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব, এবং বৈশ্ব কেবল বৈশ্বকন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণাদির ঐ সমস্ত পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদিগের সমস্ত পিতৃজাতি ।

পৈতৃক ধনে সমানাধিকার নাই? আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে
কীর্তন করুন ।” (৭০)

৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদ, ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ক ।

“তিতঃকৃত্তা পুরা ভাষ্যাঃ পশ্চাৎবিন্দিত ব্রাহ্মণীম্ ।

সাপি শ্রেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা ভাষ্যা গরীয়সী ॥

ক্ষত্রিয়ায়ান্ত যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোহপাসংশয়ঃ ।

স চ মাতৃবিশেষাচ্চ ত্রীংশান্ হর্ষমহতি ॥

ব্রাহ্মণৈশ্চৈব জাতস্ত বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাদপি ।

দ্বিরংশস্তেন হর্ষবো ব্রাহ্মণস্বাদ্ব্যধিষ্ঠিঃ ॥”

(অষ্টকুলচন্দ্রিকাধৃত) ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ক, মহাভারত ।

“ভীষ্ম কহিলেন, বৎস ! যদিও সমুদায় ভাষ্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা
অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীয়েই সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে । ব্রাহ্মণ অগ্রে
ক্ষত্রিয়াদি তিনবর্ণে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্তাকে বিবাহ
করিলেও ব্রাহ্মণী সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে । ইতি । ক্ষত্রিয়ার
গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন
অংশ গ্রহণ করিবে ; বৈশ্যাগর্ভসম্মত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং
শূদ্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে সে একাংশ গ্রহণ করিবে ।” ইতি ।

৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ক, মহাভারত ।

(৭১) ৮ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ ।

(৭০) এ বচনের অনুবাদেও অনুবাদক “যতন্তে তু ত্রয়ঃ পুত্রাস্ত্রয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি”
চরণের অনুবাদ করেন নাই । অতএব তাঁহার ঐ অনুবাদের শেষে—যেহেতু আপনাকর্তৃক উক্ত
পুত্রত্রয়ই ব্রাহ্মণ বলিয়া উপরে (পূর্ক পূর্ক অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে—বুক্ত হইবে ।

(৭১) বচনে “স চ মাতৃবিশেষাচ্চ” আছে, তাহার অর্থ অসবর্ণে উৎপন্না ভিন্ন অসবর্ণ
করা যাইতে পারে না, যেহেতু বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নীত্বসম্পর্ক হইলে তাহাতে অসবর্ণ
থাকে না । বিবাহ হইতে অসবর্ণে উৎপন্না ভাষ্যা যে ব্রাহ্মণাদির স্বজাতি হইতেন তাহা
পূর্ক অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । অনুশাসনপর্কের ৪৪ অধ্যায়েও
তাহা উক্ত হইয়াছে । মহাভারতকার স্পষ্টই যখন ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্তা বৈশ্যকন্তা ভাষ্যতে
ব্রাহ্মণ হয় বলিয়াছেন, তখন ঐ প্রকার অনুবাদ অশুদ্ধ হইয়াছে, অসবর্ণে উৎপন্নার গর্ভজাত

বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, মনুসংহিতার টীকা-ও ভাষ্যকার মহাভারতের অনুশাসন পর্বও দেখেন নাই। যাহা হউক, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর (৭২) গত হইলে যে মহাভারত রচিত হইয়াছে তাহাতেও অনুশোম পুত্রগণের পিতৃজাতিত্বের অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির ইতিহাস থাকিতে মহাভারতের দ্বারা

হওয়া উচিত ছিল। এখানে মূলে ব্রাহ্মণের বৈশ্বকল্মষাভাষ্যতে উপম্ন পুত্রকেও স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদে তাহা স্পষ্ট নাই।

“তিশ্রোভাৰ্য্য। ব্রাহ্মণস্ত বে ভাৰ্য্যে ক্ষত্রিয়স্ত তু ।

বৈশ্বঃ স্বজাত্যাং বিস্মেত তাবপত্যং সমস্তবেৎ ॥ ইত্যাদি ।

ব্রাহ্মণ্যাস্তকরেৎ পুত্রো একাংশং বৈ পিতৃধনাত্ ॥ ইঃ ।

ক্ষত্রিয়ান্ধ যঃ পুত্র ব্রাহ্মণঃ সোহপ্যসংশয়ঃ ।

স তু মাতৃবিশেষাচ্চ ত্রীংশান্ হৰ্ত্তমৰ্হতি ॥

বর্ণে তৃতীয়ে জাতস্ত বৈশ্বায়াং ব্রাহ্মণাদপি ।

ধিরংশন্তেন হৰ্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্যাদ্ মুখিষ্ঠির ॥ ইঃ ।

ত্রিষু বর্ণেষু জাতেষু ব্রাহ্মণাদব্রাহ্মণো ভবেৎ ।

শ্রুতাস্ত বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাধিগম্যতে ॥

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজাতো ব্রাহ্মণঃ শ্রাদ্ধসংশয়ঃ ।

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবাত্মাদৈশ্চায়ামপি চৈবহি ॥

কস্মাত্তু বিবৰ্ণ্য ভাগং ভজেরন্ পসন্তম ।

যথা সৰ্ব্বৈ ত্রয়োবর্ণাস্তুর্যোক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥” অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

(হস্তলিখিত পুস্তক, ৬ নীলকণ্ঠ লিখিত ।)

জিলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন থোকসাবাড়ী গ্রামের ৬ নীলকণ্ঠ শর্মা লিখিত পুস্তক হইতে উপরি উক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত হইল। উক্ত পুস্তকের (অনুশাসনপর্বের) সমাপ্তির পরে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত কথা,—“শকাব্দ ১৭২২। মার্গশীর্ষশ্রাদ্ধমদিবসে শুক্রবারে পঞ্চম্যাস্ত্রিণো। যুগ যুগ পৃথীষর বিধুসংখ্যে শক নৃপবর্ষে সহসি ভূগোকেঁ। বহু মিত-যশ্রে স্ম লিখতি পর্ব দ্বিজকুলজাতো হরিপদনম্রঃ। তারা চন্দ্র মণী কান্তো ভ্রান্তে যঃ পূর্ব ।”

(৭২) “শতেষু ঘটনু সার্কেষু জাধিকেষু চ ভূতলে ।

কলেৰ্গতেষু বৰ্ণাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” ৬৮ টীকা দেখ।

প্রথম তরঙ্গ, কল্যাণ রাজতরঙ্গিণী ।

বিলক্ষণরূপে প্রামাণীকৃত হইতেছে যে, পাণ্ডবদিগের পরেও মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত আর অশ্বষ্ঠ উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন (৭৩)। মহাভারতীয় উপরিউক্তি ইতিহাসের সহিত মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। স্মৃতির মধ্যে যেমন মনুসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ, পুরাণাদির মধ্যেও তেমনি মহাভারত প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্র (ইতিহাস)।

পূর্ব পূর্ব যুগে অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্গান্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদি সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, ঐ যুগত্রয়ের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির অর্থ বর্তমান যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত কুলীন, শ্রোত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা পূর্বে অনেকবার আমরা দেখাইয়াছি (৭৪), এবং বিবাহসংস্কার দ্বারা যে নিম্ন শ্রেণীর কস্তাগণ পতির উচ্চ শ্রেণী প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও পূর্বে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (৭৫)। বর্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়কল্পকে বিবাহ করিলে যেমন তত্ত্বপন্ন পুত্র কুলীন হয় ; কেন হয় ? না, কুলীনের সঙ্গে বিবাহ হওয়াতে বিবাহ-মন্ত্রদ্বারা শ্রোত্রিয়কল্প কুলীন পতির শ্রেণী গোত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হন বলিয়াই তত্ত্বপন্ন পুত্রও কুলীন হয় (৭৬) ; সেইরূপ বিবাহ মন্ত্রাদিদ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-

(৭৩) মহাভারতের অমুশাসন পর্বে ব্রাহ্মণের অমুলোমবিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকল্পা পত্নীতে জাত সন্তানদিগকে স্পষ্টাক্ষরে মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত, অশ্বষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয় নাই, ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারতকার মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির কথিত মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ও অশ্বষ্ঠকেই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকল্পার পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট উক্ত না হইলেও উক্ত বৃত্তান্ত যে নিশ্চয়ই মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত আর অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগেরই ইতিহাস তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়েই উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ে মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত, নাহিয্য ও করণের নামাদি নাই, অমুলোমজ প্রতিলোমজ আর সকলেরই নামাদি আছে। মহাভারতের অমুশাসনপর্বেও প্রতিলোমজ পুত্রগণের নাম আছে কিন্তু মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বষ্ঠাদির নাম নাই। যে কারণে মনুতে মূৰ্দ্ধাভিষিক্তাদি নাম নাই, সেই কারণে এখানেও বর্তমান, অতএব বুঝিতে হইবে ঐসকল নামসংযুক্ত বচনগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৭৪) ৬ অধ্যায়ের ২৩টীকা। ৪ অধ্যায়ের ৬১। ৬অ, ৫। ৮অ, ৬৬ টীকা দেখ।

(৭৫) ৬ অধ্যায়োক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী দেখ।

(৭৬) পূর্ব পূর্ব যুগের অমুলোমবিবাহ এখন না থাকিলেও বর্তমান সময়েও রাত্নীয় শ্রেণী

কল্যাণগণও প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পতির শ্রেণী গোত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন ও তদুৎপন্ন সন্তানও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই হইত। এখানকার কুলীন, কাপ, শ্রোত্রিয় প্রভৃতিতে যে ভাব (পার্থক্য), প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈষ্ণ শূদ্রেও যে সেই ভাব (পার্থক্য) ছিল, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহসম্বন্ধ ও ভোজ্যাম্নতা প্রভৃতি ব্যবহার (রীতি) দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। এক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈষ্ণের ছিল, তাঁহারা সকলেই এক বিজ্ঞ, এক আৰ্য্য ছিলেন (৭৭)। একরূপাবস্থায়

কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক দেখা যায়, উহা কিম্বদ প্রাচীনকালের সেই অসবর্ণ অনুলোমবিবাহেরই অনুকরণ। প্রাচীনকালে প্রতিলোমবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, বর্তমান কুলীন ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়ে কল্যাণবিবাহ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন? না উহা প্রতিলোমবিবাহ। প্রাচীনকালেও কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক ছিল, নিম্নলিখিত প্রমাণে তাহা প্রকাশ পায়। যথা,—

“সবর্ণাপুত্রানন্তরপুত্রয়োৱনন্তরপুত্রশ্চ গুণবান্, জ্যৈষ্ঠভাগং গুরুয়াৎ গুণবান্ হি সর্বেষাং ভর্ত্তা ভবতি। ইত্যাদি। অনন্তরজ শব্দের অর্থ, বিধিকোষ অভিধান।

পূর্বকালের সবর্ণ অসবর্ণ, আর বর্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয় যে এক কথা তাহা পূর্বে অনেক বার আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সকলের গোচর করিয়াছি।

(৭৭) “ত্ৰয়োবর্ণা ব্রাহ্মণশ্চ বশে বর্ভেরন। তেষাং ব্রাহ্মণো ধর্ম্মং বদ্যজ্ঞাত্বাজ্ঞা চানুত্তি-
তেং।” বিশিষ্টসংহিতা, প্রথম অধ্যায়।

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈষ্ণশ্চত্ৰয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণশ্চ যুধিষ্ঠিরঃ॥” অনুশাসনপর্ব, মহাভারত।

“যজ্ঞাবসানে শৈলেন্দ্রঃ দ্বিজেভ্যো প্রদদৌ প্রভুঃ।

দদৌ স সর্বভূতানাং নির্ম্মলেনাস্তরাজ্ঞান।

তং শৈলসর্বগাত্ৰাণি পরস্পরবিশেষিণম্।

ন শক্যং প্রবিভ্যাগার্থং ভেষ্টুং সর্বোক্তমৈরপি ॥ ৩ঃ।

ন হি শক্যো বলাভেষ্টুং যুগ্মাভিরপসদ্বিভিঃ।

অপি বর্ষ শতৈর্দ্বিব্যোঃ পরস্পরবিরোধিভিঃ।” ২১৩অ, হরিবংশ।

“বিজ্ঞানীহার্য্যান্ যে চ দস্তবো বর্হিষতে বক্ষ্যামশাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানশ্চ
বিজ্ঞানীহার্য্যান্ তাতে সম্যাদেযু চাকস।” প্রকৃতিবাদ অ, ২৪০পৃ, আৰ্য্যশব্দের অর্থ।

“যজ্ঞাৎ সর্বং পশ্যামি যশ্চ উভার্য্যঃ।” অথর্ববেদসং, ৪কাণ্ড ১২০। ৪।

প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র হইত তাহাদিগের পিতৃজাতি না হইবার কোন কারণ ছিল না। বর্তমান যুগে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ব্রাহ্মণাদি, জাতিতে প্রধান পার্থক্য কেবল ভোজ্যায়ত্তা ও বিবাহসম্বন্ধ না থাকা। সে পার্থক্য যখন প্রাচীন-

“প্রিয়ং মাকুণু দেবেষু প্রিয়ং মাকুণু মাকুণু।

প্রিয়ং সর্বস্ত পশ্যত উত শূদ্র উতার্হো।” অথর্ববেদসং, ১৯ কাণ্ড, ৬২।১।

“শূদ্রার্হো চর্খণি পরিমণ্ডলে ব্যায়চ্ছেদে।” ১৩অ, ৩ক, ৭২,

শতপথ ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন শ্রীণীত শ্রোত হৃত।

“শূদ্রশ্চতুর্ধবর্ণঃ আর্হ্যাদ্বৈবর্ষিকঃ” কাত্যায়নকৃত হৃতের ভাষ্য।

প্রকৃতিবাদ অভিধান, ২৪৯পৃ, আর্হ্যশব্দের অর্থ।

পণ্ডিত রামকমলকৃত।

“মাতুর্ধদগ্রেহজনয়ং দ্বিতীয়ং মৌলীবন্ধনাং।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রান্নাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতঃ। ১অ, ৩০শ্লো, যাজ্ঞবল্ক্যসং।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥” ১০অ, মনুসং।

৮৬৬পৃ, দ্বিজশব্দের অর্থ, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

“ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।” ১অ, ব্যাসসং।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। ১অ, শঙ্খসং। -

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈতি বর্ণশ্চত্বার। ১।

তেষামাত্মা দ্বিজাতয়স্ত্রয়ঃ। ২।” ২অ, বিষ্ণুসং।

২৯।৫০।১১১অ, হরিবংশ। বিষ্ণুপুরাণ ৪অং,।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯স্কন্ধ দেখ।

এই সমস্ত প্রমাণ পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে উৎপত্তিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহা থাকিলে এক ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইবার ৬ একমাত্র ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ হওয়ার প্রমাণ শাস্ত্রে থাকিত না। উল্লিখিত প্রমাণগুলির দ্বারা ই নিৰ্ণীত হয় যে, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়বিভাগ যৌনিগত নহে, জ্ঞান বৃত্তি ও পরম্পরের আচারের অল্প বিভিন্নতাগতমাত্র। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের অর্থ ও সেবাতিথিকৃত ভাষ্যেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে।

কালের আৰ্য্যাদিগের মধ্যে ছিল না, তখন তাঁহারা যে বর্তমানযুগের এই আকার-হিন্দুজাতিভেদ মানিতেন না তাহা বলা বাহুল্য । (৭৮)

উপরিউক্ত প্রমাণ সমুদয়ের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পৃথক পৃথক নাম হইতে যেমন ইহারা পৃথক তিনটি শ্রেণী (জাতি), তেমনি ইহাদিগের সকলের একমাত্র আৰ্য্য-ঋ-দ্বিজনাম ও তিনেরই একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম হওয়াতে ইহারা সকলেই একজাতি অর্থাৎ একশ্রেণী। অল্পমাত্র আচার ও বৃত্তির পার্থক্য হইতেই কেবল একমাত্র আৰ্য্যজাতিরই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাম হইয়াছে। একমাত্র ব্রাহ্মণ নাম দ্বারা যদি রাত্রির বারেক বৈদিক শ্রেণী, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, কুশীন, শ্রোত্রিয়, লাহিড়ি, মৈত্রেয় ও সাম্রাণ প্রভৃতি একজাতি হয়; এক মনুষ্য নাম দ্বারা যদি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি একমাত্র মনুষ্যজাতি হয়; তাহা হইলে একমাত্র আৰ্য্য ও দ্বিজ নাম হইতে এবং একমাত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম সকলের হওয়াতে, তদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একজাতি না হইবেন কেন? যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এই একটি নাম দ্বারা তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের দ্বিজ ও আৰ্য্য এই দুইটি নাম দ্বারা তাঁহারা কিজন্ত একজাতি হইবেন না? যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামের (বিভাগে) পরেও তাঁহারা সকলেই এক আৰ্য্য, এক দ্বিজ নামে অভিহিত ছিলেন, (এখনও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এক আৰ্য্য, এক দ্বিজ নামেই অভিহিত আছেন) তখন একমাত্র আৰ্য্য (দ্বিজ) জাতিরই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটি শ্রেণী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

(৭৮) একালের ব্রাহ্মণাদি জাতিতে যে পরস্পর ভোজ্যাসত্য, পিবাহসম্বন্ধ নাই, তাহা তেও তাঁহাদিগের মধ্যে যোনিগত কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না বা ব্রাহ্মণেরা সকলেই যেতবর্ণ হন নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেরাও প্রত্যেকে রক্তপীতনীলপ্রভৃতি কোন একটি নির্দিষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হন নাই। আৰ্য্যশাস্ত্রের যে সমস্ত বচনে আছে, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শূদ্রের জন্ম; তাহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে নহে, একমাত্র মনুষ্যযোনিতেই। আৰ্য্যাদিগের মাতৃগর্ভে জন্মের পরে উপনয়ন ও বেদাদি অধ্যয়ন হইতে যেমন দ্বিজ, দ্বিজ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জন্ম হইত, তেমনি ই সমস্ত জন্মও ব্রাহ্মণের মুখ, বাহ, উরু ও পদ গুণসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জন্ম।

এই অধ্যায়ে [২১৬পৃ.] আমরা ব্যাস সংহিতার প্রথমাদ্যায়ে

“বিপ্রবং বিপ্রবিদ্রাহ ক্ষত্রবিদ্রাহ ক্ষত্রবং ।

জাতকর্ণাদি কুর্বাতি বৈশ্যবিদ্রাহ বৈশ্যবং ॥”

এই শ্লোকের যে অনুবাদ কথিত, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ১৯১৭ খ্রিঃ অব্দে ব্যাস সংহিতার মূল ও অনুবাদ দেখিয়া কাহারও মত অনুসরণ করেন নাই হইতে পারে। উক্ত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমরা এই কথা বলি যে, ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকর্তা ভাষা বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে দ্বিজগণের শূদ্রকর্তা ভাষাও কচিৎ বিহিত হয় বলিয়া উক্ত আছে। ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকর্তাকে বিবাহ করিতেন, সেই কর্তাই কেবল বিপ্রবিদ্রাহ নহেন, ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকর্তাদিকে বিবাহ করিতেন, তাহারাও জায়তঃ বিপ্রবিদ্রাহ। এমতাবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকর্তাই বিপ্রবিদ্রাহ, এক্ষণে অনুবাদকে ভ্রমাত্মক না বলিয়া উপায় নাই। “নিপ্রোণ বিদ্রাহ”

(৭৯) “বিপ্রবং বিপ্রবিদ্রাহ ক্ষত্রবিদ্রাহ ক্ষত্রবং ।

জাত কর্ণাদি কুর্বাতি ততঃ শূদ্রাহ শূদ্রবং । ৭ ॥

বৈশ্যাহ বিপ্রজাত্যাং ততঃ শূদ্রাহ শূদ্রবং ।

অধমাত্মনায়ান্ত জাতঃ শূদ্রাধমঃ শূতঃ ॥ ৮ ॥” ১৯, ব্যাসসং ।

(পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত)

“ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধিপূর্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকর্তা, তাহাকে বিপ্রবিদ্রাহ কহে। বিপ্রবিদ্রাহ পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্ণাদিসংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিদ্রাহপত্নী (ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকর্তাকে ক্ষত্রবদ্রাহ বলে) জাত সন্তানের জাতকর্ণাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়-জাতির স্থায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিত শূদ্রকর্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্ণাদি শূদ্রের স্থায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিত বৈশ্যকর্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্ণাদি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকর্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্ণাদি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতির প্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্রাগোত্র অধম।” (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত)

ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ ।

দেখা যায় যে অনুবাদের সর্বত্রই মূল বচনের বিপ্রাং ক্ষত্রিয়াং বা বৈশ্যাং কিংবা নিপ্রোণ, ক্ষত্রিয়েণ, বৈশ্যেন, বিদ্রাহ এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল ‘ক্ষত্রবিদ্রাহ’ স্থলেই হয় নাই ।

অথবা “বিপ্রাং বিদ্বা, বিবাহিতা যা সা বিপ্রবিদ্বা” পদ হয় । বিশেষ ব্রাহ্মণকর্তা বিবাহিতা—বিপ্রবিদ্বা, এরূপ পদ হইতে পারে না, জোর করিয়া (অমিয়মে) হইতে পারিত যদি মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্রবিধিমাতে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্রকর্তাদিগকে বিবাহ না করিতেন । ক্ষত্রবিদ্বার অর্থ তর্করত্ন মহাশয়, ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন । ক্ষত্র আর বিদ্বা এই দুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ (বিপ্র) শব্দ উপলব্ধি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না । স্বীকার করিলাম, বিপ্রেশু কুলেশু বিদ্বা, ক্ষত্রেশু কুলেশু বিদ্বা, বিপ্রবিদ্বা ক্ষত্রবিদ্বা পদ হইতে পারে, কিন্তু বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিদ্বা নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহকর্তা যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে উপলব্ধি হইবে ? আর “বিপ্রবং বিপ্রবিদ্বাসু” বাক্যের “বিশেষ বিদ্বাসু” অর্থাৎ “ব্রাহ্মণকর্তৃক বিধিপূর্বক বিবাহিতা যে” ইত্যাদি অর্থই বা তর্করত্নমহাশয় কিজন্য করিয়াছেন ? তিনি ব্যাসসংহিতার মূলে (সংস্কৃতপুস্তকে) “ক্ষত্রবিদ্বাসু বিপ্রবং” পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন । কিন্তু উহার অনুবাদ করিয়াছেন “ক্ষত্রবিদ্বা পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকর্তাকে ক্ষত্রবিদ্বা বলে) জাত সন্তানের জাতকস্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির হ্রায় করিবে,” জিজ্ঞাসা করি, “বিপ্রবং” বাক্যের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির হ্রায় হইতে পারে কি প্রকারে ? এমতাবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রচারিত ব্যাসসংহিতার উক্ত বচনের মূল ও অনুবাদ উভয়ই যে ভ্রমাত্মক বা কৃত্রিম তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ব্যাসসংহিতার আলোচিত বচনের আমবা যে অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে । যথা,—

“বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিবিজ্ঞেহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অষষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রাং জাত পারশনঃ স্মৃতঃ ॥১১॥

বৈশ্যশূদ্র্যোস্ত রাজত্যাং মাতিষোত্রৌ তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্যাতু শূদ্রাং করণো বিদ্বাপ্শেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১২॥”

প্রথম অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের অর্থ, বিপ্রাং বিদ্বাসু ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যায়াং শূদ্রাং ইত্যাদি করিতে হইবে । বিপ্রাং বিদ্বাসু আর বিপ্রবিদ্বাসু এক কথাই । এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত ব্যাসবচনের “বিপ্র

এই অধ্যায়ে [২১৬পৃ.] আমরা ব্যাস সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

“বিপ্রবং বিপ্রবিদ্রাহ কত্রবিদ্রাহ কত্রবং ।

জাতকর্মাণি কুর্বীত বৈশ্ববিদ্রাহ বৈশ্ববং ॥”

এই শ্লোকের যে অনুবাদ করিয়াছি, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টগল্লিনিবাসী ত্রীমত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত ব্যাস সংহিতার মূল ও অনুবাদ দেখিয়া কাহারও মনে তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে। উক্ত সন্দেহ-তত্ত্বার্থ আমরা এই কথা বলি যে, ব্যাসসংহিতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ কত্রিয় ও বৈশ্বকর্তা ভাষ্যা বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে বিজগণের শূদ্রকর্তা ভাষ্যাও কচিৎ বিহিত হয় বলিয়া উক্ত আছে। ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকর্তাকে বিবাহ করিতেন, সেই কর্তাই কেবল বিপ্রবিদ্রাহ নহেন, ব্রাহ্মণ যে কত্রিয় বৈশ্বকর্তাদিগকে বিবাহ করিতেন, তাঁহারাও ত্রায়তঃ বিপ্রবিদ্রাহ। এমতাবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকর্তাই বিপ্রবিদ্রাহ, এক্ষণ অনুবাদকে ভ্রমাত্মক না বলিয়া উপায় নাই। “বিপ্রোণ বিদ্রাহ”

(৭৯) “বিপ্রবং বিপ্রবিদ্রাহ কত্রবিদ্রাহ বিপ্রবং ।

জাত কর্মাণি কুর্বীত ততঃ শূদ্রাহ শূদ্রবং ॥ ৭ ॥

বৈশ্বাহ বিপ্রকর্তৃত্বাং ততঃ শূদ্রাহ শূদ্রবং ।

অধমাত্মমারাত্ত জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥” ১অ, ব্যাসসং ।

(পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত)

“ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধিপূর্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকর্তা, তাহাকে বিপ্রবিদ্রাহ কহে। বিপ্রবিদ্রাহ পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণিসংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; কত্রবিদ্রাহপত্নী (ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা কত্রিকর্তাকে কত্রাবদ্রাহ বলে) জাত সন্তানের জাতকর্মাণি সংস্কার কত্রিয়-জাতির স্তায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিত শূদ্রকর্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণি শূদ্রের স্তায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা কত্রিয় কর্তৃক বিবাহিত বৈশ্বকর্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণি সংস্কার বৈশ্বজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ কত্রিয় কিংবা বৈশ্বকর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকর্তাতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতির স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান শূদ্রাধমক। অধম।” (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত)

ভট্টগল্লিনিবাসী ত্রীমত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ ।

দেখা যায় যে অনুবাদের সর্বত্রই মূল বচনের বিপ্রাং কত্রিয়াং বা বৈশ্বাং কিংবা বিপ্রোণ, কত্রিয়েণ, বৈশ্বেণ, বিদ্রাহ এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল “কত্রবিদ্রাহ” স্থলেই হয় নাই।

অথবা “বিপ্রাং বিদ্যা, বিবাহিতা বা সা বিপ্রবিদ্যা” পদ হয় । বিশেষ ব্রাহ্মণকর্তা বিবাহিতা—বিপ্রবিদ্যা, এরূপ পদ হইতে পারে না, জোর করিয়া (অমিয়মে) হইতে পারিত যদি মনু যাজ্ঞবল্ক্য বাস প্রভৃতি মহর্ষিগণের প্রণীত শাস্ত্রবিধিমাতে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্রকর্তাদিগকে বিবাহ না করিতেন । ক্ষত্রবিদ্যার অর্থ তর্করত্ন মহাশয়, ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন । ক্ষত্র আর বিদ্যা এই দুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ (বিপ্র) শব্দ উপলব্ধি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না । স্বীকার করিলাম, বিশেষ্য কুলেষু বিদ্যা, ক্ষত্রেষু কুলেষু বিদ্যা, বিপ্রবিদ্যা ক্ষত্রবিদ্যা পদ হইতে পারে, কিন্তু বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিদ্যা নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহকর্তা যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে উপলব্ধি হইবে ? আর “বিপ্রবৎ বিপ্রবিদ্যাসু” বাক্যের “বিশেষ্য বিদ্যাসু” অর্থাৎ “ব্রাহ্মণকর্তৃক বিধিপূর্বক বিবাহিতা যে” ইত্যাদি অর্থই বা তর্করত্নমহাশয় কিজন্য করিয়াছেন ? তিনি বাসসংহিতার মূলে (সংস্কৃতপুস্তকে) “ক্ষত্রবিদ্যাসু বিপ্রবৎ” পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন । কিন্তু উহার অনুবাদ করিয়াছেন “ক্ষত্রবিদ্যা পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকর্তাকে ক্ষত্রবিদ্যা বলে) জাত সন্তানের জাতকস্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির জ্ঞায় করিবে,” জিজ্ঞাসা করি, “বিপ্রবৎ” বাক্যের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির জ্ঞায় হইতে পারে কি প্রকারে ? এমতাবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রচারিত বাসসংহিতার উক্ত বচনের মূল ও অনুবাদ উভয়ই যে ভ্রমাত্মক বা কৃত্রিম তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । বাসসংহিতার আলোচিত বচনের আমরা যে অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, নিম্নোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে । যথা,—

“বিপ্রানুর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অষ্টাষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রাং জাত পারশবঃ স্মৃতঃ ॥১১॥

বৈশ্যশূদ্র্যোস্ত রাজন্ত্যাং মাহিষ্যাগ্রৌ তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্যাত্ম শূদ্রাং করণৌ বিদ্যাস্থেব বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১২॥”

প্রথম অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

উক্ত যাজ্ঞবল্ক্য বচনের অর্থ, বিপ্রাং বিদ্যাসু ক্ষত্রিয়াং বৈশ্যাং শূদ্রাং ইত্যাদি করিতে হইবে । বিপ্রাং বিদ্যাসু আর বিপ্রবিদ্যাসু এক কথাই । এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত বাসবচনের “বিপ্র

বিন্নাস্ত” পদের অর্থ কেবল ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ব্রাহ্মণকতা নহে। বিপ্রবিন্না বলিতে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কতা, বৈশ্যকতা ও শূদ্রকতা পত্নীদিগকে বুঝায়।

“উক্তায়াং হি সর্বর্ণারামত্যাং বা কামমুহুৰেৎ ।

তস্তাস্মৎপাদিতঃ পুত্রো ন সর্বর্ণাৎ প্রচীরতে ॥ ১০ ॥

উহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যঞ্চ ক্ষত্রিয়ে বিশাম্ ।

স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূৰ্ণবর্ণজাম্ ॥ ১১ ॥”

২অ, বাসসংহিতা ।

উক্ত ব্যাসসংহিতার দুইটা বচনেব মতো ১০ শ্লোকের যে অনুবাদ তর্করত্ন মহাশয় করিয়াছেন (৮০), তাহা না করিলে হয় না, কাবণ প্রথমাধ্যায়েব “বিপ্রা বিন্নাস্ত” বাক্যেব যে অনুবাদ কবিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য থাকে চাই তো ? যদি প্রাচীনকালে সর্বর্ণকে বিবাহ কবিয়া অসর্বর্ণকে বিবাহ করিলে সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর ও ব্রাহ্মণাদির জাতিচ্যুত এবং সর্বর্ণে জাত পত্নীব পুত্রের অসর্বর্ণ হইবার কোন বিধি মতাদি স্মৃতিতে থাকিত, তাহা হইলে আমবা অনুবাদকের অর্থ স্বীকার করিতাম। ব্যাসসংহিতার উপরি উক্ত ১০ শ্লোকেব পবনভর্তী ১১ শ্লোকেই যখন ব্যাস ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহেব বিধি দিয়াছেন, তখন সে আশঙ্কা করা বৃথা। সর্বর্ণাতে সর্বর্ণপুত্র হইবে অসর্বর্ণ হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য, সুতরাং অসর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর পুত্র সর্বর্ণ হইবে অসর্বর্ণ হইবে না, কোন অংশে ছীন হইবে না, ইহাট প্রচারকবিবার অভিপ্রায়েই ব্যাস উক্ত বচনে “তস্তাং” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ বিবাহসংস্কার দ্বারা অসর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নী ব্রাহ্মণাদির সর্বর্ণ হইতেন, সুতরাং তৎপুত্র পুত্রও সর্বর্ণ হইতে ছীন হইবে না। যে ব্যাস মহাভারতের অনুশাসনপর্বে বলিয়াছেন,

“ত্রিষু বর্ণেষু জাতেষু ব্রাহ্মণাদব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥”

তিনি যে স্বীয় সংহিতায় তর্করত্ন অনুবাদকেব উক্ত কথা কহিতে পারেন না, তাহা অনুবাদক মহাশয়ের স্মরণকরা উচিত ছিল।

(৮০) “সর্বর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অস্ত্র বর্ণীণাকেও বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে পূৰ্ণপরিণীতা সর্বর্ণা স্ত্রীব গর্ভসম্ভূত পুত্র অসর্বর্ণ হইবে না।” ইত্যাদি।

৩উপলীনিবাসী পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদ

ভৃগুংশীয় ঋচিক চতুঃশীয়া কজ্রিয়, গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে তিনি বিবাহ করেন, ইহা অমুলোমবিবাহ (৮১), ইহাতেই জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন । জমদগ্নি আবার ইক্ষ্বাকুংশীয় কজ্রিয় রেণু নামক নৃপতির রেণুকানামী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও অমুলোমবিবাহ । এই বিবাহেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন । জমদগ্নি পরশুরাম প্রভৃতি সকলেই মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ (৮২) । জমদগ্নি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চিমদেশে যথেষ্ট আছেন । এই বংশেই বাৎস্ত ও সার্ব মূনির জন্ম হয়, এই উভয়গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং রাষ্ট্রীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি প্রেণীতে বঙ্গদেশেও যথেষ্ট আছেন (৮৩) । এমতাবস্থায় ইহার সকলেই মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার কথিত অমুলোমবিবাহোৎপন্ন

(৮১) মহর্ষি ভৃগুই মমুসংহিতার ২ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্তের বক্তা । ভৃগুপুত্র চ্যবন তৎপুত্র ঋচিকের উক্ত বিবাহ যে মনুজ অমুলোমবিবাহ ইহা না বলিয়া উপায় নাই ।

(৮২) “গাধিনীম কোশিকোহতবৎ । গাধিশ্চ সত্যবতীঃ নাম কস্তামজবয়ৎ । তাক্ষ ভার্গব ঋচিকো বত্রে । । ৫ । ৬ । অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ । । জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোভবন্ত রেণোঃ তনয়াং রেণুকামৃপথেম । তস্তাঙ্কশেষকত্রবংশস্তারং পরশুরামসংজ্ঞং ভগবতঃ সকললোকস্তুরোনারায়ণস্তাংশং জমদগ্নিরজীজনৎ । ১৬ ।” ৭অ, ৪অঃ, বিষ্ণুপুরাণ ।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে মাক্ষাতানুপতির পক্ষাংশ কস্তাকে ব্রহ্মর্ষি সৌরভি বিবাহ করেন, তাহাতে বহুতর মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হইয়া বলিয়া উক্ত আছে ।

মহাভারতীয় আদিপর্ক, অমুশাসনপর্কের ২অ, ৪অ, ৪২অ, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের তৃতীয়, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় ও হরিবংশ দেখ ।

উক্ত প্রমাণগুলিতে স্পষ্টই ব্রাহ্মণের কজ্রিয়কস্তা-পত্নীতে জাত সন্তানগণের ব্রাহ্মণবর্ণ হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে ।

“বিশ্রাম্মূৰ্দ্ধাভিষিক্তোহি কজ্রিয়াঃ বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অমৃতো” ইত্যাদি ।

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

(৮৩) “ভৃগুশ্চ চ্যবনশ্চৈব আপ্সুবানন্তর্ধেব চ ।

ওর্কশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্তো দণ্ডিমর্ডারনঃ ॥ ১৭

বৈহিনরির্বিক্রপাকী বোহিতায়নিরব চ ।

বৈশ্বানরিশুবা নীলী লুকঃ সার্বর্ষিকশ্চ সং ॥ ১৯”

ভৃগুংশ, ১৯৫অ মৎস্তুপুরাণ ।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হইতেছেন । ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করা ও তাহাতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হওয়ার ইতিহাস প্রদর্শিত হইল । অতঃসন্ধা

বাৎস্ত সার্বর্ষি উভয়েই ভৃগুবংশীয় । মহিমচন্দ্র মজুমদারকৃত গোঁড়ে ব্রাহ্মণনামক পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠা গোত্রপ্রবর সংখ্যা দেখ ।

বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনের মধ্যেও এই বাৎস্ত ও সার্বর্ষগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন । যথা,—

১। “শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ ।

দক্ষোহপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্তশ্রেষ্ঠোহপি ছান্ডঃ ॥

... ..

বেদগর্ভোপি সার্বর্ণো যথাবেদপ্রসিদ্ধকঃ ॥”

৫৮পৃ, গোঁড়েব্রাহ্মণ পুস্তকধৃত কুলরাম বচন ।

“... ..

ধরাধরো বাৎস্তগোত্রস্তুড়িতগ্রামতঃ স্বয়ং ।

২।

পরামরস্ত সার্বর্ণো মত্ৰদেশাৎ সমাগতঃ ।”

৫৯পৃ, গোঁড়েব্রা, ধৃত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ।

২।

বাৎস্তগোত্রসমুৎপন্নশ্চান্দ্রো মুনিসন্তমঃ ।

বেদগর্ভস্ত সার্বর্ণো মত্ৰদেশাৎ সমাগতঃ ॥ ৩

কাশ্যপেহষ্টাদশজৈরাঃ শাণ্ডিল্যো চ চতুর্দশ ।

চতুর্বিংশতির্বাৎস্তহপি ভরদ্বাজে তথা বিধিঃ ।

সার্বর্ণে বিংশতিজৈরাঃ গ্রামাহি গাঞিনামকাঃ ।

১। সঞ্জামিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈব চ ।

কামকালী কুড়ম্বস্ত ভাড়িয়ালস্ত লক্ষকঃ । ইত্যাদি ।

... ..

কালিন্দী চতুরা বন্দী বাৎস্তগোত্রে প্রকীর্তিতাঃ ।

৫। সিংদিয়ড় পাকড়ী চ দধিস্বকীচ সেদড়ি ।

... ..

সার্বর্ণে কথিতা এতে গ্রামাহি বিংশতিঃ স্মৃতাঃ ॥

৯৭৯৮পৃ, গোঁড়েব্রা, বারেন্দ্রকুলবিবরণ ।

করিলে অজি, অজিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকল গোত্রই উহা দেখান
বাইতে পারে (৮৪)। প্রাচীনকালের আৰ্য্যসমাজে যখন অহুলোমবিবাহ

সঙ্গামিনী অর্থ, সন্ন্যাস। উক্ত পুস্তক হুল দেখ। এতদেশীয় ভট্টশালীগ্রামী মুখসিদ্ধ
ময়ূরভট্ট বাৎস্তগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। গোড়েত্রা, পু., ১৩৮পৃ, দেখ।

৩। হলনামা ৮ গাঙ্গুলী কুল্লোরাজাধরাস্তথা। ইঃ।

এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সর্বর্থে দ্বাদশ স্তবতাঃ ॥

১। অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাস্থমডান্মনৈঃ। গাঞ্জিনাম যথা।

কাঞ্জি বিল্লি মহিস্তা ৮ পুতি তৃপ্তশ পিল্ললী।

... ..

শিমলালশচ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্তকসংজ্ঞকাঃ।

১৮৮।১৮৯পৃ, গোড়ে ব্রা, রাঢ়ীয় বিবরণ দেখ।

৯৭ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ পাঠ
কর। ১২১ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত উক্ত পুস্তকে বঙ্গীয় দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক
বৃত্তান্তেও ভূগবংশীয় বাৎস্ত ও সার্বণ গোত্রীয় মুক্কাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ থাকি জানা যায়। বশিষ্ঠ,
অক্ষমালাকে ও মন্দপাল সারঙ্গী নামী শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উৎ-
পন্ন হয়। পরাশর শীবরক্সা সত্যবতীতে কৃষ্ণধৈপায়ন বেদব্যাসকে উৎপন্ন করেন। এই সকল
প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায় যে, বশিষ্ঠ শক্তি প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়
বৈশ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক মুক্কাভিষিক্ত অশ্বত্থ
ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশ উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জাতিতেই আছেন। হ্রোগ
অর্থাৎ কলসে মনুষ্যবীৰ্য্য হইতে কোন মতেই সন্তান হইতে পারে না, সুতরাং ভরদ্বাজের
বীৰ্য্য উর্দ্ধশীতেই হ্রোগাচার্য্যের জন্ম। ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রই এই হ্রোগের বংশ।
এমতাবস্থায় উক্ত জাতীয় ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যার বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে
উক্ত গোত্রে মুক্কাভিষিক্ত অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ বহুতর হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য।

(৮৪) কাম্বুকুজ বংশাবলী নামক পুস্তকে জানা যায় যে, তৎপ্রদেশে ভারদ্বাজগোত্রীয়
মুক্কাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ আছেন যথা,—

অথ ভারদ্বাজগোত্রব্যাখ্যানম্।—ঐশ্বর্য্যহর্ষি ভারদ্বাজ জী জিনকী ভারদ্বাজসংহিতামে
বাণ বিদ্যা হৈ জো আজ কাল প্রায় হো গই হৈ তিন ভারদ্বাজজীকে শিব্য তপোধন নাম
ব্রহ্মচারিণে অপনে গুর ভারদ্বাজ জীকী আজ্ঞাসে চিত্রকূটকে রাজা মহীপাল অগ্নিবংশীকী
সৌভাগ্যবতী নামী কন্যাসে বিবাহ কিয়া গুর অজ্ঞেঠা নাম গ্রামমে নিবাসকিয়া বহাং অনেক
ব্রাহ্মণেরা বলায় অগ্নিহোত্র করকে ব্রাহ্মণোকো দান দাক্ষিণ্যসে সম্ভষ্ট কিয়া। ব্রাহ্মণোনে
তপোধন জীকো আগ্নেতৌ কহা গুর ভারদ্বাজগোত্র প্রমাণ দিয়া। তিন তপোধন অগ্নি-

প্রচলিত ছিল, তখন অনুসন্ধান করিলে আর্ধ্যশাস্ত্র হইতে সুর্দাভিষিক্ত ও অষ্ট
ব্রাহ্মণগণের এখনও ব্রাহ্মণজাতিতে থাকার আরও বশেষ প্রমাণ দেওয়া বাইতে
পারে। উক্তর পশ্চিম ভারতে শাকলদীপী বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন,
তাহারা যে অষ্ট ব্রাহ্মণ, তাহা বৈদ্যপুরাণের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডে প্রদর্শিত
হইবে। মথুরার নিকটবর্তী ভদ্রোলক প্রদেশে অঙ্কলা নামক স্থানে ব্রাহ্মণাচার-
বিশিষ্ট অষ্ট ব্রাহ্মণ আছেন (৮৫)। উড়িষ্যা ও তন্নিকটবর্তী দেশে ধর, কর, দাস,
দত্ত, দেব প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। অস্মদেবীর ধর, কর,
দাস, দত্ত, দেব উপাধিবিশিষ্ট অষ্টদিগের গোত্রের সহিত ঐ সকল ব্রাহ্মণের
গোত্রেরও একতা দেখা যায়, ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহারাও স্বল্প-
পুরাণোক্ত অষ্ট (৮৬)। গয়ালী ঠাকুরদিগের মধ্যে শুণ্ড উপাধি আছে,
অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় তাহারাও অষ্ট ব্রাহ্মণই হইবেন।

হোজীকে সাতবী: পীটীমে এক ধীরধর নাম প্রতাপী উৎপন্ন ভয়ে সো ধীরধর অংগৈঠকে
অগ্নিহোত্রী (ধীরধরকে পুত্র ৫) বালমুকুন্দ ১, দেবকীনন্দন ২, অযমোচন ৩, মদমোচন ৪,
বিহারী ৫। বালমুকুন্দ ঐ ধীপুরকে তিবারী কহায়ে দেবকীনন্দন তিবারী পুরকে তিবারী
অযমোচন চৌমাকে ছুবে, মদমোচন সিহৌনাকে ছুবে, বিহারী খালহাকে ছুবে (বালমুকুন্দকে
পুত্র ২) হীরা ১, পিহন ২, শঙ্কর ৩ ইত্যাদি ।”

৩৮পু, দেবনাগর অক্ষরে বোম্বের ছাপা, কাশ্যকুজ বংশাবলী।

ঐবেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানায় প্রাপ্তব্য।

অগ্নিবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয়, টড্‌সাহেবকৃত রাজস্থান দেখ।

(৮৫) “সমন্তজনপদতিলককল্পে শ্রীভদ্রোলকদেশে নগরীবরমথুরাসমীপে অঙ্কলানামকং
বৈদ্যস্থানমস্মি। বত্র সৌরবঙ্গজা ব্রাহ্মণাঃ সমন্তভূমিপতিমাস্থা অধিনীকুমারসমানাঃ পার্শ্ব-
চন্দ্ররচিত্যশঃপ্রসাধিতদিক্সণ্ডলাবৈদ্যাস্তাভুবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দনামা চিকিৎসকশিরোমণি-
রভূৎ। ততস্তৎপুত্রো ভিষকশিরোমুকুটমার্জয়পালঃ সমজনি। তন্তনয়ন্ত সমন্তশাস্ত্রার্থ-
তত্ত্বজ্ঞো ভরতপালঃ সজ্ঞাতঃ। তৎপুত্রঃ স্বকুলনভন্তলচন্দ্রমা বিবেকবৃহস্পতিঃ নৃপতিবরভঃ
শ্রীভল্লনঃ সমভূৎ।” ইত্যাদি।

মঙ্গলাচরণ “নিবন্ধসংগ্রহ” টীকা ভল্লনাচার্য্যাকৃত—সুশ্রুতসংহিতা। ভল্লনাচার্য্য অমৃত্যুচার্য্য
প্রভৃতি নাম দ্বারাই পরিব্যক্ত হয় যে অষ্ট (বৈদ্য) ব্রাহ্মণজাতি। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আচার্য্য
উপাধি অল্প জাতিতে নাই।

(৮৬) “দক্ষিণে গতবান্ ধর শ্চিত্তকুটসমাপ্রিতঃ। ৮২।

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্দপালের ভাৰ্যা শারঙ্গী, কণাদজননী উলকী, শুকদেবের জননী শুকী, ইহারা সকলেই শূদ্রকন্যা হইয়াও ব্রাহ্মণ মহর্ষিদিগের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী (ব্রাহ্মণজাতি) হইয়াছিলেন (৮৭) । ইহা-দিগের সন্তানেরাও সকলেই ব্রাহ্মণ । দাসকন্যা অবিবাহিতা সত্যবতীতে মহর্ষি পরাশরের বীৰ্য্যে উৎপন্ন পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসও ব্রাহ্মণ (৮৮) । উপরি উক্ত বশিষ্ঠ ও পরাশরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ (পরাশরগোত্রীয় অর্থাৎ উক্ত ব্যাস ও তৎপুত্র শুকদেবের বংশীয় ব্রাহ্মণ) এখন ভারতে যথেষ্ট আছেন (৮৯) ।

ময়ূরগ্রামে গতবান্ দত্তঃ শূদ্রাচারপরায়ণঃ ।

স্বস্থানঞ্চ পরিত্যজ্য লীলাচঙ্গে দেবপ্রিতঃ ॥ ৯২ ॥” বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ,
বিবরণখণ্ড স্বন্দপুরাণ ।

এ সকল স্থান উড়িয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেবই নিকটস্থ প্রদেশ । ময়ূরগ্রাম সম্ভবতঃ ময়ূরভঞ্জ হইতে পারে । উক্ত বচনের ধর, দত্ত, দেবোপাধি অষ্ট ব্রাহ্মণগণের দেখাদেখি পরবর্ত্তী কালে আরও অনেকে যে উক্ত প্রদেশে গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

(৮৭) “ষাদৃগ্গুণেন ভত্রী স্ত্রী সংযুক্ত্যেত যথাবিধি ।

তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেনৈব নিমগ্না ॥ ২২ ॥

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাহমযোনিজা ।

শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হণীয়তাম্ ॥ ২৩ ॥” ৯অ, মহাসং ।

ভাষ্য টীকা দেখ ।

“পরাশরকুলোদ্ভূতঃ শুকোনাম মহাতপাঃ ।

ভবিষ্যতি যুগে চান্মিন্ মহাযোগী দ্বিজর্ষভঃ ।

ব্যাসাদরণ্যং সন্তুতো বিধুমোহগ্নিরিব জলন্ ॥” ১৮অ, হরিবংশ ।

৬ষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত ৬সংখ্যা বর্ণভেদ প্রবন্ধ দেখ ।

(৮৮) “শান্তনোদাসকন্তায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সূতঃ ।

বিচিত্রবীৰ্য্যশচাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ ॥ ১৬

যন্তাং পরাশরাং সাক্ষাদবতীর্ণো হরঃ কলা ।

বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃদেহ যতোহহমিদমধ্যাগাম্ ॥ ১৭ ॥”

২২অ, ৯অ, শ্রীমদ্ভাগবত ।

সহাভারত আদ্বিপর্ক ও হরিবংশ দেখ ।

(৮৯) ৮৭ টীকাধৃত হরিবংশীয় বচনের পরে,—

“স তন্ত্রাং পিতৃকন্তায়াং পৌবর্ষ্যং জনয়িষ্যতি ।

কন্তাং পুত্রাংশ্চ চতুরো যোগাচার্য্যান্ মহাবলান্ ॥

চণ্ডালীর পুত্র বিশ্বামিত্র ও বেতাপুত্র বশিষ্ঠও ব্রাহ্মণ। বিভীষক মুনীর পুত্র হরিশীর গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গও ব্রাহ্মণ (৯০)। এই সকল প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে বিবাহিতা অবিবাহিতা ক্রীতে, বেত্যাভে, শূদ্রাভে, পশুভে (৯১) পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বীৰ্য্যে ব্রাহ্মণ হইত (৯২)।

কৃষ্ণং গোবৎ প্রভুং শব্দং কস্তাং কীর্ত্তিং তথৈব চ।

একদন্তস্ত জননী মহিবীৰ্য্যমুহুস্ত চ ॥” ইত্যাদি। ১০অ, হরিবংশ।

সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের মুদ্ধাভিযুক্ত ও অশ্বত্থ ব্রাহ্মণগণের বংশ যে বর্তমান ব্রাহ্মণ-জাতিতে আছে, এই সকল প্রমাণদুটো তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা যখন সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্যন্ত ব্রাহ্মণমাত্রেরই মুদ্ধাভি-যুক্ত অশ্বত্থ পুত্রগণের উৎপত্তির ইতিহাস পরিস্ফুট হয়, তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন গোত্র নাই বাহাতে মুদ্ধাভিযুক্ত অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ না আছে।

(৯০) ব্রহ্মোবাচ—

“সচ্ছোত্রিরকূলে জাতো হৃক্ৰিয়ে। নৈব পুঞ্জিতঃ।

অসৎক্ষেত্রকূলে পুঞ্জ্যো ব্যাসো বৈভাণ্ডকো যথা ॥

ক্ষত্রিয়াণাং কূলে জাতো বিশ্বামিত্রোহস্তি পুঞ্জিতঃ।

বেতাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অস্ত্রে মিত্রাধিজাতয়ঃ ॥” ৪৩অ, শৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু

ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুণে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, এই কথা যাহারা বলিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে, ব্রাহ্মণজাতিতেই ব্রাহ্মণ হয় ইহা, যাহাদিগের মত, তাঁহারা উক্ত কথা বলিতে পারেন না। বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়ে প্রাচীনকালের অশ্বত্থদিগের জগৎবিষয়ক ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং প্রাচীনকালের অশ্বত্থ অত্রাহ্মণ, যাহারা গুণের পক্ষপাতী তাঁহারা একথা বলিতে পারেন না।

(৯১) আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ দ্রোণাচার্য্যের জন্ম কলসে হয়, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে ভরদ্বাজঋষির বীৰ্য্যে স্মৃতাচীতে (বর্গবেত্যাভে) দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি, ইহাই সত্য কথা। পশুবোনিতে মনুষ্যের বীৰ্য্যে সন্তান হইত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না। যাহারা উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাঁহারা যে অনুলোমজ পুত্রদিগকে পিতৃজাতি-চ্যুত করেন নাই এবং তাঁহাদের সময়ে তাঁহারা পিতৃজাতি হইতেন, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই সকল কথা প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিলাম।

(৯২) “গন্ধারঃ প্রতি মহান্ শব্দং ভগবানুবিঃ।

ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতঃ সত্যতঃ সংশিতরতঃ। ইং।

একতাবস্থায় ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নীর পুত্র মূৰ্দ্ধাতিবিক্ত ও অৰ্ঘ্যাদি
যে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা অতীব বাহুল্য ।
মহুসংহিতার বীজ প্রভাবে তীৰ্য্যাক্ বোনিতে জাত ঋষাংশু, মনুপাল প্রভৃতিকেও
ব্রাহ্মণত্ব প্রদত্ত হইয়াছে (২৩), সেই মহুসংহিতার ভাষা ও টীকা করিতে বাইরা

দৰ্শনাপ্ৰসঙ্গং সাক্ষাৎ যুতাচীমান্ভূতমুখিঃ ॥ ইঃ ।

আদিপৰ্ব্ব ১৩১অ, মহাভারত ।

ভরদ্বাজন্ত চ কল্পং দ্রোণ্যাং শুক্রমবৰ্দ্ধত ।

মহর্ষেরুশ্রুতগসন্তানাদ্ দ্রোণো ব্যজারত ॥

গৌতমাদিত্যুনাং জজ্ঞে শরন্তদ্বাচ্ছরদ্বতঃ ।

অৰ্ঘ্যাম্বল জমনী কুপশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ইঃ । ৬৩অ, ঐ ঐ ।

“ঋদ্ধা তু সৰ্পসত্রায় দীক্ষিতঃ জনমেজয়ম্ ।

জনয়ামাস যং কালী শক্তেঃ পুত্রাং পরাশরাং ।

কন্যৈব যমুনাদীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্ ॥

আদিপৰ্ব্ব, ৬০অ, মহাভারত ।

(৯৩) “বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমেক মনীষিণঃ ।

বীজক্ষেত্রে তথৈবাস্তে তত্রেয়স্ত ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৭০ ॥

অক্ষেত্রে বীজমুৎসৃষ্টমন্তরেণ বিনশ্রুতি ।

অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং স্তঙিলং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

যস্মাবীজপ্রভাবেণ তীৰ্য্যগজ্জ। ঋষয়োহভবন্ ।

পুজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাবীজং প্রশস্ততে ॥ ৭২ ॥” ১০অ, মহুসং ।

ভাষ্য—“..... । কেচিদাহবীজমেব জায়ন্তথা চ ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ক্ষত্রিয়াদিত্যু মাতৃজাতিত
উৎকৃষ্টঃ । অস্তে পুনরাহঃ ক্ষেত্রং শ্রেষ্ঠং যতঃ ক্ষত্রিয়ো যত্র ক্ষেত্রে জাতঃ তজ্জাতীয়ো
ভবতি তন্ত্ৰৈব চ তদপত্যম্ । ইঃ । ৭০ ।

অক্ষেত্রে উষরে উৎসৃষ্টমন্তমপি বীজমন্তরৈবাদৈহব ফলং নশ্রুতি । অবীজকমযোগ্যবীজকং
বা ক্ষেত্রং স্তঙিলমেব ভবেৎ কেবলম্ । ততো ন ফলং লভাত ইত্যর্থঃ । ৭১ ।

পুজিতাঃ সর্বেণ কেনচিৎ প্রশস্ত্যন্তে প্রশস্তাঃ স্ততিবচনৈঃ স্তুয়ন্তে তস্মাবীজং বিশিষ্যত ইতি
বীজপ্রাধান্যবাদিনস্তদেতদ্বক্ষ্যং তত্রেয়স্ত ব্যবস্থিতি রিতি । বীজ প্রাধান্য-
অম্পপালাদীনাং তীৰ্য্যগজ্জ। ঋষয় ইতি বীজপ্রাধান্য তদর্শনাৎ, ন তত্র বীজপ্রাধান্যেন
তদপত্যান্যুযিত্তমপি তু তপঃশ্রুতাদিজন প্রভাবেণ ধর্ম্মবিশেষেণ ॥ ৭২ ॥ মেঃ ।”

ভট্ট মেধাতিথি এবং ভট্ট কুল্লুক ব্রাহ্মণের মনুবা (দ্বিজ) কল্পাপত্রীর পুত্র মূর্ত্তি-
তিবিক্ত অশ্বষ্ঠাদিকে অত্রাঙ্গণ বলিয়াছেন, যজ্ঞ তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মভাবে
ও জাতিভেদপ্রবৃত্তিকে! ভট্ট কুল্লুক মনুসংহিতার টীকার প্রারম্ভে ঈশ্বরের
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন (৯৪), করিবার কথাই বটে।

৯৩টীকাযুক্ত ৭০।৭১।৭২ এই ৩টি মনুবচনের সরলার্থ দ্বারা উপলব্ধি হয় যে,
মনুর পূর্বেই কোন কোন ঋষি বীজের, কোন কোন ঋষি ক্ষেত্রের, কেহ কেহ
বা বীজক্ষেত্র উভয়েরই প্রাধিক (তুল্যতা) স্বীকার করিতেন, কিন্তু ভগবান্
মনু তাহারই মীমাংসা করিতে যাইয়া বলিতেছেন, ক্ষেত্রহীন বীজ ও বীজহীন
ক্ষেত্র উভয়ই অকর্ম্মণ্য, এই হেতু দ্বারা সম্ভ্রানোৎপাদনবিষয়ে বীজ এবং ক্ষেত্রের
উৎকর্ষতা ও প্রয়োজনীয়তার তুল্যতা সম্বন্ধে বীজেরই প্রভাব অধিক দেখা যায়,
যেহেতু ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা ঋষিদিগের বীজপ্রভাবে তির্থাগ্ যোনিজ (অর্থাৎ
একান্ত নীচজাতীয়া স্ত্রীতেও) বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ঋষিগণেরই উৎপত্তি হইয়াছে।
ভাষ্য আর টীকাকার ৭০ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে যে বলিয়াছেন, ক্ষেত্রস্বামীরই
পুত্র হয় অতএব ক্ষেত্রই প্রধান, এই অর্থ, মনুব উক্ত বচনের নহে, তাঁহাদিগের
স্বকল্পিত। এখানে ক্ষেত্রের অর্থ স্ত্রীজাতি, ক্ষেত্রস্বামী বলিতেও স্ত্রীর পতিকেকেই

টীকা—“.....। কেচিৎ পণ্ডিতা বীজং স্তবন্তি হরিণাশ্চুৎপন্নস্ত ঋষাশ্চাদেব্রক্ষ্মমুনিহ-
দর্শনাং। অপরে পুনঃ ক্ষেত্রং স্তবন্তি ক্ষেত্রস্বামিপুত্রদর্শনাং অত্মো পুনর্বীজক্ষেত্রে
উভে অপি স্তবন্তি স্তবীজস্ত সৃক্ষেত্রে সমুদ্বিদর্শনাং এতন্মিন্ মতভেদে বক্ষ্যমাণেয়ং
ব্যবস্থা জ্ঞেয়া। ৭০। কু।

অক্ষেত্রে ইতি। উষরপ্রদেশে বীজমুগ্ধঃ ফলমদদন্তরাল এব বিনশ্বতি শোভনমপি ক্ষেত্রঃ
বীজরহিতঃ স্তম্ভিলমেব কেবলং স্তাৎ ন তু শস্ত্রমুৎপদাতে তস্মাৎ প্রত্যেকনিন্দয়া স্তবীজ-
ক্ষেত্র সৃক্ষেত্র ইতি প্রাপ্তকং উভয়প্রাধান্যমেবাভিমতম। ৭১। কু।

উদানীং বীজ প্রাধান্যপক্ষে দৃষ্টান্তমাহ যস্মাদিতি। যস্মাদ্বীজমাহাজ্ঞান তির্থাগ্ জাতিহরিণাদি-
জাতাস্থি ঋষাশ্চাদয়ো মুনিহঃ প্রাপ্তাঃ পুজিতাশ্চ অভিবাদ্যাদাদিনা বেদজ্ঞানাদিনা
প্রশস্ত্যবাচা সম্ভ্রতাঃ তস্মাদ্বীজং প্রস্তূয়তে। এবম্ বীজপ্রাধান্যনিগমনং বীজযোন্তো-
র্মাধো বীজোৎকৃষ্টা জাতিঃ প্রধানমিত্যোবস্পরতয়া বোদ্ধব্যং। ৭২। কু।” ঐ ঐ।

(৯৪) “দেবাদিদৌষরহিতস্ত সত্যং হিতায় মধ্বর্থতত্ত্বকথনায় মমোদ্যতস্ত।

দৈবাদ্ যদি কচিদিহ স্থলনং তথাপি নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাস্তা॥৭৫॥”

কুল্লুকভট্টকৃত মধ্ব মৃত্যাবলী টীকার অমূল্যমণিকা।

বুঝিতে হইবে, জ্বর পিতৃকুল বা জাতিকে বুঝাইবে না, সুতরাং ভাষা টীকাকার-
দিগের কথাত্তেও সন্তান (৯৫) পিতৃজাতিই হইতেছে । ৭২ শ্লোকের ভাষা
স্বামী মেধাতিথি বলিয়াছেন, ঋষাশ্ব মন্দপাল প্রভৃতি বীজপ্রভাবে ব্রাহ্মণ
(মূনি) হন নাই, বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবেই হইয়াছেন । এই কথা মনুর হইলে
তিনি “যশ্মাঙ্গীজপ্রভাবেণ” না লিখিয়া “যশ্মাতপঃপ্রভাবেণ” লিখিতেন ।
সন্তানের উৎপত্তির উপাদান উত্তম না হইলে তাহাতে যে বিদ্যা-তপস্তাদি
কিছুই সম্ভবে না, তাণ বলা বাহুল্য । মনু তাহাই দেখাইবার জন্তই এখানে
“যশ্মাঙ্গীজপ্রভাবেণ” ইত্যাদি বলিয়াছেন । টীকাকার কুল্লুকভট্টের এখানে আমা-
দের সহিত ঐক্য আছে (৯৬) ।

(৯৫) “ব্রাহ্মণঃ।—পুং জ্বরী ব্রহ্ম বেদঃ শুদ্ধচেতস্ত্বং বা বেদ্যধীতে বা অণ্, ব্রহ্মণো মুখে
জাতত্বাৎ ব্রহ্মণোহপত্যম্ বা অণ্ । ১ বিপ্রে জাতিভেদে স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ভীপ্ । ২ পৃথ্বীয়াং
স্ত্রী ভীপ্ । “ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ” ইত্যুক্তে ৩ পরব্রহ্মজ্ঞে ত্রিৎ । ব্রাহ্মণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাজ্জাত-
দেহে তৎসঙ্কল্পজাতদেহে চ ব্রাহ্মণজ্জাতিঃ স্বীকৃত্যেতৎ যথা গোময়বৃশ্চিকোভয়জাতদেহস্ত
বৃশ্চিকত্বঃ তদ্বৎ তত্র সঙ্কল্পজাতদেহে ব্রাহ্মণত্বঃ যথা নারদদ্রোণাদি । ইদানীঞ্চ ব্রাহ্মণস্ত
সত্যসঙ্কল্পহাভাবান্ন তথাহুত্ম । কিঞ্চ কলৌ অসবর্ণাবিবাহনিষেধাদপি ন তথাহুত্ম ।”

“ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণস্তান্ন সংশয়ঃ ।

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈব ব্রাহ্মণ্যামপি চৈব হি ॥ ভাঃ ।”

৪৬১০।১১পৃ বাচস্পত্যভিধানম্ ।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণকর্তৃক ব্রাহ্মণক্ষেত্রে (ভার্ঘ্যাতে) যে ব্রাহ্মণপুত্র হইত, তাহা বাচস্পতি
‘মহাশয়ও শ্রষ্টাই বলিয়াছেন, এবং গোময়বৃশ্চিকে যেমন বৃশ্চিকের জন্ম তেমনি কুৎসিত-
যোনিতেও ব্রাহ্মণকর্তৃক জাত নারদ দ্রোণাদির ব্রাহ্মণ হওয়ার কথাও কহিয়াছেন । কলিতে
ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রকার সত্যসংকল্পের (শ্রায়ানুমোদিত ভাবের) অভাবও কলিতে অসবর্ণ
বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়াতেই এই কলিযুগে (বর্তমান সময়ে) সর্বর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে
এবং বিবাহিতা অবিবাহিতা বৈশ্যতে (উর্বরশীতে) ব্রাহ্মণের বীৰ্য্য আর ব্রাহ্মণ হয় না ।
যথা মহাভারত, ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক জাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতে ব্রাহ্মণকর্তৃক ব্রাহ্মণ
হইয়া থাকে, ইত্যাদি বলিতেও তিনি ক্রটি করেন নাই ।

(৯৬) “স্ববীজৈব শূক্ষ্মেত্রে জাতঃ সম্পদ্যাতে যথা ।

তথার্ঘ্যাজ্জাত আৰ্ঘ্যায়াং সৰ্ব্বং সংস্কারমহতি ॥৬৯॥” ১০অ, মনুসং ।

এই বচনের অর্থা আর আৰ্ঘ্যার অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের স্ত্রীপুরুষ । ইহা-

“যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং কয়োরাহ্মাত জায়তে ।

আনন্তর্য্যায়ং স্বযোক্তাঙ্ক তথা বাহেদ্বপি ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥”

১০অ, মহুসংহিতা ।

যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অমুলোমা পত্নীতে ও স্বজাতীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য উৎপন্ন হয়, তেমনি এতদ্ব্যতীত অর্থাৎ প্রতিলোমমণ্ড শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়কন্তা ব্রাহ্মণকন্তা স্ত্রীতেও শূদ্রের এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

জাম্ব্য আর টাকাকার এখানে দ্বিজ হয় বলিয়াছেন (১৭) কিন্তু বচনের প্রকৃতার্থ তাহা নহে, কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সর্বণে উৎপন্ন ও অমুলোমা পত্নীতে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য স্বামীকর্তৃক উৎপন্ন পুত্রগণ যে দ্বিজ, তাহা ভগবান্ মন্ত এই অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন ; এ বচনে দ্বিজ মাত্র হয় এই কথা বলিলে, ইহার পরবর্তী উক্ত ৪১ শ্লোকে দ্বিকৃতি দোষ ঘটে (২৮) । যদি বল,

দ্বিপক্ষে যখন বচনে সুবীজ আর মুক্কেত্র বলা হইয়াছে, তখন অশ্বত্থের ব্রাহ্মণজাতি না হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বিবাহিতা ব্রাহ্মণ পুরুষ আর বৈশ্যকন্তাতেই অশ্বত্থের উৎপত্তি ।

(১৭) “অস্মা ব্রাহ্মণসা ত্রয়াণাং বর্ণানামাত্মা জায়তে স্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ দ্বিজত্বং জায়তে তথা স্বযোনৌ । এবং ত্রয়াণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণৌ দ্বিজান্ জনয়তি । এবং বাহেদ্বপি প্রতিলোমোন বৈশ্যক্ষত্রিয়ান্ত্যায়ঃ ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ্যোরাত্মা দ্বিজত্বং ভবতি । সতি চ দ্বিজত্বে উপনয়নং কর্তব্যম্ । বক্ষ্যতি চ এতে ষট্ দ্বিজধর্ম্মাণ ইতি । এতাবাস্তু বিশেষঃ । অমুলোমতা মাতৃজাত্যা মাতৃজাতীয়া স্ততিমাত্রমিদং বক্ষ্যামঃ ॥ ২৮ ॥ মে, ১” ভাষ্য ।

“কথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাদ্বয়োর্বর্ণয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যযোগমানে ব্রাহ্মণস্যামুলোমাদ্ দ্বিজ উৎপদ্যতে সজাতীয়ায়াঞ্চ দ্বিজো জায়তে । এবং বাহেদ্বপি বৈশ্যক্ষত্রিয়ান্ত্যায়ঃ ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ্যোজাত্যেবৎকর্ষাপক্রমো ভবতি শূদ্রজাতপ্রতিলোমাপেক্ষয়া দ্বিজাদ্ব্যুৎপন্নপ্রতিলোমপ্রান্ত্যার্থমিদম্ । মেধাতিথিস্ত দ্বিজত্বপ্রতিপাদকমেতৎ এষাং বচনমুপনয়নার্থমিত্যাহ । তত্র । প্রতিলোমানস্ত ধর্ম্মহীনী ইতি গৌতমেন সংস্কারনিষেধাৎ ॥ ২৮ ॥ কু, ১”

(২৮) “স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সূতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ ।

শূদ্রাণাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্বেহপঞ্চংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥” ১০অ, মহুসং ।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪০টীকাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ক্ষত্রিয়কন্তা ব্রাহ্মণকন্তা (আন্তর-গাওকর্ষাদি বিধিমতে) বিবাহিতা পত্নীতে জাত সূত মাগধ ও বৈদেহক প্রভৃতি দ্বিজ এবং সমুদায়ে দ্বিজ নয় প্রকার ।

সবর্ণে উৎপন্ন আর অমুলোমা পত্নীতে পিতৃজাতি হয়, একবাও ৫ শ্লোকেই পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এখানে পুনরায় তাহা বলিলেও পুনরুক্তি নোবই ঘটতেছে ? উত্তর, না, সবর্ণে উৎপন্ন আর অমুলোমাপত্নীতে স্বজাতি হয়, পূর্ববর্তী ৫ শ্লোকের সেই বিধিকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া, প্রতিলোমক্রমেও যে স্বজাতি (পিতৃজাতি) হয় তাহাই এ বচনে পরিব্যক্ত হইয়াছে । মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের কোন বচনেই সম্ভ্রানদিগকে পিতৃজাতি ব্যতীত মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই । তাহা যে হইতে পারে না, তাহা পরবর্তী ১০৭টীকাধৃত প্রমাণে ব্যক্ত হইবে । প্রাচীন শাস্ত্রের এবং প্রাচীনকালের এইটিই বিধি ও ইতিহাস ; ভাষ্য টীকাকারেরা এই কলিযুগের প্রবর্তিত পৌরাণিক জাতিভেদের অনুসরণ করিয়াই মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের বহু বচনের অস্ত্রায় অর্থ করিয়া (৯৯) প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি ও ইতিহাসকে পৌরাণিক জাতিভেদবিধি আর ইতিহাসরূপে সাধারণের ভিতরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন । ৯৯টীকাধৃত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২৫।২৬।২৭ শ্লোকের মধ্যে ২৫শ্লোকে মনু সূত মাগধ

(৯৯) "সন্ধীর্ণযোনয়ো যে তু প্রতিলোমামুলোমজাঃ ।

অশ্রোহিষ্ঠব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রব্যাক্যাম্যশেষতঃ ॥২৫॥

সুতোবৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাদমঃ ।

মাগধঃ ক্ষত্ৰুজাতিশ্চ তথায়োগব এব চ ॥ ২৬ ॥

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিসু ।

মাতৃজাভ্যাং প্রসূয়ন্তে এবরাসু চ যোনিষু ॥ ২৭ ॥" ১০অ, মনুসং ।

ভাষ্য—ব্যতিষক্তঃ সম্বন্ধঃ ইত্যেতদতঃ প্রতিলোমৈরমুলোমৈশ্চ । মে। ২৫ ।

টীকা—যে সন্ধীর্ণযোনয়ঃ প্রতিলোমৈরমুলোমৈশ্চ পরস্পরসম্বন্ধাৎ জায়ন্তে তান্ বিশেষেণ বাক্যামি । ২৫ । কু, ।

ভাষ্য—উক্তলক্ষণা এতে প্রতিলোমা উত্তরার্থঃ পুনরুৎপন্নস্বান্তে ॥ ২৬ ॥ মে, ।

টীকা—এতে ষড়ুক্ত লক্ষণাঃ সূতাদয়ঃ উত্তরার্থমনুজ্ঞান্তে ॥ ২৬ ॥ কু, ।

ভাষ্য—এতে সূতাদয়ঃ প্রতিলোমাঃ স্বযোনিসদৃশান্ জনয়ন্তি তজ্জাতীয়ানীত্যর্থঃ । ইঃ। ২৭। মে, ।

টীকা—এতে পূর্বোক্তা ষট্ প্রতিলোমজাঃ স্বযোনিসু সুতোংপণ্ডিৎ কুরুন্তি । যথা শূদ্রেণ বৈজ্ঞান্যং জাত আয়োগব উচ্যতে আয়োগব্যামেব মাতৃজাতৌ । এবরাসু বৈজ্ঞান্য-ক্ষত্রিয়া-ব্রাহ্মণীবোনিষু চকারাদপকৃষ্টায়ামপি শূদ্রজাতৌ সর্বত্র সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি" । ইঃ। ২৭ ।

প্রভৃতি সন্ধীর্ণ বোনিদিগের ও তাহারা স্বশ্বযোনিতে অথবা তাহাদের হইতে উচ্চ
নীচ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর কন্যাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে তাহাদিগের জাতি-
বিধি বলিতেছি বলিয়া তৎপরবর্তী ২৬ শ্লোকে সূতাদির নামকীৰ্ত্তনপূর্বক ২৭
শ্লোকে প্রতিলোমজ পুত্র সূতাদির তুল্যোৎপন্ন্য জ্ঞাতে কিংবা অনুলোম প্রতি-
লোমক্রমে অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর কন্যাতে যে সকল
পুত্র উৎপন্ন হইত, তৎসমুদয়কে ও ২৮ শ্লোকে সূতাদিকেও পিতৃজাতি বলিয়া-
ছেন ; এমতাবস্থায় আমরা যে প্রতিলোমজ পুত্র সূতাদিকেও পিতৃজাতি বলি-
লাম, তাহার প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় নাই। ১০ অধ্যায়ের ১১।১২।২৪
শ্লোকে 'মনু প্রতিলোমজ সূতাদিকেই বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, ১০ অধ্যায়ের কোন
শ্লোকেও অনুলোমজ অশ্বষ্ঠদিগকে তিনি বর্ণসঙ্কর বলেন নাই। কেবল ১০
শ্লোকে অনুলোমজদিগকে অপসদমাত্র বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার অনর্থক ২৭
শ্লোকের "মাতৃজাত্যাং" পদকে "মাতৃজাত্যাঃ" করিয়া তাহার মধ্যে অশ্বষ্ঠকেও
ধরিয়া লইয়াছেন। পূর্বে কোন স্থানে মনু অশ্বষ্ঠকে যে মাতৃজাতি (১০০)
বলিয়া প্রচার করেন নাই, উহা যে ভাষ্য টীকাকারের নিজের মত, তাহা
আমরা উপরে সপ্রমাণ করিতে ক্রটি কর নাই। টীকাকার ২৭ শ্লোকের সদৃশ
শব্দ লইয়াও নানা কথা তুলিয়াছেন (১০১), কিন্তু তাহা মূলশূন্য, যেহেতু মনু
পরবর্তী ২৮ শ্লোকে "ওথা বাহেঋষি ক্রমাৎ" বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী বচনের সূত
মাগধ বৈদেহক প্রভৃতি প্রাতিলোমজ পুত্র সকলকেই পিতৃজাতি কহিয়াছেন।
প্রতিলোমবিবাহে (আশ্বরগাক্ষরাদি বিবাহ ব্যতীত) বিবাহসংস্কার হইত না,
তাহা আমরা পূর্বে অনেক স্থলে দেখাইয়াছি। সেই হেতু সে স্থলে জীপুরুষের
শাস্ত্রবিধি মতে একৈত্ব (একজাতিত্ব)ও হইত না, তাহাতেই মন্যাদি শাস্ত্রে
প্রাতিলোমজদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুলোমবিবাহে যে
বিবাহসংস্কার দ্বারা সর্বত্রই জ্ঞা পতির জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহা পূর্ব পুরু

(১০০) ভাষ্য—“.....। তদ্বধা সূতঃ সূত্যাং সূতমেব জনয়তি এবং চণ্ডালশঙা-
য়াম্। বেচ মাতৃজাত্যাঃ প্রসূরস্তেহনুলোমা মাতৃজাতীয়া যে পূর্বমুক্তান্তানন্তরনাম
ইতি তেহপি স্বযোনিষু সদৃশান্ জনয়ন্তি। যথাষষ্ঠোহশ্বষ্ঠ্যাম্।” ইং। মে,। ২৭।

(১০১) “সদৃশত্বক ন পিত্রপেক্ষয়া কিন্তু মাতৃজাত্যা চাতুর্কর্ণগ্নীষেব পিতৃতোহধিকগর্হিত-
পুত্রোৎপত্তের্ক্যমাণত্বাৎ।” ইং। ২৭। কু,।

অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । যাহাদিগের মাতা পতির জাতি, তাহাদিগকে বর্ণ-সঙ্কর বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ । ভাব্যকার মেধাতিথি আর টীকাকার কুল্লুকভট্ট অন্যান্য-পূর্বক মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ২ শ্লোকে ও অত্যান্ত স্থলে এবং ১০ অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকে যে অশ্বষ্ঠ প্রভৃতিকেও বর্ণসঙ্কর कहিয়াছেন, তাহার অসারত্ব এই অংশের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইল এবং অপবাদধণ্ডানাংশেও প্রদর্শিত হইবে ।

অশ্বষ্ঠোৎপত্তি অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিবৃত্ত হইয়াছে যে, সভ্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আৰ্য্যদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা হেতু এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের অমূলোমবিবাহিতা পত্নী বৈশ্বকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক বহুসংখ্যক অশ্বষ্ঠনামা পুত্রের এবং অশ্বষ্ঠা নামী কন্যার জন্ম হইয়াছিল । অশ্বষ্ঠ যখন ব্রাহ্মণজাতি, তখন উক্ত ইতিহাস দ্বারা ইহা পরিস্ফুট হইতেছে যে, উপরি উক্ত যুগত্রয় ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্বকন্যা পত্নীর সন্তান মুর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কন্যা ও ভগিনী-দিগকে, বিবাহ করিতেন । যখন এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রতিলোমক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শূদ্রেরাও বৈশ্ব ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে (সকল স্থলে মন্ত্রবিবাহ করিতে না পারিলেও আত্মর গাক্ষর্ষাদি নিন্দিত বিবাহের বিধিমতে) বিবাহ করিতেন, অপিত প্রতিলোমজ পুত্র স্ত মগধ প্রভৃতিও উক্ত রূপে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয়া কন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন (১০২) তখন ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্বকন্যা ও শূদ্রকন্যা

(১০২) “ইচ্ছন্নান্যোন্তসংযোগঃ কস্তায়াশ্চ বরসা চ ।

গাক্ষর্ষঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্তঃ কামসন্তবঃ ॥ ৩২ ॥

ইত্যা ছিত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীঃ কদন্তীঃ গৃহাৎ ।

প্রসহ কস্তাহরণং ব্রাহ্মণো বিধিকচ্যতে ॥ ৩৩ ॥

সুপ্তাং মন্তাং প্রমন্তাং বা রহো যথোপগচ্ছতি ।

স পাণিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ৩৪ ॥” ৩৩, মনুসং ।

মহাভারতের অম্বশাসপর্বের ৪৪অ, ও অত্যান্ত পুরাণ এবং সংহিতা দেখ ।

মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ২৪-২৫-২৬ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহ-চতুষ্টয় ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মস আর গাক্ষর্ষ, বৈশ্ব শূদ্রের পক্ষে আহর ইত্যাদি বিবাহ-

পত্নীর গর্ভজ মূর্খাভিষিক্ত, অশ্বষ্ঠ আর নিষাদ (১০০) ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা ভাৰ্য্যার পুত্র ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের কন্তাদিগকে যে প্রাচীন কালে বিবাহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় বলিতে হইল যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা যুগের ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কন্তাগণই অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের জননী, কন্তাগণও অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণের পত্নী হইতেন, তাহা হইলেই সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের দৌহিত্র ও অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের দৌহিত্র বংশ আছে, ইহা নিশ্চয় কথা। তৎপরে অশ্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণ তখন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহাদের সন্তানদিগকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতেন তাহাও নিশ্চয় কথা। অতএব উক্ত প্রকারেও যে প্রাচীন কালে অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের রক্ত ও বীৰ্য্য সমুদায় ব্রাহ্মণ-জাতিতে সংক্রামিত হইয়াছে তাহাও বলা বাহুল্য।

অশ্বষ্ঠ নাম দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি। “অশ্ব” “স্থ” “ড” করিয়া যে অশ্বষ্ঠ হইয়াছে, “অশ্ব” শব্দের অর্থ যে পিতা তাহা “অশ্ব” শব্দের অর্থ” অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বৈশ্বকন্তা পত্নীর পুত্রদিগকে একপ করিয়া অশ্বষ্ঠ নাম শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ কেন দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত পুত্রগণ তাঁহাদিগের পিতৃহৃৎ (পিতৃজাতি) অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ, এই কথা সকলকে বুঝাইবার জন্ত তাঁহারা উক্ত পুত্রগণকে অশ্বষ্ঠ নাম দিয়া-

বিধিকৃত হইয়াছে। অতএব বিধি অনুসারেই প্রাচীনকালে যে সর্বদাই প্রতিলোমবিবাহ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য।

(১০০) অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মনুর ও যজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্তাপত্নীও মন্ত্রবিবাহিতা স্ত্রী। ব্রাহ্মণের উক্ত পত্নীতে জাত সন্তানের নামই নিষাদ। নিষাদজননী যখন ব্রাহ্মণের মন্ত্রবিবাহিতা, তখন নিষাদ যে ব্রাহ্মণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি আর মহাভারতকার অমুশাসনপর্বেও নিষাদ হই প্রকার বলিয়াছেন। এক অনুলোমে অপর প্রতিলোমে। প্রতিলোমে জাতই চণ্ডাল। মনু ১০ অধ্যায়ে যে নিষাদের সংসাবধকরা বৃত্তি উক্ত হইয়াছে তাহা প্রতিলোমজ চণ্ডালবিষয়েই, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন নিষাদের সম্বন্ধে অমুশাসনপর্বে সতত বৃত্তি উক্ত হইয়াছে।

হেন। প্রথমে এই অর্থেই যে, অশ্বষ্ঠ নামের সৃষ্টি হয় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

যদি বল, অশ্বষ্ঠ যদি ব্রাহ্মণজাতি হইবে, এবং বিবাহসংস্কার দ্বারা অশ্বষ্ঠমাতা বৈশ্বকক্কা যদি ব্রাহ্মণজাতি হইবেন, তবে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দায়বিভাগ বিধি ইত্যাদিতে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকক্কা পত্নীর সন্তানদিগকে ব্রাহ্মণ, বিপ্র এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকক্কা ভাৰ্য্যাকে ব্রাহ্মণী সৰ্বণী, আর অন্যান্যকে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা অসবর্ণী বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন ? এবং অশ্বষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া ক্ষত্রিয়পুত্র, বৈশ্যাপুত্র, ক্ষত্রিয়াজ বৈশ্যাজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বষ্ঠ ইত্যাদি বলা হইয়াছে কি জন্য ? (১০৪)। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা বলিবার সুবিধা ও পরিচয়ার্থে বর্ণিতে হইবে। বিবাহসংস্কার দ্বারা তাঁহারা স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু তাঁহাদিগের জন্ম যে ক্ষত্রিয় বৈশ্বকুলে, (অসবর্ণে) তাহা ত আর মিথ্যা নহে ? অতএব অসবর্ণে উৎপন্ন বৈশ্বকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা ইত্যাদি অর্থেই তাহাদিগকে, অসবর্ণী ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং তাঁহাদিগের গর্ভজ সন্তানকেও অসবর্ণাজ বৈশ্যাজ, ক্ষত্রিয়াজ, বৈশ্যাপুত্র ক্ষত্রিয়পুত্র ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর উহাকে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভাৰ্য্যার গর্ভজ পুত্রগণের একটু অধিক সম্মানখাপকও বলা যাইতে পারে। যেমন দুৰ্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই কুরুবংশ বা কৌরব, কিন্তু পরিচয়ার্থে দুৰ্য্যোধনাদিকে কৌরব ও যুধিষ্ঠিরাদিকে পাণ্ডব কহে ; দশরথের পুত্রদিগের মধ্যে একমাত্র রামকেই দাশরথি ও রাঘব কহে ; শাস্ত্রকারেরা প্রথম পুত্রকেই পুত্র কহিয়াছেন (১০৫)। ইহা শ্রীরামচন্দ্র,

(১০৪) “ব্রাহ্মণঃ দায়াক্ষরেদ্বিপ্রো দ্বাবংশৌ ক্ষত্রিয়াস্তুতঃ ।

বৈশ্যাজঃ সার্কমেবাংশমংশ শূদ্রা স্তুতো হরেৎ ॥ ১৫১ ॥

চতুরংশান্ হরেবিপ্রস্ত্রীংশান্ ক্ষত্রিয়াস্তুতঃ ।

বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্ব্যংশমংশ শূদ্রাস্তুতো হরেৎ ॥ ১৫৩ ॥” ৯অ, মনুসং।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ প্রভৃতি অধ্যায়, বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি প্রভৃতি সংহিতা দেখ।

(১০৫) “উক্তবাক্যে মনৌ তস্মিন্মুভৌ রাঘবলক্ষ্মণৌ ।

প্রতিনন্দ্য কথং বীরাবৃচ্চতুর্নিপুঙ্গবন্ ॥১॥” ৩৬সর্গ, বালকাণ্ড রামায়ণ।

“রাঘবো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুয়ো ভয়তস্তথা।

স্বান্ স্বান্ দারানমুগম্য রেমিরে হৃষ্টমানসঃ ॥” ৯৩অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপু।

কোরব ও প্রথম পুত্র প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব-জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন একটু অধিক সম্মানপ্রদর্শন-
নার্থমাত্র । বাস্তবিক পক্ষে কুরুপাণ্ডবেরা সকলেই কুরু বা কোরব । দশরথের
পুত্রচতুষ্টয়ই দাশরথি বা রাঘব এবং পিতার দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রেরাও পুত্রই,
জাহ্নবীও পৈতৃক দারাদিকারী, জ্যেষ্ঠানুক্রমে পৈতৃক শ্রাদ্ধাধিকারী । যখন
স্পষ্টই দেখা যায় যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের চতুর্ভূষণোৎপন্ন পত্নীর
পুত্রগণকেই পিতৃজাতি (ব্রাহ্মণ) বলিয়াছেন (১০৬) তখন পরিচয়ার্থে কিংবা
বলিবার সুবিধার্থে বা সম্মানার্থে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভাষ্যার পুত্রদিগকে
ব্রাহ্মণ বিপ্র অথবা সর্বগজ ; মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অশ্বষ্ঠকে এবং অন্যান্যকে ক্ষত্রিয়াজ,
বৈশ্যাজ, অসর্বগজ কিংবা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণ, নিষাদব্রাহ্মণ বলিয়া
যে উক্ত হইয়াছে (ও হইবে) তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অশ্বষ্ঠের ব্রাহ্মণ-
জাতিবিষয়ে শাস্ত্রীর এত প্রমাণসত্ত্বেও এইমাত্র কারণে যে অশ্বষ্ঠ অত্রাহ্মণ
হইতে পারে না, তাহা দূরদর্শিমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার করিবেন ।

এতক্ষণ উপরে যাহা প্রদর্শিত ও বলা হইল তাহা হইতে প্রকাশ পায় যে,
প্রাচীনকালে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিতে (সাধাবণ শ্রেণীতে) সর্বগজ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত,
অশ্বষ্ঠ ও নিষাদ সমুদয়ে এই চারিটী শ্রেণী ছিল । এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা
যায় যে, প্রথমে যাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষত্রি-
য়াদি শ্রেণীতে বিভাজ্য করা হেতুতেই একমাত্র ব্রাহ্মণের মধ্যে উক্ত শ্রেণী
চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল ; এবং সাধু বাগছি কুদ্রবাগছি, বিষ্ণু মুখোপাধায়,

“জ্যেষ্ঠেন জাতমাজ্ঞেয় পুত্রী ভবতি মানবঃ ।

পিতৃণামনুগৈশ্চৈব স তস্যাং সর্বমর্হতি ॥ ১০৬ ॥

দম্পিতং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমন্ততে ।

স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান বিহুঃ ॥ ১০৭ ॥” ৯অ, মনুসং ।

অন্ত্যস্ত স্মৃতি ও পুরাণ দেখ ।

(১০৬) “সর্বসর্বেষু তুল্যাস্থ পত্নীষক্ষতযোনিহু ।

আনুলোমোন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্তেষাং তে ॥ ৫ ॥” ১০অ, মনুসং ।

“ব্রাহ্মণস্তানুগৈর্কৈশ্চ চতস্রস্ত যদি স্ত্রিয়ঃ ।

তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥”

১৫০ । ১৫১ শ্লোক দেখ । ৯অ, মনুসং ।

বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও অন্ত্যস্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ ।

বৈদিকশ্রেণী, রাঢ়ীয়শ্রেণী, বারেন্দ্রশ্রেণী ইত্যাদির ন্যায় এক একটা (ভবোধক) শব্দ দ্বারা তাঁহারা পরস্পর চিহ্নিত হইয়াছিলেন মাত্র; প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহারা সকলে এক ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। স্থূল কথা এই যে, সত্য চইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত যতগুলিন স্মৃতি ও পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একখানিতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমুদয়ে এই চারি জাতি বাতীত পঞ্চম জাতি উক্ত হয় নাই, আর্যেরা কোন গ্রন্থেই কোন কালেই উক্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি স্বীকার করেন নাট (১০৭); অমূল্যম ও প্রতিলোম বিবাহোৎসব সন্তানদিগকে আশীশান্ত্রের সর্বত্রই পিতৃ বা মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১০৮)। অমূল্য-

(১০৭) “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বস্ত্রয়োবর্ণা বিজাতয়ঃ ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ॥৭॥ ১০অ, মনুসং ।

এষ ধর্ম্মবিধিঃ কুশলচাতুর্ধর্ম্মস্ত কৌর্ভিতঃ ।

অতঃ পরং এবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্ ॥ ১০১ ॥ ১০অ, মনুসং ।

১০০ শ্লোক দেখ ।

“চতুর্গামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্ ।

অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধত ॥ ২০ ॥” ৩অ, মনুসং ।

“চতুর্গামপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সদা ॥ ৩৭৯ ॥” ৮অ, মনুসং ।

“বর্ণাশ্চত্বারো বাজেন্ন চত্ব'রশ্চাপি আশ্রমাঃ ।

অধর্মে যে তু তিষ্ঠন্তি তে যান্তি পরমাং গতীম্ ॥” ৭অ, হারীতসং ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪অংশের ২ অধ্যায় ও ১০ অধ্যায়, পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায় ১৭৩৪ শ্লোক, ৪অ, ব্যাসসংহিতার ১৫ শ্লোক, মনুসংহিতার ১২ অ, ১ শ্লোক, সম্বৎসংহিতার ১অ, ১৫৬ শ্লোক, নশিষ্ঠসংহিতার ৪অ, বিষ্ণুসংহিতার ২ অধ্যায়ের ১১২ শ্লোক, অত্রিসংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩৫৭ ও অধ্যায়ের ৩০২ শ্লোক, বসমংহিতার ১০ শ্লোক, অশ্বাস্ত্র স্মৃতিপুরাণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত দেখ ।

(১০৮) মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২৮৪১৬৬৭৬৮৬৯৭৬৯৭ শ্লোক ও বিষ্ণুসংহিতার ১৬অ, ২ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১অ, ২০ শ্লোক, এবং ১০৭টীকাধৃত ও ৯৯ টীকায় প্রমাণের আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অমূল্যম প্রতিলোমজাত সন্তানেরা সকলেই তাহাদের স্বশ পিতৃজাতি হইতেন। কেবল মহাভারতের পরবর্তী পুরাণাদিতে মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত ১০৭টীকাধৃত প্রমাণাবলিতে ব্যক্ত হয় যে মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু ধর্ম্মাদি বলিয়াছেন তৎসমুদয়ই চতুর্ধর্ম্ম বিষয়েই বলিয়াছেন। যদি অমূল্যমপ্রতিলোমজ পুত্রপণ ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে

লোম প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতির মধ্যেই পুরোক্ত প্রকারে এক দুই বা ততোধিক শ্রেণীর উৎপত্তি হওয়া ভিন্ন আর্ঘ্যপ্রণীত কোন শাস্ত্রেই অনুলোম-ও-প্রতিলোমজ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহির্ভূত স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে দশকর্ম, অশৌচ ও বর্ষবিধি উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই অনুলোমজ প্রতিলোমজ সন্তানদিগের সম্বন্ধেও সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত (বর্তমানসময়াবধি) প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে ; কোন শাস্ত্রেই অনুলোম-ও-প্রতিলোমজ পুত্রগণের দশকর্ম ও অশৌচবিধি স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হইয়াছে ইহা

মনুসংহিতা প্রভৃতি কোন স্মৃতিতেই এবং কোন পুরাণেই অনুলোমজ পুত্র মৃদ্ধাভিষিক্ত অশ্বষ্ঠ এবং প্রতিলোমজ স্ত্রীদিগের ধর্ম্মরত্তি প্রভৃতি উক্ত হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১০৭টীকাধৃত বচনে দেখা যায় যে ভগবান্ মনু ১০অধ্যায়ের প্রথমে ৪ শ্লোকে চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি নাই বলিয়া শেযোক্ত ১৩০।১৩১ শ্লোকে চারি বর্ণের ধর্ম্ম বলিলাম বলিয়াই উক্ত অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ পরিস্ফুট হইতেছে যে, মনু অনুলোমজ প্রতিলোমজ প্রভৃতিকেও চারি জাতির অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। আর আর শাস্ত্রকারগণও যে এ বিষয়ে মনুরই অনুসরণ করিয়াছেন, ১০৭টীকাধৃত প্রমাণের দ্বারা তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। অশ্বষ্ঠোৎপত্তি ও অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে এবং এ অধ্যায়েও আমরা দেখাইয়াছি যে সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আর্ঘ্যসমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তাহা হইতে উক্ত হৃদীর্ঘকালে অসংখ্য অনুলোম ও প্রতিলোমজ পুত্রকন্তার জন্ম হইয়াছিল। তাহাদিগের বিবাহের বিধি ও ইতিহাস কোন শাস্ত্রেই স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হয় নাই। শাস্ত্রীয় সর্ব্ব অনুলোম বিবাহের যে বিধি তাহাই যে তৎসম্বন্ধেও এক বিবাহবিধি ; ব্রাহ্মণকন্তা ক্ষত্রিয়কন্তা বৈশ্যকন্তা শূদ্রকন্তা এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র শব্দে যে অনুলোম প্রতিলোমজাত কন্তাপুত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কলিযুগেও শুকদেবের কন্তা কুড়ীর সহিত অনুহনামক চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতির বিবাহ হয়। ইহা প্রতিলোমবিবাহ, যেহেতু কুড়ী ব্রাহ্মণকন্তা। কুড়ীর ব্রহ্মদত্ত নামে জগদ্বিখ্যাত সন্তান হয়, তিনি মাতৃজাতি হন নাই, পিতৃজাতি হইয়াছিলেন। ১৩অ, হরিবংশপর্ব্ব, হরিবংশ দেখ। ব্রাহ্মণ শুকচাচাখ্যের কন্তাকে চন্দ্রবংশীয় যযাতি বিবাহ করেন। ইহাও প্রতিলোমবিবাহ, ইহাতে যদু তুর্কশ ও অসবর্ণা অর্থাৎ দানবনন্দিনী শম্বীভাবে যযাতির দ্রুহ অণু ও পুত্র এই পঞ্চপুত্র হয়। যদু পুত্র প্রভৃতি তাহাদের বংশীয়েরা সকলেই পিতৃজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ৪অঃ, ১০অ, ১২ শ্লোক দেখ।

মহাভারতের খাদিগর্ব্ব দেখ।

দেখা যায় না । (১০৯) পরন্তু এই কলিযুগেই যে বর্তমান বহুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই (১১০) । এমতাবস্থায় একথা বলা অন্যায় নহে

(১০৯) “প্রোতশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি ত্র্য্যশুদ্ধিং তথৈব চ ।

চতুর্ণামপি বর্ণনাং যথাবদমুপূর্বশঃ ॥ ৫৭ ॥”

“শুদ্ধোষিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাদেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৮৩ ॥ ৫৮, মনুসং ।

অত্রিসংহিতার ৮৫ শ্লোক, ২৭৯ শ্লোক, বিষ্ণুসং ২২অঃ ১২২৩ শ্লো । যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩অঃ, ১৮২২ শ্লো, উশনঃসং ৮অ, ৩৪শ্লো, অথ্যাত্ত সংহিতা দেখ ।

“নামধেয়ং দশম্যন্ত দ্বাদশাং বাস্ত কারয়েৎ ।

পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা শুণাষিতে ॥ ৩০ ॥

মাজ্জল্যং ব্রাহ্মণস্ত স্তাং ক্ষত্রিয়স্ত বলাষিতম্ ।

বৈশ্যস্ত ধনসংযুক্তং শূদ্রস্ত তু জুড়পিতম্ ॥ ৩১ ॥

গর্ভাষ্টমাসে কুর্কীত ব্রাহ্মণস্তোপনায়নম্ ।

গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাতু দ্বাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥

চতুর্থ্যে মাসি কন্তব্যং শিশোনিষ্কৃ মণং গৃহাৎ ।

ষাণ্ডেহরপ্রাশনং মাসি ষাণ্ডেষ্টং মজ্জলং কুলে ॥ ৩৭ ॥

চূড়াকর্ষ্ম দ্বিজাতীনাং সর্কাসামেব ধর্ম্মতঃ ।

এবমেহদে তৃতীয়ে বা কন্তব্যং ক্ষতিচোদনাৎ ॥ ৩৫ ॥”

৬২ । ৩৩ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৬২ । ৬৫ । ১২৭ শ্লোক

দেখ । ২অ, মনুসংহিতা ।

সমুদয় আৰ্য্যপ্রণীত শাস্ত্রেই এই প্রকার অশৌচগ্রহণ, দশকর্মাদির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই শতযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা উক্ত চারি জাতির ধর্ম্ম কৰ্ম্ম সকলই অমূল্য ও প্রতিলোমজ সন্তানদিগের সম্বন্ধেও নিয়োগ করিতেছেন এবং তাহারাও তাহাই প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন । যাঁহাদিগের আচরিত ধর্ম্মকর্মাদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের অমূল্যিত সমস্ত ক্ষিয়াকলাপ, তাঁহা-দিগকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহির্ভূত জাতি অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-জাতি নহেন, তাহার অতিরিক্ত জাতি, এই সিদ্ধান্ত যাঁহারা করিয়াছেন বা করেন তাঁহা-দিগকে আব আমরা কি বলিব ? অমূল্যমাত্র সন্তানদিগের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণ, কাহারও ক্ষত্রিয়, কাহারও বৈশ্য এবং কাহারও শূদ্রধর্ম্মাদি হইলে তাহাদিগকেও যে সেই সেই জাতি বলিতেই হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

(১১০) “প্রজাপতিমুণাজ্জাতা আদৌ বিপ্রাহি বৈদিকাস্ ।

করাক্ষ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্কোবৈশ্যাস্চ অক্ষিবে ॥

পাদাৎ শূদ্রাশ্চ মন্ডতাস্রিবর্ণস্ত চ সেবকাঃ ।

সত্যজ্ঞেতাধাপবেষু বর্ণাশ্চত্বার এবচ ।

যে, ব্রাহ্মণাদির অমূল্যমবিবাহোৎসব অর্থহীনকে যে আমরা বর্তমান কালে ব্রাহ্মণাদি জাতি হইতে স্বতন্ত্র জাতি দেখিতেছি, তাহা আৰ্য্যশাস্ত্র ও আৰ্য্যরীতি-বিরুদ্ধ ব্যবহার। আর এই ব্যাখ্যায় বাহা যাহা প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ইহা বলিলেও অন্যায় হয় না যে, মনুসংহিতার উক্ত অথবা ভাষ্য আর টীকার প্রসাদেই অর্থাৎ তাহাই সমাজে প্রচারিত হওয়াতেই অশ্বঠেরা ব্রাহ্মণজাতিহারা হইয়াছেন। ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্লূকের অন্যায় মনুব্যাখ্যা হইতেই যে প্রাচীন ভারতের চারি জাতি হইতে বর্তমান চৌষট্টি (অসংখ্য) জাতি ও তাহা হইতে যে নানা প্রকার ভেদভাবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই (১১১)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অশ্বঠো ব্রাহ্মণজাতি-

নর্নামাধায়াঃ সমাপ্তঃ।

যট্ ত্রিংশজাতয়ঃ শূদ্রাঃ কলিকালে কলিভবন।

ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা নাসিকো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥”

জাতিমালাধৃত, পরশুরাম সংহিতা।

(১১১) ১১০টিকাধৃত পরশুরামসংহিতার বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত আৰ্য্যসমাজে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র এই চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না, অতএব উপরে আমরা যে বলিয়াছি আৰ্য্যদিগের সময়ে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্য্যন্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না, অমূল্যম ও প্রতিলোমবিবাহোৎসব সম্ভাবনায় সকলেই তাহাদের পিতৃজাতির অন্তর্গত ছিল, পরশুরামসংহিতার প্রমাণেও তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। পরশুরাম বলিতেছেন, ৩৬প্রকার শূদ্রজাতির উৎপত্তি এই কলিযুগে হইয়াছে। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ভাষা টীকায় ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্লূক প্রভৃতিও অমূল্যম প্রতিলোমজদিগকে পিতৃজাতিও না, মাতৃজাতিও না অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ জাতি হইতে ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রচার করাতে ব্রাহ্মণাদি বিজ্ঞত্রয়ের মধ্যেও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি হইতেও যে এই কলিযুগেই বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা অনুমানে চৌষট্টি জাতি বলিলাম, কিন্তু স্পষ্টরূপে গণনা করিলে বোধ হয় বর্তমান হিন্দুজাতির সংখ্যা ইহা হইতে অনেক অধিক হইবে।

নবমাধ্যায় ।

অষ্টম ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র ।

অষ্টমাতা বৈশ্বকর্তা (ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী) অসবর্ণে (ভিন্নশ্রেণীতে) উৎপন্ন হইলেও বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ব্রাহ্মণের সর্বর্ণ, অষ্টমেরা যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন বহু শাস্ত্র দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । অষ্টম যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, এ অধ্যায়ের তাহাই আলোচ্য বিষয় । যদি বল, পতিপত্নীতে যখন অষ্টমের উৎপত্তি, তখন অষ্টম যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, সে চর্চা অতীব বাহুল্য । কথাটা শুনিতে অতিশয় বাহুল্যই বটে, কিন্তু প্রতিবাদী মহাশয়েরা প্রাচীন সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শাস্ত্রীয় কোন বচনেরই অর্থ করেন না, অষ্টমাতা যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকর্তা পত্নীর ত্রায় পত্নী অর্থাৎ স্বীয় ক্ষেত্র, তৎসম্বন্ধে আরও আপত্তি উত্থাপন করিতেও পারেন, এমতাবস্থায় এই অধ্যায়টিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে ।

“মৃত্যুতকে তু দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম্ ।

স্বামিতুল্যাং ভবেচ্ছৌচং মৃত্যে স্বামিনি যৌনিকম্ ॥ ৮৯ ॥

একত্র সংস্কৃতানান্ত মাতৃগামেকভোজিনাম্ ।

• স্বামিতুল্যাং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯১ ॥”

অত্রিসংহিতা ।

স্বামীর জীবিতাবস্থায় যে সকল জন্ম মরণ ঘটে তাহাতে এবং স্বামীর মৃত্যুতে অহুলোমা পত্নীগণের স্বামীর তুল্য অশৌচ হইলে, দাসীদিগের যে কুলে জন্ম সেই কুলের জন্ম মরণাশৌচ হইয়া থাকে । ৮৯ ।

সপত্নীপুত্রকর্তার জন্মমরণে একসময়ে বা পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পরিণীতা একান্নভুক্তা কিংবা পরস্পর ভিন্নভোজি-বিমাতৃগণের স্বামীর তুল্য অশৌচ হইয়া থাকে । ৯১ ।

“পত্নীনাং দাসানামানুলোমোন স্বামিনস্তুল্যমশৌচম্ । ১৮ ।

মৃত্যে স্বামিষ্ঠাশ্রয়ম্ । ১৯ ।” ২২অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

স্বামির মৃত্যুতে অহুলোমা পত্নীদিগের স্বামীর স্বজাত্যুক্ত অশৌচ হয় । দাস

অর্থাৎ ভূতাদিগের প্রভুকুলের অশৌচ হয় না, যে কুলে জন্ম সেই কুলের অশৌচই হইয়া থাকে ।

ভট্টপঞ্জিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় উপরি উক্ত অত্রি ও বিষ্ণু সংহিতার যে প্রকার অযথা অনুবাদকরত বঙ্গবাসিগণেরে মুদ্রিত করিয়া সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন (১), সে প্রকার অনুবাদ করিতে আমরা বাধ্য নহি, যেহেতু ৬ অধ্যায়ে আমরা মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্র দ্বারা অনুলোম বিবাহিতা পত্নীদিগের স্বামীর জাতি গোত্র প্রাপ্ত হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছি। মহর্ষি অত্রি ঐ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহার কৃত সংহিতার তাহা স্পষ্ট দর্শিতে পাওয়া বাইতেছে। বিধান না থাকিলেও যখন মন্যাদির উক্ত বিধির অত্রি প্রতিবাদ করেন নাই, তখন উক্ত বিষয়ে মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের সম্বন্ধে যে তাঁহার ঐক্য ছিল তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং মহর্ষি অত্রি যে তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদের অর্থ দিয়া উপরি উক্ত বচন দুইটি রচনা করেন নাই, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বিষ্ণু স্বীয় সংহিতার চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভাষ্যা ভবন্তি । ১ ।

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত । ২ । দে বৈশ্যস্ত । ৩ । একা শূদ্রস্ত । ৪ । তাসাং সর্বণ্যবেদনে পানিগ্রাহঃ । ৫ । অসর্বণ্যবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কৃত্য । ৬ । প্রতোদো বৈশ্যকৃত্য । ৭ । বসনদশান্তঃ শূদ্রকৃত্য । ৮ ।” ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা । ”

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত ।

“চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

অস্তি । বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভাষ্যা হইতে পারে । ক্ষত্রিয়ের তিন,

(১) “জন্মকালে হীনবর্ণী দার্মী ও অনুলোমী পত্নীদিগের স্বামীর সদৃশ অশৌচ হইবে ; স্বামী মরিলে, সে কুলে যে বাশে তাহার জন্মিয়াছিল, তদনুরূপ অশৌচ হইবে । ৮৯ । সপত্নীপুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদাপরিণাত একান্নবর্তী অসবণা মাতৃগণের স্বামীর সমান (স্বামিবর্ণানুসারে) অশৌচ হইবে ; কিন্তু সকলে বিতক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণাত হইলে স্ব স্ব বর্ণানুসারে অশৌচ হইবে । ৯১ ।” অত্রিসংহিতার অনুবাদ ।

“হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্ণের স্বামীর অশৌচে স্বামীর সমান অশৌচ হইবে । ৯৮ । স্বামীর মৃত্যুর পরে নিম্ন বর্ণানুরূপ অশৌচ হইবে । ১০১ ।” বিষ্ণুসংহিতার অনুবাদ, ২২অ, ।

বৈশ্ণবের ছই এবং শূদ্রের এক । (যথা ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য ও শূদ্রা ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্য এবং শূদ্রা ইত্যাদি) । সৰ্বণবিবাহে জ্ঞীলো-
কেরা পাণিগ্রহণ করিবে ; অসৰ্বণবিবাহে ক্ষত্রিয়কন্যা শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্য-
কন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসনদশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে ।”

ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ ।

বঙ্গবাসিপ্রেসে মুদ্রিত ।

“সৰ্বণাশু বহুভাৰ্য্যাশু বিদ্যমানাশু জ্যেষ্ঠা সত ধৰ্ম্মকাৰ্য্যং কৰ্ম্মাৎ । ১। মিশ্রাশু
কনিষ্ঠ্যাপি সমানবৰ্ণা । ২। সমানবৰ্ণায়া অভাবে ত্বনন্তরৈরাপদি চা । ৩।
ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রা । ৪ ।” ২৬অ, বিষ্ণুসং । ঐ প্রকাশিত ।

“সৰ্বণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অৰ্ণাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরীণীতা)
ভাৰ্য্যার সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিবে । মিশ্রা (অৰ্ণাৎ সৰ্বণা অসৰ্বণা) বহু পত্নী
থাকিলে সৰ্বণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিবে । সমান
বৰ্ণা পত্নীর অভাবে অন্যবহিত পরবৰ্ণাব সহিতও কাৰ্য্য করিবে । (যথা ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি) । আপৎকালেও অৰ্ণাৎ সৰ্বণা পত্নীর রজোদোষাদি
হইলেও ঐ নিয়ম । কিন্তু দ্বিজ শূদ্রাপত্নীর সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য কদাচ করিবে
না (২) ।” ২৬অ, বিষ্ণুসং । ঐ তর্করত্নকৃত অনুবাদ ।

মহর্ষি বিষ্ণুর উল্লিখিত বচনের বেদনের অৰ্থ নিশ্চয়ই মনুবিবাহ অৰ্ণাৎ পাণি-
গ্রহণ সংস্কার, তর্করত্ন মহাশয়কেও তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । যেহেতু
মনুবিবাহিতা ভাৰ্য্যা না হইলে বিষ্ণু কদাচ ব্রাহ্মণাদিব দ্বিজকন্যা ভাৰ্য্যাগণের
সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিতে বিধি দিতেন না । প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ
যাহাদিগের সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিতেন, বেদোক্ত বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহারা
পতির জাতি হইতেন, সেই সমস্ত অনুলোমবিবাহিতা দ্বিজকন্যা ভাৰ্য্যাদিগকে

(২) “দ্বিজ শূদ্রাপত্নীর সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য কদাচ করিবে না ।” তর্করত্ন মহাশয়ের এই
কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দ্বিজগণকে বিষ্ণু দ্বিজকন্যাপত্নীমাত্রেয় সহিতই ধৰ্ম্মকাৰ্য্য
করিতে বলিয়াছেন । অতএব বিষ্ণুসংহিতার অনন্তরশব্দের অৰ্থ অব্যবহিত হইতেছে না ।
অনন্তর, একান্তর, দ্ব্যন্তর হইতেছে । অনন্তর শব্দের যে এই সকল অৰ্থ হয়, অধৰ্ষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি
অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত অনুবাদে যে অনন্তর শব্দের অব্যবহিতার্থ করা
হইয়াছে তাহা অসঙ্গত ।

স্বামীর অশৌচবিষয়ে দাসীদিগের তুল্যাধিকারিণী যে মর্হি বিষ্ণু করিতে পারেন না ও করেন নাই, তাহা বুদ্ধিমানেরা কখনই অস্বীকার করিবেন না । অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণের সহিত যখন ধর্ম্মকার্য্যকরিবার বিধি আছে এবং প্রাচীনকালের আর্ক্ষগণ তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইতেন, তখন পুত্রাদির ও সর্ব্বণে উৎপন্ন পত্নীর অভাবে অসর্ব্বণে উৎপন্ন ভাৰ্য্যা ই যে ব্রাহ্মণ-স্বামীর শ্রাক্ষাধিকারিণী হইতেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে । এখন তর্করত্ন মতাম্বয়কে প্রশ্ন করা যাউতে পারে যে, প্রাচীনকালে অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্বকন্যার ব্রাহ্মণস্বামীর মৃত্যু হইলে উক্ত কন্যার যদি পিতৃকুলের পঞ্চদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতুতে সেকালের বৈশ্বকন্যা পত্নী কি তাঁহার ব্রাহ্মণস্বামীর শ্রাক্ষ ষোড়শাহে করিতেন ? কি আশ্চর্য্য ! যে স্ত্রীকে বিবাহ করা যাইত, যাহার পাককরা অন্নবাজনা দি ব্রাহ্মণস্বামী আহার করিতেন, যাহাকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্যাদিও করিতেন, সেই স্ত্রী অসর্ব্বণে উৎপন্ন ইহারও অর্থ যে কুলীন স্বামীর শ্রোত্রিয়কন্যা পত্নী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । এমতাবস্থায়ও বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত বচনসমুদয়ের কোন যে উক্ত প্রকার অসরলার্থ করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ।

“শর্যবদব্রাহ্মণশ্রোত্রং বর্ষ্যেতি ক্ষত্রসংযুতম্ ।

শুশ্রূদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥”

২অ, মনুসং ৩২শ্লোকের কুল্লুকভট্টকৃত টীকাযুক্ত বচন ।

৩অংশ, ১০অ, বিষ্ণুপুরাণ ২ শ্লোক দেখ ।

ব্রাহ্মণের শর্য্য, ক্ষত্রিয়ের বর্ষ্য, বৈশ্যের শুশ্রূ ও শূদ্রের দাসাত্মক নাম হইবে, অর্থাৎ ইহাদিগের সপাত্রমে শর্য্য, বর্ষ্য, শুশ্রূ ও দাস উপাধি জানিবে ।

এই বচনের বৈশ্য আর শূদ্রের শুশ্রূ দাস উপাধি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থ যেমন দাস উপাধি বৈশ্যের নহে শূদ্রের, তেমনি অত্রি আর বিষ্ণুর “মৌনিকম্” আর “আত্মীয়ম্” এই দুইটি পদ দাসী ও দাস সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । অতএব ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নী বৈশ্বকন্যা (অস্বর্গমাতা) যে ব্রাহ্মণের স্বীয় ক্ষেত্র তাহা প্রাচীন সমুদয় শাস্ত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

“স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্ত্বে ঔরসমুৎপাদয়েদ্ধি যম্ ।

তমৌরসং বিজ্ঞানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥ ১৬৬ ॥”

৯অ, মনুসংহিতা ।

স্বীয় পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করা যায়, তাহাকেই ঔরসপুত্র বলিয়া জানিবে । পূর্বোক্ত দ্বাদশ পুত্র মধ্যে (প্রথমকল্পিত) এই পুত্রই মুখ্য অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ।

অষ্টমাতা ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী (স্বীয় ক্ষেত্রে), স্ত্রুতরাং মনুর মতে অশ্ব-
র্থেয়া ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র হইতেছেন । টীকাকার কুল্লুকভট্ট বোধায়নের একটি
বচন উদ্ধৃত করিয়া, ভগবান মনুর “স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ান্ত্বে” ইত্যাদি বচনের অর্থ
কেবল সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর সন্তানকে ঔরসপুত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং
সেই কারণেই নানা পুস্তকে বিকৃত অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছে ।

টীকা—“স্বইতি । স্বভাৰ্ঘ্যায়াং কন্তাবস্থায়ামেব কৃতবিবাহসংস্কারায়াং যং স্বয়-
মুৎপাদয়েৎ তং পুত্রং ঔরসং মুখ্যং বিদ্যাৎ । সর্বর্ণায়াং সংস্কৃতায়ান্ স্বয়-
মুৎপাদিতমৌরসং পুত্রং বিদ্যাতিতি বোধায়নদর্শনাৎ সম্ভাতিয়ায়ামেব স্বয়-
মুৎপাদিত ঔরসো জ্ঞেয়ঃ । ১৬৬ ।” কু. । ৯অ, মনুসং ।

ভট্টকুল্লুক বলিতেছেন, যে স্ত্রীকে কন্তাবস্থায় বিবাহ করা যায়, সেই ভাৰ্ঘ্যাতে
স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে তাহারই নাম ঔরসপুত্র । সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্যের বৈশ্যকন্তা ও শূদ্রের
শূদ্রকন্তা পত্নীতে পুত্র ঔরস, এই কথা বোধায়ন বচনে দেখা যায় ; অতএব
সম্ভাতিয়া (ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব বর্ণে উৎপন্ন) ভাৰ্ঘ্যাতে স্বয়ং স্বামী যে পুত্র উৎপন্ন
করেন তাহাকেই ঔরসপুত্র বলিতে হইবে ।

ভাষাকার মেধাতিথি এ বিষয়ে ভট্ট কুল্লুকের সহিত একমত হন নাই,
তিনি সর্বর্ণে অসর্বর্ণে উৎপন্ন ভাৰ্ঘ্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রমাত্রকেই ঔরসপুত্র
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩) । টীকাকার যে কন্তাবস্থাতে বিবাহিতা স্ত্রীতে

(৩) ভাষা—“আত্মীয়বচনঃ স্বশব্দো ন সমানজাতীয়তামাহ । এতেন স্বয়ং সংস্কৃতায়ান্
জাত ঔরস ইতরাংশং সংস্কৃতায়ান্ নিবৃত্তিপরঃ সংস্কৃতশব্দঃ সম্ভাব্যতে । ততশ্চাস্তেন সংস্কৃতায়ান-
মন্ত ঔরসঃ স্তাৎ । উক্তার্থে চ স্বশব্দে ক্ষত্রিয়াদিপুত্রা অপ্যৌরসা ভবন্তি তেষামন্তং পুত্রলক্ষণ-
মন্তি ।” ইত্যাদি । ১৬৬ মে, । ৯অ, মনুসং ।

স্বামীকর্তৃক উৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলিয়াছেন, অশ্বঠেরাও সেই পুত্রই, যেহেতু প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকন্যাদিগকে কন্যাবস্থাতেই বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারাও ব্রাহ্মণের সংস্কৃতা পত্নী । টীকাকার বোধায়ন বচন অবলম্বন-করত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আপত্তি যে, তিনি যদি বোধায়ন বচন না দেখিতেন, তাহা হইলে “স্বক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্ত” মনুবচনের অর্থ করিতে যাইয়া তিনি অশ্বঠাদি অনুলোমজ পুত্রগণকে ব্রাহ্মণাদির ঔরসপুত্র বলিতেন কি না ? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, বলিতেন । তাহা স্বীকার করিলেই অশ্বঠেরা যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র মনুবচনের দ্বারা তাহা নির্ণীত হইল । বোধায়ন বলিয়াছেন, সর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করা যায় সেই পুত্র ঔরস । ইহার দ্বারা উপরে আমরা মনুবচনের যে অর্থ করিয়াছি তাহার বাধা জন্মে না । কারণ বোধায়ন এমন কথা বলেন নাই যে, অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে স্বামীকর্তৃক জাত সন্তান ঔরসপুত্র নহে ।

“সর্বণাপুত্রানন্তরপুত্রয়োঃরনন্তরপুত্রশ্চ গুণবান্

জ্যেষ্ঠভাগং গৃহীয়াৎ গুণবান্ হি সর্বেষাং ভর্তা ভবতি ॥”

অনন্তরজন্মের অর্থ, বিশ্বকোষ অভিধানপুত্ৰ, বোধায়ন বচন ।

সর্বণাপুত্র আর অনুলোমজ পুত্রের মধ্যে অনুলোমজ পুত্রই গুণবান্ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইলে গুণবান্ পুত্রই পৈতৃক ধনের জ্যেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবে, কারণ গুণবান্ অত্যাশ্রয় পুত্রদিগের ভর্তা হইয়া থাকে ।

দেখ, বিশ্বকোষপুত্ৰ বোধায়ন বচনে যখন সর্বণাপুত্র হইতে অনুলোমজপুত্রকে স্পষ্টতঃ গুণবান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন বোধায়নের মতে যে অশ্বঠাদি অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রও ঔরসপুত্র, তাহা বলা বাহুল্য । টীকাকারের উদ্ধৃত বোধায়নবচনে বিশ্বাস করিয়া আমরা বিশ্বকোষপুত্ৰ বোধায়নবচনে অশ্বঠাদি করিতে পারি না । তার পরে আমরা এই কথা বলি যে, অশ্বঠমাতা বৈশ্যকন্যা বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা “অশ্বঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে । সুতরাং বুঝিতে হইবে, বোধায়নের সর্বণা বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণের বৈশ্যকন্যা (অনুলোমবিবাহিতা) পত্নীও । যেহেতু সর্বণে উৎপন্ন সর্বণা আর বিবাহসংস্কার দ্বারা সর্বণা একই কথা । প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির (বর্ণের) অর্থ যে বর্তমান

যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা ‘অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি’ অধ্যায়ে ও অন্ত্যস্ত অধ্যায়ে আমরা আৰ্য্যশাস্ত্র দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। বর্তমান যুগের কুলীন যে শ্রোত্রিয় কিংবা বংশজ কতাদিগকে বিবাহ করেন, তদ্বৎপন্ন সম্ভান কি ঔরসপুত্র নহে ? এখন যেন ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়-বৈশ্যে বিবাহসম্বন্ধ নাই, অশৌচসম্বন্ধ নাই, মণিগুতা ও ভোজ্যায়ত্তা (পরস্পর পরস্পরের পাক-করা অনব্যঞ্জনাদি আহারকরারূপ প্রথা) নাই ; কিন্তু প্রাচীনকালে তো ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের (শূদ্রের পর্য্যন্ত) এ সকল সম্বন্ধই ছিল (৪) । আর একপ স্থলে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য কুলীন, শ্রোত্রিয় বা বংশজে পরস্পর যে পার্থক্য সেই প্রকার পার্থক্য ছিল বলিয়া আমরা যে কহিয়াছি তাহা বলা কি অসম্ভব হইয়াছে ? একপ স্থলে বৈশ্যকৃত্যের বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ পতির গোত্র জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হওয়ার বিধি যে আৰ্য্যশাস্ত্রে আছে তাহাও কি অসম্ভব ?

আমাদিগের উপরি উক্ত নীমাংসায় ব্রাহ্মদিগের আপত্তি থাকিবে, তাহারা এই হেতুতে নিরন্তর হইবেন যে, বোধায়নসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। তাহা হইলে পরাশরসংহিতায় যে একবিংশতি মহর্ষি প্রণীত একবিংশতি সংহিতার নাম উক্ত হইয়াছে (৫) তাহাতে অবশ্যই বোধায়নেরও নাম থাকিত। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে, বোধায়নকৃত গ্রন্থ অতিশয় আধুনিক। এই কলি-যুগে সুবিধিরাদিরও অনেক পরে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। যখন মনু-সংহিতা প্ৰভৃতি প্রাচীন সংহিতাগুলিতে অনুলোমবিবাহিতা পত্ন্যমাত্রেই পতিকঙ্ক জাত সম্ভানদিগকে ঔরসপুত্র বলিয়া উক্ত আছে (৬) তখন বোধায়ন

(৫) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিতে প্রাচীনকালে যে বিবাহসম্বন্ধ ভোজ্যায়ত্তাদি ছিল তাহা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, মণিগুতা ও অশৌচসম্বন্ধ দ্বারা, ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডে, “স্বভুক্ত অশ্বষ্টোৎপত্তি সমালোচনা” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

(৬) “মহর্ষিবিষ্ণুভারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ ।

পরাপ ওষসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতি ॥ ৮ ॥

পরাশরব্যাসমশলিগিতা দক্ষগৌতমৌ ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ ৫ ॥” অতঃ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

(৭) অষ্টম ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, এ বিষয়ে আমরা মনুবিবন্ধ বিধি আর আর স্মৃতি ও

বচন, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থের বিধি ও ইতিহাসের বহির্ভূত ও বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য (৭)। বোধায়ন স্মৃতি আধুনিক গ্রন্থ হওয়াতে প্রাচীন মনুসংহিতা প্রভৃতির বিধি অনুসারে সত্য হইতে কলি-যুগের প্রথম পর্য্যন্ত সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন পদ্ধিমাতেই স্বামী কর্তৃক জাত সন্তান সমাজে ঔরসপুত্ররূপে প্রচলিত ছিল বুঝিতে হইবে, বোধায়নের উক্ত বিধি দ্বারা তাহাতে বাধা ঘটে নাই। এমনভাবেই প্রাচীন এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হই-তেছে যে, বোধায়নের পূর্বে সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধিমতে অশ্বঠেরা ব্রাহ্ম-ণের ঔরসপুত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন (৮)। এতগুলি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থানুসারে এত দীর্ঘকাল (সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত) যে অশ্বঠ আর্ধ্যসমাজে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র ছিলেন, একমাত্র বোধায়নের মতানুসারে সেই অশ্বঠের অগৌরব হইতে পারে না, এবং এতগুলি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে টীকাকারের উদ্ধৃত একমাত্র বোধায়নবচনকে বিধি ও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবার যে কোন যুক্তি বা কারণ নাই, তাহা বুদ্ধিমানেরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

পুরাণে দেখিতে পাই নাই। যদি থাকে তবে তাহাও মনুবিরুদ্ধ বলিয়া নিম্নোক্ত শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা অগ্রাহ্যযোগ্য এবং যুক্তিমতেও অগ্রাহ্য হইবেই হইবে।

(৭) “বেদার্থোপনিষদ্বাৎ প্রাধাশ্চ হি মনোঃ স্মৃতম্।

মহর্ষিবিপরীতা যা না স্মৃতিন’ প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং।

বিজ্ঞাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ও রঘুনন্দন ভট্ট, উদ্ধাহতস্থত।

(৮) সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত এই নিমিত্ত বলি যে,—

কুতে তু মানবো ধর্মশ্চেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ ১অ, পরাশরসং।

এই পরাশর বচন দ্বারা মনুসংহিতা সত্যযুগের আর পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র হইতেছে; এবং ঐটীকাধৃত মনুর পরবর্তী অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা হইতে কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতি) পরাশরসংহিতাতে উল্লিখিত মহর্ষিগণও ঔরসপুত্র বিষয়ে মনুর অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই; বিশেষ পরবর্তী ১১টীকাধৃত মহাভারতবচনে পৌন-র্ভব (বিধবার পুনর্বিবাহোৎপন্ন) পুত্রকেও ঔরসপুত্র বলিয়া উক্ত হওয়াতে সত্য হইতে কলিযুগ অর্থাৎ মহাভারতের দৃষ্টকাল পর্য্যন্ত অশ্বঠেরা যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্রমধ্যে পরিগণিত হইতেন তাহা না বলিয়া আমরা আর কি বলিব?

এই কলিযুগের পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাসের রচিত স্মৃতি ও মহাভারতের কাল পর্যন্ত বাঁহারা ঔরসপুত্র ছিলেন, তৎপরবর্তী বোধায়নের মতে তাঁহারা অনৌরস হইবেন কি প্রকারে ? (২) ।

যদি বল মহাভারতকার অশ্বঠকে অপসদ বলিয়াছেন (১০) ঔরসপুত্র বলেন নাই । এ কথাই উত্তর এই যে, অপসদ বলিলেই ইহা সপ্রমাণ হয় না যে অশ্বঠ অনৌরস । অশ্বঠ অনৌরসপুত্র, এই কথা মহাভারতের কোথাও উক্ত হয় নাই । মহাভারতকার যখন পৌনর্ভবপুত্রকেও ঔরসপুত্র বলিয়াছেন, (১১) তখন

(২) বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা প্রাচীন আৰ্য্যজাতিভেদের প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ও বর্তমান হিন্দুজাতিভেদকে নিত্য জ্ঞান করিয়া প্রাচীন আৰ্য্য-শাস্ত্রের ভাষা চাকাদি করিতে যাইয়াই যে এই সকল ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই ।

(১০) “ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্ত বুধিষ্ঠির ।

বর্ণয়োশ্চ বয়োঃ স্তাতাং যৌ রাজন্তৌ স্বভাবতঃ ॥

একোদ্বিবর্ণ এবাধ তথা ত্রৈবোপলক্ষিতঃ ।

যড়েতেহপসদাজ্ঞেয়ান্তথাপধ্বংসজাঙ্গু ॥” [৪৯অ, অনুশাসনপ, মহাভারত ।

মহাভারতের এই বচনের অপসদ শব্দের স্থলে অপধ্বংসজ ও অপধ্বংসজ স্থলে অপসদ শব্দ (লিপিকরদিগের ভ্রমবশতই বা ঈর্ষাবশতই হউক) প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বৈদ্যপুত্রারবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডে পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি সমালোচনাধায়ে মমুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হইবে । যাহা হউক, আমরা প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত মহাভারতে বিদ্যুৎ পাঠ দেখিতে পাই, কেন না উহার পাঠ এই :—“যড়পধ্বংসজান্তেহি তথৈবাপসদান্ শৃণু ॥”

(১১) “বা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বল্পেচ্ছয়া ।

উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥” ৯অ, মমুসং ।

“অর্জুনস্তাত্তজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীৰ্য্যবান্ ।

হুত্যাং নাগরাজস্ত জাতঃ পার্শ্বেন ধীমত ।

ঐরাবতেন সা দত্তা হনপত্যা মহাত্মনা ।

পত্যো হর্তে স্বপর্ণেন কুশা দীনচেতনা ।

ভার্য্যার্থং তাক জগ্রাহ পার্থঃ কামবশাহুগাম্ ।

অজানন্নর্জুনশ্যপি নিহতং পুত্রমৌরসম্ ।

জঘান সমরে শূরান্ রাজন্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ ॥” ৯১অ, ভীষ্মপর্ক,

মহাভারত । বিদ্যাসাগরধৃত ।

তন্মতে যে অশ্বষ্ঠ ঔরসপুত্র, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র । মনুসংহিতাতে অনুলোহ বিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে মনু ঔরসপুত্র আর অপসদ উভয়ই বলিয়াছেন (১২) । তাহাতেই ব্যক্ত হইতেছে, ঔরস এক কথা আর অপসদ অশ্ব ষষ্ঠ কথা । শাস্ত্রমতে জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে কনিষ্ঠপুত্র অপসদ, তবে কি কনিষ্ঠপুত্র ঔরসপুত্র নহে ? (১৩) । কি আশ্চর্য্য ! যে জ্ঞীকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করা হইত, বিবাহসংস্কারনিবন্ধন যে নারী পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, সেই ভাৰ্য্যাতে পতি স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করিতেন (১৪) সেই পুত্র ঔরসপুত্র নহে, টীকাকার ভট্ট মহাশয় কেমন করিয়া কোন প্রমাণে ইহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না । তিনি এতগুলিন প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্রমতের বিরুদ্ধে একমাত্র বোধায়নবচন উদ্ধৃত করিয়া কেবল সর্বণে উৎপন্ন পত্নার গর্ভে স্বামী কর্তৃক জাত পুত্রকে ঔরস দালয়া প্রচার করিয়াছেন, ব্যাস বৃহস্পতির মীমাংসার প্রতি ও এই অধ্যায়ের

(১২) “স্বৈ ক্ষেত্রে সংস্কৃতান্নাস্ত্র স্বয়মুৎপাদয়েন্ধি যম্ ।

তমোরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥ ১৬৬ ॥” ৯অ, মনুসং ।

“বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োদ্বয়োঃ ।

বৈশ্বস্ত বর্ণে চৈকস্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥” ১০অ, মনুসং ।

(১৩) “জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ ।

পিতৃণামনৃশ্চৈব স তস্যাং সর্বমহতি ॥ ১০৬ ॥

যস্মিন্ গং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্মতে ।

স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ ॥ ১০৭ ॥” ৯অ, মনুসং ।

(১০৫ । ১০৮ । ১০৯ । ১১০)

(১৪) “পতিভাৰ্য্যাং নৃশ্চৈব গর্ভেভুৎসুহ স্বায়তে ।

জায়ায়াশ্চ জায়াত্বং যতেহিত্যাং জায়তে পুনঃ ॥ ৮ ॥” ৯অ, মনুসং ।

“পতি শুক্ররূপে ভাৰ্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া গভভাবাপন্নতায় ভাৰ্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, জায়ার জায়াত্ব এই যে, জায়াতে জন্ম হয়, একজন্ম উহাকে জায়া বলা যায় : সেই হেতু জায়াকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে ।” পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ ।

অশ্বষ্ঠমাতা বৈশ্বকথা যে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের ভাষা তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য । ভাৰ্য্যাতে পতি স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্ম ভাৰ্য্যার অপর নাম জায়া, ইহাষ্ট যখন প্রাচীন মবাদি শাস্ত্রকারদিগের মত, তখন তাহাদিগের মতে যে ব্রাহ্মণের অনুলোহ বিবাহিতা জ্ঞীতে ব্রাহ্মণস্বামী কর্তৃক উৎপন্ন পুত্র অর্থাৎ ঔরসপুত্র, তাহাও পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য :

সংগৃহীত বিশ্বকোষধৃত বোধায়নের বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহা অপেক্ষা হুংখের ও বিশ্বস্তের বিষয় আর কি আছে ?

কেহ বলিবেন, বোধায়ন বচন এখানে মন্বাদির বিরুদ্ধ হয় নাই, স্পষ্টার্থক মাত্র হইয়াছে। একথার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি, এস্থলে পুনরালোচনায় নিশ্চয়োজন। টীকাকার মহাশয় উক্ত বচন অবলম্বনে যাহা হিন্দুসমাজমধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে মন্বাদির মতের আংশিক বিপরীত বিধি ভাষাতে আর সন্দেহ কি ? মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা সর্বর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যতেই স্বামী কর্তৃক জাত সন্তানদিগকে ঔরসপুত্র কহিয়াছেন, টীকাকার মহাশয় বোধায়নের উক্ত বচন অবলম্বনকরত কেবল সর্বর্ণাতেই ঔরস হয় প্রচার করিয়াছেন, ইহা যে মন্বাদির আংশিক বিপরীত বিধি তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? যাহা হউক, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে “যেন তেন প্রকারেণ” পিতৃজাতিচ্যুত করিবার জন্ত কলিযুগের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে দৃঢ়মন্তব্য ছিলেন এবং কলিযুগের পৌরাণিক ব্রাহ্মণদিগের হইতেই যে উক্ত সঙ্কল্পের সূত্রপাত হয় এবং ভাষ্য টীকাকার মহোদয়গণের সমসমকালে উক্ত সঙ্কল্পের সম্পূর্ণ পরিপক্বাবস্থা হইয়াছিল, তাহাই প্রদর্শনার্থই এই পুস্তকের সৃষ্টি ; এবং সেই জন্তই আমরা অনুক্রমণিকাতে প্রথমেই বলিয়াছি,—

গোপিতং যৎ পুরাবৃত্তং বৈদ্যাজাতেশ্চিরন্তনম্ ।

• সত্যং ব্রথাজাতিপ্রিয়ব্রাহ্মণেন কলৌ যুগে ॥

শাস্ত্রালাপৈরসত্ত্বিচ্চ টীকাভাষাদিত্ত্বথা ।

তৎ সর্ব্বঞ্চ বিশেষণ গ্রাহেহস্মিন্ সম্প্রদর্শিতম্ ॥

ইতি বৈদ্যাক্রীণোপীচক্ৰ-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অষ্টমো ব্রাহ্মণোদস-

পুত্রো নাম নবমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সমাপ্তশ্চায়ং ব্রাহ্মণাংশঃ পূর্বখণ্ডঃ ।

আক্ষেপোক্তি ।

ওহে প্রিয় বৈদ্যপুরাণ ! অভাগার—
অতিশয় পরিশ্রম যতনের ধন ;
পঁচিশ বৎসর কাল গেল যে আমার,
তথাপি হ'লনা তব প্রচার মূঢ়ণ ।
অশ্বষ্ঠের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করি,
ব্রাহ্মণাংশ পূর্বধণ্ড কেবল তোমার—
করিমু প্রচার ; দৈন্তদোষে বোধ করি,—
অমুদ্রিত রৈল তব অংশ পারাবার ।
বড় সাধ ছিল চিতে তোমার প্রচারে,—
বৈদ্যবিষয়ক কুসংস্কার সমাজের—
নাশিব, বৈদ্যবিষেষ তাজিবে সবারে,
জ্ঞানমুখ উজ্জ্বল হইবে অশ্বষ্ঠের ।
দরিদ্রতা তাও বুঝি দিল না করিতে ।
অস্তরের এ বাসনা অস্তরে রহিয়া,
জ্ঞান হয় ক্রমে ক্রমে হৃদয়-ভূমিতে—
ভাস্মাবৃত বহিঃপ্রায় যাইবে নিবিয়া !
চির ভাগ্যহীন আমি, আমার বলিতে,—
আছে একমাত্র দুঃখ জালাইতে মোরে ।
একমাত্র পুত্ররত্ন ছিল অবনীতে,
অকস্মাৎ হ'রি তাঁরে নিল কাল চোরে !
শোকান্নি-সাগরে এবে ডুবিরছি আমি,
হৃদয় ভরিয়া মাত্র জলে শোকানল ;
নেবে না অনল যদি সিকুজলে নাশি,
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ প্রাণ মন বল !

মন যে কিছুই আর চাহে না করিতে,
 অমুৎসাহে ভরিয়াছে হৃদয় আগার ;
 সদাই মনের সাধ কেবল মরিতে,
 কি আর করিব তব মুদ্রণ প্রচার ?
 পৃথিবী সবার পক্ষে নহে সুখস্থান,
 অভাগার এ জীবন তাহার প্রমাণ ।

দুঃখী গ্রন্থকার

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত ।

সিরাজগঞ্জ—পাবনা ।



বিজ্ঞাপন ।

নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে পাবনা জিলার অধিবাসী অস্বর্গগণের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিয়া এই দরিদ্রকর্তৃক বৈদ্যপুসাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের পূর্বখণ্ডমাত্র প্রচারিত হইল । যদি বঙ্গদেশের বৈদ্যমহোদয়গণ প্রত্যেক পরিবারের নিমিত্ত এই পূর্বখণ্ড পুস্তক এক একখানি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় ও ব্যক্তিবিশেষে উপযুক্ত অর্থভিক্ষা প্রদান করেন, তবেই বৈদ্যপুসাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ড এবং উহার অপরাপর অংশ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্তই—নিবেদন ইতি ।

বিনীত ও দরিদ্র

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত ।

সিরাঙ্গগঞ্জ—জিলা পাবনা ।

শুদ্ধিপত্র ।

মূল ।

অঙ্ক	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
তৎসমুদায়ই	তৎসমুদয়েই	৬
মত	যত	১২
সরোজিয়া	সরোয়িয়া	২৮
মহাভারতকারানুসারী	মহাভারতকার	২৯
জতুকর্ণ	জাতুকর্ণ	৩৫
বেদবেদাদির	বেদবেদাদ্বাদির	৩৭
অস্বষ্ঠ যে	যে অস্বষ্ঠ	৫৫
বলীবর্দনামায়ামঃ	বলীবর্দনামায়াসঃ	১৪৫
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র	পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ	১৫৬
নির্ণয়কে	নির্ণায়ক	১৫৮
প্রতিগৃহীত	প্রতিগৃহীতি	১৫৯
সাধ্বাভিষ্মথনং	সাঁধ্বীভিষ্মথনং	১৭০
ত্রিধরস্বামী	ত্রিধরস্বামী বিষ্মপুয়ণ	১৭৯
কেবল শব্দের	কেবল "কামতন্ত প্রবৃত্তানামিমাঃস্বাঃ	

.....২৮৪ঃ এই কয়েক শব্দের

ক্ষত্রিয়স্তাশ্র	ক্ষত্রিয়স্তাশ্রে	১৯১
বংশ	বংশজ	১৯৩
টাকাকারের	টাকাকার	১৯৯
বিরুদ্ধ ও	বিরুদ্ধ হইলেও	২০৩
জায়তে	জায়ন্তে	২২২
উপরি উক্তি	উপরি উক্ত	২৩০
পঞ্চদিন	পঞ্চদশ	২৬০

অঙ্ক	উদ্ধ	পৃষ্ঠা ।
স্বক্ষেত্রে	স্বক্ষেত্রে	২৬১
অধষ্ঠের	অধষ্ঠ	২৬৪
অগোরব	অনোরস	২৬৪
ঔরব	ঔরস	২৬৫

টীকা ।

নির্দ্বায়	নির্দ্বায়া	১০
উদয়াচার্য্য	উদয়নাচার্য্য	১২
বারসো	বরাংশো	১৩
সিং	শিং	১৬
সমসকালবর্তী	সমসকালৱ্তী	২৪
জতুকর্ণ	জাতুকর্ণ	৩২
অধাস্ত	অনস্ত	৩২
(ধাবরপত্নীরও)	(ধাবরকত্নাবও)	৪০
জসৈঃ	জনৈঃ	৪৫
এক	এই	৫২
দেখাইলেন	দেখাইয়াছিলেন	৬০
শস্বেষণীয়	তিশ্বেষণীয়	৬২
অহল্যাহনি	অহন্তহনি	৬৫
স্থলবেদে	স্থলবেদে	৮১
ও অ,	ও অ,	৮১
কুগ্রাসী	কুগ্রামী	৮২
একটু প্রাধান্য	একটু অপাধান্য	৮৪
মাহিষাণাম্	মাহিষাণাম্	৯১
কমুস্তৈব যনাধীপে	কমুস্তৈব যমুনাধীপে	৯৪
অত্যাঙ্গ	অত্যাঙ্গ	১০১
কত্রি	কত্রী	১০৫

